অনুবাদ-স্বত্ব : দীপ্তি চ্যাটার্জি

প্রচ্ছদ : চার্লস হোয়াইট
প্রচ্ছদলিপি : অরুণ গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৩, এপ্রিল, ১৯৫৬

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় 'স্পার্টাকাস'-এর আবির্ভাবকে সংবর্ধনা জানিয়ে আমি সবিশেষ আনন্দিত। এই ভাষা এক মহান জাতির ভাষা ; তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি। আমার আনন্দের এ একটা কারণ, কিন্তু সবটা নয়। যখন আমি এই বই লিখি আমি আশা করেছিলাম এর যথার্থ মর্ম নিপীড়িত মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করবে, পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের সব সংগ্রামই যে বৃহত্তর ব্যাপক এক সংগ্রামের অঙ্গ এই বোধ জাগিয়ে তুলতে কিছুটা অন্তত সাহায্য করবে। কী কাল, কী স্থান, বিচ্ছেদ কোথাও নেই,— আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী মানুষের যুগযুগব্যাপী অভিযান একদিন ক্ষান্ত হবে, সেই অনাগত দিনে আমরা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হব, যুদ্ধ ক্ষুধা অন্যায় অবিচার তখন চিরতরে অপসারিত হবে।

যত বই লিখেছি তার মধ্যে 'স্পার্টাকাস' আমার সর্বাধিক প্রিয়, যদিও জানি এতে ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা যথেষ্টই আছে। যদিও এই বইয়ের পটভূমি রচনায় প্রাচীন রোমকে এবং নায়করূপে দাসবিদ্রোহের নেতা স্পার্টাকাসকে আমি বেছে নিয়েছি, আসলে কিন্তু এসব রূপক মাত্র ; এই বইয়ের আসল বক্তব্য স্থানকাল নিরপেক্ষ স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার জন্যে মানুষের সংগ্রাম। ইতিহাসের এই আবরণে আমারই পরিচিত আমারই সমসাময়িক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ব্যক্তিকে আমি প্রচ্ছন্ন রেখেছি, তাঁদের মধ্যে এমনও আছেন যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অকপটে আত্মনিয়োগ করেছেন, আবার সেই সব মানুষও আছে যারা সব শালীনতা বিসর্জন দিয়ে নির্মমভাবে স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করছে।

যে-সত্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে আজকের আমেরিকার সঙ্গে প্রাচীন রোমের বিস্ময়কর সাদৃশ্য।

উভয় ক্ষেত্রেই শাসকশ্রেণীর সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত, উভয় ক্ষেত্রেই প্রভুত্বের আসনে যারা সমাসীন তাদের নৈতিক চরিত্র এতই অধঃপতিত যে যা-কিছু অন্যায় যা-কিছু রুচি ও শালীনতাবিরুদ্ধ তারা তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু সেই প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাস অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে এসেছে। এরই মধ্যে আমরা আগামীকালের পাশাপাশি বাস করছি, এবং আমি নিশ্চিত আমাদের মধ্যে অনেকেই স্পার্টাকাসের স্বপ্ন পৃথিবীময় বাস্তবে পরিণত হতে দেখে যেতে পারবেন।

হাওয়ার্ড ফাস্ট

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

১৯৫৬ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত এই অনুবাদসূত্রে 'স্পার্টাকাস'-এর সঙ্গে বাঙালী পাঠকসমাজের প্রথম পরিচয়। তারপর দীর্ঘ বিশ বছর কেটে গেছে। নানা কারণে সেই অনুবাদের পুনঃপ্রকাশ ঘটে ওঠেনি। 'স্পার্টাকাস'-এর সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ইতিমধ্যে অনেক অন্তরঙ্গ হয়েছে— বইয়ের পাতা থেকে নাট্যরসিক বাঙালীর প্রিয় নায়ক হয়ে 'স্পার্টাকাস' একাধিক রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অবতীর্ণ হচ্ছে। এর জন্য বিশ বছর আগে প্রকাশিত বাংলা অনুবাদের কৃতিত্ব কতখানি তা বলতে পারব না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি স্পার্টাকাসের জীবনকাহিনী সম্পর্কে আজকের তরুণ সমাজের আগ্রহ অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। তাই যাঁরা 'স্পার্টাকাস'-এর কথা শুনে 'স্পার্টাকাস'-কে মঞ্চস্থ দেখে তাকে বিশদভাবে জানতে ও চিনতে আগ্রহী, এই অনুবাদে 'স্পার্টাকাস'-কে তাঁরা তাঁদের স্বজন বলে চিনতে পারবেন এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাংলা অনুবাদের জন্য লেখা হাওয়ার্ড ফাস্টের ভূমিকাসহ এই সংস্করণটি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষ যে-সহায়তা করেছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। মূল অনুবাদ এই সংস্করণে অবিকৃত থাকলেও প্রকাশকের হাতবদল হয়েছে, এই সংস্কার নগণ্য নয় বলেই দ্বিতীয় সংস্করণ বলে স্বীকার্য।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুদিত 'স্পার্টাকাস' প্রকাশনের দায়িত্বভার এবারে দে'জ পাবলিশিং-এর উপরন্যস্ত হচ্ছে। এই উপলক্ষে সর্বপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি পরিশোধন ও পরিমার্জন করে অনুবাদটি সংস্কার করা হল। সঙ্গতভাবে এটি 'স্পার্টাকাস'-এর তৃতীয় সংস্করণ।

দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়

১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

অনুবাদকের নিবেদন

‘স্পার্টাকাস’ অনুবাদ সম্পর্কে পাঠক সমাজের কাছে দু-চারটি কথা নিবেদন করার আছে।

‘স্পার্টাকাস’ অনুবাদ করা সহজসাধ্য ছিল না। প্রথমত, ‘স্পার্টাকাস’-এর ইংরাজী আধুনিক ইংরাজী থেকে কিছুটা পৃথক। বলা যেতে পারে ইংরাজী বাইবেলের সঙ্গে তার ভাষাগত সামঞ্জস্য আছে। আজ থেকে প্রায় দু-হাজার বছর আগেকার রোম-সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হলে আধুনিক কালের প্রকাশরীতি কালগত ব্যবধানটা হয়ত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারত না। অনুবাদ করতে গিয়ে প্রথমেই ভাষা সমস্যায় বিপর্যস্ত হতে হয়। আধুনিক চলিত বাংলা নিতান্তই একালের ব্যাপার। মূল ইংরাজীর সারল্য ও দূরত্বের সঙ্গে কিছুটা মেলে আমাদের রূপকথার ভাষা ও ভঙ্গি। কিন্তু সেই কাকলিভাষা অনুবাদের মাধ্যম হবার মত যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যে বাঙালী জীবনের তেমন কোনো ছবি নেই যাকে বলা যেতে পারে স্পার্টাকাসের সমকালীন। সংস্কৃত সাহিত্য আছে এবং বাংলা অনুবাদে একমাত্র তাই আমাদের ঐতিহ্য। বাংলা ভাষায় তাই এই কালগত দূরত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হলে তৎসম শব্দের আধিক্য অনিবার্য। কিন্তু তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহারে ভাষার গঠনরীতিতে এমন একটা কাঠিন্য এসে যায় যা ‘স্পার্টাকাস’-এর প্রকাশভঙ্গির বিরোধী। অতএব তৎসম শব্দসম্পদের সঙ্গে রূপকথার লৌকিক সারল্যের সমন্বয়েই হয়ত সে সমস্যার সমাধান করতে পারে। অনুবাদে এই সমন্বয় সাধনের সাধ্যমত প্রয়াস আছে।

‘স্পার্টাকাস’ অনুবাদের দ্বিতীয় অসুবিধা স্পার্টাকাসের সমাজ। আমাদের অতীত সমাজের এমন কোনো স্তর খুঁজে পাই না যার সঙ্গে রিপাবলিকান রোম তুলনীয়। সেই দাসব্যবস্থা, গ্লাডিয়েটারের লড়াই, ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার রীতি, ‘ল্যাটিফুন্ডিয়া’, ‘সেনেট’, ‘আমফিথিয়েটার’, ‘এরেনা’, রোম সমাজের বিচিত্র স্তরবিন্যাস, তার সামরিক ও প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা—এসব একান্তই রোমের। রোমক সভ্যতার উত্তরাধিকারী বর্তমান ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে তার মিল ও গরমিল নিতান্তই ইতিহাসগত। কিন্তু স্পার্টাকাসের সমাজের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সমাজের যে-ব্যবধান তা শুধু ইতিহাসের নয়, ভাবলোকেরও তার সঙ্গে আমরা আত্মিক যোগ অনুভব করি না। ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসে যে-ব্যবস্থা অনুপস্থিত, সেই ব্যবস্থার দুর্বিপাকে স্পার্টাকাস চরিত্রের উদ্ভব বিকাশ ও পরিণতিকে সাহিত্যিক রসমার্জিত করে ভারতীয় কোনো ভাষাতে পরিবেশন করা হয়ত অসম্ভব। যা অসম্ভব তা সম্ভব করেছি, একথা বলার দুঃসাহস আমার নেই। ভাবলোকের দূরত্ব যা থাকবার তা আছেই। পাঠককে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মূল ইংরাজীতে যেমন ল্যাটিন প্রবাদ ও প্রক্ষিপ্ত দু’একটি ল্যাটিন কথা রোমের সামাজিক

পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে, একই প্রয়োজনবোধে অনুবাদেও কোনো কোনো স্থলে তা রক্ষা করা হয়েছে।

হয়ত মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে ল্যাটিন উচ্চারণে। নামবাচক শব্দ সম্পর্কে ততটা লজ্জিত নই, কারণ সুপ্রচলিত ল্যাটিন নামের যথাযথ উচ্চারণে ল্যাটিন রক্ষা পেলেও নামবর্ণিত ব্যক্তি বা বস্তু হয়ত হারিয়ে যেত। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, সিসেরো বা ভারজিল। ল্যাটিন নিয়মানুযায়ী এঁরা 'কিকেরো' ও 'ভিরগিল'। ইংরাজীর কৃপায় আমরা সিসেরো ও ভারজিলকে পেয়েছি, তাঁরা ইংরাজী পোশাকে থাকলে, আর যাই অসুবিধা হোক, সাধারণ বাঙালী পাঠক তাঁদের চিনে নিতে ভুল করবেন না। এ-ছাড়া ল্যাটিন প্রবাদ ও অন্যান্য ল্যাটিন শব্দের উচ্চারণে যদি ত্রুটি থেকে থাকে, তার কারণ যথেচ্ছা বা অনবধানতা ততটা নয় যতটা অজ্ঞতা।

ত্রুটি আরো অনেক আছে। পাঠকের চোখে তা ধরা পড়বে। অনুল্লিখিত সেইসব ত্রুটির জন্যে আমার অক্ষমতাই দায়ী।

নানা ত্রুটি ও বাধা সত্ত্বেও অনুবাদে মূলের আনুগত্য কোথাও শিথিল হয়নি। মূলের প্রায় শাব্দিক অনুসরণের ফলে অনুবাদ সাহিত্যগ্রাহ্য হয়েছে কিনা সহৃদয় পাঠকই তার বিচার করবেন।

কলিকাতা
২ বৈশাখ ১৩৬৩

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই কাহিনীর সূচনাকাল খৃস্টপূর্ব ৭১ অব্দ

প্রথম খণ্ড

কেইয়াস ক্রাসাসের রোম থেকে কাপুয়া পর্যন্ত মহাপথে যাত্রার বিবরণ।

,,

অমরাবতী রোম থেকে কাপুয়া নগরী আয়তনে একটু ছোট, রমণীয়তায় নয়। লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়, এই দুই নগরীর মধ্যবর্তী মহাপথটি মার্চ মাসের প্রথম পক্ষ অন্তরিত হবার আগেই জনসাধারণের চলাচলের জন্য পুনরায় অবারিত করে দেওয়া হয়েছিল ; তার থেকে কিন্তু বোঝায় না এ-পথে চলাচল সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল। এ-প্রসঙ্গে বলা দরকার, রোম সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত এমন কোনো পথই ছিল না, বিগত চার বৎসরের মধ্যে যার উপর রোম-রাজপথের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ বাণিজ্যিক ও পথিক প্রবাহ সম্ভব হয়েছে। কমবেশি উপদ্রব সর্বত্রই ছিল, আর একথা বললে খুব ভুল হবে না, রোম ও কাপুয়ার মধ্যবর্তী মহাপথটি ছিল এইসব উপদ্রবের প্রতীক। কথায় বলে, পথের গতিও যা, রোমের গতিও তাই। সত্যই তাই। পথের ভাগ্যে শান্তি সমৃদ্ধি জুটলে, রোমের ভাগ্যেও তা জুটত।

নগরীর চতুর্দিকে প্রাচীরপত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল, কাপুয়ায় ব্যবসা আছে এমন নাগরিক কেবল ব্যবসার প্রয়োজনে সেখানে যেতে পারে। আপাতত ঐ রম্য নগরীতে অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে যাওয়া রাষ্ট্রের অনভিপ্রেত। কিন্তু কালক্রমে ইতালিতে মধুঋতুর ধীরমন্থর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পথের সব বাধানিষেধ অপসারিত হল। সুরম্য হর্ম্যশোভিত সুদৃশ্য কাপুয়া রোমবাসীদের আবার ডাক দিল।

কাম্পানিয়ার গ্রাম্য প্রকৃতির আকর্ষণ ছাড়াও অন্য আকর্ষণ ছিল। তা হচ্ছে গন্ধদ্রব্য। যারা সুবাসরসিক অথচ মূল্যাধিক্যের দরুন সে-রসে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য কাপুয়া তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করত। সেখানে এসে তারা গন্ধদ্রব্য যেমন উপভোগ করত তেমনি তার কারবার করে প্রচুর লাভও করত। দুনিয়ার সেরা সেরা আতরের সব কারখানা সেখানে। এই কাপুয়ায় পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে আসত দুর্লভ আতর ও নির্যাস, অনবদ্য গন্ধদ্রব্য, মিশরের গোলাপগন্ধী তেল, শেবার পদ্মমধু, গালিলীর পোস্তকোরক, কমলার নারঙ্গী-বাকলার ও অম্বরীর তেল, সেজ ও পুদিনার পাতা, গোলাপ ও চন্দন কাঠ, এমনি আরো কত অসংখ্য জিনিস। কাপুয়ায় আতরের দাম রোমের অর্ধেকেরও কম। মনে রাখতে হবে, কী মেয়ে, কী পুরুষ, সে-সময়ে সবার কাছে গন্ধদ্রব্যের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে— অবশ্য প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছে। আর কোনো কারণে না হোক, শুধুমাত্র গন্ধদ্রব্যের জন্য একবার কাপুয়া ঘুরে আসা তখনকার দিনে অসঙ্গত ছিল না।

মার্চ মাসে পথ খুলে দেওয়া হল। তার দুমাস পরে মে মাসের মাঝামাঝি কেইয়াস ক্রাসাস এবং তার ভগ্নী হেলেনা আর ভগ্নীর বন্ধু ক্লডিয়া মারিয়াস কাপুয়ায় যাত্রা করল, সপ্তাহখানেক তাদের আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে অতিবাহনের জন্যে। স্বচ্ছ স্নিগ্ধ এক নির্মল সকালে তারা রোম থেকে যাত্রা করল। পথভ্রমণের পক্ষে দিনটি ছিল আদর্শ। বয়সে তারা সবাই তরুণ, যাত্রার আনন্দে উন্মুখর, পথে নিশ্চিত কোনো অঘটনের সম্ভাবনায় তারা রোমাঞ্চিত। পঁচিশ বছরের যুবা কেইয়াস ক্রাসাস। কুঞ্চিত কালো কেশগুচ্ছ তার কাঁধের উপর আলুলায়িত। তার সুষম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাকে সুদর্শী ও সুজাত যুবা বলে খ্যাতিমান করেছে। সুন্দর সাদা একটি আরবী ঘোড়ায় সে আসীন। গত বৎসরের জন্মদিনে এটি তার পিতার উপহার। মেয়ে দুটি চলেছে উন্মুক্ত শিবিকায়। প্রতি শিবিকার বাহক চারজন গোলাম। পথচলায় তারা সুপটু, একটুও বিশ্রাম না-করে একাদিক্রমে তারা দশমাইল পথ স্বচ্ছন্দে দৌড়তে পারে। তারা স্থির করেছিল, পাঁচদিন পথেই কাটাবে, আর প্রতি সন্ধ্যায় কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর পল্লী-আবাসে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এইভাবে অনায়াসে ও অক্লেশে তারা কাপুয়ায় পৌঁছবে। যাত্রার আগেই তারা জানত, মহাপথ বরাবর শাস্তির স্মারক চিহ্নিত, কিন্তু এও জানত, সেগুলো তাদের ব্যাঘাত ঘটাবার মতো এমন কিছু নয়। মেয়েরা বরং সেগুলোর বর্ণনা শুনে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আর কেইয়াসের কথা বলতে গেলে, তার উপর এসব দৃশ্যের প্রভাব সুখকর তো বটেই, কিছুটা রোমাঞ্চকরও। তার কাছে তার উদরিক স্বাস্থ্য একটা গর্বের বস্তু, কারণ এসব দৃশ্য সত্ত্বেও তা অহেতুক ভেঙে পড়ে না।

মেয়েদের সে বোঝায়, 'যাই বলো, ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার চেয়ে ক্রুশবিদ্ধকে দেখা ঢের ভাল!'

'আমরা ওদিকে নজরই দেব না, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকব,' হেলেনা বলে।

ক্লডিয়ার থেকে সে সুদর্শনা। ক্লডিয়া গৌরাঙ্গী, কিন্তু কেমন যেন নিরুদ্যম। তার ত্বক পাণ্ডুর, দৃষ্টি আবিল, একটা ক্লান্ত অবসন্ন ভাব সে সযত্নে লালন করে। তার দেহ সুপুষ্ট, পুরুষকে আকর্ষণ করার মতো, কিন্তু কেইয়াসের মতে, মহিলা বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ স্থূল ; সে ভেবেই পেত না তার ভগ্নীর প্রিয়-সখী হবার কী যোগ্যতা এই রমণীর আছে। এ একটা সমস্যা, এবারকার সফরে এ সমস্যার সে সমাধান করবেই স্থির করেছে। এর আগে অনেকবার সে ভেবেছে এই নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হবে, কিন্তু প্রতিবারই মহিলার জড়বৎ ঔদাসীন্য তাকে নিরুৎসাহ করেছে। ঔদাসীন্য বিশেষ করে তার প্রতি নয়, সবকিছুর প্রতি এক নির্বিশেষ নির্লিপ্ততা। সর্বদাই বিরক্তভাব। কেইয়াসের স্থির বিশ্বাস মহিলার এই বিরক্তি তাকে বিরক্তিকর হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। তার ভগ্নী কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। তার সহোদরা তাকে যেভাবে উত্তেজিত করে তার পক্ষে তা অস্বস্তিকর। দৈর্ঘ্যে সে তারই মত, চেহারাতেও তাই—হয়ত আরো সুন্দর। এবং রীতিমত সুন্দরী, অন্তত সেইভাবে ভাগ্যবানদের কাছে যাদের কামনা তার অনিচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের কাছে প্রতিহত হয় নি। তার ভগ্নী তাকে উত্তেজিত করে এবং কাপুয়া-যাত্রার এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য তার এই উত্তেজনার যা হোক একটা নিষ্পত্তি। তার এই আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সে সচেতন। তার ভগ্নী ও ক্লডিয়া এক

অদ্ভুত সমন্বয়, অদ্ভুত হলেও বেমানান নয়। কাপুয়া সফরের এই সুযোগে প্রীতিপদ কোনো অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনায় কেইয়াস উন্মুখ হয়ে রইল।

রোম ত্যাগ করে কয়েক মাইল অগ্রসর হতেই শাস্তির স্মারকগুলো দেখা দিতে আরম্ভ করল। প্রস্তর বালুকাকীর্ণ কয়েক একর পরিমিত স্বল্পপরিসর একটা পতিতভূমির উপর দিয়ে মহাপথটা চলে গেছে। এই স্থানটি প্রথম ক্রুশের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। সম্ভবত যার উপর স্মারকগুলো প্রদর্শনের ভার পড়েছিল, সে ভেবেছিল এই স্থানে প্রথম ক্রুশ প্রোথিত করলে তার গুরুত্ব সম্যক বোঝানো যাবে। পাইনের কাঁচা ডালে ক্রুশটা তৈরি, ক্ষরিত কালো আঠা গায়ে জমে রয়েছে। পিছনের ভূমি অনুচ্চ হওয়ায় ভোরের আকাশপটে ক্রুশটা দাঁড়িয়ে ছিল নগ্ন নিরাবরণ একটা তির্যক রেখার মত। প্রথম দেখা বলেই হয়ত তা এত ভয়াবহ বিরাট আকারের বোধ হচ্ছিল যে ক্রুশলগ্ন নগ্ন নরদেহটা প্রায় নজরেই পড়ে না। ক্রুশটার মাথাটা ছিল একটু হেলানো, মাথাভারি হওয়ায় দাঁড় করাবার সময় একটু হেলে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে ওটাকে অত্যধিক অপার্থিব ও অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। কেইয়াস তার ঘোড়ার রাশ টানল, তারপর মৃদু গতিতে তাকে চালিত করল ক্রুশটার দিকে। হেলেনাও হস্তধৃত রুমালের ত্বরিত আন্দোলনে শিবিকাবাহকদের নির্দেশ দিল কেইয়াসের অনুসরণ করতে।

ক্রুশটার সামনে এসে হেলেনার শিবিকা যখন থামল, বাহকদের পথচালক মৃদুস্বরে বলল, ‘আমরা একটু জিরোব, রানীমা ?’ চালকটি স্পেনীয়, তার ল্যাটিন ভাঙা ভাঙা ও চেষ্টাকৃত।

‘জিরোবি বইকি,’ হেলেনা অনুমতি দিল। মাত্র তেইশ বছরের তরুণী সে, কিন্তু এরই মধ্যে তার পরিবারের অন্যান্য নারীদের মত সে দৃঢ়মতাবলম্বী। সে পছন্দ করে না জীবজন্তুকে অকারণে পীড়ন করা, তা সে জানোয়ারই হোক, দাসই হোক। বাহকরা অতঃপর শিবিকাগুলি ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে বিনীতভাবে চারপাশে ছড়িয়ে বসল।

ক্রুশটার সম্মুখভাগে ক্ষুদ্র জীর্ণ এক ছত্রচ্ছায়া। তার নিচে একটি তৃণাসন ; সেই আসনে বসে আছে মেদবহুল এক ব্যক্তি—হাবভাব অত্যন্ত অমায়িক। দারিদ্র্য ও সম্ভ্রমের সমন্বয় সে। সম্ভ্রম প্রকাশ পাচ্ছে তার চিবুকের প্রতিটি রেখা থেকে এবং তার দৈন্যদশা, কিছুটা আলস্যও, অতি প্রকট তার জীর্ণমলিন বেশভূষায়, অপরিস্কার নখাগ্রে আর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। তার অমায়িকতা পেশাদার রাজনীতিজ্ঞের অনায়াস মুখোশ, এক নজরেই বোঝা যায় ফোরাম, সেনেট ও রোমশহরের পল্লিগুলো সে চষে এসেছে। এখন তার এই দশা। এর পরের দশা, রোমের কোনো ধর্মশালায় চাটাইমাত্র সম্বল এক ভিখারীতে। এতৎসত্বেও তার কণ্ঠস্বর হাটের নিলামদারের মত বাজখাঁই গম্ভীর। আগন্তুকদের সে বুঝিয়ে দিল, তার ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ যুদ্ধের হেরফের। যারা ভাগ্যবান, অলৌকিক দক্ষতার সঙ্গে তারা ঠিক দলটা বেছে নেয়। তার দুর্ভাগ্য, সে বরাবরই ভুল দলে ভিড়েছে। অবশ্য সব দলই যে মূলতঃ এক তা বলার দরকার হয় না। ভুল নির্বাচনের ফলে তার এখনকার এই হাল, তবে আরো ভাল লোকের এর চেয়েও শোচনীয় পরিণাম হয়েছে।

‘আমি উঠে দাঁড়ালাম না বলে নিশ্চয় আপনারা মাপ করবেন। কী করব বলুন। বুকটা—আমার এই বুকটা’ এই বলে লোকটা অনিশ্চিতভাবে তার হাতখানা তার বিরাট বপুর উপর স্থাপন করল। ‘দেখছি আপনারা সকাল সকাল বেরিয়েছেন। বেশ বেশ, ভালই

করেছেন। পথ চলার পক্ষে এইটেই উপযুক্ত সময়। কোথায় যাবেন? কাপুয়ায় বুঝি?'

'হ্যাঁ কাপুয়ায়,' কেইয়াস বলল।

'কাপুয়া! আহা, কী চমৎকার, কী সুন্দর, কী মনোরম শহর, সব শহরের সেরা শহর! আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ তাই,' কেইয়াস উত্তর করল। মেয়েরা মুখ টিপে হাসছিল। লোকটা অমায়িক, মস্ত যেন একটা ভাঁড়। গাম্ভীর্য বলতে তার আর কিছু নেই। না থাকাই ভাল অন্তত এই তরুণতরুণীদের কাছে। কেইয়াস আন্দাজ করল লোকটার এই অন্তরঙ্গতার আড়ালে কোথাও অর্থের ব্যাপার জড়িত আছে। অবশ্য তাতে তার কিছু এসে যায় না। যাবেই বা কেন? প্রথমত, তার যাবতীয় খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্যে অর্থের যে প্রাচুর্য প্রয়োজন তা তার আছে। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের কাছে সাংসারিক বুদ্ধি জাহির করতে এই মেদবহুল ভাঁড়টার চেয়ে প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কী হতে পারে?

'দেখছেন তো আমি পাণ্ডাগিরি করি, ভাটের কাজও করি, মানে দেশের দণ্ডমুণ্ড বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে ছোটোখাটো খবর যোগান দিয়ে থাকি। বিচারক যে, সে কি এর চেয়ে বেশি কিছু করে? তফাত তো শুধু গদিটার। তাই বলছিলাম—হোক না একটা দিনারিয়াস, তাও ভাল, তার লজ্জাও গায়ে লাগে না, কিন্তু ভিক্ষে করা-'

এদিকে ক্রুশবিদ্ধ মরামানুষটা থেকে মেয়েরা চোখ ফেরাতে পারছে না। যে-জায়গায় তারা এসে দাঁড়িয়েছে, লাশটা ঠিক তার উপরে। রোদেপোড়া চঞ্চুবিদ্ধ নগ্ন দেহটার দিকে থেকে-থেকে তারা দৃষ্টিক্ষেপ করছে। কতকগুলো কাক খাদ্যের আশায় তার চারপাশে ঘুরছে। চামড়ার উপরটা মাছিতে ছেয়ে গেছে। মরা মানুষটা ঝুলছে। তার দেহটা ক্রুশ থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, মনে হচ্ছে, এই বুঝি পড়ে গেল। মরামানুষ যেমন বিকটভাবে নড়ে তেমনই নড়ছে, সর্বদা নড়ছে। মাথাটা তার সামনের দিকে নোয়ানো, লম্বা কটা চুলে মুখখানা ঢাকা। কে জানে কী বীভৎসতা তাতে চাপা রয়েছে।

কেইয়াস মোটা লোকটার হাতে একটা মুদ্রা দিল। ধন্যবাদ পেল ঠিক যতটুকু প্রাপ্য। শিবিকাবাহকেরা নির্বাক বসে আছে, ভুলেও তারা ক্রুশটার দিকে তাকাচ্ছে না। তাদের দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ। পথচলায় তারা অভ্যস্ত, তারা সুপটু বাহক।

'বলতে গেলে, এটা একটা প্রতীক গোছের,' মোটা লোকটা বলে চলে। 'মায়েরা, এটাকে বীভৎস কিছু ভাববেন না, মানুষ বলেও মনে করবেন না। রোম দেয়ও যেমন, নেয়ও তেমনি। অপরাধ আর শাস্তি মোটামুটি খাপ খেয়ে যায়। এটা যে দেখছেন এখানে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে, এ জানিয়ে দিচ্ছে এরপরে কাদের দেখবেন। এখান থেকে কাপুয়ার মধ্যে জানেন এইরকম কতগুলো আছে?'

তারা জানত, তবু তারই মুখ থেকে শোনার অপেক্ষায় রইল। এই মোটা সোটা আমুদে লোকটার চালচলন বেশ নিখুঁত, যা অবক্তব্য তাও কী রকম সহজে বলে চলেছে। তা যে অবাচ্য নয়, স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনামাত্র সে নিজেই তার প্রমাণ। ঠিকঠাক একটা সংখ্যা সে দেবেই। হয়ত তা ভুল কিন্তু সংখ্যাটা নির্দিষ্ট হবেই।

সে বলল, 'ছ'হাজার চারশ বাহাত্তর!'

শিবিকা বাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নড়ে উঠল। তারা বিশ্রাম করছে না, কাঠ হয়ে

বসে আছে। কেউ তাদের লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারত। কিন্তু তাদের দিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

মোটা লোকটা আবার বলল, 'ছ'হাজার চারশ বাহাত্তর।' কেইয়াসের মন্তব্য হল যথোচিত। 'অতোখানি কাঠ নষ্ট হয়েছে।' হেলেনা বুঝল মন্তব্যটা নিরর্থক, কিন্তু মোটা লোকটা, সমঝদারের মত মাথা নাড়ল। এতক্ষণে প্রসঙ্গটা বেশ জমেছে। মোটা লোকটা তার জোব্বার ভাঁজের ভিতর থেকে একগাছা বেত বের করল, তারপর সেটা দিয়ে ক্রুশলগ্ন দেহটা নির্দেশ করে বলে চলল, 'এই এটা তেমন কিছু নয়, একটা স্মারকমাত্র। বলতে গেলে স্মারকস্য স্মারক।'

ক্লডিয়া খিল খিল করে হেসে উঠল। অস্বস্তির হাসি।

'তবু তাচ্ছিল্য করার মত নেহাত যে-সে নয়। সবার থেকে এটাকে যে আলাদা করা হয়েছে তার পেছনে যুক্তি আছে। যুক্তি মানেই রোম এবং রোম মানেই যুক্তিসঙ্গত।' বোঝা গেল লোকটা বড় বড় বুলি আওড়াতে ভালবাসে।

'এটা কি স্পার্টাকাস ?' নির্বোধের মত ক্লডিয়া প্রশ্ন করল। মোটা লোকটার কিন্তু ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তার ঠোঁট চাটার ধরনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার পিতৃপ্রতিম হাবভাবটা একেবারে নিস্কাম নয়। কেইয়াস মনে মনে গজরাল, 'লোচ্চা বুড়ো জানোয়ার কোথাকার !'

'না সোনামণি, ঠিক স্পার্টাকাস নয়।'

'তার লাশটা পাওয়াই যায় নি ?' কেইয়াস আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'খান খান হয়ে গিয়েছিল, মালক্ষ্মী, একেবারে খান খান হয়ে গিয়েছিল !' মোটা লোকটা জাঁকিয়ে বলে চলল। 'তোমাদের নরম মন, এসব ভয়ংকর কথা শোনা ঠিক নয়, তবে আসলে তাই ঘটেছিল।'

ক্লডিয়া শিউরে উঠল, শিহরণটা উপাদেয়। কেইয়াস লক্ষ্য করল মহিলার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। তার চোখে এই দীপ্তি এর আগে কখনো সে দেখে নি। কেইয়াসের মনে পড়ে গেল তার পিতা কোনো এক সময়ে তাকে বলেছিলেন, 'কেবলমাত্র বাইরের বিচারে নির্ভর করো না।' যদিও নারীচরিত্র বিচারের থেকে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা ভেবে তার পিতা এ-উপদেশ দিয়েছিলেন, তবু নারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ক্লডিয়া যেভাবে মোটা লোকটার দিকে চেয়ে আছে এভাবে তার দিকে কখনো চায় নি। লোকটা বলে চলে, 'বাস্তবিকই তাই। এখন লোকে বলে শুনি স্পার্টাকাস বলে কেউ ছিলই না। শোনো কথা ! আমি আছি তো ? তুমি আছ তো ? এই যে এখান থেকে কাপুয়া পর্যন্ত আপ্পিয়ান পথ-বরাবর ছ'হাজার চারশ বাহাত্তরটা লাশ ক্রুশে ঝুলছে, এরা আছে না নেই ? বলো, এরা কি আছে, না, তাও ভুয়ো ? এরা যে আছে তাতে তো সন্দেহ নেই। এবারে সোনামণিরা, তোমাদের আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি, বলতো এতগুলো কেন ? শাস্তির স্মারক একটাতেই তো যথেষ্ট। তাহলে এ ছ'হাজার চারশ বাহাত্তরটা কেন ?'

'কুত্তাগুলোর তাই দরকার ছিল,' হেলেনা শান্তভাবে জবাব দিল।

'ছিল কি ?' মোটা লোকটা বিজ্ঞের মত ভুরু কোঁচকায়। সে শ্রোতাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, সমাজে তাদের স্থান যত উঁচুতেই থাক, বয়সে তারা অনেক ছোট এবং জগৎ সংসার সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কাছে তারা নেহাতই অর্বাচীন, অতএব তার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

'হয়ত তাই ছিল। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, এত মাংস জবাই করা কেন যদি তা না খেতেই পারবে, কেন, বলি শোনো। এতে দাম চড়া থাকে। বাজারের হাল ঠিক থাকে। সবচেয়ে বড় কারণ মালিকানা। এর ফলে মালিকদের বেশ কতকগুলো জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। মোটামুটি এই হল কারণ। এখন এই দেখছ—' এই বলে ছড়িটা দিয়ে দেখাল—'এটাকে একটু নজর করে দেখো। এর নাম ফেয়ারট্রাকস্ জাতিতে গল। লোকটা একটা কেউ-কেটা ছিল, বেশ হোমরাচোমরা গোছের। বুঝতেই পারছ, স্পার্টাকাসের সাকরেদ। হ্যাঁ, সাকরেদ বটে ! লোকটাকে আমি মরতে দেখেছি। ঠিক এইখানটায় বসে বসে দেখলাম লোকটা মরল। পুরো চারদিন লাগল। কী ষণ্ডামার্কা জোয়ান বাবা ! এত শক্তি তোমরা বললে বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করার কথা নয়। তিনের পল্লির সেক্সটাসকে চেন তো ? তারই দয়ায় আমি এখানকার কাজটা পেয়েছি। ভদ্রলোক—ভারি ভদ্রলোক, আমায় বড় ভালবাসে। কতলোক যে আজ পর্যন্ত দেখতে এল শুনলে অবাক হবে। আর সত্যি, দেখার মত জিনিসও বটে। যারা আসে, পাওনা বলে তাদের ওপর তো জোর করতে পারি না। তবে কী জানো, তুমি যদি কিছু দাও লোকেও তার বদলে কিছু দিয়ে থাকে। যেমন দেবে তেমনি পাবে। নিজের স্বার্থেই আমাকে সব খবরাখবর নিতে হল। শুনলে অবাক হবে, স্পার্টাকাসের যুদ্ধ সম্পর্কে আশেপাশে এখানকার সব কী কম জানে। এই তো চোখের সামনেই দেখছ, এই মেয়েটি আমায় জিজ্ঞেস করে বসল, এটা কি স্পার্টাকাস ? জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক, কিন্তু সত্যি তাই হলে ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক হত না কি ? তোমরা ভদ্রলোক, ছায়ার আড়ালে বাস কর, গণ্ডিঘেরা তোমাদের জীবন, তা যদি না হত এ-মেয়েটি তাহলে জানতে পেত, স্পার্টাকাসকে এমন কচুকাটা করা হয়েছিল যে তার একগাছি চুল, তার চামড়ার সামান্য একটু টুকরোও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই যাকে দেখছ, এর কথা অবশ্য আলাদা। এ ধরা পড়ে। সামান্য একটু জখমও হয়েছিল—এই তো, এখানটা দেখো—'

বেতগাছটা দিয়ে তার মাথার উপরে আলম্ব লাশটার পাশ বরাবর একটা লম্বা ক্ষত নির্দেশ করল।

'দেখছ, বেশ কয়েকটা কাটা দাগ—ভারি মজার। সবগুলো পাশে কিংবা সামনে। পিঠের দিকে একটাও নেই। এত খুঁটিনাটি সাধারণ লোকদের কাছে বলতে ইচ্ছা করে না, তোমরা বলে তাই বলছি। আসল কথা কী জানো—'

বাহকেরা উৎকর্ণ হয়ে এখন তার কথা শুনছে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করছে। লম্বা লম্বা জটপড়া চুলের ভিতর থেকে তাদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে।

'—ইতালির মাটিতে এদের চেয়ে সেরা সৈনিক আজ পর্যন্ত জন্মায় নি। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কথাটা ভেবে দেখা দরকার। যাক, এবারে আমাদের বন্ধুপ্রবরের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পুরো চারদিন লেগেছিল ওর মরতে। আরো বেশিদিন লাগত যদি না ওরা একটা শিরা কেটে দিয়ে কিছু রক্ত ঝরিয়ে বের করে দিত। এই নিয়মটা সবার না জানা থাকতে পারে, কিন্তু মানুষগুলোকে যখন ক্রুশে লটকাচ্ছ এ-কম্মটুকু করতেই হবে। রক্ত ঝরিয়ে দাও, ভাল, না যদি দাও, ফুলে ফেঁপে একেবারে ঢোল হয়ে উঠবে। ঠিকমত যদি ঝরাতে পার, দেখবে লাশগুলো ঠিক চুপসিয়ে শুকিয়ে আসছে। তারপর

চাইকি একমাস পর্যন্ত তাদের ঝুলিয়ে রাখো না, খুব জোর হয়ত সামান্য একটু গন্ধ বেরোবে। ঠিক যেমন মাংস জারিয়ে রাখে তেমনি আর কি। এর ওপর প্রচুর রোদ পেলে শুকোতে আরো সুবিধে। এখন যা বলছিলাম। এই লোকটা ছিল একটু দুর্ধর্ষ গোছের—যেমন বেপরোয়া, তেমনি তেজীয়ান—কিন্তু শেষ অবধি তার সে-তেজ টিকল না। প্রথমদিন যেসব গণ্যমান্য ভদ্রলোক দেখতে এসেছে, তাদের তো ওখান থেকেই শাপান্ত করে একশেষ করেছে। কী অকথ্য জঘন্য সব গালাগাল! ভদ্রমহিলাদের সামনে তা উচ্চারণ করা যায় না। ছোটলোক হলে যা হয়। গোলাম গোলামই থাকে। কিন্তু আমার সঙ্গে তার কোনো অসদ্ভাব ছিল না। আমি থাকতাম এখানে বসে, আর সে ঝুলত ওখানে। সুবিধে পেলেই তাকে ডেকে বলতাম, দেখ, তোমার দুর্ভাগ্যেই আমার সৌভাগ্য; জানি, যেভাবে তুমি মরছ, তা খুব সুখের নয় কিন্তু আমার জীবিকা উপার্জনের উপায়টাও নিশ্চয় সুখকর নয়। যৎসামান্য আমার কিছু রোজগার হয় যদি তুমি সমানে তোমার বুকনিটা চালিয়ে যেতে পার, মনে হল না আমার কথা লোকটার মনে কোনো দাগ কাটল। কীভাবে যে কথাগুলো নিল কিছুই বোঝা গেল না। তবে দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যে নাগাদ সে একেবারে চুপ মেরে গেল। পাথরচাপা পড়ার মত, আর টুঁ শব্দটি নেই। লোকটার শেষ কথা কী জানো?'

'কী?' ক্লডিয়া চাপাগলায় প্রশ্ন করে।

'আমি আবার ফিরে আসব। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে ফিরে আসব। শুধু এই। কথাগুলো বেশ কবি কবি। তাই না?'

'কী ভেবে লোকটা একথা বলেছে?' বিস্মিত কেইয়াস জিজ্ঞাসা করে। সাবধান হওয়া সত্ত্বেও মোটা লোকটা তার উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

'কে বলবে কী ভেবে সে বলেছে? তুমি যা জেনেছ, আমিও তাই। আর এরপরে লোকটা আর কথাও কয় নি। পরের দিন তাকে একটু খোঁচা মারি। তাতেও একটাও কথা বলল না, কেবল লাল টকটকে চোখদুটো দিয়ে আমায় যেন গিলতে লাগল। কী সে চাউনি! আমায় যেন পেলে মেরে ফেলে। কিন্তু তখন তার মারবার শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে। তাহলে দেখছ মালক্ষ্মী,' আবার ক্লডিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'লোকটা স্পার্টাকাস নয়। তবে হ্যাঁ, স্পার্টাকাসের এক জন সাকরেদ এবং কড়াগোছের সাকরেদ। স্পার্টাকাসের মতন বলা যেতে পারে, কিন্তু অত শক্ত নয়। উরে বাবা, স্পার্টাকাস, সে বড় শক্ত ঘাঁটি। নিশ্চয় চাও না, এপথ দিয়ে যেতে যেতে তার সঙ্গে তোমাদের মোলাকাত হোক, অবশ্য তা সম্ভবও নয়, কারণ সে মরে ভূত হয়ে গেছে। তারপর আর কিছু কি জানবার আছে?'

'না থাক, যথেষ্ট শুনেছি। আমাদের এবার যেতে হবে।' কেইয়াস বলল। দিনারিয়াস'টার জন্যে এতক্ষণে তার আফসোস হচ্ছে।

৩

সেকালে রোম ছিল যেন হৃৎপিণ্ড। শিরা উপশিরার মত বিভিন্ন রাজপথ ও রাষ্ট্রপথ সেই হৃৎপিণ্ড থেকে পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে ছিল প্রসারিত। পৃথিবীময় রোমের রক্তধারা

পথই বয়ে নিয়ে যেত। হাজার বছরের পরমায়ু নিয়ে অপর কোনো জাতির আবির্ভাব বিচিত্র নয়। হয়ত তারাও তাদের প্রধান প্রধান নগরগুলো যুক্ত করতে নিম্নশ্রেণীর নগরমার্গ তৈরি করবে। এইখানেই রোমের সঙ্গে তার পার্থক্য থেকে যাবে। সেনেট বলল, 'পথ তৈরি করো।' উপযুক্ত কর্মী তাদের মজুত। পূর্তবিশারদরা খসড়া করে দিল ; ঠিকাদারদের মধ্যে কাজের বণ্টন হল, পথিকাররা কাজে লেগে গেল ; তারপর দলে দলে মজুর তীরের ফলার মত মহাপথকে তার গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে গেল। হয়ত পথের গতিপথ আগলিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, ধুলো করে দিলে পাহাড়কে ; দেখলে গভীর উপত্যকার ব্যবধান, সেতুবন্ধে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলে ; হয়ত নদী বয়ে চলেছে, সেতু দিয়ে নদী বেঁধে ফেললে। রোমের গতি দুর্বার, রোমের পথও দুর্বার।

যে-মহাপথ ধরে তরলমতি এই তিনজন তরুণতরুণী রোম থেকে কাপুয়া যাবার জন্যে দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিল, তাকে বলা হত আপ্পিয়ান মহাপথ। সযত্ননির্মিত এই মহাপথ। কাঁকর ও আগ্নেয়গিরিভস্মের পর্যায়ক্রমিক স্তরের উপরে সারি সারি পাথরের সুবিন্যাসে প্রশস্ত এই মহাপথ। দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই এমনভাবে তৈরি। রোমানরা যখনই পথ নির্মাণ করেছে, এক বা দু'বৎসরের জন্যে তারা তা করে নি, করেছে শত শত বৎসরের জন্যে। আপ্পিয়ান মহাপথও এইভাবে নির্মিত। এপথ শুধু মানবজাতির অগ্রগতির নিদর্শন নয়, এপথ প্রমাণ করে দিত রোম কী বিপুল শক্তিসমৃদ্ধির অধিকারী। রোমান জনসাধারণের অবিশ্বাস্য শৃঙ্খলাবোধ ও দীর্ঘকালব্যাপী কার্যক্ষমতার পরিচায়ক এই মহাপথ। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এপথ জানিয়ে দিত, তখন পর্যন্ত মানুষের পরিকল্পনায় যত প্রকার বিধিব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, রোমান ব্যবস্থা সবার চেয়ে সেরা। এই ব্যবস্থার মূলে ছিল সুবিচার, সুশৃঙ্খলা ও বুদ্ধিমত্তা। এই সুশৃঙ্খলা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পথের সর্বত্রই, এ-পথের পথিকদের কাছে তা এমনই স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে এই দিকটা তাদের মনে প্রায় রেখাপাতই করত না।

উদাহরণস্বরূপ দূরত্ব নির্ণীত থাকত আনুমানিকভাবে নয়, যথাযথভাবে। প্রতি মাইল ব্যবধান প্রস্তরফলকে চিহ্নিত থাকত। এবং প্রতিটি প্রস্তরফলকে পথিকের জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য থাকত লিপিবদ্ধ। যে কোনো স্থান থেকে জানতে পারা যেত রোম থেকে, ফরমিএ থেকে, কাপুয়া থেকে তুমি কতদূর আছ। প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর পান্থশালা, সঙ্গে অশ্বশালা। সেখান থেকে খাবার পাবে, ঘোড়া পাবে এবং যদি প্রয়োজন বোধ করো রাত্রিবাসের সুবিধাও পাবে। অনেকগুলি পান্থশালা রীতিমত-জমকালো, সামনে প্রশস্ত অলিন্দ, সেখানে খাদ্য ও পানীয়ের সুব্যবস্থা। কয়েকটিতে স্নানাগারও ছিল, শ্রান্ত পথিকেরা সেখানে স্নান সেরে ক্লান্তি দূর করত। অপর কয়েকটিতে ছিল সুন্দর আরামপ্রদ শয়নকক্ষ। সদ্য নির্মিত পান্থশালাগুলি গ্রীক মন্দিরের ধাঁচে তৈরি। পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর স্বাভাবিক শোভা তারা বর্ধন করত।

ভূমি যেখানে নিম্ন, সমতল অথবা জলা, পথকে সেখানে আশেপাশের জমি থেকে দশ থেকে পনের ফুট পর্যন্ত উঁচু করে চাতালের মত করে দেওয়া হত। বন্ধুর বা পার্বত্য ভূমি ভেদ করে পথ যেত এগিয়ে। গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে যেত পাথরের খিলান বিছিয়ে।

মহাপথ ঘোষণা করত স্থায়িত্ব। এবং রোমের জীবনের স্থায়িত্বের প্রতিটি উপাদান এই পথ বহন করত। সেনাদল সারিবদ্ধভাবে দিনে ত্রিশ মাইল হারে এই পথ অতিক্রম করত

এবং পর পর প্রতি দিনই পথচলার এই হার বজায় রাখত। এই পথের উপর দিয়ে যেত রাজ্যের নানা পসরা বোঝাই মালগাড়ি। তাতে থাকত গম, যব, কাঁচালোহা, কাটা কাঠ, কাপড়, পশম, তেল, ফল, পনীর, সেঁকা মাংস। এই পথেই নাগরিকেরা তাদের বিধিসঙ্গত ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। অভিজাত বংশীয়েরা এই পথ দিয়েই তাঁদের পল্লিনিবাসে যাতায়াত করতেন। সার্থবাহ ও পরিব্রাজক এই পথেই যাত্রা করত। দাস কাফেলার বাজারে আনাগোনার পথ ছিল এইটেই। সর্বদেশের সর্বজাতির লোক এই পথের পথিক, পথ চলতে চলতে সবাই রোমের স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার পরিচয় লাভ করত।

এই সময় মহাপথের ধার বরাবর কয়েক ফুট অন্তর অন্তর একটি করে ক্রুশ প্রোথিত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি ক্রুশে ছিল একটি করে মৃতব্যক্তি।

৪

সকাল হতেই বেশ গরম পড়ল। এতটা গরম পড়বে কেইয়াস ভাবে নি। কিছুক্ষণ যেতেই গলিত শবের দুর্গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠল। মেয়েরা আতরে রুমাল ভিজিয়ে অনবরত নাকে চেপে ধরতে লাগল। কিন্তু এত করেও দমকা দুর্গন্ধের ঝাপটাকে রোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না এবং দুর্গন্ধজনিত প্রতিক্রিয়াও কিছুমাত্র লাঘব হল না। মেয়েরা অসুস্থ বোধ করতে লাগল। কেইয়াস শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে দলের থেকে পিছিয়ে পড়ল এবং পথের ধারে গিয়ে বমি করে অস্বস্তি দূর করল। এর ফলে সারা সকালটাই পণ্ড হয়ে গেল।

সৌভাগ্যবশত মধ্যাহ্নভোজের জন্যে তারা যে-পান্থশালায় উঠেছিল, তার আধমাইলের মধ্যে কোনো ক্রুশ ছিল না। যদিও ক্ষুধা বলে তখন কিছুই তাদের অবশিষ্ট নেই, তাদের অস্বস্তিটা এখান থেকে তারা কাটিয়ে উঠল। পান্থশালাটি গ্রীক স্থাপত্য অনুযায়ী, ছাড়া ছাড়া একটা একতলা বাড়ি, সঙ্গে একটি চমৎকার অলিন্দ, অলিন্দের নিচে একটি পয়ঃপ্রণালী, তা দিয়ে জলধারা বয়ে চলেছে। যে-গুহামুখে এটি অবস্থিত তার চতুর্দিক ঘেরা ছিল সবুজ সুগন্ধি দেবদারু গাছে। দেবদারুর সুবাস ও গাছগাছড়ার সোঁদা মিষ্টি গন্ধ ছাড়া এখানে আর কোনো গন্ধ নেই এবং জলের কলতান ও আহাররত পথিকদের বিনয়নম্র কলভাষ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। 'কী আশ্চর্য সুন্দর জায়গা,' ক্লডিয়া বলল। কেইয়াস আগেও এখানে এসেছে, সে নিজেদের জন্যে একটা খালি টেবিল বেছে নিয়ে গম্ভীরভাবে হুকুম করল খাবার নিয়ে আসতে। এখানকার মদ স্বাদগন্ধহীন পীতাভ একপ্রকার পানীয়, আনন্দ জাগায় এবং ক্লান্তি দূর করে। তারা আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরা পরিবেশিত হল এবং সুরা পানের সাথে সাথে ক্ষুধারও পুনরুদ্রেক হল। তারা ছিল পান্থশালার পিছনের অংশে। তাদের আড়াল করে ছিল সামনের সাধারণ কক্ষ। সেখানে বসে খাচ্ছিল সৈনিক, শকটচালক ও বিদেশীরা। এরা যেখানে বসেছিল সে-জায়গাটা ছায়াশীতল। যদিও ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম ছিল না, সবাই জানত সামন্তসর্দার আর অভিজাতদের জন্যে স্থানটি নির্দিষ্ট। তার মানে এ নয়, স্থানটি একই সঙ্গে উভয়পক্ষের ব্যবহার্য নয়, কারণ সামন্তসর্দারদের

মধ্যে অনেকেই বণিক-পর্যটক, বণিক, শিল্পপতি, দালাল ও দাসব্যবসায়ী অর্থাৎ যথেষ্ট প্রতিপত্তিসম্পন্ন, তাছাড়া এটা একটা পান্থশালা, অভিজাতদের ব্যক্তিগত আবাস নয়। কোনোরকম পার্থক্য বজায় না রাখার আরো একটা কারণ, সম্প্রতি সামন্তসর্দারেরা অভিজাতদের হাবভাব অনুকরণ করতে শুরু করেছে, তারা চেঁচামেচি একটু কম করছে এবং তাদের ব্যবহারেও অপ্রীতিকর ও অভদ্র ভাব কিছু কমেছে।

কেইয়াস ফরমাশ করল হাঁসের শুকনো ঠাণ্ডা মাংস, সেই সঙ্গে বরফে রাখা কমলা। খাদ্য না আসা অবধি রোমে সদ্যমুক্ত নাটক সম্পর্কে, আলোচনা চলল। নাটকটা গ্রীক নাটকের নিকৃষ্ট অনুকরণ। মিলনাত্মক নাটক। আজকাল সচরাচর যা হচ্ছে তাই।

নাটকের বিষয়বস্তু এক কুৎসিত ইতর নারীকে নিয়ে। দেবতাদের সঙ্গে তার একটা রফা হয় একদিনের জন্যে সে মনের মত সুন্দর ও শোভন হতে পারবে, কিন্তু বিনিময়ে তার স্বামীর হৃৎপিণ্ডটা দিয়ে দিতে হবে। স্বামী তখন কোনো এক দেবপ্রেয়সীর সঙ্গে ব্যভিচাররত। প্রতিহিংসার একটা ফিকে আবেগের উপর বাজে ও জটিল এই আখ্যানভাগ গঠিত। অন্তত হেলেনার মত তাই। কিন্তু কেইয়াস তাতে সায় দিল না। তার মতে নাটকটায় সারবস্তু কিছু না থাকলেও, কয়েকটা জায়গায় বেশ জমে উঠেছে।

'আমার কিন্তু ভাল লেগেছিল,' বিনা ভণিতায় ক্লডিয়া বলে দিল।

'আমার মনে হয় কী-ভাবে-বলা-হল'র চেয়ে কী-বলা-হল সম্পর্কে আমরা বেশি সচেতন', বলে কেইয়াস মৃদু হাসল। 'আমার কথা যদি বলো, আমি রঙ্গালয়ে যাই মজার মজার কথা শুনে আনন্দ' পাবার জন্যে। জীবনমৃত্যুর নাটক চাও যদি এরেনায় গেলেই পারো, সেখানে গিয়ে দ্যাখো না গ্লাডিয়েটাররা নিজেদের মধ্যে কেমন কাটাকাটি করে মরছে। অবশ্য আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এরেনায় যারা খেলা দেখতে যায় তাদের মধ্যে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকের বেশ অভাব।'

'বাজে লেখার এ একটা অজুহাত', হেলেনা প্রতিবাদ করে।

'মোটেই না। রঙ্গমঞ্চে লেখার গুণাগুণের বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে বলেই আমি মনে করি না। একটা পালকিবেয়ারার থেকে সস্তায় একটা গ্রীক লেখককে ভাড়া পাওয়া যায়, আর গ্রীকদের মাথায় করে নাচা যাদের বাতিক আমি অন্তত তাদের দলে নই।'

শেষের এই কথাগুলো বলার সময় কেইয়াসের মনে হয় টেবিলের পাশে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। অন্যান্য টেবিলগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। এই লোকটি বোধহয় বণিকপর্যটক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে এদের দলে যোগ দেওয়া উচিত হবে কি না।

'আপনারা কিছু যদি মনে না করেন, এক গ্রাস মুখে দিয়েই উঠে যাব,' লোকটি দ্বিধাভরে বলল।

লোকটি দীর্ঘকায়, সুপুষ্ট ও সুগঠিত। চেহারায় সম্পন্ন ব্যক্তির ছাপ, মূল্যবান সাজপোশাক পরণে। বংশ ও পদমর্যাদা ছাড়া এই তরুণতরুণীদের সঙ্গে সব বিষয়েই সমপর্যায়ভুক্ত। প্রাচীনকালে অভিজাত জমিদারদের সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত হবার মনোভাব এই সামন্ত সর্দারদের ছিল না। যেই তারা সম্প্রদায় হিসেবে অত্যধিক অবস্থাপন্ন হয়ে উঠল অমনি তারা আবিষ্কার করল, বংশমর্যাদা সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য পণ্যের মধ্যে অন্যতম। এই বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেল। মুখে এদের গণতান্ত্রিকতার গুণগান অথচ মনেপ্রাণে অভিজাত

শ্রেণীভুক্ত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কেইয়াস তার অপরাপর বন্ধুর মত এদের এই স্ববিরোধিতা নিয়ে ঠাট্টা করত।

'আমার নাম গেইয়াস মারকাস সেনভিয়াস,' সামন্তসর্দার বলল। 'আমার বসায় আপত্তি থাকলে দ্বিধা করবেন না।'

হেলেনা তাকে উত্তর দিল, 'না না, সেকি, আপনি বসুন।' কেইয়াস নিজের ও মেয়েদের পরিচয় দিল। আগন্তুকের উপর তাদের আত্মপরিচয়ের প্রতিক্রিয়া দেখে ও খুশি হল।

'আপনাদের পরিবারের সঙ্গে আমি কিছু কাজকর্ম করেছি,' বণিকপ্রবর জানাল।

'কাজকর্ম?'

'মানে এই গরু-ভেড়া নিয়ে। আমার কারবার পক্ক মাংসের। আমার একটা কারখানা রোমে, আরেকটা টারাসিনায়। সেখানে থেকেই আমি আসছি। আপনারা যদি কাবাব খেয়ে থাকেন আমার তৈরি কাবাবই খেয়েছেন।'

কেইয়াসের মুখে মৃদু হাসি, মনে মনে সে ভাবছে, 'লোকটা যে আমায় ঘৃণা করে ওর চাউনিতেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কী খুশি এখানে বসতে পেয়ে। এই লোকগুলো এক একটা আস্ত শুয়োর।'

'শুয়োরেরও কারবার করি,' সেনভিয়াস বলল। সে যেন কেইয়াসের মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমরা খুব খুশি হলাম, ফিরে গিয়ে আপনার শুভেচ্ছা বাবাকে জানাবো,' হেলেনা ভদ্রভাবে বললে। সেনভিয়াসের দিকে তাকিয়ে হেলেনা মধুর হাসি হাসে, সেনভিয়াসও তার দিকে চায়, মনে হয় এই যেন প্রথম দেখা। সেনভিয়াসের চোখ যেন বলছে, 'অভিজাত বা অনভিজাত, তুমি তো নারীই।' কেইয়াস মনে মনে তার চাউনির ব্যাখ্যা করে, 'আমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে কেমন লাগবে সখী?' সেনভিয়াস ও হেলেনা পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে। কেইয়াসের তা নজর এড়ায় না। সে পারলে সেনভিয়াসকে খুন করত, কিন্তু নিজের ভগ্নিকেই সে ঘৃণা করল বেশি।

'আপনাদের আলাপ আলোচনায় আমি বাধা দিতে চাই না,' সেনভিয়াস বলল। 'আপনারা যে-প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন, বলুন।'

'একটা বাজে নাটক সম্পর্কে আজেবাজে কথা হচ্ছিল।'

এরপরেই খাবার এল এবং তারা আহারে মনোনিবেশ করল। হঠাৎ ক্লডিয়া মাংসের একটা টুকরো মুখে তুলতে গিয়ে এমন একটা কথা বলে ফেলল যা পরে কেইয়াসের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে।

'শাস্তির স্মারকগুলো নিশ্চয় আপনাকে খুব বিচলিত করেছে?'

'শাস্তির স্মারক?'

'মানে ক্রুশে লটকানো মড়াগুলো।'

'বিচলিত? কেন?'

'এতটা তাজা মাংস অপচয় হল।' ক্লডিয়া শান্তভাবে বলল। তার হাবভাবে চাতুরির চিহ্নমাত্র নেই, নিছক শান্তভাব। তারপর নির্বিকারে হংসমাংস ভক্ষণে মনোনিবেশ করল।

কেইয়াস দাঁতে দাঁত দিয়ে জোর করে মুখ গম্ভীর করে রইল, নইলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। আর সেনভিয়াসের মুখটা প্রথমে রাঙা হয়ে উঠে তারপর ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কিন্তু ক্লডিয়া বুঝতেই পারল না সে কী কাণ্ড করেছে, নিশ্চিন্তে সে খেয়েই চলল। কেবল হেলেনা আন্দাজ করল কাবাবওয়ালা যা ছিল তার থেকে কিঞ্চিৎ কঠিন হয়ে উঠেছে। আসন্ন সংঘাতের প্রত্যাশায় সে রোমাঞ্চিত। সে চাইছিল সেনভিয়াস আঘাতটা ফিরিয়ে দিক এবং খুশি হল যখন সে ফিরিয়ে দিল।

'বিচলিত কথাটা ঠিক নয়,' সেনভিয়াস শেষকালে বললে, 'অপচয় আমি পছন্দ করি না।'

'অপচয় ?' ক্লডিয়া জিজ্ঞাসা করে। বরফে জরানো কমলাটা টুকরো টুকরো করে প্রতিটি টুকরো আলতোভাবে মুখে তুলতে তুলতে সে জিজ্ঞাসা করে। 'অপচয় ?' ক্লডিয়া কিছু লোকের করুণা এবং কিছু কম লোকের ক্রোধ উদ্রেক করে ; তার ভেতরে এর চেয়ে বেশি কিছুর সন্ধান পেতে হলে অসাধারণ ব্যক্তির প্রয়োজন।

মারকাস সেনভিয়াস বোঝাবার মত করে বলে, 'ওদের, মানে স্পার্টাকাসের ওই লোকগুলোকে লটকেছিল ভালই। আর চেহারাগুলোও ছিল বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ধরা যাক গড়ে তাদের ওজন একশ পঞ্চাশ পাউণ্ড। এরকম তো ছ'হাজারেরও বেশি শূলে চেপে রয়েছে। তা হলে দাঁড়াচ্ছে ন' লক্ষ পাউন্ড তাজা মাংস, তাজা মানে এককালে তাজা ছিল।'

হেলেনা ভাবল, 'নিশ্চয় এসব কথা সত্যি ভেবে বলছে না।' প্রত্যাশায় তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু ক্লডিয়া জানত লোকটা যা বলছে সত্য ভেবেই বলছে। তবুও কিন্তু নির্বিকারভাবে সে বরফে জারানো কমলা খেয়ে চলল। কেইয়াস জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তাহলে কিনে ফেলার চেষ্টা করুন না ?'

'করেছিলাম।'

'ওরা বেচলে না বুঝি ?'

'লাখ তিনেক পাউণ্ড যোগাড়যন্তর করে কিনেছি।'

লোকটা কী বলতে চায় কেইয়াস ভেবেই কূল পেল না। তারপরে ঠিক করল, 'বুঝেছি আমাদের ঘাবড়ে দিতে চায়। আমার ওপর দিয়ে ক্লডিয়ার কথার শোধ তুলছে। নিজে যেমন ইতর ছোটলোক, শোধ তোলার ধরনটাও তেমনি।' হেলেনা কিন্তু এতক্ষণে আদত কথাটা মোটামুটি বুঝতে পারল এবং তার মগজে যে শেষ অবধি কিছু ঢুকল, এই ভেবে কেইয়াস খুশি হল।

'মানুষের মাংস ?' ক্লডিয়া চাপা গলায় প্রশ্ন করে।

'না, যন্ত্রের,' কাবাবওয়ালা পরিষ্কার বলে, 'তরুণ দার্শনিক সিসেরো'র কথায় অপদার্থ যন্ত্র। ওগুলোকে সেঁকে কিমা করে নুন মশলা দিয়ে শুয়োরের মাংসের সঙ্গে আমিই মিশিয়ে দিয়েছি। অর্ধেকটা গেছে গল'এ আর অর্ধেকটা মিশরে। দাম যা পাওয়া উচিত তাই পেয়েছি।'

'আমার মনে হচ্ছে আপনার রসিকতা এরা ঠিকমত নিতে পারছে না,' কেইয়াস প্রায় আপন মনেই বলে। বয়সে সে খুবই তরুণ। কাবাবওয়ালার কড়া শ্লেষ সহ্য করা তার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। সামন্তসর্দারটি ক্লডিয়ার এই অপমানকর ব্যবহার জীবনে কখনো

ভুলতে পারবে না এবং এর জন্যে সে দায়ী করবে কেইয়াসকেই, কারণ কেইয়াসই ভুল করেছে ওখানে উপস্থিত থেকে।

'কিন্তু রসিকতার কোনো চেষ্টাই আমি করছি না,' সেনভিয়াস সহজভাবে জানিয়ে দেয়। 'মহিলাটি আমায় একটি প্রশ্ন করেছিলেন, আমি শুধু তার উত্তর দিলাম। তিন লক্ষ পাউণ্ড গোলামের মাংস আমি সত্যিই কিনেছিলাম কাবাব তৈরির জন্যে।'

হেলেনা বলে উঠল, 'এমন বীভৎস ও ভয়ংকর ব্যাপার আমি জীবনে কখনো শুনি নি। আপনার প্রকৃতিগত বর্বরতার এ একটা বিকৃত সংস্করণ।'

সামন্তসর্দার উঠে দাঁড়িয়ে একে একে ওদের প্রত্যেকের দিকে তাকাল। তারপর কেইয়াসকে লক্ষ্য করে বলল, 'মাপ করবেন, আপনার খুড়োমশাই সিলিয়াসকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন। কারণ, তাঁর হাত দিয়েই লেনদেনটা হয়েছিল কিনা। এ-ব্যাপারে তাঁর হাতেও বেশ দুপয়সা এসেছে।'

এই বলেই লোকটা ওখান থেকে চলে গেল। ক্লডিয়া কিন্তু নিরুদ্বেগে বরফ জরানো কমলা খেয়ে চলল। একবার শুধু একটু থেমে মন্তব্য করল, 'দেখলে, লোকটা কী চামার!'

'যাই হোক, যা সত্যি তাই ও বলছিল,' হেলেনা প্রতিবাদ করে।

'কী বললে?'

'সত্যি কথাই বলছিল তো? এতে এত চমকাবার কী আছে?'

'জেনে রাখো একদম নির্জলা মিথ্যে,' কেইয়াস বললে, 'আমাদের ভোগে লাগাবার জন্যে বানানো।'

হেলেনা শুধু বলে, 'তোমার আমার মধ্যে তফাত কী জানো? আমি—কেউ যখন সত্যি কথা বলে, বুঝতে পারি।'

ক্লডিয়া তার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও একটু ফ্যাকাসে মেরে গেল। সে উঠে দাঁড়াল, তারপর কী যেন একটা অজুহাত দিয়ে গম্ভীর চালে এগিয়ে গেল বিশ্রামকক্ষের দিকে। হেলেনা মৃদু হাসল, যেন আপন মনেই। কেইয়াস বলল, 'কিছুই তোমাকে অবাক করে না, তাই না হেলেনা?'

'করবেই বা কেন?'

'আমি তো আর কখনো কাবাব খাবো না।'

'আমি কখনো খাই-ই-নি,' হেলেনা বলল।

৫

মহাপথ ধরে ওরা অগ্রসর হয়ে চলেছে। তখন সবে বিকেল। মুজেল শাবাল নামে এক সিরীয় অম্বরীবিক্রেতা তাদের সঙ্গ নিল। সুগন্ধ তৈলসিক্ত সযত্ন-কুঞ্চিত তার দাড়ি চক্‌চক্ করছে। সে চলেছে সুন্দর সাদা একটা ঘোড়ায় চেপে, সূক্ষ্ম কারুকাজ করা তার লম্বা আলখাল্লা ঘোড়ার দুপাশে আলম্বিত। হাতের প্রতিটি আঙুলে দামী দামী জহরত জ্বলজ্বল করছে। তার পিছনে পিছনে সমানে ছুটে চলেছে জনা বারো ক্রীতদাস। তারা কেউ কেউ

মিশরীয়, কেউ কেউ বেদুইন। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ভারি ভারি পেটিকা। রোম সাম্রাজ্যে পথই প্রধান সমীকারক, সব পথিককে এক স্তরে নামিয়ে আনে। কেইয়াসকেও তাই দেখা গেল বৈষয়িক বণিকের সঙ্গে আলাপে নিরত, যদিও আলাপটা বেশির ভাগই হচ্ছিল একতরফা এবং তরুণ পথিকটি মাঝে মাঝে শুধু একটু মাথা নেড়ে তাতে অংশগ্রহণ করছিল। কোনো রোমানের সঙ্গে দেখা করতে পারলে শাবাল নিজেকে ধন্য মনে করে, কারণ রোমানদের সে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করে। রোমান হলেই হল, এর উপর যদি অভিজাত ও উচ্চপদস্থ হয় তা হলে তো কথাই নেই। কেইয়াসকে দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে সে তাই। প্রাচ্যদেশবাসী এমন অনেকে আছে যারা রোমানদের কোনো কোনো আচার ব্যবহার ঠিকমত বুঝতে পারে না। এই যেমন মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা। শাবাল কিন্তু তাদের দলে নয়। বাইরে যাই হোক, যে-কোনো রোমানকে একটু খোঁচা মারলেই দেখা যাবে ভিতরটা লোহার মত কঠিন। পথের দুধারে শাস্তির এই স্মারকগুলোই তো তার প্রমাণ। ক্রুশগুলো শুধুমাত্র চোখে দেখে তার গোলামগুলো কে কী পরিমাণ শিক্ষা লাভ করছে তাই ভেবে সে অত্যন্ত খুশি।

'আপনি হয়ত শুনলে বিশ্বাসই করবেন না,' মুজেল শাবাল সাবলীল ল্যাটিন বলে কিন্তু বিকৃত উচ্চারণে, 'কিন্তু আমাদের দেশে অনেকে সত্যি ভেবেছিল স্পার্টাকাসের কাছে রোম হার মানবে। আমাদের দেশে গোলামদের মধ্যে ছোটখাটো একটা বিদ্রোহও দেখা দিয়েছিল, শক্ত হাতে তা অবশ্য আমরা দমন করেছি। আমি তাদের বলেছিলাম, রোমের তোমরা কতটুকু বোঝ? ইতিহাসে যা জেনেছ অথবা নিজেদের চারপাশে যা দেখছ, ভাবছ রোমও বুঝি তাই। ভুলে যাচ্ছ দুনিয়ায় রোম এক অভিনব সৃষ্টি, ইতিহাসে তার দোসর নেই। রোম যে কী, তাদের কাছে কী করে বোঝাই বলুন? ধরুন, যেমন এই 'গ্রাভিটাস' কথাটা। ওরা এর বুঝবে কী? বাস্তবিক যারা রোমকে প্রত্যক্ষভাবে জানে নি, রোমের নাগরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে নি, তারা এর মর্ম বুঝবে কী করে? 'গ্রাভিটাস'—যারা একাগ্র, দায়িত্ববোধে সচেতন, কার্যক্ষেত্রেও অটল। 'লেভিটাস' আমরা বুঝি, এ তো আমাদেরই জাতিগত অভিশাপ। কোনো কিছুতেই আমরা গুরুত্ব আরোপ করি না, আমরা হেসেখেলে দিন কাটিয়ে দিতে উদগ্রীব। রোমানের কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, জাতিগত ধর্মের সে একনিষ্ঠ সাধক। 'ইনডাস্ট্রিয়া,' 'ডিসিপ্লিনা,' 'ফ্রুগালিটাস,' 'ক্লিমেনশিয়া'— আমার কাছে রোম হচ্ছে এ কথা ক'টি। রোমের রাজপথে ও রাজ্যশাসনে অব্যাহত শান্তির রহস্য এইখানেই। আচ্ছা আপনিই বলুন, একথা বোঝানো যায়? এই যে শাস্তির স্মারকগুলো, এগুলো দেখে আমার এতো ভাল লাগছে। বোঝা যায়, ছেলেখেলা করা রোমের ধাতে নেই। যেমন অপরাধ তেমনি শাস্তি, এই তো রোমের বিচার। স্পার্টাকাসের ঔদ্ধত্য ছিল এখানেই—সে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। অথচ লুটতরাজ হত্যা ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া তার তরফ থেকে দেবার কিছুই ছিল না। রোম শৃঙ্খলার প্রতীক, তাই রোম তাকে বাতিল করে দিল...'

কেইয়াস শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত তারা বিরক্তি ও অনিচ্ছা চেপে রাখতে পারল না। অতঃপর সিরীয় বণিক অনেক কুর্নিশ, অনেক মার্জনা ভিক্ষা করে হেলেনা ও ক্লডিয়াকে এক একটি রত্নহার উপহার দিল। তারপর তাদের কাছে, তাদের পরিবার পরিজনদের কাছে, তাদের সঙ্গে যারা কারবার করে তাদেরও কাছে নিজের

সুপারিশের আবেদন জানিয়ে বিদায় নিয়ে গেল।'

'উঃ, ভগবান বাঁচালেন,' কেইয়াস বলল।

'আমার উৎসাহী বন্ধুকে,' হেলেনা মৃদু হাসলে

৬

আরো পরে শেষ অপরাহ্নে এমন একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে পথ চলার এব কিছুটা দূর হয়। ঘটনাটা ঘটে এমন জায়গায় যার অদূরে একটু অগ্রসর হলে আপ্পিয়ান মহাপথ ছেড়ে একটা ছোট পথ ধরে তারা যেতে পারে তাদের রাত্রিবাসের জন্যে নির্দিষ্ট পল্লিনিবাসে। তৃতীয় অভিযাত্রীবাহিনীর একটি খণ্ডদল পথের পাশে এক ছাউনিতে বিশ্রাম করছিল। ত্রিকোণাকার ছোট ছোট তাঁবু সারি সারি সাজানো, সেগুলিতে স্তূপীকৃত রয়েছে নানা ধরনের রোমান অস্ত্রশস্ত্র—স্কুটা, পিলা, কাসিস গালিএ। লম্বা ঢালের সঙ্গে খর্বাকার বর্শাগুলি সংলগ্ন এবং প্রতিটি স্তূপ তিনটি শিরস্ত্রাণ দ্বারা চিহ্নিত। বহির্জগতের কাছে এ যেন এক অবরুদ্ধ কৃষিক্ষেত্র, আঁটি আঁটি ফসলের গুচ্ছে পরিকীর্ণ। সাধারণ পটমণ্ডপে ভিড় জমে উঠেছে। মণ্ডপের ছায়ার মধ্যে আসার জন্যে চলেছে ঠেলাঠেলি। ফরমাশের পর ফরমাশ হচ্ছে মদের, আর সেই মদ খাওয়া হচ্ছে লম্বা চোঙের মত এক প্রকারের কাঠের পাত্র থেকে যাকে এরা বলে 'পা ধোবার মগ'। লোকগুলো মজবুত চোয়াড়ে গোছের, গায়ের রঙ তামাটে, পরিধানে চামড়ার যে ইজার ও অঙ্গত্রাণ রয়েছে তা ঘামে ভেজা, তার তীব্র গন্ধে ওদের সর্বাঙ্গ ভরপুর। কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং ভাষা অকথ্য। তারা এখনো ভুলতে পারেনি মহাপথ বরাবর শাস্তির স্মারকগুলো তাদেরই সাম্প্রতিক কীর্তি।

কেইয়াস ও মেয়েরা যেই তাদের দেখার জন্যে দাঁড়িয়েছে অমনি তাদের অধিনায়ক পটমণ্ডপের বাইরে বেরিয়ে এল, একহাতে মদের পাত্র নিয়ে এবং অন্য হাতে কেইয়াসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করতে করতে। সংবর্ধনার আগ্রহ অবশ্য কিছুটা বেশি, যেহেতু কেইয়াসের সঙ্গিনী ছিল অত্যন্ত সুদর্শনা দুটি তরুণী।

ওই ব্যক্তি কেইয়াসের এক পুরনো বন্ধু। নাম সেললুস কুইনটিয়াস ব্রুটাস। বয়সেও তরুণ, দেখতেও সুন্দর। ব্যবহারও দ্বিধাসংকোচহীন। পেশাদার সৈনিক হিসেবে বেশ নাম করেছে। হেলেনাকে সে আগেই জানত। ক্লডিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় খুশি হল। তার আজ্ঞাধীন সৈন্যদলটা সম্পর্কে এদের মতামত জিজ্ঞাসা করে সে তার পেশাদারী মনোবৃত্তিটা একটু বেশিমাত্রায় জাহির করল।

'অসভ্য অকথ্য—শুধু হৈহল্লায় ওস্তাদ,' কেইয়াস তার অভিমত জানায়।

'তা বটে—তবুও কিন্তু ভাল।'

'ওরা সঙ্গে থাকলে আমার কোনো কিছুতে ভয় নেই,' ক্লডিয়া তার নিজের কথা বলে। পরে আবার যোগ করে, 'কিন্তু ওরাই হওয়া চাই।'

'বেশ তো, এখন থেকে ওরা আপনারই গোলাম, ওরা আপনারই সঙ্গে যাবে,' ব্রুটাস তার পৌরুষ জাহির করে। 'বলুন কোথায় যেতে হবে ?'

'আজ আমরা রাত কাটাবো ভিলা সালারিয়ায়,' কেইয়াস জানায়, 'তোমার হয়ত মনে আছে এখান থেকে আরো মাইল দুয়েক দূরে একটা শাখাপথ বেরিয়ে গেছে।'

'তাহলে এই দুমাইল তোমরা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যেতে পার,' ব্রুটাস ঘোষণা করে। তারপর হেলেনাকে প্রশ্ন করে, 'অভিযাত্রী সেনাদলের পাহারায় কখনো পথ চলেছ?'

'আমার অত কদর কোনোকালে ছিলও না, আজও নেই।'

'ওই জন্যেই তো তোমার কদর আমার কাছে অত্যন্ত বেশি,' তরুণ সামরিক কর্মচারী বলে। 'আমাকে একটিবার সুযোগ দাও। একবারটি দেখো। ওদের আমি তোমার পায়ে সঁপে দিচ্ছি। এ সৈন্যদল তোমার।'

'আমার পায়ে রাখার পক্ষে ওদের আমি দুনিয়ার সবচেয়ে অযোগ্য পদার্থ বলে মনে করি,' হেলেনা প্রতিবাদ জানায়।

অতঃপর সৈনিকপ্রবর সুরাপান শেষ করল, তারপর শূন্য পাত্রটা অপেক্ষমান দ্বারীর দিকে নিক্ষেপ করে স্বীয় কণ্ঠলগ্ন রূপার বাঁশিতে ফুঁ দিলে। তীক্ষ্ণ বিকট সুরে বাঁশিটা বেজে উঠল, চারবার উঁচু পর্দায়, চারবার নিচু পর্দায়। সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা পাত্রের মদ কোনোক্রমে নিঃশেষ করে আপনমনে শাপান্ত করতে করতে দৌড় দিল যেখানে ঢাল, বর্শা ও শিরস্ত্রাণ রাখা ছিল। ব্রুটাস বার বার তার বাঁশি বাজিয়ে চলল। বারংবার ধ্বনিতে বাঁশির সংকেতে জেগে উঠল তীব্র নিখাদের আবেদন। সৈনিকদের প্রতিক্রিয়ায় মনে হল এই ধ্বনিসংকেত তাদের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর সরাসরি কার্যকরী। তারা সংঘবদ্ধ হয়, তারপরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুভাগে পৃথক হয়ে যায়, অবশেষে দুপাশে সারিবন্দিভাবে দুই পংক্তিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মানুবর্তিতার চমৎকার অভিব্যক্তি। মেয়েরা 'সাধু সাধু' বলে ওঠে। এমন কি কেইয়াসও, তার বন্ধুর ভাঁড়ামিতে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেনাদলের নিখুঁত ক্রিয়াকলাপে প্রশংসা না করে পারে না।

'ওরা কি যুদ্ধও করে এত ভাল?' সে প্রশ্ন করে।

'স্পার্টাকাসকে জিজ্ঞেস করো,' ব্রুটাস জবাব দেয়। ক্লডিয়া উল্লসিত হয়ে বলে, 'বাহবা, চমৎকার!'

ব্রুটাস আনত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে সে হাসিতে ফেটে পড়ল। ক্লডিয়ার পক্ষে এমনি উচ্ছ্বাস অস্বাভাবিক কিন্তু আজ কেইয়াসের কাছে তার ব্যবহারের অনেক কিছুই অস্বাভাবিক ঠেকছে। ওর গালে কেমন রঙের জুলুস লেগেছে। সেনাদলের কুচকাওয়াজ দেখে ওর চোখদুটো উত্তেজনায় কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্রুটাসের সঙ্গে যেভাবে ও আলাপ করতে শুরু করেছে, তা দেখে কেইয়াস তো অবাক, তাকে যে অবহেলা করা হচ্ছে তা মনেই এল না। ব্রুটাস ইতিমধ্যে দুটো শিবিকার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র শোভাযাত্রাটা পরিচালনা করতে লাগল।

'ওরা আর কী করতে পারে?' ক্লডিয়া প্রশ্ন করে।

'ঝাঁপিয়ে পড়তে, লড়াই করতে, শাপান্ত—'

'খুন করতে?'

'খুন—আলবৎ, ওরা তো খুনীই। ওদের দেখে কি তা মনে হয় না?'

'বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু ওদের,' ক্লডিয়া বলে।

ব্রুটাস ওকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে, তারপর মৃদুস্বরে বলে, 'আমি বুঝতে পারছি, সত্যিই তোমার ভাল লাগছে।'

'আর কী পারে?'

'আর কী চাও?' ব্রুটাস জিজ্ঞাসা করে, 'ওদের গলা শুনতে চাও? গানের সঙ্গে পা ফেলো!' সে উচ্চৈঃস্বরে নির্দেশ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলের উদাত্ত কণ্ঠ পদপাতন-ছন্দে ধ্বনিত হয়ে ওঠে :

'আকাশ, মাটি, পাহাড়, পথ!
লৌহপাশে দণ্ডবৎ!'

ওদের ভারি কণ্ঠে গানটা শোনায় অস্পষ্ট ও কর্কশ। কথাগুলো ভালভাবে বোঝাই যায় না। 'এর মানে কী?' হেলেনা জানতে চায়।

'তেমন কিছু মানে নেই। কুচকাওয়াজের গান, এই আর কি। এরকম কয়েক শ' আছে, কোনোটারই কিছু মানে নেই। 'আকাশ, মাটি, পাহাড়, পথ'—কিছুই মানে হয় না, কিন্তু এতে ওরা পা ফেলে ভাল। দাসবিদ্রোহ দমনের সময় এই গানটা খুব চলেছিল। কতকগুলো এমন আছে যে কোনো মহিলার পক্ষে অশ্রাব্য।'

'কতকগুলো নিশ্চয় এমন আছে শুধু আমার পক্ষেই শ্রাব্য,' ক্লডিয়া বলে।

'নিশ্চয় আছে, সেগুলো তোমাকে কানে কানে বলব।' ব্রুটাস মৃদু হেসে পথ চলতে চলতে ক্লডিয়ার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে। আবার সোজা হয়ে চলতে থাকে। ক্লডিয়া তার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। পথের দুধারে আবার দেখা দিল সারিবদ্ধ ক্রুশ। ক্রুশবিদ্ধ শবগুলো মালার মত যেন পথের কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঝুলছে। ব্রুটাস সেগুলোকে ইশারা করে দেখালে। 'তুমি কি সৈনিকদের শান্ত, শিষ্ট ভালমানুষটি আশা করেছিলে। এই যা দেখছ, এ তো এদেরই কীর্তি। আমার এই দলটাই ওদের আটশ' জনকে ক্রুশে লটকিয়েছে। শান্তশিষ্ট এরা মোটেই নয়, এরা নির্মম গুণ্ডা প্রকৃতির, অম্লানবদনে খুন করতে পারে।'

'সেই জন্যেই কি ওরা ভালো সৈনিক?' হেলেনা প্রশ্ন করে।

'তাই তো মনে হয়।'

ক্লডিয়া বললে, 'ওদের একজনকে আনান তো।'

'কেন?'

'কারণ, আমার ইচ্ছা আপনি আনান।'

ব্রুটাস 'তথাস্তু' বলে না-বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধদুটো একটু ঝাঁকুনি দেয়, তার পর হাঁকে, 'সেক্সটাস, দল ছেড়ে এদিকে শুনে যাও।'

একজন সৈনিক পংক্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসে, ছুটে যায় শিবিকা দুটোর সামনে। তারপর মাঝখানে। কুর্নিশ করে, তারপর আজ্ঞাকারীর সামনে দাঁড়িয়ে তালে তালে পা ফেলতে থাকে। ক্লডিয়া উঠে বসে, হাত দুটো যুক্ত করে একাগ্রভাবে তাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। লোকটা মধ্যবয়সী, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, পেশিবহুল বলিষ্ঠ চেহারা। উন্মুক্ত বাহুদুটো, গলা ঘাড় মুখ রোদে পুড়ে মেহগনি কাঠের মত তামাটে হয়ে গেছে। ধারালো তার দেহের গঠন, চামড়ায় লেশমাত্র কুঞ্চন নেই। কলেবর ঘর্মাক্ত। ধাতব শিরস্ত্রাণ তার মাথায়, আর চার ফুট প্রকাণ্ড ঢালটা তার পিঠের বোঝার ওপর দিয়ে ঝুলছে। একহাতে সে ধরে রয়েছে

একটা বর্শা, ছ' ফুট লম্বা দু' ইঞ্চি ব্যাস শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরি ; তার অগ্রভাগে আঠারো ইঞ্চির এক বিকট ভারি লোহার ত্রিশূল-ফলক। খর্বাকার ভারি একটা স্পেনীয় তলোয়ার তার কোমরবন্ধে সংলগ্ন। তিনটি লৌহকবচ বক্ষোপটে চর্মাবরণের সঙ্গে গ্রথিত। প্রতিটি স্কন্ধও ত্রিপট্টাবরিত। আরো তিনটি লৌহকুণ্ডক তার কটিদেশে আলম্বিত, পদচারণার সময় তার জানুতে সেগুলো প্রহৃত হতে থাকে। নিম্নবাস চর্মনির্মিত এবং হাঁটু পর্যন্ত চর্মপাদুকা। কাঠ ও ধাতুর এই গুরুভার বহন করে সে অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে পথ অতিক্রম করে। দেহলগ্ন ধাতব বর্মগুলি তৈলসিক্ত, যেমন তৈলসিক্ত তার অস্ত্রশস্ত্র। তেলের, চামড়ার ও ঘামের ভ্যাপসা গন্ধের সমন্বয়ে এমন একটা গন্ধের উদ্ভব হয়েছে যার বৈশিষ্ট্য রোমান সমরযন্ত্রের নিজস্ব, অর্থাৎ তিন দিকেরই আভাস তাতে আছে—পেশার, শক্তির ও যন্ত্রের।

কেইয়াস ওদের যতদূর পিছনে ঘোড়ায় চেপে চলেছে সেখান থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ক্লডিয়ার মুখের একটা পাশ, দেখতে পাচ্ছে তার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে রয়েছে এবং থেকে থেকে জিভ দিয়ে তা লেহন করছে, দেখছে সৈনিকটির প্রতি তার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ।

'ও আমার শিবিকার কাছ ঘেঁসে আসুক', ক্লডিয়া ব্রুটাসকে চুপিচুপি বলে।

ব্রুটাস কৌতুকভরে সৈনিকটাকে তাই হুকুম করে। সৈনিকের ঠোঁটে যেন অতিমৃদু এক হাসির আভাস খেলে গেল। সে একটু থেমে পিছিয়ে ক্লডিয়ার পাশ বরাবর চলতে থাকে। একবার মাত্র সে ক্লডিয়ার দিকে তাকালে, তারপর তার স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল সামনে। ক্লডিয়া বাইরের দিকে ঝুঁকে হাত দিয়ে সৈনিকের জানুদেশ স্পর্শ করলে, আলগোছা সেইখানটা স্পর্শ করলে যেখানটায় চামড়ায় ঢাকা মাংসপেশিগুলো দলা বেঁধে উঠছিল। তারপর ব্রুটাসকে বলে, 'লোকটাকে যেতে বলুন। গা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে—উঃ কী নোংরা!'

হেলেনার মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। ব্রুটাস আবার না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ দুটোয় ঝাঁকি দিল, তারপর সৈনিকটাকে তার নিজের সারিতে যেতে হুকুম করল।

৭

ভিলা সালারিয়া নামটা কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গার্থক। নামটা পূর্বকালের স্মৃতি বহন করছে যখন রোমের দক্ষিণাঞ্চল বেশির ভাগই ছিল লবণাক্ত জলাভূমি, ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত। কিন্তু এই জলাভূমি অঞ্চলটা বহুদিন হল চাষযোগ্য করা হয়েছে। আপ্পিয়ান মহাপথ থেকে এই মহাল পর্যন্ত যে উপপথটা প্রসারিত, তা প্রায় মহাপথের মতই সযত্ননির্মিত। এন্টোনিয়াস কেইয়াস এই মহালের মালিক। হেলেনা ও কেইয়াসের তিনি মাতৃকুলসম্পর্কিত আত্মীয়। নগরীর সন্নিকটে বলে যদিও এই পল্লিনিবাস কোনো কোনো পল্লিনিবাসের মত নিখুঁত ও পরিপাটি নয়, তবু বাগ-বাগিচা হিসাবে এটা বেশ বড়ই এবং বৃহৎ ল্যাটিফুন্ডিয়াগুলির মধ্যে অন্যতম দর্শনীয় বলে গণ্য।

আপ্পিয়ান মহাপথ ছেড়ে আসার পরও কেইয়াস ও তরুণীদ্বয়কে পল্লিনিবাসে পৌঁছতে আরো চার মাইল উপপথ অতিক্রম করতে হবে। এই পথে পড়েই পার্থক্যটা সঙ্গে সঙ্গে

বোঝা গেল। প্রতি ইঞ্চি জমি প্রসাধিত ও সযত্ন-লালিত। মালঞ্চের মত করে গাছপালা সুন্দরভাবে ছাঁটা। পাহাড়ের গা কেটে সারি সারি চাতাল করা হয়েছে; তার মধ্যে অনেকগুলিতে আঙুলের মত সুডোল দ্রাক্ষালতাগুল্ম, বসন্তাগমে সবেমাত্র মুকুলিত ও পল্লবিত হচ্ছে। অন্যান্য জমিগুলিতে যবের চাষ করা হয়েছে,—এই রেওয়াজটা দিন দিন অপ্রচলিত হয়ে আসছে, কারণ যত দিন যাচ্ছে চাষীদের স্বল্পপরিসর জমিগুলো বৃহৎ ল্যাটিফুন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। এছাড়া আরো জমি রয়েছে, সেখানে অসংখ্য জলপাইগাছ সারিবদ্ধ। প্রাকৃতিক পরিবেশকে রুচিসম্মত করে তোলার প্রমাণ সর্বত্র ছড়ানো। অসংখ্য দাসমজুর নিযুক্ত করার ক্ষমতা না থাকলে এত কিছু সম্ভবই হত না। ক্ষণে ক্ষণে তিনজনের নজরে পড়ছে সুন্দর ছোট ছোট শিলাগৃহ—শীতল, শ্যামশৈবালাচ্ছাদিত অভ্যন্তরে গ্রীক মন্দিরের ক্ষুদ্র অনুকৃতি; ইতস্তত বিন্যস্ত শিলাসন; স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রস্রবণ; বনরাজির অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে শ্বেতপাথরের বিসর্পিত পথরেখা। ঠিক এই সময়ে এই স্তিমিততাপ সায়াহ্নে অনুচ্চ পর্বতপ্রাকারের অন্তরালে সূর্য যখন অস্তগামী, এই নিসর্গ শোভা কোনো অতীন্দ্রিয় লোকের আভাস বয়ে আনছে। ক্লডিয়া আগে কখনো এখানে আসে নি; তাই এই সৌন্দর্য ক্ষণে ক্ষণে তাকে আনন্দে আত্মহারা করছে। এই উচ্ছ্বাস 'নতুন ক্লডিয়ার' পক্ষে অসঙ্গত নয়। কেইয়াস ভাবতে থাকে, ভব্যভাষায় যেগুলোর নামকরণ হয়েছে শাস্তির স্মারক সেগুলো থেকে এমন কী উন্মাদনা সম্ভব যার ফলে কিছুটা স্থূলাঙ্গী এই নির্জীব রমণী এমনভাবে ফুটে উঠল।

দিনশেষে এই গোধূলিক্ষণে গরুর পাল গোয়ালে ফিরে আসছে। তাদের গলার ঘণ্টাধ্বনি এবং রাখালের শিঙারব অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে। থ্রেশীয় ও আর্মেনিয় মেষপালকেরা, কটিবন্ধে একখণ্ড চর্মবাস ছাড়া সর্বাঙ্গ উলঙ্গ, যথেচ্ছ ধাবমান মেষগুলোকে তাড়া দিয়ে ছুটছে। আর কেইয়াস অবাক হয়ে চিন্তা করছে, কারা অধিক মানবীয়-মেষগুলো না গোলামগুলো। এবারে তার চিন্তায় এল,—অবশ্য চিন্তা সে আগেও বহুবার করেছে,—তার খুল্লতাতের বিত্তের পরিমাণ কত। প্রাচীন অভিজাত বংশের ব্যক্তিদের ব্যবসাবাণিজ্য করা আইনে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এন্টোনিয়াস কেইয়াস তাঁর সমসাময়িক অনেকেরই মতো আইনকে শৃঙ্খল হিসাবে না নিয়ে সুবিধামত একটা আবরণ হিসাবে নিয়েছিলেন। লোকে বলে দালালদের মারফত তাঁর এক কোটি সেস্টারসিস সুদে খাটছে এবং সুদের হার প্রায় ক্ষেত্রেই শতকরা একশ। এও শোনা যায় মিশরীয় বাণিজ্যে লিপ্ত চৌদ্দটি অর্ণবপোতে তাঁর অংশই ছিল সর্বাধিক এবং স্পেনের অন্যতম বৃহৎ রৌপ্যখনির অর্ধাংশের মালিক ছিলেন তিনিই। পিউনিক যুদ্ধের পর প্রধান প্রধান যে-কয়টি যৌথ ব্যবসায়ী সংস্থার পত্তন হয়েছে, যদিও সামন্ত শ্রেণীভুক্ত ছাড়া আর কেউ তার পরিচালকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নি, পরিচালকমণ্ডলী কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এন্টোনিয়াস কেইয়াসের মনের গতি অনুধাবন করত।

তাঁর বিত্তের সীমা নির্ধারণ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। যদিও ভিলা সালারিয়া ছিল সৌন্দর্য ও রসবোধের পরাকাষ্ঠা, যদিও এই পল্লিবাটিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল দশহাজার একর কৃষি ও বনভূমি, তবুও মনোহারিত্বে কিংবা আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে এটিকে অপরাপর বাগিচার তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা চলত না। তাছাড়া অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে ধনদৌলত সাড়ম্বরে জাহির করার যে-সাম্প্রতিক রেওয়াজ শুরু হয়েছে এন্টোনিয়াস কেইয়াস

ছিলেন তার বিরোধী। তাই গ্লাডিয়েটারদের মল্লক্রীড়ারও তিনি উদ্যোক্তা ছিলেন না, অতিথি আপ্যায়নেও অভাবিত বিলাসী ভোজ্যের সমাবেশ অথবা প্রাচ্যরীতির ব্যয়বহুল অনুকরণ করতেও তাঁর উৎসাহের যথেষ্ট অভাব ছিল। এণ্টোনিয়াসের ভোজ্য তালিকায় উপাদেয় খাদ্যের অভাব ছিল না ; কিন্তু ময়ূরের বক্ষ, তিত্তিরের জিহ্বা কিংবা লিবীয় মূষিকের জারিত অন্ত্র তার শোভা বর্ধন করত না। খাদ্য সম্পর্কে এই অমিতাচার .অভিজাতসমাজে এখনো তেমন গ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি, পারিবারিক কলঙ্ক নিয়ে ঢাক পেটানোরও রেওয়াজ হয় নি। এণ্টোনিয়াস কেইয়াসের মর্যাদাবোধ ছিল সেকালের। কেইয়াস্ তাঁকে শ্রদ্ধা করত, তবে পছন্দ করত, একথা বলা চলে না। তাঁর সামনে কেইয়াস কখনই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নি।

এই অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কিছুটা দায়ী এণ্টোনিয়াস নিজেই, কারণ নিতান্ত সাধারণ পর্যায়ের ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। কিন্তু এর বেশির ভাগই কেইয়াসের মনোগত। মাতুলকে দেখলেই তার মনে হত তিনি তাঁর ভাগিনেয়র কাছ থেকে যা আশা করেন এবং সে আসলে যা—এ দুয়ের প্রভেদ সম্পর্কে তিনি সর্বদা সজাগ। মাতুলের কাছে আদর্শ রোমান তরুণ স্থিরচিত্ত ধর্মনিষ্ঠ, দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছে ; প্রথমে বীর যোদ্ধা, তারপর ধাপে ধাপে কোনো রাজপুরুষের উচ্চাসন অধিকার করবে। তারপর সুশীলা কোনো রোমান তরুণীর পাণিগ্রহণ করে বিপুল এক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হবে, সৎ ও নিস্বার্থভাবে রাষ্ট্রসেবায় নিযুক্ত থেকে বিভিন্ন পদ অলংকৃত করে শেষকালে কনসালের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নগণ্য ও গণ্যমান্য সবার কাছ থেকেই সমান শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। কেইয়াসের কাছে এরকম রোমান তরুণ রূপকথাতেই সত্য, সে নিজে কখনো এরকম রোমান তরুণের সংস্পর্শে আসে নি। রোমের সমাজজীবনে যেসব তরুণেরা কেইয়াসকে ঘিরে থাকত তাদের কৌতূহল ছিল বহু বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তাদের মধ্যে কেউবা তরুণীর হৃদয়জয় অভিযানে গাণিতিক হিসাবকে হার মানাবে বলে জীবন উৎসর্গ করেছে। কেউ বা অপরিণত বয়সেই আর্থিক ব্যাধিতে ভুগছে এবং বিশেষ কোঠায় পৌঁছতে না পৌঁছতে বেশ কয়েকটি বেআইনী ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েছে। আরো কেউ শহরের মহল্লাগুলো হাত করার শিক্ষানবিসিতে ব্যস্ত, দিনের পর দিন নিয়মিতভাবে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের নোংরা কাজে লিপ্ত হচ্ছে, ভোট কেনাবেচা করছে, ঘুষ দিচ্ছে, দরদস্তুর করছে, মতলব ভাঁজছে ; এক কথায় তাদের পিতৃপিতামহরা আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যে-কাজ দক্ষতার সঙ্গে করে এসেছে তাই তারা একেবারে নিচু ধাপ থেকে শিখছে। কারো বা খাদ্যই জীবনের একমাত্র সাধনা ; আহার্যের স্বাদুতা বিচারে তাদের দিন চলে যায়। সামরিক বিভাগে খুব কমই যোগ দেয়। ইদানীং তরুণ মহলে সামরিকবৃত্তি ক্রমশই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। এইসব দলের মধ্যে যেটি বৃহত্তম, কেইয়াস ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। সে-দলের সভ্যেরা শুধু-দিন-যাপনের-গ্লানি যতদূর সম্ভব দূর করত আলস্যে ও বিলাসব্যসনে। এই দলের আর সবার মতো কেইয়াস নিজেকে যে রোম প্রজাতন্ত্রের একজন অপরিহার্য নাগরিক বলে মনে করত, তা মোটেই নয়, তবে তার দ্বারা প্রজাতন্ত্রের যে কোনো অনিষ্ট হবে না এটুকু আত্মবিশ্বাস তার ছিল। এ-অবস্থায় তার কাছে তার মাতুল এণ্টোনিয়াসের বারে বারে অভিব্যক্ত অকথিত ভর্ৎসনা আদৌ উপাদেয় বলে মনে হত না। 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও,' সভ্য জগতের চলনসই দর্শন হিসাবে এই

কথা কয়টি কেইয়াস সার মেনে নিয়েছিল।

পল্লীনিবাসটি বেষ্টন করে সুপরিকল্পিত যে-উদ্যান ও রম্যভূমি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার মধ্যে সদলবলে প্রবেশ করতে করতে কেইয়াস এই কথাই ভাবছিল। প্রকাণ্ড গোলাবাড়ি, পশুশালা ও সারিবদ্ধ গোলামখানা নিয়ে মহালের শিল্পকেন্দ্রটি একদিকে অবস্থিত, বাসস্থান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, যাতে সেখানকার কুশ্রীতা সেখানকার জীবনসংগ্রামের কলুষ কোনোমতে বাসগৃহের সৌম্য গাম্ভীর্য ব্যাহত না করে। পল্লিভবনটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ, তার মধ্যস্থলে দীর্ঘিকা ও প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গন। সবটাই কিঞ্চিৎ উচ্চ এক বেদিভূমির উপর নির্মিত। সুধাধবলিত বাসভবনটি লাল খর্পরে আচ্ছাদিত। দেখতে বেশ মনোরমই। এর অনাড়ম্বর সরলরেখার রূঢ়তা দীর্ঘকায় দেবদারু ও পপলারের সুষম সংস্থানে কিছুটা দূর হয়েছে। তথাকথিত গ্রীক পদ্ধতি অনুযায়ী চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি নানাভাবে অলংকৃত করা হয়েছে। অসংখ্য ফুলের ঝাড়, বিশেষ প্রক্রিয়ায় ফুলের আকার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিলাভ করেছে। মসৃণ সুষম তৃণবীথিকা। নানাবর্ণের মর্মরে নির্মিত অনাতপবাটিকা। শ্বেত স্ফটিকাধারে রক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলের নানা মৎস্য। এই সঙ্গে উদ্যান শোভাবর্ধক প্রচলিত অসংখ্য মূর্তি—কিন্নর কিন্নরীর, দেবশিশুর, হরিণশাবকের। রোমের প্রতিটি বাজারে এণ্টোনিয়াস কেইয়াসের ঢালাও নির্দেশ ছিল, গ্রীক ভাস্কর বা উদ্যানশিল্পীর সন্ধান এলে, যত দামই হোক, যেন কিনে নেওয়া হয়। এ-ব্যাপারে কখনো তাঁর কার্পণ্য ছিল না, যদিও সবাই জানত শিল্প ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত রুচির কোনো বালাই নেই এবং তাঁর স্ত্রী জুলিয়াই যা কিছু স্থির করেন। কেইয়াসেরও ধারণা ছিল তাই, কারণ সে তার পরিমিত রসবোধের বিচারে তার মাতুলের মধ্যে বিন্দুমাত্র শিল্পরুচির সন্ধান পায়নি। ভিলা সালারিয়ার চেয়ে আরো চমকপ্রদ পল্লিনিবাসের অভাব ছিল না, তার মধ্যে কোনো কোনোটা প্রাচ্যদেশীয় রাজপ্রাসাদের মতও, কিন্তু কেইয়াসের কাছে রুচি বা পরিবেশের দিক থেকে এত মনোরম কোনোটিই মনে হত না। এ-বিষয়ে ক্লডিয়াও তার সঙ্গে একমত। সিংদরজা পার হয়ে যখন তারা বাসভবনের সম্মুখস্থ খেয়াপথে এসে পড়ল ক্লডিয়া অবাক বিস্ময়ে হেলেনাকে বলে, 'আমি স্বপ্নেও এমনতর ভাবিনি। এযেন গ্রীক পুরাণ থেকে উঠে আসা একটা ছবি।'

'সত্যি বেশ সুন্দর জায়গা।' হেলেনা সায় দেয়। এণ্টোনিয়াস কেইয়াসের দুই কনিষ্ঠা কন্যা প্রথমে তাদের দেখতে পায়। মাঠের ভিতর দিয়ে তারাই সবার আগে দৌড়তে দৌড়তে এসে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানায়। তাদের অনুসরণ করে ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে আসে তাদের মা জুলিয়া। মহিলা নধরকান্তি, সৌম্যদর্শন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মুহূর্তেক পরেই এণ্টোনিয়াস নিজে গৃহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনজন সঙ্গী নিয়ে। কি নিজের, কি পরের ব্যবহারে এণ্টোনিয়াস সর্বদা কেতাদুরস্ত। কেতামাফিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি তাঁর ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী এবং তাদের বান্ধবীকে সংবর্ধনা জানালেন, তারপর প্রথামত সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে দুজন আগে থেকেই কেইয়াসের সুপরিচিত। একজন, লেণ্টেলাস গ্রাকাস, বিচক্ষণ ও সার্থক রাজনীতিজ্ঞ, অপরজন, লিসিনিয়াস ক্রাসাস, দাসবিদ্রোহ দমনে বিশ্রুতকীর্তি সেনাপতি, বিগত একবৎসরে ও বর্তমানে নগরীর মুখ্য আলোচ্য ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে তৃতীয়জন কেইয়াসের অপরিচিত। আর সবার তুলনায় তিনি বয়োকনিষ্ঠ, কেইয়াসের চেয়ে বয়সে বেশি বড় নয়। ভদ্রলোকের কেমন

যেন একটু সংকোচভাব—অভিজাত না হওয়ার ফলে স্বভাবতঃ যেমন সংকোচ আসে; দম্ভও আছে, রোমান পণ্ডিতমানীদের যেমন স্থূল দম্ভ থাকে; বিচার বিশ্লেষণ করে নিজের মনে নবাগতদের সম্পর্কে ধারণা করে নিচ্ছেন। ভদ্রলোককে দেখতে মোটের উপর ভালই। তাঁর নাম মারকাস টুলিয়াস সিসেরো। কেইয়াস ও তরুণীদ্বয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ লাভে তিনি কত কৃতার্থ হয়েছেন, অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে তা জানিয়ে দিলেন। অত বিনয় ও নম্রতা সত্ত্বেও ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর অস্থির কৌতূহলকে চেপে রাখতে পারছিলেন না, যার ফলে এমনকি কেইয়াস, অপরের মনোভাব বুঝতে যে মোটেই পারদর্শী নয়, সে পর্যন্ত বুঝতে পারছিল সিসেরো তাদের খুঁটিয়ে দেখছে, তাদের মূল্য নিরূপণ করছে, তাদের বংশমর্যাদা ধনসম্পদ এমন কি প্রভাব প্রতিপত্তি পর্যন্ত আন্দাজ করার চেষ্টা করছে।

ইতোমধ্যে ক্লডিয়া সমাগত পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক কাম্য বলে স্থির করে ফেলেছে এণ্টোনিয়াস কেইয়াসকে। এণ্টোনিয়াস কেইয়াস—সীমাহীন ভূসম্পত্তি ও প্রাসাদোপম অট্টালিকার মালিক। ক্লডিয়ার ধারণা রাজনীতি সম্পর্কে নামমাত্র, যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কেও অথৈবচ। গ্রাকাস বা ক্রাসাস তাই তার মনে কোনো দাগ কাটে না। আর সিসেরো শুধু অপরিচিতই নয়—ক্লডিয়ার কাছে পরিচয় অপরিচয়ের কিছুই আসে যায় না—লোকটা স্পষ্টতই অর্থপিশাচ সামন্তদের কেউ এবং ক্লডিয়ার বরাবরের শিক্ষা এদের ঘৃণা করা। জুলিয়া ইত্যবসরে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে তার প্রিয়পাত্র কেইয়াসের কাছে, তার গায়ে গা লাগিয়ে এমন করতে থাকে, মনে হয় সে যেন একটা প্রকাণ্ড কদাকার বিড়াল। এণ্টোনিয়াস সম্পর্কে ক্লডিয়ার ধারণা এতই চতুর যে কেইয়াস কখনো তা ভাবতেই পারে নি। এই খগনাসা দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ভূস্বামীর মধ্যে সে দেখতে পায় অতৃপ্ত ক্ষুধা ও অবদমিত কামনা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। এণ্টোনিয়াসের নীতিবাগিশী ভনিতার অন্তরালে ক্লডিয়া অনুভব করে লালসার লোলুপতা। ক্লডিয়া এই ধরনের পুরুষদের পছন্দ করে যারা একাধারে শক্তিমান অথচ শক্তিহীন। এণ্টোনিয়াস কেইয়াস কখনই অবিবেচক বা বিরক্তিকর হবে না। ক্লডিয়া তার মনের এই কথাগুলো এণ্টোনিয়াসের কাছে পৌঁছে দেয় তার আপাত উদাসীন মৃদু হাসির মধ্যে দিয়ে।

সকলে মিলে এবারে বাসভবনে এসে পৌঁছয়। কেইয়াস আগেই ঘোড়া থেকে নেমেছিল, একজন মিশরীয় গোলাম ঘোড়াটা নিয়ে গেল। শিবিকা বাহকেরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত ঘর্মাক্ত। মালপত্রের পাশে তারা গুড়ি মেরে বসে হিমেল সন্ধ্যায় কাঁপছে। তাদের শীর্ণ দেহ শ্রমাধিক্যের ফলে জান্তব মনে হচ্ছে। একই কারণে মাংসপেশিগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে, তাও ঠিক জানোয়ারদের মতই। তারা কারো নজরে পড়ছে না, কেউ তাদের ফিরেও দেখছে না, তাদের দেখাশোনা করতেও কেউ নেই। পাঁচজন পুরুষ, তিনজন মহিলা ও দুটি শিশু অন্দরমহলে চলে গেল। বাহকেরা তখনো বসে। শিবিকার পাশে বসে প্রতীক্ষা করছে। এবার তাদের মধ্যে একজন, একটি বালক, বছর কুড়িও বয়স হয় নি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কান্না সে চাপতে পারছে না, দমকে দমকে কাঁদছে। আর সবাই নির্বিকার, তাকে লক্ষ্যই করে না। কমপক্ষে কুড়ি মিনিট প্রতীক্ষা করার পর একজন গোলাম তাদের কাছে এল। সে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল গোলামখানায়। রাতের মত সেখানেই তাদের আহার ও আশ্রয় জুটবে।

লিসিনিয়াস ক্রাসাসের সঙ্গে কেইয়াস একসাথে স্নান করতে গেল। কেইয়াস এই বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে নিশ্চিন্ত হল। ইনি অন্তত তাঁদের দলে নন যাঁরা একালের অভিজাত যুবকদের তথাকথিত অসৎ গুণাবলীর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে কেইয়াসকে শিক্ষা দিতে উদগ্রীব। ক্রাসাসকে তার ভাল লাগল। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক। কথা বলে আনন্দ হয়। তাঁর বড় সৎগুণ, অপরের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে চাওয়া। এমন কি, নেহাত নগণ্য যে, তার কথাও তিনি মন দিয়ে শোনেন। জলে তারা শরীর এলিয়ে দেয়। অলসমন্থর গতিতে জল কেটে কেটে তারা কখনো সামনে, কখনো পেছনে যেতে থাকে। সুগন্ধি লবণে স্নানের জল সুবাসিত। ঈষদোষ্ণ এই গন্ধোদকে তারা যথেচ্ছ সঞ্চরণ করছে। ক্রাসাস তাঁর শরীর সম্পর্কে যত্নশীল। প্রৌঢ়ত্ব তাঁর ঔদরিক আয়তন বৃদ্ধি করে নি। মজবুত সবল ঋজু তাঁর দেহ। তারুণ্য এখনো অম্লান, এখনো সজাগ। কেইয়াসের কাছে তিনি জানতে চান, তারা রোম থেকে মহাপথ ধরে এসেছে কি না।

'হ্যাঁ, আমরা ঐ পথ ধরেই এসেছি, এপথেই কাল কাপুয়া যাচ্ছি।'

'শাস্তির স্মারকগুলো দেখে অস্বস্তি বোধ করো নি তো?'

'বরঞ্চ ওগুলো দেখতেই উদ্‌গ্রীব ছিলাম,' উত্তরে কেইয়াস বলে। 'অস্বস্তি তেমন আর কি! তবে, এধারে ওধারে, হয়ত এক আধটা লাশ পাখির ঠোকরানির চোটে হাঁ হয়ে গেছে। এইগুলো কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে সেগুলোর দিক থেকে যখন বাতাস বইছিল। তখন কী আর করা যাবে। মেয়েরা শিবিকার ঘেরাটোপগুলো টেনে দিচ্ছিল। বেয়ারাগুলো কিন্তু এর জন্যে বেশ নাকাল হয়েছে, মাঝে মাঝে দু একটা কাহিলও হয়ে পড়েছে।'

'বোধ করি তারা চিনতে পেরেছে।' সেনাধ্যক্ষ হাসতে হাসতে বলে।

'হয়ত তাই। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন গোলামদের মনের ভাব এই রকম হয়? আমাদের বেয়ারাগুলো বেশির ভাগই তো জন্মেছে গোলামখানায়। আপ্পিয়াস মাণ্ডেলিয়াসের আখড়ায় ছেলেবেলাতেই তারা চাবুক খেয়ে দুর্ধর্ষ হয়েছে। তারা জোয়ান ঠিকই, তবে জানোয়ারদের থেকে তাদের খুব পার্থক্য নেই। তাই ভাবছি, তারা চিনতে পেরেছে কি? গোলামেরা এইরকম একভাবে ভাবতে পারে, চট করে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। কিন্তু আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন। আপনি কি মনে করেন, গোলামমাত্রই স্পার্টাকাসের জন্যে কমবেশি কিছুটা ভেবেছিল?'

'আমার মনে হয় অধিকাংশই ভেবেছিল।'

'তাই নাকি? তাহলে তো খুব ভাবনার কথা।'

'সেইজন্যেই তো এই ক্রুশ লটকানো, তা না হলে এ-ব্যাপারটা আমার আদৌ ভাল লাগে না,' ক্রাসাস বুঝিয়ে বলে। 'এটা তো অপচয়। শুধুমাত্র অপচয়ের জন্যে অপচয় আমি পছন্দ করি না। তাছাড়াও, হত্যার, অত্যধিক হত্যার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। তা আবার ফিরে আসতে পারে। আমার মনে হয়, আমাদের ওপর এর ফল এমন কিছু, পরিণামে যা অনিষ্টকর।'

'কিন্তু গোলামদের ওপর ?' কেইয়াস প্রতিবাদ ছলে প্রশ্ন করে।

'সিসেরো তো তাদের বেশ মজার নামকরণ করেছেন। গোলাম হচ্ছে 'কথক যন্ত্র', এদের থেকে জানোয়ারদের পার্থক্য, জানোয়াররা 'আধাকথক যন্ত্র'। আবার জানোয়ারদেরও সাধারণ হাতিয়ারের থেকে পার্থক্য এই, হাতিয়ার হচ্ছে 'বোবা যন্ত্র'। সিসেরা খুব বিজ্ঞ ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। কিন্তু যতই বলো, সিসেরোকে স্পার্টাকাসের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয় নি। স্পার্টাকাসের বুদ্ধির দৌড় কতটা তাঁর ভেবে দেখার দরকার হয় নি, কারণ আমার মতন তাঁকে তো রাত জেগে স্পার্টাকাস কী ভাবছে তা আন্দাজ করতে হয় নি। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ খেয়াল হয় ওরা কথকযন্ত্র নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু।'

'আপনি কি তাকে জানতেন—মানে ব্যক্তিগতভাবে ?'

'তাকে—মানে ?'

'বলছিলাম—স্পার্টাকাসকে।'

অন্যমনস্কভাবে সেনানায়ক মৃদু হাসে। তারপর ধীরে বলে চলে, 'ঠিক যে জানি, বলতে পারব না। এটা ওটা যোগ করে নিজের মনে মনে তার সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম। তাকে সত্যি জানত, এমন কেউ ছিল বলে আমার জানা নেই। আর জানবেই বা কী করে ? হঠাৎ যদি তোমার পোষা কুকুরটা ক্ষেপে যায়, আর তার ক্ষেপামি বুদ্ধিচালিত হয় তবে কি সে কুকুরই থাকবে ? থাকবে কি না বলো ? বলা সত্যি শক্ত। আমার গড়া স্পার্টাকাস আমারই রচনা, তাই বলে একথা বলব না, ঠিক ঠিক তার ছবিটি আঁকতে পারি। আমার মনে হয় না এমন কেউ আছে যে পারে। হয়ত যারা পারলে পারত আপ্পিয়ান মহাপথ বরাবর তারা ঝুলছে। আর আসল লোকটা তো এখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এবার আমরা তাকে আবার গোলাম বানিয়ে ছাড়বো।'

'সে তো তাই-ই ছিল,' কেইয়াস বলে।

'ও হ্যাঁ—তাই বুঝি !'

ব্যাপারটা অনুধাবন করা কেইয়াসের পক্ষে কষ্টকর। সামরিক ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাবই যে তার কারণ, তা নয়। আসলে যুদ্ধবিগ্রহে তার কোনো কৌতূহলই নেই। তবু যুদ্ধ তার শ্রেণীর, তার বর্ণের, তার মর্যাদার একটা বাধ্যবাধকতা। ক্রাসাস তার সম্পর্কে কি ভাবলে ? তার এই বিনয়, এই একাগ্র মনোযোগ আন্তরিক তো ? যাই হোক, কেইয়াসের পরিবার অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করার মতো নয়, আর ক্রাসাসেরও দেখা যাচ্ছে বন্ধুর প্রয়োজন। অদৃষ্টের এমন পরিহাস, যে-ব্যক্তি রোমের ইতিহাসে সম্ভবতঃ সবচেয়ে নিদারুণ সংগ্রামের সৈনাপত্য করল, সম্মান তার ভাগ্যে জুটল সামান্যই। যখন সে দাসদের যুদ্ধে পরাজিত করল তখন তাদেরই হাতে রোমের পরাজয় ছিল আসন্ন। সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন সামঞ্জস্যহীন। তাই, হতেও পারে ক্রাসাসের বিনয়টা আন্তরিকই। ক্রাসাসকে নিয়ে রূপকথাও সৃষ্টি হবে না, গানও বাঁধা হবে না। দাসবিদ্রোহ গৌরবের নয়। তাই এই সমগ্র যুদ্ধকাণ্ডের স্মৃতিকে লুপ্ত করার প্রয়োজনেই তার যুদ্ধজয়ের গৌরব ম্লান হয়ে আসবে।

স্নান সেরে তারা উঠে আসে। অপেক্ষারত দাসীরা তাদের সর্বাঙ্গ গরম গামছায় ঢেকে দেয়। এন্টোনিয়াস কেইয়াসের বাসভবনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি জমকালো জায়গাতেও অতিথির অভাবপূরণের জন্যে খুঁটিনাটি এত ব্যবস্থা তো দূরের কথা, এর অর্ধেকও থাকে

না। কেইয়াসের সারা দেহ যখন মুছে দেওয়া হচ্ছিল সে এই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল সেকালের কথা, যেমন সে শিখেছে। পৃথিবীময় ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও উপরাজ্য, আর রাজা ও রাজপুত্র। কিন্তু এন্টোনিয়াস কেইয়াসের মত এইভাবে থাকতে বা আপ্যায়ন করতে তাদের মধ্যে কম লোকই পেরে উঠত। অথচ এই এন্টোনিয়াস রোম সাধারণতন্ত্রের তেমন কোনো শক্তিশালী বা গণ্যমান্য ভূস্বামী ও নয়, নাগরিকও নয়। যে যাই বলুক, রোমান জীবনধারায় সক্ষম ও সমর্থ শাসকের একটা ছাপ থাকবেই।

'মেয়েদের হাতে সাজগোজ করা আমার কখনো ধাতস্থ হল না,' ক্রাসাস বলে, 'তোমার কেমন লাগে?'

'এ নিয়ে কখনো ভাবি নি,' কেইয়াস উত্তরে বলে, কিন্তু ঠিক বলে না, কারণ সে জানে দাসীদের হাতে অঙ্গমার্জনায় রীতিমত একটা সুখানুভূতি ও উন্মাদনা আছে। তার পিতার এ-বিষয়ে বারণ ছিল এবং কোনো কোনো মহলে এ-ব্যাপারটা এখনো ভাল বলে দেখা হয় না। কিন্তু গত পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে গোলামদের প্রতি মনোভাবের প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে এবং কেইয়াসও তার বন্ধুবান্ধবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গোলামদের মানবীয় অনেক লক্ষণ-বর্জিত বলে ভাবতে শিখেছে। তার এই মানসিক রূপান্তরের ধারাটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন। এই মুহূর্ত পর্যন্ত সে খেয়ালই করেনি পরিচর্যারত দাসী তিনজনকে দেখতে কেমন। হঠাৎ কেউ জিজ্ঞাসা করলে তাদের সে বর্ণনা করতে পারত না। সেনাধ্যক্ষের প্রশ্নে তাদের সে লক্ষ্য করে দেখে। তারা স্পেনের কোনো অংশের বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। তদের বয়স অল্প, ছোটখাটো গড়ন। রহস্যঘন নীরবতায় তাদের ভালই দেখাচ্ছে। খালি পা। পরিধানে সাদাসিধে খাটো জামা, তাও জলের ভাপে ও গায়ের ঘামে প্রায় ভেজা। কেইয়াসকে তারা চঞ্চল করে না তা নয়, তবে তার নিরাবরণ অবস্থার তুলনায় তা কিছুই নয়। ক্রাসাস কিন্তু ওদের একজনকে কাছে টেনে নিয়ে কুৎসিতভাবে তার দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। মেয়েটা তার দেহলগ্ন হয়ে থাকে, ছাড়াবার চেষ্টামাত্রও করে না।

এর জন্যে কেইয়াস মোটেই প্রস্তুত ছিল না, সে অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়ে; হঠাৎ তার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। এই লোকটা, এই বিখ্যাত সেনানায়কটা কী জঘন্য—স্নানাগারের একটা দাসীকে নিয়ে জড়াজড়ি করছে। ব্যাপারটা তার চোখে নিতান্তই নীচ আর নোংরা লাগে। এর ফলে ক্রাসাস নিজেকে হেয় করল। পরে ক্রাসাস একথা চিন্তা করবে। কেইয়াসের ওপর বিরূপ হবে, সে কেন এসময়ে উপস্থিত ছিল।

কেইয়াস সংবাহন শয্যার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছু পরে ক্রাসাসও এল। 'ছুঁড়িটা বেশ,' ক্রাসাস মন্তব্য করে। কেইয়াস অবাক হয়ে ভাবতে থাকে লোকটা কি মেয়ে সম্পর্কে কাণ্ডজ্ঞানহীন? ক্রাসাস কিন্তু নির্বিকার। যে-প্রসঙ্গে আগে কথা হচ্ছিল তার সূত্র ধরে বলে চলে, 'হ্যাঁ—স্পার্টাকাস লোকটা তোমার কাছে যেমন রহস্য আমার কাছেও তেমনি। আমি তাকে চোখে দেখি নি—যদিও সে আমাকে নাকালের একশেষ করে ছেড়েছে।'

'আপনি তাকে কখনো দেখেন নি?'

'না, কিন্তু তার মানে এ নয় আমি তাকে জানিনি বা চিনিনি। একটু একটু করে জোড়া দিয়ে পুরো মানুষটাকে আমি রচনা করেছি। আমার এই ভাল—লাগে। কেউ গান রচনা করে। কেউ বা শিল্প রচনা করে। আমি রচনা করেছি স্পার্টাকাসের একখানা ছবি।'

সংবাহিকা নিপুণ কুশলী আঙুলে দেহমার্জনা করে চলে। ক্রাসাস এলায়িত দেহে মর্দনসুখ উপভোগ করে। একজন পরিচারিকা গন্ধতৈলের ঝারি নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে সতর্ক সিঞ্চনে সংবাহিকার আঙুলগুলি ক্রমাগত তৈলাক্ত করে দিচ্ছে। সংবাহিকা একটির পর একটি পেশি মর্দন করে আরাম করে দিচ্ছে। ক্রাসাস প্রকাণ্ড একটা বেড়ালের মত নিশ্চিত আরামে শুয়ে শুয়ে আড়ামোড়া খাচ্ছে।

'তাকে দেখতে কেমন ছিল—মানে আপনার ছবিটাকে?' কেইয়াস প্রশ্ন করে।

'অনেক সময় অবাক হয়ে আমি ভাবি, আমার সম্পর্কে তার ধারণা কিরকম ছিল,' ক্রাসাস আত্মগতভাবে বলে চলে। 'শেষকালে সে নাকি আমায় ডেকে ছিল। লোকে তাই বলে। নিজে কানে তার কথা শুনিনি, তবে লোকে বলে, সে নাকি চিৎকার করে বলেছিল, ক্রাসাস বেজন্মা—দাঁড়া আমি যাচ্ছি। ওই ধরনের কিছু একটা বলেছিল। তখন সে আমার থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ মাত্র তফাতে। সে ব্যূহ ভেদ করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। মানুষটা খুব যে প্রকাণ্ড, তা নয়; শক্তিতেও তেমন কিছু অসাধারণ নয়, ছিল শুধু একটা উদগ্র-আক্রোশ—হ্যাঁ, ঠিক ওই কথাতেই বোঝানো যায়, একা হাতে যখন সে লড়ে চলেছে, যেন মূর্তিমান আক্রোশ, একটা বহ্নিমান ক্রোধ। ব্যূহভেদ করে সত্যিই সে আমার দিকে অর্ধেকটা এগিয়ে এসেছিল। শেষবারের প্রচণ্ড আক্রমণে কমপক্ষে সে দশ এগারোজনকে ধরাশায়ী করেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হল, তাকে নিরস্ত করা সম্ভব হয়নি।'

'তার লাশটা পাওয়া যায়নি, একথা তাহলে সত্যি?' কেইয়াস জিজ্ঞাসা করে।

'সত্যিই তাই। একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট কিছুই পাওয়া যায় নি। যুদ্ধক্ষেত্র কীরকম, জানো কি? চারদিকে শুধু রক্ত আর মাংস। কার রক্ত কার মাংস বোঝা খুব মুশকিল। অতএব, যে-পথে সে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল, শূন্য থেকে শূন্যে, এরেনা থেকে কসাইখানায়। অসির জোরে আমরা বাঁচি, অসির ঘায়ে মরি। স্পার্টাকাস তার দৃষ্টান্ত। আমি তাকে প্রণাম করি।'

সেনাধ্যক্ষের কথা শুনে কেইয়াসের মনে পড়ে যায় কাবাবওয়ালার সঙ্গে তার কথাবার্তা। সেই প্রসঙ্গ তার জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি তাকে ঘৃণা করেন না?'

'ঘৃণা করব কেন? লোকটা নীচ নোংরা একটা গোলাম হলেও, সাচ্চা সৈনিক, আর বিশেষ করে আমিই বা ঘৃণা করতে যাবো কেন? সে তো মরে গেছে আর আমি জলজ্যান্ত বেঁচে আছি। আমার এই ভালো—' বলে সংবাহিকার আঙুলের স্পর্শে সানন্দে মোচড় দিয়ে ওঠে। তাঁর কথার ভাবে মনে হয় তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সম্মুখবর্তিনীর যেন কোনো সম্পর্কই নেই, সে যেন লক্ষ্য নয়। 'কিন্তু আমার এ-অভিজ্ঞতা সামান্যই। তুমি হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবে না—হবে কি? হবে কি করে, তোমাদের আমলে দৃষ্টিভঙ্গিই পালটে গেছে। আমি অবশ্য বিশ্রী নোংরা যারা তাদের কথা বলছি না, এই ধরো এইরকম, যারা দেখতে শুনতে ভালো। কেইয়াস, বলো তো, কতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়?'

কেইয়াস প্রথমে বুঝতেই পারে নি সৈনিক-প্রধান কী বলতে চাইছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকে দেখলে। ক্রাসাসের কাঁধের পেশিগুলো উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে, উন্মাদনা

তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। কেইয়াস অস্বস্তি বোধ করে। একটু ভয় ভয়ও করে তার। তার ইচ্ছে করে, ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে তা সম্ভব নয়। আরো সম্ভব হল না এই কারণে, যা ঘটবে সেইটেই তার কাছে বেশি পীড়াদায়ক বলে মনে হচ্ছে ; তার উপস্থিতিটা এক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন নয়।

'আপনি ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না ?' কেইয়াস বলে।

'ওকে ? কুত্তীটা ল্যাটিন বলতে পারে ?'

'একটু আধটু ওরা সবাই পারে।'

'বলছ সরাসরি ওকে জিজ্ঞেস করব ?'

'ক্ষতি কি ?' কেইয়াস কোনোক্রমে কথা কটা বলে নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বোজে।

কেইয়াস ও ক্রাসাস যখন স্নানরত, সায়াহ্নের অস্তরাগরশ্মি যখন ভিলা সালারিয়ার উদ্যান ও তৃণভূমি স্বর্ণচ্ছটায় রাঙিয়ে তুলেছে, এণ্টোনিয়াস কেইয়াস তাঁর ভাগিনেয়ীর বান্ধবীকে নিয়ে প্রাঙ্গণপথ ধরে চলেছেন অশ্বশালার দিকে। যেসব ব্যাপারে ঘটা করে নিজেকে জাহির করা যায়, এণ্টোনিয়াস কেইয়াস সে সবের পক্ষপাতী নন। তাই তাঁর নিজস্ব চর্যাক্ষেত্র বা মল্লক্রীড়ার জন্যে এরেনা নেই। তাঁর একটি নিজস্ব মতবাদ আছে,—ধনসম্পত্তি বজায় রাখতে হলে অত্যন্ত সতর্কভাবে তা জাহির করা দরকার। জাঁকজমক ঘটা তারাই করে যারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয়। সাধারণতন্ত্রের আওতায় সদ্য-গজিয়ে-ওঠা সম্প্রদায় এই দলের। এদের মতো আর্থিক অনিশ্চয়তা এণ্টোনিয়াসের অন্তত নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি কিন্তু অজস্র খরচ করতে কুণ্ঠিত নন। তা হচ্ছে ঘোড়া। তাঁর অশ্বপ্রীতি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মতই। ভালো জাতের ঘোড়া হলে অর্থের জন্যে কখনো তিনি তা হাতছাড়া করেন না। অশ্বপরিচর্যাতেও তাঁর উৎসাহের অভাব নেই। এই সময়ে একটা ঘোড়ার দাম একটা ভালো গোলামের কমপক্ষে পাঁচগুণ ছিল। তার যুক্তিও ছিল। একটা ঘোড়াকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে সময় সময় পাঁচটা গোলামও লাগে।

প্রাচীর ঘেরা একটা প্রশস্ত অঙ্গনে ঘোড়দৌড়ের চর্যাভূমি। তার একপ্রান্তে সারি সারি মন্দুরা। অনতিদূরে প্রস্তর নির্মিত সুখপ্রদ মঞ্চাসন, তাতে একসঙ্গে পঞ্চাশজনের বসার ব্যবস্থা। সেখানে বসে চর্যাভূমি ও বৃহৎ একটি অশ্বশালা স্পষ্ট দেখা যায়।

মন্দুরার নিকটবর্তী হতে তাদের কানে এল তীব্র তীক্ষ্ণ একটা হ্রেষারব। ক্রোধ ও আবেদনমিশ্রিত সে-ধ্বনি। ক্লডিয়া কখনো এই ধ্বনি শোনেনি। শুনতে তার ভালও লাগছে, ভয়ও করছে।

'ওটা কিসের শব্দ ?' এণ্টোনিয়াস কেইয়াসকে সে জিজ্ঞাসা করে।

'ও একটা ঘোড়া, ক্ষেপে উঠেছে। মাত্র দুসপ্তাহ হল ওটাকে কিনেছি। ঘোড়াটা থ্রেশীয়, বিরাটকায়, দুর্দান্ত প্রকৃতির। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুন্দর। দেখবে ?'

'ঘোড়া আমার খুব ভালো লাগে,' ক্লডিয়া বলে। 'দেখান না আমাকে এই ঘোড়াটা।'

এন্টোনিয়াস প্রধান অশ্বপালককে ডাকল। অশ্বপালক মিশরীয় এক ক্রীতদাস। রুগ্ন শীর্ণ তার চেহারা। এণ্টোনিয়াস তাকে বলে দিল ঘোড়াটাকে মঞ্চের সামনের প্রদর্শনীক্ষেত্রে নিয়ে আসতে। এই বলে তারা দুজনে মঞ্চের উপরে উঠে এল আসন গ্রহণ করতে। একজন গোলাম সঙ্গে সঙ্গে তাদের বসার আসনদুটি উপাধান দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে গেল। এণ্টোনিয়াস কেইয়াসের হুকুমবরদারগুলো কী রকম দক্ষ ও পরিশ্রমী, ক্লডিয়ার নজর এড়ায় না। এন্টোনিয়াসের মনের সামান্যতম ইচ্ছা, তার চাউনির প্রতিটি অর্থ তারা বুঝতে পারে। ক্লডিয়া ক্রীতদাসদের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে, সে জানে এদের দিয়ে কাজ করানো কত শক্ত। একথা এণ্টোনিয়াসকে বলতে, তিনি বললেন, 'গোলামদের আমি চাবুক মারি না। যখনই কোনো গোলযোগ দেখা দেয়, একটাকে খতম করে দিই। ফলে ওরা ঠিক বশে থাকে অথচ ভেঙে পড়ে না।'

'আমার তো দেখে মনে হচ্ছে, আশ্চর্য ওদের কাজের উৎসাহ,' ক্লডিয়া সায় দিয়ে বলে।

'এই গোলাম জাতকে বশে রাখা সোজা নয়। ঘোড়া বা মানুষকে বশে আনা অনেক সোজা।'

এবারে সামনের প্রদর্শনীক্ষেত্রে ঘোড়াটাকে ওরা নিয়ে আসে। প্রকাণ্ড জানোয়ারটার গায়ের রঙ হলুদ। চোখদুটো টকটকে লাল, মুখময় ফেনা। মুখোশ ও বলগা দিয়ে তার মাথাটা শক্ত করে বাঁধা। দুটো গোলাম দুপাশের বলগা ধরে ঝুলছে, তবুও তাকে রুখতে পারছে না। ঝটকা মেরে কখনো সামনে, কখনো পিছনে দাপাদাপি করছে। প্রদর্শনীক্ষেত্রের মাঝবরাবর গোলামদুটোকে সে টানতে টানতে নিয়ে এল। তারপর যেই তারা ছেড়ে দিয়ে প্রাণের দায়ে দূরে পালিয়েছে, অমনি সে পিছু হটে তাদের লক্ষ্য করো পা ছুঁড়তে থাকে। ক্লডিয়া তাই দেখে হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে ওঠে।

'কী সুন্দর, কী চমৎকার!' সে বলে ওঠে। সেইসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, ঘোড়াটা অমন করছে কেন—অত রাগ কিসের?'

'বুঝতে পারছ না কিসের?'

'আমার তো মনে হয় ঘৃণা না হয়ে ভালবাসা হলেই ওকে মানাতো ভালো।'

'দুটোই যে মিশে যায়। ও আমাদের ঘৃণা করে, কারণ ও যা-চায় তা থেকে ওকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দেখবে ও কী চায়?'

ক্লডিয়া ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। অনতিদূরে যে-গোলামটা দাঁড়িয়েছিল এণ্টোনিয়াস তাকে কী যেন বললে। লোকটা একদৌড়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। নিয়ে এল একটা ঘোটকী, গায়ের রঙ বাদামী, নধর দেহ, সচকিত ভাব। পালিয়ে যাবার জন্যে যেই সে দৌড় দিয়েছে, ঘোড়াটা চক্ষের নিমেষে তার সামনে গিয়ে পথ রোধ করল। এণ্টোনিয়াস কিন্তু ঘোটকীটাকে দেখছে না, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক্লডিয়ার উপর। চোখের সামনে যে-দৃশ্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাই দেখে ক্লডিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকে।

স্নান শেষে ক্ষৌরি হল, গন্ধদ্রব্য দিয়ে দেহমার্জনা হল, ঈষৎ তৈলসিক্ত করে কেশদাম সুন্দরভাবে কুঞ্চিত করা হল, অতঃপর কেইয়াস গুল্মকোষ্ঠে গমন করল আহারের পূর্বে একপাত্র আসবের সন্ধানে। ভিলা সালারিয়ার গুল্মকোষ্ঠটি গোলাপী ফিনিশীয় টালিতে তৈরি, তার ছাদটা পীতাভ কাচের। দিবাভাগের এই সময়টিতে ম্লান সৌরালোকের শান্ত আভা ঘনসবুজ পত্রগুল্মরাজিকে স্বপ্নময় করে তুলেছিল। কেইয়াস যখন প্রবেশ করল, জুলিয়া তার আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত। ছোট মেয়ে দুটিকে দুপাশে নিয়ে একটি স্ফটিকাসনে সে বসে রয়েছে, অস্তরাগের কোমল স্পর্শ তাকে চুম্বন করছে। দীর্ঘ শুভ্রবাসে যেভাবে সে বসেছিল,—ঘনকৃষ্ণ কেশদাম মাথার উপরে চূড়াবদ্ধ, বাহুযুগে সন্তানদ্বয় দুপাশে আবদ্ধ—দেখে মনে হচ্ছিল রোমান মাতৃমূর্তির যথার্থ প্রতিরূপ তার মধ্যে যেন মূর্ত হয়েছে, সেইরকমই শান্ত ধীর ও আত্মস্থ। তার এই ভঙ্গির মধ্যে অভিনয়ের ছেলেমানুষি প্রয়াসটা দৃশ্যত যদি অত প্রকট না হয়ে উঠত, তাহলে কেইয়াসের দেখা গ্রেকাই মাতার সব ছবিগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তার মনে উদয় হত। বাহবা দেবার বা 'চমৎকার জুলিয়া' বলার আবেগটা সে দমন করল। জুলিয়াকে দমিয়ে দেওয়া খুব সোজা, কারণ তার ছলনা সবসময়েই করুণ আবেদনে ভরা, কখনো তা বেপরোয়া নয়।

জুলিয়া মৃদু হেসে বলল, 'কেইয়াস—এসো।' যথার্থ আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ের ভান সে-হাসিতে মিশে রইল।

কেইয়াস মার্জনা চেয়ে বলে, 'আমি জানতাম না জুলিয়া, তুমি এখানে আছ।'

'তাই বলে তুমি চলে যেও না। দাঁড়াও, তোমার জন্যে একপাত্র সুরা ঢেলে দিই।'

'বেশ দাও,' কেইয়াস সম্মতি জানায়। কিন্তু জুলিয়া যখন মেয়েদুটিকে পাঠিয়ে দিতে চাইলে, সে আপত্তি জানিয়ে বলে, 'থাকতে চায় তো ওরা না হয়—'

'না, না, ওদের খাবার সময় হয়ে গেছে।' মেয়েরা চলে যেতে জুলিয়া বলে, 'কেইয়াস এসো, আমার পাশে বসো। বসো কেইয়াস, এসো।' কেইয়াস বসল। জুলিয়া দুজনের জন্যেই দুপাত্র সুরা ঢালল। নিজের পাত্রটি কেইয়াসের পাত্রের সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে জুলিয়া পান করতে থাকে। তার চোখদুটো রইল কেইয়াসের উপর। 'কেইয়াস, ভালো ছেলে হবার পক্ষে তুমি বড় বেশি সুন্দর।'

'আমি ভালো ছেলে হতেও চাই না, জুলিয়া।'

'তোমার চাইবার মত যদি কিছু থাকে, তবে তা কী, কেইয়াস?'

'আনন্দ,' সে খুলেই বলে ফেলল।

'তোমার এই অল্পবয়সে পরিতৃপ্ত আনন্দ তো সহজে পাবার নয়। তাই না, কেইয়াস?'

'তাই নাকি, জুলিয়া। আমায় দেখলে নিশ্চয় খুব বিষণ্ণ মনে হয় না, হয় কি?'

'খুব সুখীও মনে হয় না।'

'নিষ্কলঙ্ক কুমারীত্বও খুব শোভন নয়, জুলিয়া।'

'কেইয়াস, তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি চালাক। আমি তোমার মত নিষ্ঠুর হতে পারি না।'

'আমিও নিষ্ঠুর হতে চাই না, জুলিয়া।'

'তাহলে আমার চুম্বন করে প্রমাণ দাও।'

'এখানেই ?'

'এন্টোনিয়াস এখানে আসবে না। এখন সে তার নতুন ঘোড়াটাকে ঘুড়ীর সঙ্গে যুতে দিয়ে তোমার আনা নবাগতা সুন্দরীর আনন্দ বর্ধন করতে ব্যস্ত।'

'কী বলছ ? ক্লডিয়ার ? না না, তা হতেই পারে না।' কেইয়াস ভেতরে ভেতরে বেশ মজা পায়।

'আচ্ছা, তুমি কী দুষ্টু ! আমায় চুমু খাবে না ?'

কেইয়াস মৃদুভাবে তার মুখচুম্বন করে।

'হয়ে গেল ? আসবে ? আজ রাতে ?'

'সত্যি বলছি, জুলিয়া—'

'কেইয়াস, না বলতে পারবে না,' জুলিয়া তার বক্তব্যে বাধা দিয়ে বলে। 'বলবে না, বলো। তোমার ক্লডিয়াকে আজ রাতের মত তুমি পাচ্ছ না, জেনে রেখো। আমার স্বামীকে আমি চিনি।'

'আমার ক্লডিয়া সে মোটেই নয়। আর আজ রাতে আমি তাকে চাই-ও না।'

'তা হলে—'

'আচ্ছা বেশ,' কেইয়াস বললে, 'তাই হবে, জুলিয়া। এখন একথা থাক।'

'তোমার কি ইচ্ছে নয়—'

'আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা নয়, জুলিয়া। এ-বিষয়ে কথা কইতে এখন আর ইচ্ছে করছে না।'

১১

ভিলা সালারিয়ার সান্ধ্যভোজনের ব্যবস্থা দেখেই বোঝা যায় এ-বাড়ির অন্যান্য আদব কায়দার মত এক্ষেত্রেও সার্বভৌম রোমের অতিপ্রচলিত পরিবর্তনগুলি কিছুটা যেন ব্যাহত। এন্টোনিয়াস কেইয়াসের দিক থেকে এটা বদ্ধমূল সনাতনী মনোভাব থেকে ততটা নয় যতটা হঠাৎ-গজিয়ে ওঠা ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকে নিজেকে পৃথক রাখার ইচ্ছা থেকে। ধনী ব্যবসায়ী মানে যুদ্ধ রাহাজানি খনি ও বাণিজ্যের দয়ায় যারা লক্ষপতি হয়েছে, গ্রীসীয় বা মিশরীয় নতুন কোনো আমদানি দেখলেই যাদের জিভ লক লক করতে থাকে। এই খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে, এন্টোনিয়াস কেইয়াস কৌচে বসে খানা খাওয়া তৃপ্তি পেতেন না। এভাবে খেলে তাঁর হজমের গোলমাল হত। তাই আসল খাদ্য না খেয়ে তাঁকে খেতে হত টক, মিষ্টি, নানারকম টুকিটাকি। আজকাল অবশ্য এই সব টুকিটাকি খাওয়াই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অতিথি অভ্যাগতরা টেবিলের চারধারে বসে টেবিল থেকেই খেতেন, আর তিনি নিজে পরিবেশন করতেন নানাজাতীয় পাখির মাংস, অঙ্গারপক্ব মাংসের নানা ব্যঞ্জন, সুস্বাদু মিষ্টান্ন, রসালো ভালো ভালো ফল, সুপাচ্য সুপ।

কিন্তু রোমের অধিকাংশ অভিজাতরা যেসব পাঁচমিশালি বিকট খাদ্য খেতে অভ্যস্ত তার কোনোটাই এখানে মিলত না। তাছাড়া খাওয়ার সময় তিনি নাচগান পছন্দ করতেন না। উত্তম খাদ্য তার সঙ্গে উত্তম সুরা, তার সঙ্গে ভালো কথাবার্তা—এই ছিল তাঁর রুচিসম্মত। তাঁর পিতা ও পিতামহ দুজনেই বেশ স্বচ্ছন্দভাবে লিখতে ও পড়তে পারতেন। নিজেকেও তিনি শিক্ষিত বলে মনে করেন। যদিও তাঁর পিতামহ গোলামদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে একসঙ্গে কাজ করতেন, এণ্টোনিয়াস কেইয়াস কিন্তু তাঁর বিরাট ল্যাটিফুণ্ডিয়ামকে শাসন করতেন, পূর্বদেশীয় কোনো রাজপুত্র যেমন তার ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করে প্রায় তেমনধারা। মোটের উপর তিনি ভেবে খুশি হতেন, তিনি একজন উন্নতমনা শাসক, গ্রীক ইতিহাস দর্শন ও নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ভেষজ বিদ্যায় অন্তত সাধারণভাবে দক্ষ এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর অতিথিরা তাঁরই রুচির প্রতিবাহক। ভোজনের পর কেদারায় হেলান দিয়ে তারা যখন আহারান্তিক আসবে রয়ে রয়ে চুমুক দিচ্ছে—মহিলারা ইতোমধ্যে গুল্মকোষ্ঠে চলে গেছে—কেইয়াস তাদের মধ্যে এবং গৃহস্বামীর মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করল সেই সব গুণাবলীর উৎকর্ষ যার ফলে রোমের সৃষ্টি হয়েছে, যার জোরে এমন নিপুণভাবে এমন দৃঢ়হাতে রোম শাসিত হচ্ছে।

কেইয়াস যতটা বুঝল ততটা শ্রদ্ধাশীল হতে পারল না, কারণ রোমান শাসকদের এইসব গুণাবলীর প্রতি তার নিজের দিক থেকে কোনো উচ্চাশা নেই। সমাগত অতিথিদের মতেও কেইয়াসের কোনো মূল্য নেই। সে একটা অপদার্থ নামী পরিবারের একটা উচ্ছৃঙ্খল ছেলে—কেবলমাত্র খাদ্য ও অশ্বসংক্রান্ত ব্যাপারেই তার প্রতিভার যা কিছু স্ফুরণ। অবশ্য এই দিকের উৎসাহটা নতুনই বলতে হবে, মাত্র গত দু-একপুরুষের মধ্যে এর বিকাশ ঘটেছে। এসত্ত্বেও কেইয়াস অগ্রাহ্য করার পাত্র নয়। তার আত্মীয়তার পরিধি ঈর্ষা জাগায়। তার পিতার মৃত্যুর পর সে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। এও অসম্ভব নয়, বরাতক্রমে সে-ই হয়ত রাজনীতিক্ষেত্রে হোমরাচোমরা কেউ হয়ে দাঁড়াবে। এইসব কারণে, তাকে একটু অতিরিক্তভাবেই বরদাস্ত করা হত। সাধারণত চেহারাসর্বস্ব বিলাসী ছোকরা, মাথায় তেলচুলের বাহার, ভেতরে মগজ বলতে বিশেষ কিছু নেই। এদের প্রতি যেরকম ব্যবহার করা হত, কেইয়াসের প্রতি ব্যবহারটা তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল।

আর কেইয়াসও এদের ভয় করত। এরা একটা ব্যাধিতে ভোগে কিন্তু তার ফলে এরা দুর্বল হয় না। উপাদেয় ভোজ্য গলাধঃকরণ করে সুস্বাদু সুরা পান করতে করতে এই তো এখানে এরা বসে রয়েছে অথচ যারা তাদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, আপ্পিয়ান মহাপথে মাইলের পর মাইল তারা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলছে। স্পার্টাকাস মাংসে পরিণত হল ; নিছক মাংস ; কসাইয়ের দোকানের কিমা-করা মাংসের মতো ; ক্রুশে ঝোলানো যেতে পারে এতটুকুও তার বাকি ছিল না। কিন্তু কেউ কখনো এণ্টোনিয়াস কেইয়াসকে ক্রুশবিদ্ধ করবে না। কী শান্ত, কী স্থির গম্ভীরভাবে তিনি টেবিলের পুরোভাগে বসে রয়েছেন, বসে বসে ঘোড়ার কাহিনী বর্ণনা করছেন, অকাট্য যুক্তিতর্কের জোরে প্রমাণ করতে চাইছেন একটা লাঙলে একটা ঘোড়ার চেয়ে দুটো গোলাম যুতে দেওয়া ঢের ভালো, যেহেতু ঘোটককুলে এমন শক্ত চামড়ার ঘোড়া জন্মায়নি যে গোলামদের ওপর যেরকম অর্ধমানবীয় ব্যবহার করা হয় তা সহ্য করে টিকে থাকতে পারে!

শুনতে শুনতে সিসেরোর মুখে হাসির একটা আভাস দেখা দিল। আর সবার চাইতে সিসেরোই কেইয়াসের কাছে বেশি অসহ্য ঠেকছে। সিসেরোকে লোকে কী করে পছন্দ করতে পারে! সিসেরোকে ভাল লাগুক, এমন ইচ্ছা কি তার কখনো হয়েছে? একবার সিসেরো তার দিকে তাকিয়েছিল; তাকিয়ে যেন বলতে চেয়েছিল, 'খোকা, তোমাকে আমি চিনি। তোমার আপাদমস্তক ভেতর বাহির সব আমি জানি।' আর সবাইও কি সিসেরোকে ভয় পায়, কেইয়াসের ভাবতে অবাক লাগে। নিজেকে সে সাবধান করল, সিসেরো থেকে দূরে হাঁটো, জাহান্নমে যাক সিসেরো। বিনম্র আগ্রহে ক্রাসাস সব শুনছিল। ক্রাসাসকে বিনয়নম্র হতেই হবে, রোমান সামরিক পুরুষের সে যথার্থ প্রতিচ্ছবি—ঋজু, দৃঢ়বদ্ধ চিবুক, কঠিন সরল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাম্রবর্ণ ত্বক, ঘনকৃষ্ণ কেশ। সঙ্গে সঙ্গে কেইয়াসের মনে পড়ে গেল স্নানাগারের ক্রাসাসকে। কেইয়াস তার দিকে তাকিয়ে ভাবলে, লোকটা কী করে ওসব করল? কেইয়াসের অপর প্রান্তে বসেছিল রাজনীতিজ্ঞ গ্রাকাস। লোকটা বিরাটকায়, গম্ভীর গমগমে তার গলার আওয়াজ, গলদেশে চর্বিবলয়ের মধ্যে তার মাথাটা নিমজ্জিত, তার প্রকাণ্ড হাতখানা মেদবহুল ও লোমশ, প্রায় প্রতিটি আঙুলে আংটি। একজন পেশাদার রাজনীতিজ্ঞের গভীর অভিজ্ঞতাসঞ্জাত তার প্রতিটি উত্তর সুচিন্তিত; তার হাসি উদাত্ত অট্টহাসি; তার সম্মতি প্রাণখোলা সম্মতি, কিন্তু মতভেদ সর্বদা শর্তসাপেক্ষ। তার বক্তব্য চমকপ্রদ কিন্তু কখনই নির্বোধ নয়।

গ্রাকাস কিছুটা দ্বিধার ভাব প্রকাশ করতে সিসেরো মন্তব্য করল, 'নিশ্চয় গোলাম দিয়ে লাঙল চালানো খুব ভালো। যে-জানোয়াররা চিন্তা করতে পারে না, তাদের চেয়ে যে-জানোয়াররা চিন্তা করতে পারে, তারা বেশি কাম্য বৈকি। এ তো সাধারণ বুদ্ধিতেই বলে। তাছাড়া, ঘোড়া একটা মূল্যবান পদার্থ। অশ্বকুলে এমন কোনো জাত নেই যাদের আমরা লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়ে লাখ দেড়েক নিলামে চাপাতে পারি। আরো কথা আছে। ঘোড়া যদি ওই ভাবে ব্যবহার করো, গোলামগুলোই তো তাদের দফা শেষ করে দেবে।'

'এ-ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হল না,' গ্রাকাস বলে।

'আচ্ছা ঠিক কিনা, গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করুন।'

'সত্যিই তাই,' এন্টোনিয়াস সায় দেন। 'গোলামেরাই ঘোড়া মেরে ফেলবে। নিজেরা ছাড়া মনিবের আর কোনো সম্পত্তির ওপর তাদের দরদ নেই।' আরো এক পাত্র সুরা ঢেলে নিলেন। 'কী ব্যাপার, আমরা কি শুধু দাসদাসীদের কথাই কইব?'

'ক্ষতি কি?'—চিন্তা করতে করতে সিসেরো বললে। 'ওরা আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী; আর আমরাও তো দাস ও দাসত্বপ্রথার এক অপূর্ব সৃষ্টি। যদি একটু তলিয়ে দেখেন তো বুঝবেন, আমরা যে রোমান তা এরই ফলে। আমাদের গৃহস্বামী এই বিরাট বাগিচায় বাস করছেন—তিনি আমার ঈর্ষার পাত্র—কিন্তু বাস করছেন এক হাজার গোলামের দয়ায়। ক্রাসাস আজ রোমের আলোচনার কেন্দ্র, কারণ দাস বিদ্রোহ তিনি দমন করতে পেরেছেন। আর গ্রাকাসের গোলামবাজার থেকে যা আয় তা হিসেব করা আমার সাধ্যেই কুলোবে না। শুধু কি তাই, যে-মহল্লায় গোলামবাজারটা রয়েছে, সেই মহল্লাকে মহল্লাই তো তাঁর। আর এই তরুণ যুবক'—এই বলে কেইয়াসের দিকে মাথা নেড়ে একটু হাসল। —'আমার যতদূর মনে হয়, গোলামদের এক অভিনব সৃষ্টি, হয়ত একটু মাত্রাধিক্যভাবেই, কারণ

আমি নিশ্চিত, ওরাই ওকে লালন পালন করেছে, ওরাই ওকে খাইয়েছে, ওরাই ওকে সেবাশুশ্রূষা করেছে, ওরাই—'

কেইয়াস লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, অথচ গ্রাকাস হো হো করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, 'আর আপনি, সিসেরো?'

'আমার কথা? আমার কাছে ওরা একটা সমস্যা। ইদানীং ভদ্রভাবে রোমে বাস করতে হলে, কমপক্ষে গোটা দশেক দাসদাসী না হলে চলে না। অতগুলোকে কেনা তার ওপর তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা—ওইখানেই তো আমার সমস্যা।'

গ্রাকাস হেসেই চলে। ক্রাসাস কিন্তু বলল, 'সিসেরো, এই যে বললেন গোলামদের দয়াতেই আমরা রোমান হতে পেরেছি, আপনার এ-কথাটা আমি মেনে নিতে পারছি না।' গ্রাকাসের হাসির জের এখনো থামে নি। একচুমুকে অনেকটা মদ্য পান করে গ্রাকাস এক বাঁদীর কাহিনী বলতে লেগে গেল। বাঁদীটাকে গতমাসে সে বাজার থেকে সওদা করেছে। গ্রাকাসের অল্প একটু নেশা ধরেছে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। তার বিরাট বপুর অন্তস্তল থেকে চাপা হাসির খিলখিল ধ্বনি উৎসারিত হয়ে তার কথার স্রোতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বাঁদীটাকে অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে সে বর্ণনা করল। কেইয়াসের কাছে মনে হয় সে-কাহিনী অবান্তর ও অশ্লীল। কিন্তু এন্টোনিয়াস বিজ্ঞের মত বসে বসে মাথা নাড়েন। আর ক্রাসাস ঐ মেদবহুল ব্যক্তির স্থূল বিবরণ শুনে অভিভূত। সিসেরো কিন্তু সর্বক্ষণ আত্মগতভাবে মৃদু মৃদু হাসছিল।

'আবার আমি কিন্তু সিসেরোর সেই কথায় ফিরে আসছি।' ক্রাসাস নাছোড়বান্দা।

'আপনি কি আমার কথায় চটে গেলেন?' সিসেরো প্রশ্ন করল।

'না না, এখানে কারো কথায় কেউ চটে না,' এন্টোনিয়াস বললেন। 'আমরা সবাই এখানে সভ্য ও ভদ্র।'

'না, না, চটি নি মোটেই। আসলে আপনার কথাটা গোলমেলে ঠেকছে।' ক্রাসাস বলে।

সিসেরো মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'আশ্চর্য, কোনো একটা ব্যাপারের সম্পূর্ণ প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে থাকলেও, সেই ব্যাপারের বিভিন্ন অংশের যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করতে নারাজ। এদিক থেকে গ্রীক স্বভাব কিন্তু আলাদা। যুক্তির আকর্ষণ তাদের কাছে অনিবার্য। যেখানে যুক্তি সেখানে তারা ফলাফলের বিচার করে না। আব আমাদের স্বভাব হচ্ছে জিদ আর একগুঁয়েমি। আচ্ছা—ভালো করে নিজেদের চারপাশটা একবার তাকিয়ে দেখুন তো'—পরিচর্যারত একজন ক্রীতদাস সুরার খালি পাত্রগুলি সরিয়ে ভর্তি পাত্র দিয়ে যায় এবং আরেকজন বাদাম ও ফলের জায়গাটা অতিথিদের সামনে ধরতে থাকে।—'আমাদের জীবনের সারমর্ম কী মনে হয়? মনে রাখবেন আমরা যে-সে লোক নই, আমরা এই রোমান হতে পেরেছি কেন জানেন? কারণ সর্বপ্রথম আমরাই গোলামদের ব্যবহার ভালভাবে বুঝতে পেরেছি।'

'কিন্তু রোমের আগেও তো গোলাম ছিল,' এন্টোনিয়াস প্রতিবাদ করেন।

'হ্যাঁ ছিল, কিন্তু তা এখানে কিছু, ওখানে কিছু, এইভাবে। গ্রীকদেরও বাগিচা ছিল—সত্যি। কার্থেজেও ছিল। কিন্তু আমরা গ্রীস ধ্বংস করেছি, কার্থেজও ধ্বংস করেছি—কেন? আমাদের বাগিচা তৈরি করতে। আর আমাদের বাগিচা ও গোলাম এক

ও অবিচ্ছেদ্য। যে-ক্ষেত্রে অন্য লোকদের লাগত একটা গোলাম, আমাদের লাগে বিশটা। তার ফলে এখন আমরা বাস করছি গোলামের রাজত্বে। তারই ফলে আমাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল স্পার্টাকাস। ক্রাসাস, এ-বিষয়ে কী বলেন? স্পার্টাকাসের সঙ্গে তো আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রোম ছাড়া আর কোথাও তার উৎপত্তি সম্ভব হত?'

'আমরাই কি স্পার্টাকাসকে উৎপন্ন করেছি?' ক্রাসাস বিস্ময় বোধ করে। সেই সঙ্গে একটা অস্বস্তি। কেইয়াস অনুমান করল, যে কোনো অবস্থাতেই গভীর চিন্তা ক্রাসাসের পক্ষে বিরক্তিকর, তার ওপর সিসেরোর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিপক্ষের সামনে তো কথাই নেই। আসলে দুজনার মধ্যে কোনো মিলই নেই। 'আমি তো ভেবেছিলাম স্পার্টাকাসের উৎপত্তি নরকে,' ক্রাসাস শেষকালে বলে।

'মনে তো হয় না।'

নির্বিকার গ্রাকাস নিশ্চিন্তে হেসে চলেছে। মদ্যপানেরও বিরাম নেই। এরই মধ্যে কিছুটা দ্বিধার ভাব নিয়ে সিসেরোকে জানিয়ে দেয়, সে একজন খাঁটি রোমান বলেই দর্শনশাস্ত্রে বিলক্ষণ অপটু। সে যাই হোক,—রোমও এখানে, গোলামরাও এখানে, সিসেরো এখন এদের নিয়ে কী করতে বলে?

'এদের বুঝুন,' সিসেরো উত্তরে বলে।

'কেন বুঝব?' এন্টোনিয়াস কেইয়াস জানতে চাইলেন।

'কারণ, না বুঝলে ওরাই আমাদের শেষ করবে।'

ক্রাসাস হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে কেইয়াসের সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। তাদের পরস্পরের মধ্যে সত্যিকারের যোগাযোগ এই প্রথম। তরুণ কেইয়াস তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ অনুভব করে। ক্রাসাস মাতালের মত মদ খেয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কেইয়াসের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময় হবার পর তার আর মদের আসক্তি রইল না।

'আপনি কি মহাপথ ধরে এসেছেন?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে।

সিসেরো মাথা নেড়ে জানায় তার অনুমান ঠিক। অস্ত্রের জোরে সব ব্যাপারের যে সমাধা হয় না, এই সহজ কথাটা সামরিক পুরুষদের বোঝান খুবই শক্ত। 'কসাইখানার সরল যুক্তি আমার বক্তব্য নয়। ধ্বংসকাণ্ডটা ভেতরে ভেতরে চলেছে। আমাদের সদাশয় গৃহস্বামীর জমিতেই এককালে কমসে-কম তিনহাজার চাষী পরিবার বাস করত। পরিবার প্রতি পাঁচজনও যদি ধরি, তাহলে দাঁড়ায় পনের হাজার লোক। আর সেইসব চাষীরা ছিল রীতিমত ভালো যোদ্ধা। তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী, ক্রাসাস?'

'কী আর, তারা ভালো যোদ্ধা ছিল। চারপাশে আরো বেশি যদি থাকত খুশি হতাম।'

'শুধু তাই নয়, চাষী, হিসেবেও তারা ভালো ছিল,' সিসেরো বলে চলে। 'বাগ বাগিচায় মালীর কাজে নয়, রীতিমত চাষের কাজে। এই ধরুন না, শুধু বার্লির কথাই যদি বলি। রোমান সৈনিকরা তো ক্ষেতের পর ক্ষেত বার্লি পায়ে দলে মাড়িয়ে চলে যায়। অথচ, আপনিই বলুন, এন্টোনিয়াস, আপনার কি এক একর এমন জমি আছে যেখানে আগেকার একটা খাটিয়ে কিষান যতটা বার্লি ফলাত এখন তার অর্ধেকও ফলে?'

এন্টোনিয়াস কেইয়াস স্বীকার করে বলেন, 'তার চারভাগের একভাগও ফলে না।'

কেইয়াসের কাছে এই সব প্রসঙ্গ অত্যন্ত একঘেয়ে ও বিরক্তিকর বোধ হচ্ছিল। সে

তখন কল্পনায় উড়ে চলেছে। তার মুখমণ্ডল আরক্ত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গে বইছে উত্তেজনার প্রবাহ। সে ভাবে বোধহয় যুদ্ধযাত্রী সৈনিকের মনোভাব এইরকমই। সিসেরো কী বলে চলেছে সে প্রায় শুনতেই পায় না। সে শুধু ক্রাসাসকে দেখতে থাকে আর ভাবে, সিসেরো এই একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে কেন এত বকে চলেছে।

'কেন, বলুন কেন?' সিসেরো জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। 'বলুন, কেন আপনার গোলাম ফসল ফলাতে পারে না?' এই 'কেন'র উত্তর খুবই সহজ।'

'কেন আবার, তারা ফলাতে চায় না,' এণ্টোনিয়াস চিন্তা না করেই বলে দিলেন।

'ঠিকই বলেছেন, তারা চায় না। কিন্তু তারা চাইবেই বা কেন? কাজটা যখন মনিবের জন্যে, তখন একমাত্র চেষ্টাই হবে কাজ ভণ্ডুল করা। লাঙলের ফলাগুলোকে ধারালো করে কিছু লাভ আছে? তারা তো সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে ভোঁতা করে দেবে। তারা কাস্তে ভাঙবে, হেতেরগুলো অকেজো করবে। অপচয় করাই তো তাদের নীতি। নিজেদের স্বার্থে আমরাই দানব সৃষ্টি করেছি। এখানে দশহাজার একর জায়গায় এককালে পনের হাজার লোক বাস করত। আর এখন এখানে থাকার মধ্যে আছে এণ্টোনিয়াসের পরিবারবর্গ আর একহাজার গোলাম। যারা চাষী ছিল আর তারা রোমের অলিতে গলিতে বস্তিতে পড়ে পড়ে ধুঁকছে। আমাদের বুঝতেই হবে এ-অবস্থাটা। যুদ্ধফেরত চাষী যখন দেখেছে তার জমি আগাছায় ভরে গেছে, তার স্ত্রী অপরের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, তার ছেলেমেয়েরা তাকে চিনতে পারছে না, তখন জমি বাবদ তার হাতে কিছু তঙ্কা গুঁজে দিয়ে রোমের পথে পথে হাঘরে করে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো কৃতিত্ব ছিল না। আজ এর ফল দাঁড়িয়েছে, আমরা গোলামের রাজ্যে বাস করছি। আমাদের জীবনের ভিত বলতেও এই, অর্থ বলতেও এই। শুধু তাই নয়, গোলামদের প্রতি আমাদের মনোভাবের ওপর একটা সামগ্রিক প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করছে, তার মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা, মানবজাতির স্বাধীনতা, রোম সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সভ্যতার, ভবিষ্যৎ—সবকিছু জড়িত। ওরা যে মানুষ নয় এ-কথাটা আমাদের বুঝতেই হবে। মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে গ্রীকমার্কা সব ভাবাবেগের বুলি। যেমন যারা চলে বলে তারা সবাই সমান। গোলামমাত্রই 'ইনস্টুমেন্টুম ভোকালে'—নিছক কথকযন্ত্র। মহাপথে এই রকম ছ'হাজার যন্ত্র সারে সারে ঝুলছে। এটা অপচয় নয়। এটা প্রয়োজন। স্পার্টাকাসের কাহিনী, তার বীরত্ব এমন কি তার মহত্ত্ব শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যে-কুত্তা তার মনিবের পা কামড়াতে আসে তার কোনো বীরত্ব কোনো মহত্ত্ব থাকতে পারে না।'

সিসেরোর মুখ থেকে নিরাসক্ত ভাবটা মিলিয়ে যায় নি। এই ভাবটাই বিবর্ণ এক আক্রোশে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ-আক্রোশও নিরাসক্ত। তবু কিন্তু এ-আক্রোশ তার শ্রোতাদের স্থির নিশ্চল করে দিল। সিসেরোর দিকে তারা চেয়ে থাকে অর্ধশঙ্কিত অর্ধসম্মোহিত অবস্থায়।

শুধুমাত্র পরিচর্যারত ক্রীতদাসদের মধ্যে এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারা নির্লিপ্তভাবে ফলবাদাম-মিষ্টান্ন পরিবেশনে নিরত থাকে এবং সুরাপাত্র ভরে যায়। কেইয়াস তা লক্ষ্য করে। সে লক্ষ্য করতে পারছে, কারণ তার অনুভূতি এখন প্রখর হয়েছে, তার চোখে দুনিয়ার রূপ বদলে গেছে; কারণ এখন সে উত্তেজনা ও অনুভূতিসর্বস্ব। সে লক্ষ্য করে ক্রীতদাসদের মুখগুলো কী নির্বিকার, কী ভাবলেশহীন, কী নিষ্প্রাণ তাদের চলাফেরা।

সিসেরো যা বলল তাহলে তাই বোধহয় সত্যি। ওরা চলে আর কথা বলে বলেই মানুষ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। এই ধারণার ফলে সে কেন যে স্বস্তি বোধ করল বুঝতে পারল না, তবু সে আশ্বস্ত হল।

১২

আর সবাই তখনো পান আলোচনায় নিরত, কেইয়াস কোনো এক অছিলায় বেরিয়ে এল। তার পেটের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে যদি এখানে বসে বসে এইসব আলোচনা আরো কিছুক্ষণ শোনে তবে নির্ঘাত সে পাগল হয়ে যাবে। পথশ্রমজনিত ক্লান্তির অজুহাত দিয়ে সে বেরিয়ে এল। কিন্তু খাবারঘর থেকে বাইরে এসেই সে বুঝল, একটু খোলা হাওয়ার জন্যেই তার প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠছিল। পিছনের দরজা দিয়ে সে গৃহসংলগ্ন চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল। গৃহের পশ্চাৎ দিকে এই চত্বরটা বিস্তৃত। মধ্যস্থল বাদ দিয়ে সবটাই স্ফটিক পাথরে তৈরি। মধ্যস্থলে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণী কেন্দ্রে একটি জলদেবীর মূর্তি, সামুদ্রিক সর্পকুণ্ডলী ভেদ করে যেন তা উঠে আসছে। তার এক হাতে একটি শঙ্খ, তা থেকে উৎসারিত জলধারা চাঁদের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে নেচে চলেছে। শুভ্র স্ফটিকের এবং সবুজ আগ্নেয় পাথরের শিলাসন চত্বরের এখানে ওখানে বিন্যস্ত। পাতাবাহারের সুচারু সংস্থাপন আসনগুলিকে কিছুটা গোপন করেছে। কালো আগ্নেয়ভস্মে নির্মিত বিরাটাকার কুম্ভে পাতাবাহারগুলি স্থাপিত। চত্বরটি অট্টালিকার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদেশ নিয়ে গঠিত এবং গৃহপ্রাচীর থেকে আরো প্রায় পঞ্চাশফুট সম্মুখে প্রসারিত। স্ফটিক পাথরের বেষ্টনী দিয়ে চত্বরটি ঘেরা। মধ্যস্থল শুধু উন্মুক্ত; সেখান থেকে শুভ্র সোপানশ্রেণী নেমে গেছে নিচের উদ্যানে। এই উদ্যান অত সুসজ্জিত নয়। অর্থসম্পদের এই অমিত সমারোহ বাসভবনের পশ্চাৎভাগে প্রচ্ছন্ন রাখা এন্টোনিয়াসের পক্ষেই স্বাভাবিক। এবং কেইয়াস মর্মর ও মর্মর-শিল্প দেখে দেখে এতই অভ্যস্ত যে সে এই জায়গাটা একটু খুঁটিয়ে দেখার জন্য দ্বিতীয় বার ফিরে চাইল না। সিসেরো হলে হয়ত তার নজরে পড়ত, এই মর্মর শিল্পকীর্তির মধ্যে পরিস্ফুট একটা জাতির প্রতিভা, হয়ত সে লক্ষ্য করত, চিরকালের আবেদনকে আনুষঙ্গিক অলংকরণের মধ্যে দিয়ে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব। কিন্তু কেইয়াসের মনে এ ধরনের কোনো চিন্তারই উদয় হল না।

স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনেও তার মনে এমন চিন্তা কমই জাগত অপরে যা জাগিয়ে দিত না। আর সেসব চিন্তাও অধিকাংশ খাদ্য ও যৌন ব্যাপারের। তাই বলে এও ঠিক নয় যে কেইয়াস চিন্তা করতে অক্ষম, কিংবা সে নির্বোধ। সোজা কথা হচ্ছে, তার জীবনধারা এমন খাতে বয়ে চলেছে যেখানে মৌলিক চিন্তা বা কল্পনা করার কোনো প্রয়োজনই ঘটে না। এইমাত্র সে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সমস্যাটা হচ্ছে—খাবারঘর থেকে যাবার আগে ক্রাসাস যে তার দিকে তাকিয়ে গেল, সেই চাউনির অর্থটা কী তাকে তা ভালভাবে বুঝতে হবে। বাগিচার চন্দ্রালোকিত প্রবণভূমির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে এই কথাই ভাবছিল, এমন সময় একটি কণ্ঠস্বরে তার চিন্তা বাধা পেল।

'কেইয়াস না?'

এই চত্বরে যার সঙ্গে একাকী থাকতে সে সবচেয়ে অনিচ্ছুক, সে হচ্ছে জুলিয়া।

'কেইয়াস, ভাগ্যিস আমি এদিকটায় এসেছি।'

কোনো জবাব না দিয়ে কাঁধদুটো ঝাঁকানি দিয়ে কেইয়াস তার অস্বস্তি প্রকাশ করল। জুলিয়া তার কাছে এগিয়ে এল, তার দুবাহু দুহাত দিয়ে ধরল, তারপর তার মুখের দিকে তাকাল।

জুলিয়া বললে, 'কেইয়াস, ওরকম মুখ ফিরিয়ে থেকো না।'

কেইয়াস ভাবলে, 'সেরেছে, শুরু হল হ্যাংলামি আর প্যানপ্যানানি। বন্ধ হলে বাঁচি।'

'তুমি কতটুকুই বা দিচ্ছ, কেইয়াস। তোমার কাছে কী-ই বা এর দাম। অথচ ওইটুকু চাইতে আমাকে কত দামই না দিতে হচ্ছে। তুমি কি তা বোঝ না, কেইয়াস?'

কেইয়াস বলল, 'জুলিয়া, আমি বড় ক্লান্ত। আমার শুতে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'মনে হচ্ছে এই আমার প্রাপ্য,' জুলিয়া চাপা গলায় বলে।

'দোহাই জুলিয়া, কথাটা ওভাবে নিও না।'

'কী ভাবে নেব তাহলে?'

'সত্যিই আমি ক্লান্ত—আর কিছু নয়।'

'তা নয়, কেইয়াস, আরো কিছু। তোমায় আমি দেখছি, দেখে অবাক হয়ে ভাবছি, তুমি কী। নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছে। কী সুন্দর তুমি—আর—আর কী অপদার্থ—'

কেইয়াস বাধা দিল না। ওর যা বলার বলে যাক। যত তাড়াতাড়ি বলা শেষ হবে, তত তাড়াতাড়ি ওর কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

জুলিয়া বলে চলে, 'না, না, ভুল বললাম। বোধ করি, আর সবারই মত অপদার্থ তুমি। শুধু তোমার কাছেই মনের কথাটা বললাম। আমরা সবাই অপদার্থ, সবাই পীড়িত, রুগ্ন, সবাই মরে গেছি, আমরা গাদা গাদা মরা মানুষ—আমরা মৃত্যুকে ভালবাসি। তাই বাসো না তুমি, কেইয়াস? তাই তো শাস্তির স্মারকগুলো দেখবে বলে এই পথ ধরে এলে। শাস্তিই বটে। আমরা শাস্তি দিয়ে মেরেছি, কারণ মারতে আমরা ভালবাসি। তোমরা যে ভাবে যা কর, তোমাদের ভাল লাগে বলেই কর। তুমি কি জানো চাঁদের আলোয় এখানে তোমাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। তরুণ রোমান তুমি, জগতের সেরা মানুষ, যৌবনের লাবণ্যে পরিপূর্ণ—একটা বুড়ীর দিকে তাকাবার সময় তোমার নেই। তোমার মত আমিও একটা অপদার্থ, কেইয়াস। কিন্তু তোমাকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি ঠিক যতটা ভালবাসি। তুমি মরে গেলে আমি খুশি হতাম। আর কেউ যদি তোমায় খুন করত, খুন করে তোমার ঐ ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডটাকে কেটে বের করে আনত, আমি খুশি হতাম।'

এরপর অনেকক্ষণ দুপক্ষই চুপচাপ রইল। তারপর কেইয়াস শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার হয়েছে, জুলিয়া।'

'না, না, এখনো হয় নি। আমিও মরে গেলে ভাল হত।'

'তোমার দু দুটো ইচ্ছেই এমন যা পূরণ করতে কোনোই বাধা নেই,' কেইয়াস বলল।

'তুমি—তুমি ঘৃণ্য—'

'চললাম জুলিয়া,' কেইয়াস রূঢ়ভাবে বলল এবং সঙ্গে সঙ্গে চত্বরটা ত্যাগ করে চলে

গেল। বিরক্ত হবে না, সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু তা রক্ষা করা সম্ভব হল না। তার মাতুলানীর কাণ্ডজ্ঞানহীন তিরস্কার তাকে উত্তপ্ত করে তুলল। মহিলার যদি কিছুমাত্র মাত্রাবোধ থাকত, তাহলে বুঝতে পারত, তার এই শস্তা আবেগের আকুতিতে তাকে কতখানি দৃষ্টিকটু দেখাচ্ছে। কিন্তু জুলিয়ার সে-কাণ্ডজ্ঞান কোনোকালেই নেই। তাকে সামলাতে তাই এন্টোনিয়াসের যে নাজেহাল হতে হয়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কেইয়াস সোজা তার ঘরে চলে গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল। দেখল, দুজন অল্পবয়সী অনুচর তাকে পরিচর্যার জন্যে হাজির রয়েছে। দুজনেই মিশরীয়। গৃহকার্যের জন্যে এন্টোনিয়াস এদেরই বেশি পছন্দ করেন। কেইয়াস ঘরে ঢুকেই তাদের বিদায় করল। তারপর পোশাক পরিচ্ছদ খুলে ফেলল। খুলতে খুলতে সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, মুখাবয়বে লজ্জার আভা দেখা দেয়। সর্বাঙ্গ মৃদুগন্ধী আতরে মার্জন করে চূর্ণবাস দিয়ে প্রলিপ্ত করল। তারপর রাত্রিবাস পরিধান করে, প্রদীপ নিভিয়ে শয্যা গ্রহণ করল। শুয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকার ক্রমশ তার চোখে পাতলা হয়ে আসে। অন্ধকারের মধ্যেই এখন সে দেখতে পাচ্ছে, কারণ বেশ খানিকটা চাঁদের আলো খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে এসে পড়েছে। ঘরটা বেশ স্নিগ্ধ ও শীতল, সুগন্ধে ভরপুর। সামনের বাগানে বাসন্তীলতার সমারোহ।

শয্যায় কেইয়াস কয়েক মিনিট মাত্র অপেক্ষা করেছে অথচ তার মনে হচ্ছে কয়েক ঘণ্টা। দরজায় শোনা গেল অত্যন্ত মৃদু করাঘাতের শব্দ।

'ভেতরে এস', কেইয়াস বলল।

ক্রাসাস প্রবেশ করল। প্রবেশ করেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। ক্রাসাস প্রতীক্ষারত তরুণের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। বিখ্যাত সেনানায়ককে ঠিক এই মুহূর্তে যেমন অপরূপ দেখাচ্ছে তেমন আর কখনো দেখায় নি।

১৩

ঘরের ভেতর চাঁদের আলো স্থানান্তরিত হয়েছে। কেইয়াস পরিশ্রান্ত ও পরিতৃপ্ত অবস্থায় শুয়ে রয়েছে আলম্বিত মার্জারের মতো। তার নিজের কাছে নিজের এই মার্জারত্বটা প্রকট হয়ে উঠতে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই সে বললে, 'সিসেরোকে আমি ঘৃণা করি।'

ক্রাসাসও পরিতৃপ্ত। গুরুজনের স্নেহার্দ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'সিসেরোকে ঘৃণা করো কেন ? জানো তো, সিসেরোকে বলা হয় ন্যায়নিষ্ঠ ? তার নামই তো হয়ে গেছে ন্যায়নিষ্ঠ সিসেরো। এমন লোককে তুমি ঘৃণা করো কেন ?'

'কেন ঘৃণা করি জানি না। মানুষকে ঘৃণা করি কেন, আমায় কি তা জানতে হবে ? কোনো লোককে ভালো লাগে, কোনো লোককে লাগে না, ব্যাস্।'

'জানো কি, শাস্তির এই স্মারকের ব্যবস্থা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে। একা সিসেরোর না হলেও বেশির ভাগই তার পরিকল্পনা অনুযায়ী আপ্পিয়ান মহাপথে এই ছ'হাজার ক্রুশ। তুমি কি এই জন্যে তাকে ঘৃণা করো ?'

'না।'

'কুশগুলোকে দেখে তোমার কেমন লাগল?'

'সময় সময় রক্ত গরম হয়ে উঠেছে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে কিছুই হয় নি। এগুলো মেয়েদের কিন্তু বেশি উত্তেজিত করেছে।'

'তাই নাকি?'

'কাল কিন্তু আমারও অন্যরকম লাগবে,' কেইয়াস মৃদু হাসল।

'কেন?'

'কারণ তুমি ওগুলো ওখানে পুঁতেছ।'

'না, না, আমি না—সিসেরো আর ওরা সবাই। ওগুলো না থাকলেও আমার কিছু এসে যেত না।'

'কিন্তু স্পার্টাকাসকে তো তুমিই মেরেছ?'

'তাতে হল কী?'

'সেইজন্যে তোমায় আমি ভালবাসি, আর ওকে ঘৃণা করি।'

'কাকে —স্পার্টাকাসকে।'

'হ্যাঁ, স্পার্টাকাসকে।'

'কিন্তু তাকে তো তুমি জানোই না।'

'নাই বা জানলাম। আমি তাকে ঘৃণা করি—সিসেরোর চেয়েও বেশি ঘৃণা করি। সিসেরো যা খুশি করুকগে, আমার বয়েই গেল। কিন্তু ঐ গোলামটা—ওটাকে আমি ঘৃণা করি। আমি যদি নিজে হাতে ওটাকে মারতে পারতাম। যদি তুমি সে লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে এসে বলতে, কেইয়াস, এই নাও, এর হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে ফেল! যদি তুমি—'

'এবার ছেলেমানুষের মত কথা বলছ,' সেনানায়ক নরমভাবে বলল।

'তাই যদি—কেন বলব না?' কেইয়াসের গলায় অভিমানের সুর। 'আমি ছেলেমানুষ নই বা কেন? বড় হওয়া খুব লাভের নাকি?'

'কিন্তু তোমাকে তো বলতে হবে, স্পার্টাকাসকে না দেখেই তাকে এত ঘৃণা করছ কেন?'

'হতেও তো পারে, আমি তাকে দেখেছি। জানো, বছর চারেক আগে আমি একবার কাপুয়ায় গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স একুশ, নিতান্ত ছেলেমানুষ আমি!'

'এখনো তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ।'

'আমার তো মনে হয় না এখনো আমি তত ছেলেমানুষ আছি। তখন সত্যিই ছিলাম। আমরা গিয়েছিলাম পাঁচ-ছ'জনে মিলে। মারিয়াস ব্রাকাস আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন।' কেইয়াস এ-কথাটা ইচ্ছে করেই বলে, ক্রাসাসের উপর এর প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যে। মারিয়াস ব্রাকাস দাসবিদ্রোহের সময় নিহত হয়েছে। অতএব তার সঙ্গে এইসময় কোনোভাবে লিপ্ত থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবু ক্রাসাস জানুক সে-ই একমাত্র কিংবা সর্বপ্রথম ব্যক্তি নয়। সেনাধ্যক্ষ একটু গম্ভীর হয়ে গেল, কিন্তু কোনো কথা কইল না। কেইয়াস বলে চলল, 'হ্যাঁ, মনে আছে, মারিয়াস ব্রাকাস ও আমি ছাড়া আরো একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে ছিল। তারা ব্রাকাসেরই বন্ধু। এছাড়াও মনে হচ্ছে, আরো দুজন ছিল। তাদের নাম ঠিক মনে নেই। মারিয়াস ব্রাকাস বেশ হোমরা-চোমরা লোকের মত ব্যবহার করছিলেন—সে কী তাঁর জাঁকজমকের ঘটা!'

'সে তোমার খুব আপনার ছিল?'

'ছিলেন বৈকি। তিনি মারা যেতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল,' কেইয়াস ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে বলল।

ক্রাসাস ভাবলে, 'কী বিচ্ছু জানোয়ার তুই! কী বদ, কী বিচ্ছু!'

'যাই হোক আমরা তো কাপুয়ায় এলাম। ব্রাকাস কথা দিলেন, সার্কাসের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করবেন। সেসময়ে এরকম একটা অনুষ্ঠানে এখনকার থেকে ঢের বেশি খরচ পড়ত। রীতিমত বড়লোক না হলে কাপুয়ায় তার ব্যবস্থা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার।'

'সেখানে তো তখন লেণ্টুলাস বাটিয়েটাসের আখড়া ছিল—ছিল না?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করল।

'ছিল। লোকে বলত সারা ইতালিতে তার আখড়াই নাকি সবার সেরা। যেমন সেরা তেমনি খরচও পড়ত সবচেয়ে বেশি। তার আখড়ার একজোড়া মরদকে লড়াই করাতে যে-খরচা লাগত তাতে নাকি একটা হাতি কেনা যেত। লোকে বলত, এই করে সে নাকি কোটিপতি হয়ে উঠেছিল। যাই হোকগে, লোকটা কিন্তু ছিল আস্ত শুয়োর। তুমি তাকে জানতে নাকি?'

ক্রাসাস মাথা নেড়ে স্বীকার করে। 'তার সম্পর্কে কী বলছিলে বলে যাও। আমার শুনতে খুব ভাল লাগছে। স্পার্টাকাস বিদ্রোহ করার আগে তোমরা গিয়েছিলে—তাই না?'

'বোধ হয় দিন আটেক আগে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বাটিয়েটাসকে সবাই জানত, তার কারণ বাঁদীদের নিয়ে সে রীতিমত একটা হারেম তৈরি করেছিল, আর এই ব্যাপারটা সবাই ভালো চোখে দেখত না। সত্যি, এতটা খোলাখুলি ভালো নয়। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে যা খুশি করো না, কেউ কিছু বলতে আসছে না। কিন্তু খোলা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে যা-তা যদি করতে থাকো, তা তোমারই খোলা মনের পরিচায়ক। সে ঠিক তাই-ই করত। এর ওপর আবার বাঁদীগুলোকে পয়দা করাতো তার মরদগুলো দিয়ে। তা অবশ্য ভালই করত, কিন্তু কী জানো, কোনো কিছু সুন্দরভাবে করার কায়দাটা তার জানা ছিল না। লোকটা ছিল ষাঁড়ের মতো কেঁদো, বিরাট মোটা চেহারা, চুল-দাড়িগুলো ছিল মিসমিসে কালো। এখনো মনে আছে, উঃ কী নোংরা তার জামাকাপড়, খেয়েছে যে তার চিহ্ন সর্বাঙ্গে মাখানো। আমাদের সঙ্গে যখন সে কথা বলছিল, তার জোব্বার ঠিক সামনেটায় দেখা যাচ্ছিল টাটকা একটা ডিমের ছোপ।'

'এইসব তোমার মনে আছে!' সেনাধ্যক্ষ মৃদু হাসল।

'হ্যাঁ আছে। তার কাছে গিয়েছিলাম ব্রাকাসের সঙ্গে। ব্রাকাস দু কিস্তি লড়াই দেখতে চাইছিলেন, দুবারেই না-মরা পর্যন্ত লড়াই চালাতে হবে। বাটিয়েটাস কিন্তু ততটা রাজি ছিল না। সে বলতে চাইছিল, রোমের বড়লোক মাত্রই যদি তার আখড়ায় এসে একঘেয়েমি ঘোচাবার জন্যে এরকম আবদার করতে থাকে তাহলে কী লাভ তার নতুন নতুন কায়দার নানারকম সূক্ষ্মকাজের খেলা আমদানি করে। কিন্তু ব্রাকাসের ট্যাঁকের জোর ছিল, আর টাকায় কী না হয়!'

'হ্যাঁ, এই ধরনের লোকের কাছে,' সৈনিকপ্রধান বললে, 'ল্যানিস্টা মাত্রেই ছোটলোক,

কিন্তু এই বাটিয়েটাসটা সবার ওপরে যায়—ওটা একটা শুয়োর। জানো লোকটা রোমের তিনটে সবচেয়ে বড় বড় বস্তিবাড়ির মালিক। আরো একটার ছিল, গতবছর সেটা ধসে পড়েছে। ভাড়াটেদের অর্ধেক সেই ধস চাপা পড়েই মারা যায়। টাকার জন্যে লোকটা সব করতে পারে।'

'আমি জানতাম না তুমিও তাকে চেনো।'

'তার সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছিল। স্পার্টাকাস সম্পর্কে সে অনেক খবর রাখত—আমার মনে হয়, একমাত্র সে-ই স্পার্টাকাসের বিষয়ে সত্যি কিছু জানত।'

'তাহলে আমায় বলো,' কেইয়াস অনুযোগের সুরে বলে।

'সে কি, তুমিই তো বলছিলে—স্পার্টাকাসকে নাকি দেখেছ?'

'না—বলো,' কেইয়াস আবদার করতে থাকে। সেনাধ্যক্ষ হাসতে হাসতে বলে, 'সময় সময় তোমাকে ঠিক মেয়েদের মত মনে হয়।'

'না, ওকথা বলবে না। কখনো তুমি ওকথা বলবে না।' ঠিক বেড়ালের মত কেইয়াস গজরাতে থাকে।

'আরে, আরে, এত চটার মত কী এমন বললাম?' সেনাধ্যক্ষ কেইয়াসকে শান্ত করে, 'বাটিয়েটাস সম্পর্কে তুমি শুনতে চাইছিলে না? শুনে ভালো লাগবে না, তবু চাইছ যখন, শোনো। বোধ করি বছরখানেকের ওপর হবে। গোলামেরা তখন আমাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। সেইজন্যে আমি এই স্পার্টাকাস সম্পর্কে জানার জন্যে উদ্গ্রীব হয়েছিলাম। জানো তো, শত্রুকে জানতে পারলে তাকে হারানো সহজ...'

কেইয়াস হাসিমুখে শুনে চলেছে। ভালোভাবে সে জানেও না, কেন সে স্পার্টাকাসকে ঘৃণা করে। কিন্তু সময় সময় সে ভালোবাসার চেয়ে ঘৃণাতেই গভীরতর আনন্দের আস্বাদ পেত।

দ্বিতীয় খণ্ড

কেইয়াস ক্রাসাসের নিকট প্রখ্যাত সেনাধ্যক্ষ ক্রাসাস কর্তৃক কথিত,
কাপুয়ার আখড়াদার লেন্টুলাস বাটিয়েটাসের তাঁর শিবিরে আগমনের কাহিনী।

(যুবকটির পার্শ্বে শায়িত অবস্থায় ক্রাসাস বলে চলল : আমার উপরে সৈন্যপরিচালনার ভার পড়ার কিছু পরেই এই ঘটনা ঘটে। আমায় সেনাপতি করে যে-সম্মান দেখানো হয়েছিল, তাতে অবশ্য যমালয়ে যাবার পথই প্রশস্ত হয়েছিল। গোলামেরা সে সময়ে আমাদের সেনাবাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছে। এবং কার্যত ইতালির শাসন চালাচ্ছিল তারাই। এই ইতালি উদ্ধার করার ভার পড়ল আমার ওপর। হুকুম এল, যাও গোলামদের শায়েস্তা করো। যারা আমার আজন্ম শত্রু তারাও আমায় সম্মান দেখাল। তখন আমি আমার সেনাবাহিনী সিসেলপাইন গল'এ সন্নিবেশ করেছি। সেখান থেকে তোমার মোটাসোটা বন্ধু ঐ লেন্টুলাস বাটিয়েটাসের কাছে খবর পাঠালাম আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।)

লেন্টুলাস বাটিয়েটাস যখন ক্রাসাসের শিবির সমীপবর্তী হল তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত জায়গাটার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। চারিদিক জনমানবহীন। কাপুয়ার সূর্যালোক ও নিজস্ব ঘরবাড়ি বহু দূরে ফেলে এসে তারও মনটা খাঁ খাঁ করছে। শিবিকায় আসার আরামটুকুও তার ভাগ্যে নেই। অস্থিচর্মসার একটা হলুদ ঘোড়ায় চেপে চলতে চলতে সে ভাবছে :

'ফৌজী লোকগুলো শাসন করার ক্ষমতা পেলে ভালো মানুষদের নাজেহালের একশেষ করে ছাড়ে। তোমার জানটা আর তোমার থাকে না। কিছু পয়সা আছে বলে লোকে আমায় হিংসা করে। মনসবদার হয়ে যদি দুপয়সা করতে পারো, ভালো, বেঁচে গেলে। তার চেয়েও ভালো, যদি বনেদি ঘরের ছেলে হয়ে দুপয়সা পাও। কিন্তু দুটোর একটাও যদি না হও, যদি সাদাসিধে ভালোমানুষের মতো সৎপথে থেকে কিছু পয়সা করো, শান্তিতে এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে পারবে না। সরকারি ইনসপেকটারকে ঘুষ না দিয়ে হয়ত পার পেলে ; পাড়ার ফোড়েরা এসে দেড়েমুশে আদায় করে নিয়ে যাবে। যদি দুপক্ষের কাছ থেকে কোনোক্রমে রেহাই পাও, ট্রিবিউনের পাওনা গণ্ডা না মিটিয়ে যাবে কোথা ; টিকে থাকাটাই তো আশ্চর্য। প্রতিবার ঘুম ভেঙে উঠবে আর অবাক হয়ে ভাববে, ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ ছুরি মারেনি কেন ? এরপর, কোথাকার এক হতভাগা সেনাপতি আমায় অর্ধেক ইতালি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে এনে আমার চোদ্দপুরুষ ধন্য করে আমায় প্রশ্ন করবেন। আমার

নাম যদি ক্রাসাস বা গ্রাকাস বা সাইলেনাস বা সিনিয়াস হোত তাহলে ব্যবহারটা অন্যরকম হোত। রোম সাধারণতন্ত্রে রোমের ন্যায়বিচারের, তার সমান অধিকারের, এই তো নমুনা।'

অতঃপর রোমের ন্যায়বিচার এবং রোমের কোনো এক সেনাপতি সম্পর্কে লেন্টুলাস বাটিয়েটাস আরো যা সব চিন্তা করল, তা মোটেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপক নয়। তার এই চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল শিবিরের সম্মুখপথে প্রহরারত সৈনিকদের কর্কশ প্রশ্নে। অনুগতভাবে সে ঘোড়াটা থামিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি হিমেল বৃষ্টির মধ্যে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। দুজন সৈনিক এগিয়ে এসে তাকে পরীক্ষা করতে লেগে যায়। যেহেতু পালা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সৈনিকদ্বয়কে বৃষ্টিতে পাহারা দিতেই হবে, এ-দুর্ভোগ থেকে বাটিয়েটাসকে রেহাই দেবার জন্যে তাদের কোনো তাড়াই ছিল না। ধীরে সুস্থে নির্বিকারভাবে এবং বেশ খানিকটা অসুবিধা ঘটিয়ে তারা তাকে পরীক্ষা করে চলল এবং জিজ্ঞাসা করল, সে কে।

'আমার নাম লেন্টুলাস বাটিয়েটাস।'

বোঝা গেল লোক দুটো আনাড়ি চাষি, তাই নাম শুনে আগন্তুককে তারা চিনতে পারল না তারা জানতে চাইল, সে কোথায় যেতে চায়।

'এই পথ দিয়েই তো ছাউনিতে যেতে হয়—তাই না?'

'হ্যাঁ—তাই।'

'আমি ছাউনিতেই যাচ্ছি।'

'কিসের জন্যে?'

'সেনাপতির সঙ্গে কথা কইতে।'

'খুব হয়েছে, কী বেচতে এসেছিস?'

'বেজন্মা নচ্ছার কোথাকার,' বাটিয়েটাস মনে মনে গাল দেয়, কিন্তু মুখে সংযতভাব এনে বলে, 'আমি কিছু বেচতে আসিনি, ডাকা হয়েছে বলে এসেছি।'

'কে ডেকেছে?'

'সেনাপতিমশায়।' থলির ভেতর হাত চালিয়ে ক্রাসাস যে-হুকুমনামাটা পাঠিয়েছিল সেটা সে বার করল।

তারা পড়তে পারে না। নাই বা পারল, এক টুকরো কাগজই তার ছাড়পত্র হিসেবে যথেষ্ট। অতএব সে হলদে ঘোড়াটা সমেত সামরিক পথ ধরে ছাউনির দিকে যাবার অনুমতি পেল। তখনকার দিনে বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল টাকার অঙ্কে সবকিছু যাচাই করা। বাটিয়েটাসও তাই করল। চলতে চলতে সে পথটা সম্বন্ধে ভাবতে লাগল। ভাবলে, এরকম একটা পথ তৈরি করতে কত খরচ পড়তে পারে,— ছাউনির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে সামরিক প্রয়োজনে এপথ তৈরি, তবুও কাপুয়ায় তার আখড়ায় যাবার মুখে যে-পথ সে তৈরি করেছে তার চেয়ে কত ভালো,— ভেবে অবাক না হয়ে সে পারল না, এপথ তৈরি করতে কত খরচ পড়েছে। তলায় খোয়া আর কাদা, তার ওপরে বেলেপাথরের সহজে কাটা পাটাগুলো পর পর সাজানো, একমাইল পুরো এইভাবে চলে গেছে ছাউনি পর্যন্ত—তীরের ফলার মত সোজা।

সে ভাবল, 'এই হতচ্ছাড়া সেনাপতিগুলো যদি রাস্তা তৈরির ব্যাপারটা একটু কম ভেবে লড়াইয়ের ব্যাপারে একটু বেশি মন দিত, আমরা একটু নিশ্চিন্ত হতাম।' তবু

সঙ্গে সঙ্গে তার একটু গর্বও যে না হল তা নয়। তোমাকে মানতেই হবে, এই জল-কাদা-ভরা জঘন্য নোংরা জায়গাতেও রোমান সভ্যতার প্রভাব অপ্রতিহত। এ-বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এবারে সে শিবিরের কাছাকাছি আসছে। যথারীতি, অভিযাত্রী-বাহিনীর এই সামরিক আস্তানাটা একটা শহরের মত হয়ে উঠেছে। অভিযাত্রীদল যেখানে গিয়েছে, সভ্যতাও অনুসরণ করেছে ; এবং যেখানেই বাহিনী ছাউনি গেড়েছে, হোক তা একরাতের জন্যে, সেখানেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। শিবিরটি সুদৃঢ় প্রাকার-বেষ্টিত, আধমাইল সমচতুষ্কোণ এর ক্ষেত্রায়তন, এমন নিখুঁতভাবে সাজানো, দেখলেই মনে হয় একজন নকশানবীশ যেন চিত্রপটে নকশা করেছে। প্রথমেই একটা পরিখা। বারো ফুট বিস্তৃত, বারো ফুট গভীর। পরিখার পিছনেই বৃক্ষকাণ্ডে নির্মিত দৃঢ় এক বেষ্টনী, তারও উচ্চতা বারো ফুট। রাস্তাটা পরিখা পার হয়ে তোরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কাঠের প্রকাণ্ড কপাটটা খুলে গেল। তূর্যবাদক তূরীধ্বনি করে তার আগমন ঘোষণা করল। তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র একটি সেনাদল তাকে প্রদক্ষিণ করে গেল। এ যে তাকে সম্মান দেখানোর জন্যে করা হল, তা নয় ; নিয়ম আছে, তাই নিয়মপালন হল। রোমান অভিযাত্রীবাহিনীর মতো এমন নিয়মানুবর্তী সেনাদল পৃথিবীর ইতিহাসে ইতোপূর্বে আর দেখা যায়নি। একথা নেহাত শূন্যগর্ভ প্রশস্তি নয়, এমন কি বাটিয়েটাসের মত লোকও— যার কাছে যুদ্ধ ও রক্তপাতের মতো প্রিয় আর কিছু নয় এবং সেই জন্যেই যুদ্ধ বাদে অন্য কাজে নিযুক্ত সৈনিকদের প্রতি তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা,—সে পর্যন্ত এই যন্ত্রের মতো নিখুঁত ফৌজী কার্যকলাপে মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

তার মুগ্ধ হওয়ার কারণ শুধু দুমাইল দীর্ঘ দুর্গপথ অথবা পরিখা, অথবা দণ্ডপ্রাকার, অথবা ছাউনির ভেতরকার প্রশস্ত সঞ্চরণপথ বা পয়ঃপ্রণালী, অথবা পথের মধ্যে মধ্যে রেলেপাথরে তৈরি চত্বর, অথবা ত্রিশহাজার রোমান সৈন্যের সেনাবাসে বিচিত্র জীবনধারা শৃঙ্খলা ও কর্মব্যস্ততা,—এসব কিছুই নয়, সে মুগ্ধ হচ্ছে এই ভেবে, মানুষের বুদ্ধি ও দক্ষতার এই যে প্রকাশকাণ্ড এটা চলমান অভিযাত্রীবাহিনীর মাত্র সাময়িক নৈশপ্রয়াসের ফল। ঠাট্টার ছলে বলা হত, অসভ্য বর্বর জাতির লোকেরা অভিযাত্রী বাহিনীর রাতের ছাউনি পাতা দেখে যত সহজে পরাজিত হত, তাদের সঙ্গে লড়াই করে তত সহজে হত না। কথাটা কিন্তু ঠাট্টার নয়।

বাটিয়েটাস ঘোড়া থেকে নামল। তার বিরাটাকার পশ্চাদ্দেশ বহুক্ষণ জিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, নেমেই সে পশ্চাদ্দেশে হাত বুলোতে লাগল। এই সময়ে এক তরুণ কর্মচারী তার কাছে এসে জানতে চাইলে, সে কে এবং কী কাজে সেখানে এসেছে।

'আমি কাপুয়ার লেণ্টুলাস বাটিয়েটাস।'

'ও বুঝেছি, বুঝেছি,' তরুণটি জড়িয়ে জড়িয়ে বলল। বিশবছরের বেশি বয়স হবে না, সুন্দর ফিটফাট চেহারা, আতরের গন্ধ ভুরভুর করছে। দেখলেই বোঝা যায় নামজাদা কোনো অভিজাত বংশের ছেলে। বাটিয়েটাস এদের দুচক্ষে দেখতে পারে না। যুবকটি বললে, 'বুঝেছি, তুমি কাপুয়ার লেণ্টুলাস বাটিয়েটাস।' বোঝা গেল সে চেনে। কাপুয়ার লেণ্টুলাস বাটিয়েটাস সম্পর্কে সব সে জানে—সে কে, কী করে, ক্রাসাসের শিবিরে তাকে

কেন ডাকা হয়েছে, সবই জানে।

যুবককে দেখে বাটিয়েটাস ভাবে, 'বুঝেছি, আমায় দেখে তোর ঘেন্না হচ্ছে, তাই না রে শুয়োরের বাচ্চা। দূরে দাঁড়িয়ে তাই নাক সিটকোচ্ছিস ; কিন্তু তোরাই আমার কাছে আসিস, তোরাই আমার কাছে প্যানপ্যান করিস, আমার কাছে ফুর্তি কিনিস। আমি আজ যা হয়েছি এ তোদের মত লোকেদের পয়সায়। বড় ভদ্র তুই, না ? আমার কাছে আসবি কি করে ? যদি আমার নোংরা নিঃশ্বাস গায়ে লেগে যায় ; তাই না রে শুয়োরের বাচ্চা ?' এই সে ভাবে কিন্তু বাহ্যত শুধু মাথা নাড়ে, কিছু বলে না।

'বুঝেছি,' যুবকটি মাথা নেড়ে বলল। 'সেনাপতিমশায় তোমার প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর ইচ্ছে এক্ষুণি তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করো। চলো, আমিই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমি এখন একটু বিশ্রাম চাই, আর হ্যাঁ—কিছু খাওয়া জুটবে ?'

'সেনাপতিই তার ব্যবস্থা করবেন। তাঁর সবদিকেই নজর থাকে,' তরুণ কর্মচারীটি মৃদু হাসল, তারপর তুড়ি দিয়ে একটা সৈনিককে কাছে ডেকে বলল, 'এর ঘোড়াটাকে নিয়ে যা, এটাকে জলচানা খাইয়ে আস্তাবলে পুরে রাখ।'

'প্রাতরাশের পরে আমি কিছুই খাই নি,' বাটিয়েটাস বলে, 'আমি বলি কি, আপনাদের সেনাপতিমশায় যখন এতক্ষণ অপেক্ষা করতে পেরেছেন, আরো একটু পারবেন।'

যুবকটির দৃষ্টি সঙ্কুচিত হল, কিন্তু কণ্ঠস্বর আগের মতই মোলায়েম রেখে বলল, 'সে-কথা তিনিই বলতে পারবেন।'

'আপনারা প্রথমে বুঝি ঘোড়াকে খাওয়ান ?'

তরুণ কর্মচারীটি একটু হেসে মাথা নাড়ল। মুখে শুধু বলল, 'চলো।'

'জানবেন, আমি আপনাদের এই হতচ্ছাড়া বাহিনীর কেউ নই।'

'ভুলো না, বাহিনীর ছাউনির ভেতরে আছো।'

মুহূর্তের জন্যে পরস্পরে মুখোমুখি চেয়ে থাকে। তারপর বাটিয়েটাস কাঁধটা একটু ঝাড়া দিয়ে মন স্থির করে ফেলে ; ছুঁচ বেঁধানো এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক করার কোনো মানে হয় না। ভিজে জোব্বাটা একটু ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পোঁটাপড়া বনেদি বাচ্চা বলে মনে মনে যার নামকরণ করেছে তার পেছনে পেছনে সে যেতে থাকে ; আর যেতে যেতে ভাবে, গাল টিপলে দুধ বেরোয় এই শুয়োরের বাচ্চাটা তার সখের সামরিক জীবনে যত না রক্ত ঝরতে দেখেছে, এক বিকেলে সে তার চেয়ে ঢের বেশি দেখেছে। মনে মনে বাটিয়েটাস যাই ভাবুক না কেন, তার অবস্থা হল প্রকাণ্ড জবাইখানার মধ্যে ক্ষুদে একটা কসাইয়ের মত। তার একমাত্র সান্ত্বনা, সে জানে, যে-শক্তি-সমন্বয় এই অভিযাত্রীবাহিনীকে এখানে জমায়েত করিয়েছে, তার সঙ্গে সেও কিছুটা সংশ্লিষ্ট।

শিবিরের প্রশস্ত বীথিকার উপর দিয়ে যুবকটির অনুসরণ করে সে চলেছে। যেতে যেতে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছে দুপাশে অপরিচ্ছন্ন কর্দমাক্ত তাঁবুগুলো ; সেগুলোর উপরিভাগের আচ্ছাদন ভালোই কিন্তু সামনের অংশ উন্মুক্ত। দেখছে, তাঁবুর অভ্যন্তরে সৈনিকেরা তৃণশয্যায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, আলাপ করছে, গালাগালি দিচ্ছে, কেউবা পাশা বা ঐ জাতীয় কিছু খেলা করছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ইতালীয় চাষি ! জলপাইয়ের মত তাদের গায়ের রঙ, দাড়িগোঁফ কামানো, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। কোনো কোনো

তাঁবুতে ছোট চুল্লির ব্যবস্থা থাকলেও, সৈনিকদের কাছে শীত গ্রীষ্ম সবই গা-সওয়া হয়ে গেছে, যেমন গা-সওয়া হয়ে গেছে, ক্ষান্তিহীন কুচ-কাওয়াজ আর অমানুষিক নিয়মনিষ্ঠা। এর ফলে তাদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা শীঘ্র মরে, যারা শক্ত কঠিন তারা আরো শক্ত আরো কঠিন হয়ে ওঠে, ঠিক যেন ইস্পাত ও তিমির হাড় দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ধারাল ছুরিগুলো, সর্বাত্মক অভিযানে যার চেয়ে ভয়াবহ মারণাস্ত্র তখনো পর্যন্ত আর বের হয়নি।

ছাউনির চতুষ্কোণ থেকে কোণাকুণিভাবে টানা রেখাদ্বয় যেখানে পরস্পর ছেদ করেছে ঠিক সেই কেন্দ্রস্থলে সেনাধ্যক্ষের পটমণ্ডপ—প্রিটোরিয়াম। প্রিটোরিয়াম একটা বড় গোছের তাঁবু, দুটো কক্ষে ভাগ করা। প্রিটোরিয়ামের পর্দাগুলো ছিল অবনমিত। প্রবেশপথের উভয় পাশে একজন করে শান্ত্রী মোতায়েন, তাদের প্রত্যেকের হাতে গুরুভার পিলাম'-এর বদলে দীর্ঘদণ্ডি পোশাকী বর্শা এবং বিরাটাকার ঢাল ও স্পেনীয় তরবারির বদলে থ্রেশীয় বাঁকানো ছোরা আর হালকা ধরনের গোলাকার ছোট ঢাল। তাদের পরিধানে সাদা পশমের সাজ, বৃষ্টিতে তা ভিজে গেছে। পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত তারা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শিরস্ত্রাণ থেকে, সাজপোশাক থেকে অস্ত্রশস্ত্র থেকে বৃষ্টিজলের ধারা অনর্গল গড়িয়ে পড়ছে। কোনো এক কারণে বাটিয়েটাস আর যা সব দেখছে তার তুলনায় এরাই তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। রক্তমাংসের শরীর যখন এমন কিছু করে যা রক্তমাংসের শরীরে আশা করা যায় না, বাটিয়েটাস তখন সত্যিই খুশি হয়। এদের দেখে তাই সে খুশি হয়েছে।

তারা প্রিটোরিয়ামের নিকটবর্তী হতে শান্ত্রীরা কুর্নিশ করে পর্দাটা তুলে ধরল। বাটিয়েটাস ও তরুণ কর্মচারীটি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল। বাটিয়েটাস দেখল, যেকক্ষে সে দাঁড়িয়ে আছে প্রস্থে তা চল্লিশ ফুট এবং গভীরতায় প্রায় বিশফুট। কক্ষটি প্রিটোরিয়ামের সম্মুখার্ধ। আসবাবপত্র বলতে এখানে রয়েছে—লম্বা একটা কাঠের টেবিল আর তার চারপাশে ভাঁজ করা কয়েকটা বসার জায়গা। টেবিলটির এক প্রান্তে কনুইয়ে ভর দিয়ে, সম্মুখে প্রসারিত একটি মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে সেনাধ্যক্ষ মারকাস লিসিনিয়াস ক্রাসাস।

কর্মচারীটি প্রবেশ করতেই ক্রাসাস উঠে দাঁড়ায়। মোটা লোকটা দেখে খুশি হয়, কী তৎপরতার সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ উঠে এসে করমর্দনের জন্যে তার দিকে বাহু প্রসারিত করে দেয়।

'বোধ করি, কাপুয়ার লেন্টুলাস বাটিয়েটাস, তাই না?'

বাটিয়েটাস মাথা নেড়ে সায় দিয়ে করমর্দন করল। সেনাপতি সত্যিই প্রিয়দর্শন, সুন্দর সুঠাম ও দৃঢ় তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ব্যবহারও নিরহঙ্কার। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে পেয়ে আমি আনন্দিত,' বাটিয়েটাস বলে।

'অনেকটা পথ তোমায় আসতে হয়েছে। বেশ, বেশ, খুব ভাল করেছ। তুমি যে ভিজে গেছ। নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে আর ক্লান্ত বোধ করছ।'

সেনাপতির কথায় উদ্বেগ প্রকাশ পেল, কিছুটা সংশয়ও। এর ফলে বাটিয়েটাস স্বচ্ছন্দ বোধ করল। তরুণ কর্মচারীটি কিন্তু এই স্থূলদেহধারীকে তেমনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। বোধশক্তিটা আরো একটু সূক্ষ্ম হলে বাটিয়েটাস বুঝতে পারত, দুজনেরই ব্যবহার সমান তাৎপর্যপূর্ণ। সেনাপতির সামনে রয়েছে নির্দিষ্ট একটি কার্যক্রম ; আর তরুণ কর্মচারীটি বজায় রাখছে বাটিয়েটাসের মত লোকেদের প্রতি যে-ব্যবহার ভদ্রজনোচিত।

'আমার হাল আপনি যা বলেছেন ঠিক তাই,' বাটিয়েটাস উত্তরে বলল। 'ভিজে ঢোল ও পরিশ্রান্ত তো বটেই, কিন্তু ক্ষিধের জ্বালায় মারা গেলাম। আমি এই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিছু খেতে পাওয়া যাবে কিনা, বাবুটি মনে করলেন, আমি অন্যায় কিছু চাইছি বুঝি।'

'ঠিক ঠিক হুকুম মানতে আমরা সবাই বাধ্য,' ক্রাসাস বুঝিয়ে বলে। 'আমার হুকুম ছিল, আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে যেন আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। এখন অবশ্য তোমার যা কিছু দরকার সব পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করব। আমি ভালভাবেই জানি এখানে আসতে তোমায় কী কষ্ট পেতে হয়েছে। শুকনো জামাকাপড় চাই—না? এক্ষুণি ব্যবস্থা হচ্ছে। স্নান করবে তো?'

'স্নানটা একটু পরে হলেও চলবে। আপাতত পেটে কিছু পড়া দরকার।'

মৃদু হেসে তরুণ কর্মচারীটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

২

মাছ ও ডিমের পদ শেষ হবার পর বাটিয়েটাস গোটা একটা মোরগশাবক গলাধঃকরণে মনোনিবেশ করল। সেটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে প্রতিটি অস্থি একেবারে পরিস্কার করে ছাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বারকোশে রাখা পায়সে নিয়মিত মুখ ডুবিয়ে যাচ্ছে এবং মদের পাত্রে প্রকাণ্ড এক একটা চুমুক দিয়ে কণ্ঠনালিটা সাফ করে নিচ্ছে। তার সারা মুখটা মোরগ পায়স আর মদে বিচিত্রিত। এরই মধ্যে কিছু কিছু খাদ্যকণা ক্রাসাসের দেওয়া পরিস্কার অঙ্গাবরণটা মলিন করেছে। তার হাতদুটো মাংসের চর্বিতে মাখামাখি।

ক্রাসাস কৌতূহলভরে তাকে লক্ষ্য করছে। সেই সময়কার তার শ্রেণীর অনেকের মতই ক্রাসাস 'ল্যানিস্টা'দের অন্ত্যজ বলে মনে করত এবং ঘৃণার চোখে দেখত। ল্যানিস্টা—অর্থাৎ যারা গ্লাডিয়েটারদের লড়তে শেখায়, তাদের নিয়ে কেনাবেচা করে এবং 'এরেনায়' তাদের ভাড়া খাটায়। গত বিশবছরের মধ্যে 'ল্যানিস্টা'রা রোমের একটা শক্তিশালী দল হয়ে দাঁড়িয়েছে; কী রাজনীতি, কী অর্থনীতি ক্ষেত্রে, তাদের আর অবজ্ঞা করা চলে না। ইদানীং প্রায়ই তাদের থেকে প্রভূত ধনশালী ব্যক্তির উদ্ভব হচ্ছে; এই যেমন এই মোটা ছোটলোকটা ক্রাসাসের সামনে এই টেবিলে বসে রয়েছে। মাত্র একপুরুষ আগের কথা, এরেনার লড়াই সমাজে তেমন চালু হয় নি; যাও বা হোত, কখনো সখনো। বহুদিন থেকেই এর অস্তিত্ব ছিল; তবে সমাজের কোনো অংশের কাছে এর সমাদর ছিল বেশী, কোনো অংশের কাছে কম। হঠাৎ এ নিয়ে সারা রোম যেন মেতে উঠল। সর্বত্র এরেনা গজিয়ে উঠতে লাগল। নগণ্য শহরেও কাঠের বেষ্টনী ও মঞ্চ দিয়ে এরেনা তৈরি হল। এক জোড়ার লড়াই থেকে একশ' জোড়ার লড়াই চালু হল এবং একটা খেলা শেষ হতে সময় সময় এক মাসও লেগে যেত। জনসাধারণের আশ মেটা দূরের কথা বরঞ্চ এ-নেশা উত্তরোত্তর যেন বেড়েই চলল।

মেয়েরাও কম উৎসাহী ছিল না। রোমান ভদ্রমহিলা থেকে আরম্ভ করে হাঘরে ভিখারী

মেয়েরা পর্যন্ত এই খেলার সমজদার হয়ে উঠল। এই খেলা নিয়ে নতুন একটা ভাষাই সৃষ্টি হয়ে গেল। পুরনো দাগী সৈনিকদের একমাত্র আকর্ষণ ছিল খয়রাতী আদায় করা আর খেলা দেখা। হাজার হাজার নিরাশ্রয় বেকারদের খেলা দেখা ছাড়া বেঁচে থাকার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হত না। হঠাৎ গ্লাডিয়েটারদের বাজার মুখ্যত বিক্রেতার বাজারে পরিণত হল। উদ্ভব হল গ্লাডিয়েটারদের আখড়ার। কাপুয়ায় লেণ্টুলাস বাটিয়েটাসের আখড়াটা নামজাদা বড় বড় আখড়াগুলোর অন্যতম। যেমন প্রত্যেকে বাজারেই কোনো কোনো 'ল্যাটিফুন্ডিয়া'র গরু ঘোড়ার চাহিদা ছিল বেশী, তেমনি প্রত্যেক এরেনায় কাপুয়ার গ্লাডিয়েটারদের সবাই চাইত এবং পছন্দ করত। সামান্য একটা গুণ্ডা থেকে, তৃতীয় শ্রেণীর একটা পাড়ার ফোড়ে থেকে বাটিয়েটাস হয়ে উঠল বিরাট এক ধনী, ইতালির নামকরা এক 'বাসতুয়ারি'—আখড়াদার।

'তা সত্ত্বেও,' ক্রাসাস তাকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবে, 'লোকটা এখনো তেমনি হাঘরে, তেমনি ইতর অসভ্য ও মতলববাজ রয়ে গেছে। ওর খাওয়ার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে।' এইসব ইতর ছোটলোকদের মধ্যে থেকে এত লোক কী করে এমন অগাধ অর্থের মালিক হতে পারে, ক্রাসাসের কাছে এ একটা ধাঁধার মত ঠেকে। তার বন্ধুবান্ধবরাও এত অর্থ কখনো কল্পনা করতে পারে না। 'নিশ্চয় তারা এই অসভ্য আখড়াদারদের চেয়ে বুদ্ধিতে হেয় নয়। নিজের কথাই ধরা যাক। সামরিক পুরুষ হিসাবে তার কদর সে নিজেই জানে ভালো। রোমানদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিষ্ঠা ও একাগ্রতা তার যথেষ্টই আছে। সে বিশ্বাস করে না, সামরিক কুশলতা সহজাত প্রতিভার ব্যাপার। লিপিবদ্ধ প্রতিটি যুদ্ধবিবরণ অধ্যয়ন করেছে সে এবং গ্রীক ঐতিহাসিকদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা পাঠ করেছে, এছাড়াও এ-যুদ্ধে পূর্বগামী সেনাপতিরা প্রত্যেকে যে-ভুল করেছে, সে তা করে নি। সে স্পার্টাকাসকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে নি। এতকিছু সত্ত্বেও এই টেবিলের এক প্রান্তে বসে রয়েছে সে, আর অপর প্রান্তে এই অসভ্য নিরেট লোকটা। অজানা কারণে তার মনে হয়, ওর থেকে সে হেয়।

কাঁধদুটো একটু ঝাঁকি দিয়ে সে বাটিয়েটাসকে বলল, 'তুমি এটা বুঝে রেখো, তোমার নিজের সম্পর্কেই হোক, যুদ্ধের সম্পর্কেই হোক, স্পার্টাকাসের ওপর আমার রাগ বা বিদ্বেষ কিছুই নেই। আমি নীতিবাগীশ নই। তোমার সঙ্গে আমার কথা কইতে হচ্ছে কারণ আর কারো কাছে যা জানতে পাব না, তোমার কাছেই পাব।'

'কী তা ঠিক ঠিক বলবেন?' বাটিয়েটাস জিজ্ঞাসা করল।

'আমার শত্রুর প্রকৃতি।'

মোটা লোকটা আরো কিছু মদ গলাধঃকরণ করে সেনাপতির দিকে আড়চোখে চেয়ে রইল। একজন শাস্ত্রী তাঁবুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুটো বাতিদান টেবিলের ওপর রেখে গেল। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

বাতির আলোয় লেণ্টুলাস বাটিয়েটাসকে ভিন্নরূপে দেখা গেল। দিনান্তের আবছা আলো তাকে আড়াল করে ছিল। এখন সে গামছায় মুখ মুছছে। দীপালোক তার মুখের ওপর কাঁপছে; থোলো থোলো মাংসের স্তরের উপর চাকা চাকা ছায়া আটকা পড়েছে। তার মস্ত নাকটা সবসময় অদ্ভুতভাবে কাঁপছে। একটু একটু করে সে নিজেকে ঠিক করে নিচ্ছে।

ক্রাসাস লক্ষ্য করে তার দৃষ্টির কাঠিন্য। ক্রাসাস সাবধান হল। বিচারে সে আর ভুল করবে না। ভাববে না লোকটা একটা ভাঁড়। ভাঁড় সে মোটেই নয়।

'আপনার শত্রু সম্পর্কে আমি কী জানি?'

বাইরে তূর্যধ্বনি শোনা গেল। সান্ধ্য কুচকাওয়াজ শেষ হল। চর্মাবৃত পায়ের দ্রুত পদশব্দে সারা শিবিরটা কেঁপে উঠল।

'শত্রু বলতে আমার একজনই—স্পার্টাকাস,' ক্রাসাস সতর্কভাবে বলল।

মোটা লোকটা গামছায় নাক ঝাড়ল।

'আর সেই স্পার্টাকাসকে তুমিই জানো,' ক্রাসাস বলল।

'নিশ্চয়, জানি না আবার!'

'আর কেউ না। শুধু তুমিই জানো। স্পার্টাকাসের সঙ্গে লড়েছে অনেকে কিন্তু তাকে কেউ জানে নি। তারা গোলামদের সঙ্গে লড়তে গেছে। স্পার্টাকাসের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তারা ভেবেছিল, ঢাক ঢোল তূরীভেরী বাজাবে, 'পিলাম' নিয়ে তাড়া করবে, আর গোলামরা উর্দ্ধশ্বাসে পালাবে। রোমান বাহিনী বারে বারে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবুও তাদের ধারণা বদলায় নি। তাদের ধারণা বদলাবার নয়। এবার তাই রোম একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছে। যদি ব্যর্থ হয় তবে রোমের অস্তিত্বও লোপ পাবে। একথা আমিও যেমন জানি তুমিও তেমনি জানো।'

মোটা লোকটা হো হো করে হেসে ওঠে। দুহাতে পেটটা চেপে ধরে হাসতে হাসতে এলিয়ে পড়ে।

'তোমার কাছে কথাটা খুব মজার লাগল?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করল।

'যা সত্যি তা সবসময়েই মজার।'

ক্রাসাস নিজেকে সংযত রাখে। ক্রোধ সংবরণ করে। অট্টহাসির দমকটা কমে আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে।

'রোমের অস্তিত্বই থাকবে না-শুধুমাত্র স্পার্টাকাস থাকবে।' মোটা লোকটার হাসির উচ্ছ্বাস কমে এসেছে। খিল খিল হাসিতে এখন তার জের চলেছে। ক্রাসাস তাকে দেখে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, লোকটার মানসিক অবস্থা সুস্থ আছে তো, না সে মাতাল হয়ে এরকম করছে। একই দেশে কী বিচিত্র জীব সৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে একটা 'ল্যানিস্টা' গোলামদের কিনে নিয়ে লড়াই করতে শেখায়; অবশ্য তা নিয়ে সে হেসেই খুন। আর সে ক্রাসাস, সেও মানুষকে লড়াই করা শেখাচ্ছে।

'আমাকে না খাইয়ে আপনার ফাঁসি দেওয়া উচিত,' বাটিয়েটাস আর এক পাত্র মদ ঢেলে নিয়ে অনুগৃহীতের মত বলল।

'আমি একটা স্বপ্ন দেখছি,' সেনাধ্যক্ষে আলাপের ধারাটা নিজের প্রয়োজনে ঘুরিয়ে এনে বলল, 'অনেকটা বিভীষিকার মত। এটা সেই ধরনের স্বপ্ন লোকে যা বারবার দেখে—'

বাটিয়েটাস বোদ্ধার মত মাথা নাড়ে।

'—আর এই স্বপ্নের মধ্যে আমায় যেন লড়াই করতে হবে চোখ বাঁধা অবস্থায়। বীভৎস বটে কিন্তু এর যুক্তি আছে। আমি কিন্তু স্বপ্নমাত্রই অশুভ বলে মনে করি না। কোনো কোনো স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তারই প্রতিচ্ছায়া। স্পার্টাকাস

আমার কাছে অজানা। আমি যদি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাই, তাহলে তো চোখ বাঁধাই থাকবে। অন্যক্ষেত্রে আমার অবস্থা এরকম নয়। আমি জানি গলেরা যুদ্ধ করে কেন ; আমি জানি গ্রীকরা, স্পেনীয়রা, জার্মানরা কেন যুদ্ধ করে। সামান্য কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া, তাদের যুদ্ধ করার কারণ আমারই মত এক। কিন্তু এই গোলামটা যুদ্ধ করছে কেন আমার জানা নেই। আমি জানি না, কেমন করে সে দুনিয়া ঝেঁটিয়ে যত আবর্জনা, যত ইতর নোংরা লোককে জড়ো করে পৃথিবীর সেরা সৈন্যদলকে ধ্বংস করার কাজে লাগাচ্ছে। একটা অভিযাত্রী-বাহিনী গড়ে তুলতে পুরো পাঁচবছর সময় লাগে। পাঁচ পাঁচটা বছর লাগে তাদের বোঝাতে তাদের জীবনের পৃথক কোনো মূল্য নেই, যা কিছু মূল্য তা শুধু বাহিনীরই ; আর আদেশমাত্রই অবশ্য-পালনীয়, যে-কোনো আদেশ হোক না কেন। পাঁচ বছর ধরে, দৈনিক দশঘণ্টা ধরে প্রতিদিন এই শিক্ষা। তারপর তাদের পাহাড়ের চূড়োয় নিয়ে গিয়ে যদি ধার পার হয়ে যেতে আদেশ কর, তাও তারা পালন করবে। তা সত্ত্বেও এই গোলামগুলোর হাতে রোমের সেরা সেরা বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

'এইজন্যেই কাপুয়া থেকে তোমাকে এখানে আসতে বলেছি—স্পার্টাকাস সম্পর্কে যা জানো আমাকে বলবে বলে। তাহলেই আমার চোখের বাঁধন আমি খুলে ফেলতে পারি।'

বাটিয়েটাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। মনটা তার একটু নরম হচ্ছে। বিখ্যাত সেনাপতিদের সে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তার পক্ষে এই তো সমুচিত।

'প্রথমত,' ক্রাসাস বলল, 'মানুষটা। মানুষটা সম্পর্কে বলো। তাকে দেখতে কেমন ; কোথায় তাকে পেয়েছ?'

'আসল মানুষকে বাইরের চেহারা দেখে কখনো বোঝা যায় না।'

'ঠিক, খুব ঠিক কথা। এটুকু যখন তুমি জানো, তখন মানুষ চিনতে তোমার কখনো ভুল হয় না।' বাটিয়েটাসের চিত্তভুষ্টির জন্য এই হল শ্রেষ্ঠ চাটুবাদ।

'লোকটা শান্ত, অত্যন্ত শান্ত, বিনয়ীও বলা চলে। জাতিতে সে থ্রেশীয়। তার সম্পর্কে সত্যি শুধু এইটুকু।' বাটিয়েটাস একটা আঙুল মদে ডুবিয়ে তাই দিয়ে টেবিলের উপর এক-একটা বিষয় বলে টিক দিয়ে চলল। 'লোকে বলে, সে একটা অসুর। মোটেই তা নয়। অসুরের মত কিছুই তার মধ্যে নেই। এমন কি লম্বাও সে বেশি নয়। বলতে গেলে, এই আপনার মত হবে। চুলগুলো কালো, কোঁকড়ানো, চোখের মণিগুলো ঘোর বাদামী। নাকটা তার ভাঙা ; তা না হলে তাকে সুপুরুষ বলা চলত। কিন্তু নাকটা ভাঙা থাকার ফলে তার মুখের ভাবটা গোবেচারী গোছের। মুখখানা চওড়া আর শান্ত। কিন্তু এসব লোক ঠকানো। সে যা করেছে আর কেউ করলে তাকে খুন করে ফেলতাম।'

'কী করেছে?' ক্রাসাস প্রশ্ন করল।

'হুঁ—'

'দেখো, আমি চাই তুমি মন খুলে কথা কইবে। লোকটা সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা হওয়া দরকার,' ক্রাসাস ধীরভাবে বলে। 'অবশ্য একথা জেনে রেখো, আমায় যা বলবে তা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি জানবে না।' আপাতত যার জন্য বাটিয়েটাস স্পার্টাকাসকে খুন করত, সে-বিষয় সম্পর্কে ক্রাসাস কোনো কৌতূহল দেখাল না। 'আমি ওর আগের জীবনটাও জানতে চাই—কোত্থেকে ওকে কিনেছ, আগে ও কী ছিল?'

'আচ্ছা, গ্লাডিয়েটার বলতে কী বোঝেন ?' বাটিয়েটাস হাতদুটো প্রসারিত করে হাসতে হাসতে বলে, 'ঠিক গোলাম বলতে যা বোঝায়, তা নয়, তারা বিশেষ ধরনের গোলাম। কুকুরকে দিয়ে যদি আপনি লড়াই করাতে চান, নিশ্চয় এমন কুকুর কিনবেন না যা খুকুমণিদের কাছে পোষ মেনেছে। মানুষ দিয়েও যদি লড়াই করাতে চান, লড়িয়ে মানুষই চাইবেন। এমন মানুষই চাইবেন যারা জ্বলে মরছে, ঘৃণায় জ্বলছে, আক্রোশে জ্বলছে। তাই আমার দালালদের বলে দিই বদমেজাজী লোক পেলেই কিনবে। বাড়ির কাজেই বলুন, ল্যাটিফুন্ডিয়ার কাজেই বলুন, এরা একেবারে অপদার্থ।'

'ল্যাটিফুন্ডিয়ার কাজেও নয় কেন ?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করল।

'কারণ একবার যে বশ মেনেছে আমার তাকে দরকার নেই। যাকে বশ মানানো যায় না তাকে খতম করা ছাড়া আর উপায় নেই, কিন্তু তাকে দিয়ে কাজও করানো যায় না। কাজ তো সে ভণ্ডুল করেই, উপরন্তু যারা কাজ করে তাদেরও মাথা খায়। সে একটা রোগ হয়ে দাঁড়ায়।'

'তা হলে সে লড়বেই বা কেন ?'

'হ্যাঁ—এইটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। এ-প্রশ্নের যে ঠিক উত্তর দিতে পারে না, গ্লাডিয়েটারদের নিয়ে তার কারবার করা চলে না। আগেকার দিনে এরেনার লড়িয়েদের বলা হত 'বাসটুয়ারিয়াই'। তারা লড়াইয়ের নেশায় লড়াই করত। তারা সুস্থ মাথার লোক ছিল না আর সংখ্যায়ও ছিল খুব কম। সবচেয়ে বড় কথা, তারা কেউই গোলাম ছিল না।' অর্থপূর্ণভাবে সে মাথাটা স্পর্শ করে। 'আসল কথা কি জানেন, এইখানটায় গোলমাল না থাকলে কেউই খুনজখম করে লড়াই করতে চায় না। ভাববেন না গ্লাডিয়েটাররাও লড়াই করতে চায়। তবু লড়ে কেন জানেন ? তার শেকলগুলো খুলে নিয়ে হাতে একটা অস্ত্র দিয়ে দেন বলে। অস্ত্র হাতে পেয়ে সে ভাবতে থাকে সে মুক্ত। আর ওইটুকুই সে চায়—হাত একখানা অস্ত্র আর চোখে মুক্তির স্বপ্ন। তারপর যা, সে তো সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। সে তো শয়তানই। আর শয়তানের সঙ্গে যুঝতে আপনাকেও শয়তান হতে হয়।'.

'এই ধরনের লোকদের যোগাড় করো কোত্থেকে ?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করল। লোকটা তার ব্যবসা জানে, তার সহজ সরল বিবরণে ক্রাসাস কোণঠাসা হয়ে হার মানে।

'একটি মাত্র জায়গা আছে যেখানে এদের পেতে পারেন—ঠিক আমি যে ধরনের-চাই। মাত্র একটি জায়গা আছে। তা হচ্ছে খনি অঞ্চল। খনি হতেই হবে। এমন জায়গা থেকে তাদের আনতে হবে যার কাছে এই সেনাবাহিনী স্বর্গ। যার কাছে ল্যাটিফুন্ডিয়া স্বর্গ, এমনকি ফাঁসিকাঠও ভগবানের দয়া। এই জায়গা থেকে আমার দালালরা এদের খুঁজে বার করে। এই জায়গাতেই তারা স্পার্টাকাসকে পেয়েছিল। এর ওপর সে ছিল কোরুউ। জানেন কথাটার কী মানে ? কথাটা বোধহয় মিশরীয়।'

ক্রাসাস মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না।

'এর মানে তিনপুরুষের গোলাম, অর্থাৎ গোলামের নাতি। মিশরী ভাষায় এর আরেকটা মানে, এক ধরনের ঘৃণ্য জানোয়ার, তারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে। জানোয়ারদের মধ্যে এই জানোয়ার অচ্ছুৎ, হ্যাঁ জানোয়াররা পর্যন্ত এদের ছোঁয় না। এরা কোরুউ। আমাদের মনে

হতে পারে, সব দেশ থাকতে মিশরেই বা এ হল কেন? হল কেন বলছি। ল্যানিস্টা হওয়ার চেয়ে আরো খারাপ অনেক কিছু আছে। এই ছাউনিতে যখন আসি আপনার কর্মচারীরা আড়চোখে আমার দিকে চাইছিল। কিসের জন্যে, কেন তারা চাইবে? আমরা সবাই তো কসাই। বলুন না, তাই কিনা। আমরা প্রত্যেকে কাটা মাংসের কারবার করি। তাহলে কেন তারা চাইবে?'

লোকটা মাতাল হয়েছে। আহা—গ্লাডিয়েটার-চরানো কাপুয়ার এই মাংসল আখড়াদার অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছে। আহা—তার বিবেক জেগেছে। মেদসর্বস্ব ষে-জঘন্য শুয়োরটা রক্তচোষা বালিতে চরে বেড়ায় তারও, আহা—বিবেক বলে কিছু আছে।

'তাহলে স্পার্টাকাস ছিল 'কোরুউ,' ক্রাসাস মোলায়েমভাবে বলল। 'সে কি মিশর থেকে আমদানি হয়েছে?'

বাটিয়েটাস মাথা নেড়ে বলে, 'জাতে থ্রেশীয়, কিন্তু আমদানি হয়েছে মিশর থেকে। মিশরী সোনার সন্ধানীরা এথেন্স থেকে এদের কিনে আনে, পারলে 'কোরুউ'ই কেনে। তাদের মধ্যে আবার থ্রেশীয়দের দাম বেশি।'

'কেন?'

'প্রবাদ আছে ওরা নাকি মাটির তলায় কাজ করতে ওস্তাদ।'

'বুঝলাম। তবে স্পার্টাকাসকে গ্রীসে কেনা হয়েছে একথা বলা হয় কেন?'

'আগডোম বাগডোম যে যা বলছে তার কারণ কি আমায় জানতে হবে? তবে হ্যাঁ, কোথা থেকে তাকে কেনা হয়েছে, আমি অন্তত তা জানি কারণ আমিই তাকে কিনি। কেনা হয়েছে থিবিসে। আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? বলতে চান আমি মিথ্যুক? বলুন। আমি একটা মোটা ল্যানিস্টা—এই একঘেয়ে বাদলার মধ্যে একা বসে রয়েছি গল'এ। কেন আমায় একা থাকতে হবে? আমাকে তাচ্ছিল্য করার কোন অধিকার আপনার আছে? আপনার জান আপনার, আমার আমারই।'

'তুমি আমার সম্মানিত অতিথি। তোমাকে আমি তাচ্ছিল্য করতে পারি?' ক্রাসাস বলল।

বাটিয়েটাস একটু হেসে তার দিকে ঝুঁকে বলে, 'জানেন, আমি কী চাই? আমার কী দরকার জানেন? আপনার কাছে বলতে বাধা নেই। আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি। মানে, আমি একটা মেয়েমানুষ চাই—মানে, আজ রাতেই।' তার গলাটা অনুনয়ে ভাঙা ভাঙা ও মোলায়েম। 'মেয়েমানুষ চাই কেন? মনে করবেন না কোনো বদ মতলবে। একা আমি থাকতে পারি না, তাই। ভেতরকার ঘাগুলোয় একটু মলম দরকার। আপনার হেফাজতে তো অনেক মেয়েমানুষ আছে। তা যখন আছে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা তো পুরুষের ধর্ম নয়।'

'স্পার্টাকাস ও মিশর সম্পর্কে যা জানো—বলো,' ক্রাসাস বলল, 'এরপর মেয়েমানুষ সম্পর্কে কথা হবে।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে খৃস্টিয় ধর্মগ্রন্থে ও ধর্মোপদেশে নরকের অবতারণার আগেই—এবং বোধ করি পরেও—এই ধরাধামেই ছিল এক নরককুণ্ড, মানুষের দৃষ্টি জ্ঞান ও মর্মগোচর এক নরককুণ্ড। থাকা স্বাভাবিক, কারণ সেই-নরকের কথাই মানুষ লিখতে পারে যা সে নিজহাতে সৃষ্টি করেছে।

জুলাই মাসে শুকনো খরায় চারিদিক যখন ধু-ধু করছে, থিবিস থেকে নাইল উপত্যকা ধরে এগিয়ে যেতে থাকো। প্রথম জলপ্রপাত পর্যন্ত চলে যাও। এরই মধ্যে শয়তানের নিজ রাজ্যে এসে গেছ। চেয়ে দেখো, নদীর দুধারের সবুজ রেখা ক্রমশ কেমন ক্ষীণ ও পাণ্ডুর হয়ে আসছে! চেয়ে দেখো, বালিয়াড়ি ও মরুস্তূপগুলো কেমন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বালুকণায় পরিণত হচ্ছে। শুধু ধোঁয়া আর ধুলো : বাতাসের ঝাপটায় কোথাও তা ফেটে যাচ্ছে, কোথাও চৌচির হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর স্রোত যেখানে মন্থর—এই মন্থরতা অবশ্য গ্রীষ্মেই থাকে—জলের ওপর সাদা ধুলোর সর পড়ে রয়েছে। বাতাসেও বালুকাচূর্ণ, এরই মধ্যে তা তেতে আগুন হয়ে উঠেছে।

তবুও এ-জায়গায় অল্প একটু হাওয়া বইছে। প্রথম জলপ্রপাত এবার পার হয়ে গেলে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ নিউবিয়ান মরুভূমি, এবার তোমার গন্তব্য। চলে যাও মরুভূমির ভেতরে, আরো ভেতরে, যতক্ষণ পর্যন্ত নদী উপত্যকার সামান্য হাওয়াটুকু সম্পূর্ণরূপে না লোপ পায়. কিন্তু দেখো এত দূরে যেও না যেখানে লোহিত সমুদ্র থেকে বাতাসের সামান্য আভাসটুকুও এসে পৌঁছয়। এবারে দক্ষিণে চলো।

হঠাৎ দেখবে বাতাস স্থির, পৃথিবী নিথর। শূন্য ব্যোম কেবল জীবন্ত, দারুণ তাপে তা ঝলসে যাচ্ছে, ধু-ধু করে কাঁপছে। মানুষের ইন্দ্রিয়বোধ এখানে অপারগ, কারণ কোনো কিছুরই আসল রূপ সে দেখতে পাচ্ছে না, যা দেখছে সবই তাপদগ্ধ আঁকাবাঁকা মোচড়ানো। মরুভূমিরও রূপান্তর ঘটেছে। অনেকের ভুল ধারণা, মরুভূমি সর্বত্র সমান ঃ কিন্তু জলাভাব থেকেই তো মরুভূমি, জলাভাবের বিরাট তারতম্য থাকে। তাই মরুভূমি যে-জায়গায় অবস্থিত সেখানকার ভূমির অবস্থা অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুপাতে মরুভূমিরও প্রকারভেদ ঘটে। তাই শিলাময় মরুভূমি, পার্বত্য মরুভূমি, সৈকত মরুভূমি, তাই সৈন্ধব মরুভূমি, গিরিস্রাবী মরুভূমি—তাই প্রবহমান বালুকাচূর্ণের ভয়ংকর মরুভূমি, মৃত্যুই যেখানে একমাত্র গতি।

এখানে কিছুই জন্মায় না। শিলাময় মরুভূমির শুকনো শক্ত ঝাড়গুলো নয়, সৈকত মরুভূমির কোঁকড়ানো আগাছাগুলোও নয়। কিছুই সেখানে জন্মায় না।

এবারে চলো এই মরুভূমির ভেতর। সাদা বালুচূর্ণ ঠেলে ঠেলে চলো। চলতে চলতে বুঝতে পারবে, ভয়াবহ উত্তাপ কীরকম তরঙ্গাভিঘাতে তোমার পিঠের ওপর এসে পড়ছে। এখানকার এই তাপমাত্রা মানুষ না মরে যতটা সহ্য করতে পারে, ঠিক ততটা। এই তাপদগ্ধ ভয়ংকর মরুভূমিতে একটা পথ করে নাও,—তারপর স্থান কালের সীমা ভয়ার্ত অসীমে বিলুপ্ত হোক। এরই মধ্যে দিয়ে তুমি চলেছ, চলেছ, চলেছ। নরক কী? নরকের সূত্রপাত তখনই, যখন জীবনের নিত্যনিয়মিত কর্মকাণ্ডও ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। মানুষের সৃষ্ট নরকের আস্বাদ যুগে যুগে যারা পেয়ে এসেছে, তারা সবাই এর সাক্ষ্য দেবে। এখন

পথ চলা, নিঃশ্বাস নেওয়া, চোখে দেখা বা চিন্তা করা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এ-অবস্থাও চিরস্থায়ী নয়। সহসা এর সীমানা শেষ হল এবং নরকের আরেক দিক উদ্‌ঘাটিত হল। সামনে দূরে দেখতে পেলে সার সার কালো পাহাড়, বিকট বিভীষিকার মত কালো কালো শিলাস্তূপ। এই সেই কালোপাথরের খাড়াই। এগিয়ে চলো এই কালো শিলাস্তূপের দিকে, দেখবে, শিরার মত শ্বেতমর্মরের উজ্জ্বল রেখা এর সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে। আহা, কী উজ্জ্বল এই মর্মর শিলা! কী চমৎকার স্বর্গীয় জ্যোতিতে ঝলমল করছে! এর জ্যোতি নিশ্চয় স্বর্গীয়, কারণ স্বর্গের পথ সোনায় মোড়া, আর এই মর্মর পাথরই তো সোনার আকর। তাই তো কত মানুষ এখানে এলো, তাই তো তুমিও এখানে আসছ, কারণ তুমিও জেনেছ, মর্মর পাথরে সোনা আছে, অনেক সোনা আছে।

আরো কাছে গিয়ে দেখো। বহুদিন আগে মিশরের ফারাওরা কালোপাথরের এই খাড়াই আবিস্কার করেছিল। তখন তাদের হাতিয়ার ছিল শুধু তামার আর পেতলের। তা দিয়ে তারা শুধু ওপর ওপর আঁচড় কাটতে পেরেছিল, হয়ত একটু আধটু চিড় খাওয়াতেও পেরেছিল, পুরুষানুক্রমে ওপরের স্তর এইভাবে আঁচড়ানোর ফলে সোনার আবির্ভাব ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেখা দিল এই কালো পাহাড়ে যাবার এবং সেখানে গিয়ে শ্বেতমর্মর কুঁদে বের করে আনার। তাও সম্ভব হল, যেহেতু তাম্রযুগ গত হয়েছে এবং লৌহযুগের আবির্ভাব ঘটেছে। মানুষ এখন লোহার গাঁইতি ছেনি আর ন'সেরি হাতুড়ি চালিয়ে মর্মরপাথর কেটে বার করল।

কিন্তু দরকার হল নতুন ধরনের লোক। ইথিওপিয়া কিংবা মিশরের চাষিরা এ-কাজের অযোগ্য, আর সাধারণ গোলামদের দিয়ে খরচাও পোষাত নয়, তারা মরতও খুব তাড়াতাড়ি। শিলাস্তূপের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত প্রসারিত স্বর্ণবাহী বিসর্পিল মর্মরশিরাগুলি অনুসরণ করে কাজ করতে পারে, এমন শরীর তাদের নয়; ওখানকার উত্তাপ ও ধুলোও তাদের সহ্যশক্তির বাইরে। সেইজন্যে এ-কাজে লাগানো হল ঘাগী যুদ্ধবন্দিদের আর সেইসব শিশুদের যারা 'কোরুউ' অর্থাৎ বংশপরম্পরায় ক্রীতদাসের বংশধর, সেই কারণে টিকে থাকার পক্ষে অসাধারণ মজবুত আর শক্ত। এ-কাজে শিশুদেরও প্রয়োজন ছিল। কারণ এই নিকষকালো শিলাস্তূপের গভীর অন্তস্তলে যেখানে মর্মর রেখা অপরিসর স্থানে সূক্ষ্ম হয়ে এসেছে, কেবলমাত্র শিশুই সেখানে-কাজ করতে পারে।

প্রাচীন ফারাওদের সাড়ম্বর প্রতাপ অস্তমিত হয়েছে এবং মিশরের গ্রীক রাজাদের অর্থপ্রাচুর্যও ক্ষয় পেয়েছে। তারা রোমের করায়ত্ত হল এবং রোমের দাসব্যবসায়ীরা খনি পরিচালনার ভার নিল। মোটকথা কী ভাবে গোলামদের ঠিকমত কাজ করাতে হয়, রোমান ছাড়া আর কারো তা জানা ছিল না।

অতএব তুমিও এলে এই খনি অঞ্চলে, স্পার্টাকাস যেমন এসেছিল গলায় গলায় শেকলের গাঁটছড়া বাঁধা একশ' বাইশজন শ্রেণীয়র একজন হয়ে, প্রথম প্রপাত থেকে সারা মরুপথ তাপদগ্ধ সেই শৃঙ্খলের গুরুভার টানতে টানতে। এই সারির মধ্যে স্পার্টাকাস সামনে থেকে দ্বাদশ ব্যক্তি। প্রায় উলঙ্গ সে। তারা সবাই প্রায় তাই। যতটুকু আবরণ আছে তাও আর বেশিক্ষণ থাকবে না। নেংটির মত এক টুকরো কাপড় তার পরনে। তার মাথার চুল লম্বা, মুখময় দাড়ি, তার জুতোজোড়া ক্ষয়ে গেছে, যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাই সে পরে

রয়েছে—পাদুটোকে যতটুকু বাঁচানো যায়। কারণ, যদিও তার পায়ের চামড়া গণ্ডারের মত আধ আঙুল পুরু, তবু মরুভূমির আতপ্ত বালির কাছে তা কিছুই নয়।

লোকটা কেমন, এই স্পার্টাকাস লোকটা ? শেকলের বোঝা পিঠে এই যে মরুপথযাত্রী, এর বয়স মাত্র তেইশ, অথচ তার চেহারায় সে-ছাপ নেই। যারা ওর মত তারা শ্রমের মতই কালাতীত। তাদের তারুণ্য নেই, যৌবন নেই, জরা নেই, শুধু আছে শ্রমের চিরন্তনতা। তার পা থেকে মাথা, চুলদাড়ি ভর্তি সমস্ত মুখটা সাদা বালির গুঁড়োয় ছেয়ে গেছে, কিন্তু এই ধূলি আবরণের নিচে তার গায়ের চামড়া পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, অনেকটা তার কালিপড়া তীক্ষ্ণ চোখদুটোর মত। চোখদুটো তার কুৎসিত মুখমণ্ডলে অঙ্গারের মত জ্বলছে। তার মত লোকের জীবনে তামাটে চামড়া মূল্যবান সম্পদ ; উত্তরাঞ্চলের কটাচুলো সাদাচামড়ার গোলামগুলো খনিতে কাজ করতে পারে না। সূর্যের তাপ তাদের পুড়িয়ে মারে, অসহ্য যন্ত্রণায় তারা মারা যায়।

বলা শক্ত সে লম্বা না বেঁটে, কারণ শেকলে বাঁধা মানুষ খাড়া হয়ে চলে না। কিন্তু তার শরীরটা দড়ির মত পাকানো, রোদে সেঁকা, তাতে মাংস আছে, তবে তা শুকনো খটখটে। অনেক অনেক পুরুষ ধরে ঝাড়াবাছার ফলে এবং থ্রেশ-এর অনুদার শৈলভূমিতে জীবনধারণ সহজ ছিল না বলে, তার মধ্যে যা টিকে আছে তা শক্ত ও কঠিন, টিকে আছে তাই জীবনের প্রতি তার প্রবল আসক্তি। দৈনিক আহার্য তার একমুঠো গম, শুকনো বিস্বাদ কয়েকটা যবের রুটি। এর মধ্যে যতটুকু প্রাণশক্তি থাকে তার শরীর তা নিঃশেষে নিংড়ে বার করে নেয়। তাছাড়া তার দেহ বাড়ন্ত, টিকে থাকার একটা সহজ প্রবণতা এ-দেহের ধর্ম। তার গ্রীবা পেশি বহুল ও মাংসল, তবে যেখানটায় পেতলের গলাবন্ধ রয়েছে, ঘা সেখানে দগদগ করছে। কাঁধদুটো সুপুষ্ট ও পেশিমণ্ডিত এবং দেহের গঠন এমন সুষম যে লোকটা আসলে যা তার চেয়ে ছোট দেখায়। মুখখানা এমনিতেই চওড়া, ঠিকাদারের লাঠির ঘায়ে নাকটা ভেঙে যাওয়াতে আরো বেশি চওড়া দেখায়। আর কালো চোখদুটো আয়ত হওয়ার ফলে তার চাউনিতে ফুটে ওঠে একটা শান্ত বিনয়নম্র ভাব। ধুলো ও দাড়ির অন্তরালে তার মুখবিবরটা বেশ বড়, ঠোঁটদুটো পুরু পুরু, কামনার্ত। এই ঠোঁট যখন প্রসারিত হয়—তা হয় কেবল মুখবিকৃতিতেই, হাসিতে নয়—দেখা যায় তার সাদা সমান দন্তপংক্তি। হাত দুখানা প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত, বেশ সুন্দর—কোনো কোনো হাত যতটা সুন্দর হতে পারে। বাস্তবিক, তার মধ্যে সুন্দর বলতে যদি কিছু থাকে, তা তার হাত দুখানা।

তাহলে এই হচ্ছে থ্রেশীয় গোলাম স্পার্টাকাস, পুরুষানুক্রমে গোলামবংশের গোলামবংশধর। কেউ জানে না তার কপালে কী আছে। ভবিষ্যৎ তো এমন একটা বই নয় যা পড়ে ফেলা যেতে পারে। ভবিষ্যৎ কেন অতীতও—অতীত যেখানে শ্রান্তিহীন ক্ষান্তিহীন, শুধু হাড়ভাঙা খাটুনি—বিচিত্র যন্ত্রণার আঁধার গর্ভে বিলীন হতে পারে। তাহলে এই হচ্ছে স্পার্টাকাস, —যে জানে না তার ভবিষ্যৎ, যার মনে রাখার কোনো কারণ নেই তার অতীতকে, যার মনে কখনো একথা জাগে নি যারা খেটে মরে তারা কোনোদিন আর কিছু করতে সক্ষম, একথা যে ভাবতেই পারে নি কখনো এমনদিন আসবে যখন মানুষ কাজ করবে অথচ চাবুক খাবে না।

তপ্ত বালুকাস্তূপ ঠেলে যেতে যেতে ও কী ভাবছে? জানো কি, মানুষ যখন ওই রকম শেকলের বোঝা বহন করে চলে তখন তারা সামান্য, খুবই সামান্য ভাবে, —অধিকাংশ সময় আবার কখন খাবে বা ঘুমোবে, এর বেশি কিছু ভাবা তাদের পক্ষে বোধহয় উচিতও নয়। অতএব স্পার্টাকাসের কিংবা তার সাথে একসঙ্গে শেকলের জোয়াল টেনে চলেছে যে থ্রেশীয় সাথীরা তাদেরও মনে জটিল কোনো চিন্তা নেই। মানুষকে তোমরা পশুর অধম করে ছেড়েছ, আধ্যাত্মিক চিন্তা সে কেমন করে করবে।

এখন কিন্তু দিন শেষ হয়ে আসছে, দৃশ্যপট বদলাচ্ছে। জান্তব মানুষগুলো সামান্য একটু উত্তেজনার কারণ, যৎকিঞ্চিৎ একটু পরিবর্তন পেলেই আঁকড়ে ধরে। স্পার্টাকাস মাথা তুলে চাইল। দেখা গেল শিলাস্তূপের কালো রেখা। গোলামির ভূগোলে ওই একটা অধ্যায়। গোলামেরা জানে না সমুদ্রের আকার কেমন, জানে না নদীর গতিপথ কিংবা পাহাড়ের উচ্চতার পরিমাপ, কিন্তু তারা খুব ভালভাবেই জানে স্পেনের রূপোর খনি, আরবের সোনার খনি, উত্তর আফ্রিকার লোহার খনি, ককেশাস'এর তামার খনি আর গল-এর টিনের খনিকে। এসব সম্পর্কে আতঙ্কের নিজস্ব শব্দকোষ তাদের আছে। যেখানে তারা আছে তার চেয়ে আরো ভয়াবহ স্থানের অস্তিত্বে মনে মনে তারা সান্ত্বনা পায়। কিন্তু নিউবিয়ার ওই নিকষকালো শৈলমালার চেয়ে ভীষণতর স্থান সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

স্পার্টাকাস তাকিয়ে থাকে এর দিকে ; আর সবাইও দেখছে। দাঁড়িয়ে পড়ল যূথবদ্ধ যাত্রীর সারি। ক্ষণিকের জন্যে থেমে গেল তার আর্ত পরিশ্রান্ত পথচলা জল ও গমের বোঝা পিঠে উটগুলো থমকে দাঁড়াল, থমকে দাঁড়াল চাবুক ও বর্শাহাতে ঠিকাদাররাও। নরকের ওই মসীবর্ণ রেখার দিকে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তারপর, আবার এগিয়ে চলে দাস-কাফেলা।

ওরা পৌঁছয়। কালোপাহাড়ের পেছনে সূর্য তখন অস্তগামী। পাহাড়টা তাই ঘোরতর কালো হয়ে উঠেছে, আরো ভয়ংকর আরো ভীতিপ্রদ দেখাচ্ছে। দিনের কাজ এই শেষ হল। সুড়ঙ্গপথ বেয়ে গোলামেরা বেরিয়ে আসছে।

'কী ওরা—ওরা কী?' স্পার্টাকাস শিউরে উঠে ভাবে।

তার পেছনের লোকটা অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে, 'ভগবান আমায় রক্ষে করুন!'

'কিন্তু ভগবান এখানে তাকে রক্ষা করবেন না। এখানে ভগবান নেই, ভগবান এখানে থেকে করবে কী! এবারে স্পার্টাকাস বুঝতে পারে, এই যে জীবগুলো সে দেখছে এগুলো মরুভূমির কোনো বিচিত্র জীব নয়। এরা মানুষ, তারই মত মানুষ, আর ওই বাচ্চাগুলো মানবশিশু, এককালে সে যেমন শিশু ছিল, তেমনি। তবুও তো ঠিক তার মত নয়। ওরা অন্যরকম হয়ে গেছে। অন্যরকম, ভেতরেও যতটা, বাইরেও ততটা। যে-শক্তির কবলে মানুষ থেকে অন্য কিছুতে তাদের রূপান্তর ঘটেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের আন্তরিক বৈকল্য, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজন বা ইচ্ছাও তাদের মন থেকে লোপ পেয়েছে। আহা, একবার চেয়ে দেখো —চেয়ে দেখো কী দশা ওদের! বহুবর্ষের নিষ্পেষণে স্পার্টাকাসের হৃদয় পাষাণে পরিণত হয়েছিল, ভয়ে আতঙ্কে তাও সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ভেবেছিল করুণার উৎস তার ভেতরে বুঝি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু সেই শুকনো অন্তর আবার

আর্দ্র হয়ে উঠল, তার জলহীন শুষ্ক দেহ থেকেও অশ্রুধারা ঝরে পড়ল। একদৃষ্টে সে ওদের দেখতে থাকে। তার পিঠের ওপর চাবুকের নির্দেশ এল এগিয়ে যাবার, তবুও সে স্থির, তখনো সে দেখছে।

সুড়ঙ্গের ভেতরে ওদের এতক্ষণ হামাগুড়ি দিয়ে কাজ করতে হয়েছে। এখন তারা বেরিয়ে আসার পরও জানোয়ারের মত হামা দিয়ে চলেছে। যবে থেকে তারা এখানে এসেছে, কেউ স্নান করে নি, আর তা করবেও না। গায়ের চামড়া বলতে ছোপ ছোপ কালো ধুলো আর লালচে ময়লা ; মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা জট পাকানো, আর যারা শিশু নয়, দাড়িগোঁফে তাদের মুখ ঢাকা। এদের মধ্যে কেউ কালো চামড়ার লোক, কেউ ধুলো চামড়ার, কিন্তু এখন প্রভেদটা এতই কম যে এ-বিষয়ে কেউ প্রায় মন্তব্যই করে না। হাঁটুতে কনুইয়ে প্রত্যেকেরই বিশ্রী ঘা। সবাই উলঙ্গ, পুরোপুরি উলঙ্গ। তা হবে নাই বা কেন ? কাপড়ে কি তাদের বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখবে ? খনির একটি মাত্র উদ্দেশ্য—রোমের পুঁজিপতিদের মুনাফা যোগান দেওয়া। আর ছেঁড়া নোংরা এক টুকরো কাপড়ও তো কিনতে খরচ লাগে।

তবু একটি পদার্থ তাদের পরিধানে আছে। প্রত্যেকের গলায় একটা করে লোহার বা পেতলের গলবন্ধ। কালো পাহাড়ের গা বেয়ে যখন তারা হামা দিয়ে নেমে আসতে থাকে ঠিকাদার তাদের গলবন্ধগুলো লম্বা একটা শেকলের সঙ্গে গেঁথে দেয়, এইভাবে কুড়িজনকে গাঁথা হলে তারা একসঙ্গে তাদের আস্তানায় ধুঁকতে ধুঁকতে চলে যায়। জেনে রাখা ভাল, নিউবিয়ার খনি থেকে কখনো কেউ পালাতে পারে নি। এই খনি অঞ্চলে এক বছর কাটাবার পর, আর কি মানবজগতের অধিবাসী হওয়া সম্ভব ? শেকলটা যতটা না প্রয়োজন, তার বেশি প্রতীক।

স্পার্টাকাস ওদের খুঁটিয়ে দেখছে, খুঁজে দেখছে ওদের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা যে তার মত, তার জাতের মত, মানুষ জাতের মত মানুষ। যখন গোলামি করে, মানুষ মাত্রই তখন তার স্বগোত্র স্বজাতি। 'কথা কও,' সে মনে মনে তাদের যেন বোঝায়, 'নিজেদের মধ্যে কথা কও।' কিন্তু তারা কথা কয় না। মৃত্যুর মত তারা নির্বাক। 'হাসো, অমন করে থেকো না,' সে মনে মনে আবেদন জানায়। কিন্তু কেউ হাসে না।

তারা সঙ্গে নিয়ে চলেছে তাদের যন্ত্রপাতি, লোহার গাঁইতি, শাবল আর বাটালি। অনেকের মাথায় বাঁধা ডিবার মত সাধারণ কুপি। শিশুরা মাকড়সার মত ত্বকসর্বস্ব, চলতে গেলে তাদের পায়ে খিল ধরে, আলোয় তারা চোখ মেলতে পারে না। এরা শিশু অথচ বাড়ে না, খনিতে আসার পর খুব জোর দুবছর টেঁকে। কিন্তু উপায় কি, স্বর্ণবাহী মর্মর শিরাগুলো সরু হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শিলাস্তূপের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত যখন চলে যায়, এরা ছাড়া কে তাদের অনুসরণ করবে। থ্রেশীয়রা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশ দিয়ে শেকলের বোঝা কাঁধে তারা চলেছে, কিন্তু নবাগতদের দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকায় না। কোনো বিষয়ে তাদের কৌতূহল নেই। তারা সম্পূর্ণ উদাসীন।

স্পার্টাকাস তা জানে। 'কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও এমনি উদাসীন হয়ে যাব,' সে আপনমনে বলে। এই ঔদাসীন্য যেন সবচেয়ে ভীতিপ্রদ।

গোলামেরা এবার খেতে যাচ্ছে, থ্রেশীয়দেরও তাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল। পাথরের

যে-কুঠরিটায় তাদের আস্তানা, শিলাস্তূপের পাদমূলে তা অবস্থিত। বহু বহু যুগ আগে তা তৈরি হয়েছিল। কবে, কেউই তা বলতে পারে না। যেমন তেমন করে কাটা কালো পাথরের বিরাট বিরাট চাঙ্ দিয়ে তা তৈরি। ভেতরে আলোর নামমাত্রও নেই, আর বাতাস, প্রতি প্রান্তের ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে যতটুকু আসে। কত যুগের আবর্জনা মেঝের ওপর পচেছে, পচে জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। ঠিকাদাররা কখনো এখানে ঢোকে না। ভেতরে গোলযোগ দেখা দিলে খাদ্য ও জল বন্ধ রাখা হয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য ও জল না পেয়ে গোলামগুলো আপনিই শান্ত হয়ে আসে এবং হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে নিজস্ব জান্তব ভঙ্গিতে। ভেতরে যখন কেউ মারা যায়, গোলামেরা শবটাকে বাইরে নিয়ে আসে। কিন্তু কখনো কখনো হয়ত একটা বাচ্চা ছেলে লম্বা কুঠরির ভেতরের এক কোণে মরে রইল, কেউ তাকে লক্ষ্যই করল না ; এমনকি সে যে নেই, এ-খেয়ালও কারো থাকে না যতক্ষণ না শবটার পচা দুর্গন্ধ তা খেয়াল করিয়ে দেয়। এমনিই তাদের আস্তানা।

গোলামেরা ভেতরে ঢোকে বিনা শেকলে। কুঠরির মুখে তাদের শেকল খুলে নেওয়া হয় এবং একটা কাঠের পাত্রে খাবার ও চামড়ার ভিস্তিতে জল দেওয়া হয়। ভিস্তিতে আধসেরটাক জল ধরে, দিনে দুই ভিস্তি জল তাদের বরাদ্দ। কিন্তু ঐরকম খরা জায়গায় যে-পরিমাণ জল গরমে শুষে নেয় তার তুলনায় সারাদিনে এক সের জল যথেষ্ট নয়। এর ফলে গোলামেরা ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে। যদি অন্য কিছু তাদের না মারে, আগে হোক পরে হোক, জলাভাবেই তাদের মূত্রাশয় অকেজো হয়ে যায় ; আর যন্ত্রণার ফলে তাদের পক্ষে কাজ করা যখন অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় মরুভূমিতে মরবার জন্যে।

এসব স্পার্টাকাস জানে। গোলামের যা জানবার সবই সে জানে, গোলামি সমাজের সঙ্গে সে যে একাত্ম। এই সমাজে সে জন্মেছে, এখানেই সে বড় হয়েছে, এখানেই তার দেহমনের পরিণতি ঘটেছে। সে জানে গোলামদের নিগূঢ় কামনা কী। আমোদ নয়, প্রমোদ নয়, আহার নয়, বিহার নয়, হাসি গান প্রেম সোহাগ নারী সুরা—এর কিছুই নয়—শুধু বেঁচে থাকার, শুধু টিকে থাকার কামনা, এছাড়া তারা আর কিছু চায় না, তারা কেবল বেঁচে থাকতে চায়।

কেন যে চায় সে তা জানে না। কোনো কারণ নেই বাঁচার, কোনো যুক্তি নেই টিকে থাকার ; কিন্তু এ তো যুক্তিতর্কের বিষয় নয়, এ তাদের প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির চেয়েও বেশি কিছু। অন্য কোনো জীব এভাবে টিকে থাকতে পারত না। উদ্বর্তনের ধরনটাও সহজ নয়, সরলও নয়। টিকে থাকা যাদের সমস্যা নয় তাদের সব সমস্যা থেকে অনেক জটিল অনেক দুরূহ অনেক চিন্তাসাপেক্ষ এই টিকে থাকার সমস্যা। তারও কারণ আছে। স্পার্টাকাস ওই কারণটুকুই জানে না।

এবারে সে টিকে থাকবে। নিজেকে সে মানিয়ে নিচ্ছে, খাপ খাওয়াচ্ছে, ধাতস্থ করছে, মিলিয়ে দিচ্ছে ; অত্যন্ত নমনীয়, অতীব তরল যেন তার দেহযন্ত্র। শৃঙ্খলভার থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে তার দেহ শক্তি সংরক্ষা করছে। কত দীর্ঘকাল ধরে সে আর তার সাথীরা এই শৃঙ্খলভার বহন করেছে, ওই নিয়ে সাগর পার হয়েছে, নীল নদীর তীর বেয়ে অগ্রসর হয়েছে, মরুপ্রান্তর অতিক্রম করেছে। শৃঙ্খলিত কত সপ্তাহ কেটে গেছে। এখন সে

শৃঙখলমুক্ত। তার মনে হচ্ছে, সে পালকের মত হালকা। কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত শক্তির অপচয় করা চলবে না। সে তার বরাদ্দ জল গ্রহণ করল,—আহা, এত জল কতদিন সে দেখে নি। এ জল এক চুমুকে গিলে ফেললে প্রস্রাব হয়ে বেরিয়ে যাবে, এভাবে সে তা নষ্ট করতে দেবে না। একে সে সযত্নে রক্ষা করবে ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একটু একটু করে গলা ভিজিয়ে নেবে, যাতে এর প্রতিটি বিন্দু তার দেহতন্ত্র শুষে নিতে পারে। সে তার খাদ্য গ্রহণ করে,—শুকনো শলভ দিয়ে রান্না যব ও গমের একটা মণ্ড। এই শুকনো শলভের মধ্যে শক্তি আছে, প্রাণশক্তি। আর যব ও গম তো তার দেহমাংসের উপাদান। এর চেয়ে খারাপ খাদ্যও সে খেয়েছে। খাদ্যমাত্রই শ্রদ্ধার বস্তু। খাদ্যকে যারা অশ্রদ্ধা করে, এমনকি মনে মনেও, তারা খাদ্যের শত্রু, বেশিদিন তারা বাঁচে না।

কুঠরির অন্ধকার গহ্বরে সে প্রবেশ করল। বিশ্রী পচা দমকা দুর্গন্ধে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু দুর্গন্ধে কোনো মানুষ মরে না। কেবল যারা বোকা আর যাদের গোলামি করতে হয় না, তাদেরই বমি করার বিলাসিতা শোভা পায়। এইভাবে তার পাকস্থলীর এক কণা খাদ্যও সে নষ্ট করতে রাজি নয়। এই দুর্গন্ধের সঙ্গে সে লড়াই করবে না ; এই ধরনের শত্রুকে লড়াই করে হারানো যায় না। তার বদলে, এই দুর্গন্ধকে সে মেনে নেবে, সাগ্রহে এই দুর্গন্ধকে সে আলিঙ্গন করবে যাতে এ তার সত্তার সঙ্গে মিশে যায় ; তার ফলে শীঘ্র সে এর ভয় কাটিয়ে উঠবে।

অন্ধকারে সে চলেছে, তার পা তাকে পথ দেখাচ্ছে। তার পা দুটো যেন চোখ। পড়ে গেলে বা হোঁচট খেলে তার চলবে না, কারণ তার একহাতে খাবার, অন্য হাতে জল। এবারে পথ ঠাহর করে করে পাথরের দেওয়ালটার কাছে সে পৌঁছয় এবং দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে। এখানটায় তত খারাপ নয়। পাথরটা ঠাণ্ডা, পিঠটারও একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। সে খাচ্ছে ও পান করছে। তারই চারপাশে চলছে ফিরছে নিঃশ্বাস ফেলছে আর সব লোকেরা ও শিশুরা, তারাও তারই মত খাচ্ছে ও পান করছে। সে খাচ্ছে, আর তার শরীরের ভেতরকার নিপুণ যন্ত্রগুলো তাকে সাহায্য করছে : ওই সামান্য খাদ্য ও একটু জল থেকে তারা তাদের প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে নিচ্ছে। পাত্রটা থেকে শেষ খাদ্যকণাটুকু সে খুঁটে নিল, বাকি জলটুকু নিঃশেষে পান করল, তারপর কাঠের পাত্রটা চেটে পরিষ্কার করে ফেলল। ক্ষুধা তাকে চালিত করে না, খাদ্য—খাদ্যই হচ্ছে উদ্বর্তন, প্রতিটি খাদ্যকণা টিকে থাকছে।

খাওয়া শেষ হল। আহারান্তে কেউ বা একটু পরিতৃপ্ত, কেউ বা হতাশায় ভেঙে পড়ল। এখানে হতাশা এখনো নিশ্চিহ্ন হয় নি ; আশা যেতে পারে কিন্তু হতাশা দীর্ঘকাল আঁকড়ে থাকে। তাই এত গোঙানি, কান্না আর দীর্ঘশ্বাস। কোথায় কে যেন সুর করে কাঁদছে। ওরই মধ্যে শোনা যায় একটু কথা, ভাঙা গলায় কে যেন ডাকে, 'স্পার্টাকাস, তুমি কোথায় ?'

'এই যে থ্রেশের ভাই, আমি এখানে,' সে জবাব দেয়।

'আমিও একজন থ্রেশীয়, আমিও,' আরেকটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়। 'আমিও থ্রেশীয়, আমিও।' এরা তার নিজের লোক, তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়, তার কাছে এগিয়ে আসে, সে তাদের হাতের স্পর্শ অনুভব করে। সম্ভবতঃ আর সব গোলামেরা কান পেতে শোনে, না শুনলেও তারা একেবারে নীরব। নরকে যারা সদ্যাগত এইটুকুই তাদের প্রাপ্য। যারা

আগে এসেছে তাদের হয়ত এখন মনে পড়েছে সেইসব স্মৃতি যা মনে করতে তারা ভয় পায়। কেউ কেউ গ্রীক কথা বুঝতে পারে, অপরেরা পারে না। হয়ত মনের কোণে কোথাও এখনো অবশিষ্ট রয়েছে থ্রেশ'এর তুষারস্নাত শৈলমালার এক টুকরো স্মৃতি হয়ত ভেসে আসে পবিত্র শীতল সেই তুহিন শীতলতা, মনে পড়ে পাইন বনের ভেতর দিয়ে ছুটে চলা ছোট ছোট নদীগুলো আর পাহাড়ের গায়ে নৃত্যরত কালো কালো ছাগলছানা। এই নিকষকালো শিলাস্তূপের হতভাগ্য মানুষগুলোর মনে অতীতের কোনো স্মৃতি আজও কি বেঁচে আছে—কে বলবে?

'থ্রেশের ভাই,' তারা ডাকে। এখন সে অনুভব করে তারা তার চারপাশে রয়েছে। তার একটা হাত বাড়িয়ে দেয়, হাতটা একজনের মুখ স্পর্শ করে, মুখটা চোখের জলে ভেজা। আঃ, চোখের জল মানেই অপচয়।

'আমরা কোথায় স্পার্টাকাস, বলো, আমরা কোথায়?' চাপাগলায় একজন শুধোয়।

'ভয় নেই, আমরা হারাই নি। আমাদের মনে আছে কীভাবে আমরা এসেছি।'

'কে আমাদের মনে রাখবে?'

'ভয় নেই, আমরা হারিয়ে যাই নি,' সে আবার বলল।

'কিন্তু কে আমাদের মনে রাখবে?'

এভাবে তো কথা কওয়া যায় না। তাদের কাছে সে যে পিতার মত। যাদের বয়স তার দ্বিগুণ, তাদের কাছেও সে পিতা, আদিম গোষ্ঠী সমাজের পিতা। তারা সবাই থ্রেশীয়, কিন্তু সে থ্রেশ'এর প্রতিনিধি। তাই সে ধীরে ধীরে তাদের গান শোনাতে থাকে। পিতা যেমন সন্তানের গল্প শোনায়:

'জলধি অতল হতে মন্থিয়া যেমন
উদ্বেলিত বারিরাশি ভাঙিল সৈকতে,
পশ্চিম পবনে যুঝি সম্মুখ সমরে
বৃত্তাকারে ব্যাপ্ত হল উপকূল পরে,
শুভ্রফেন বিচ্ছুরিল নিকটে ও দূরে,
বিরচিয়া সেনাব্যূহ তেমনি 'দানান'
দ্বিধাহীন গেলা চলি সমর অঙ্গনে—'

মন্ত্রমুগ্ধের মত তারা গান শোনে, ভুলে যায় তাদের দুঃখ কষ্ট। স্পার্টাকাস আপনমনে ভাবে, 'কী আশ্চর্য, কী যাদু আছে এই প্রাচীন গাথায়।' এই সর্বগ্রাসী অন্ধকার থেকে সে তাদের নিয়ে গেল দূরে ট্রয়ের উপল উপকূলে। ঐ দেখা যায় নগরীর তুষারধবল হর্ম্যচূড়া! দেখা যায় সুসজ্জিত সেনানী, কটিদেশে স্বর্ণাভ মেখলা! গাথার কোমল সুর উঠছে, আবার নামছে, সেই সঙ্গে শিথিল হয়ে যাচ্ছে উদ্বেগ ও আতঙ্কের গ্রন্থিগুলো, অন্ধকারে দেখা দেয় গতিচাঞ্চল্য। গোলামেরা গ্রীক জানুক, না জানুক, ক্ষতি নেই, আর স্পার্টাকাসের থ্রেশীয় ভাষাও তো গ্রীক ভাষার খুব কাছাকাছি নয়; তারা শুধু গাথাটা জানে, তার সুরটা চেনে। তারা জানে জাতির প্রাচীন এই কীর্তিগাথা দুর্দিনের আশ্রয়।

অবশেষে, স্পার্টাকাস শুয়েছে। এবার সে ঘুমোবে। যদিও সে তরুণ, অনেক আগেই সে অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়েছে এবং এই ভীষণ শত্রুকে পরাস্তও করেছে। এখন সে নিজের

মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, তারপর শৈশবস্মৃতির মধ্যে অবগাহন করে। সে চায় স্বচ্ছ শীতল নীলাকাশ, স্নিগ্ধ সূর্যালোক আর মন্দমধুর বাতাস। এ সবই তার সামনে ভেসে ওঠে। সে শুয়ে রয়েছে পাইনগাছের ছায়ায়, শুয়ে শুয়ে দেখছে ছাগলগুলো চরে বেড়াচ্ছে, আর দেখছে এক বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, তার পাশে বসে রয়েছে। বৃদ্ধ তাকে পড়তে শেখাচ্ছে। একটা ছড়ি দিয়ে বৃদ্ধ মাটির ওপর একটার পর একটা অক্ষর লিখে যাচ্ছে। 'লেখাপড়া শেখো, বাপধন,' বৃদ্ধ বলছে, 'আমরা যারা গোলাম, এই আমাদের অস্ত্র। এ না জানলে, আমরা তো জানোয়ার, ঐ যারা মাঠে চরছে ওদেরই মত। যে-দেবতা মানুষকে আগুন দিয়েছে, সেই দেবতাই তার মনের কথাগুলো লিখে রাখার শক্তিও দিয়েছে। কেন দিয়েছে জানো? অনেক অনেক আগেকার আনন্দের দিনে দেবতারা যা ভেবেছিল, যাতে তাই তারা মনে রাখতে পারে। সেসময় মানুষ দেবতাদের কাছাকাছি থাকত, ইচ্ছেমত তাঁদের সঙ্গে কথা কইত, তখন গোলাম বলে কেউ ছিল না। সেদিন আবার আসবে জেনো।'

এমনি করে স্পার্টাকাস তার অতীত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। দেখতে দেখতে তার স্মৃতি স্বপ্নে পরিণত হয়। স্পার্টাকাস ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরে ঢাকের বিকট শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। কুঠরির মুখটায় ঢাকটা বাজানো হচ্ছে আর তার শব্দ শিলাগহ্বরের ভেতরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। সে উঠে পড়ল, শুনতে পেল তার আশেপাশের সঙ্গী গোলামরাও ধড়মড়িয়ে উঠছে। কুঠরির দরজার দিকে তারা এগিয়ে চলেছে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে। স্পার্টাকাসের তার পেয়ালা আর খাবার পাত্রটা সঙ্গে নিল। এগুলো সঙ্গে নিতে ভুলে গেলে, আজকের মত তার ভাগ্যে খাদ্য বা পানীয় কিছুই জুটবে না। কিন্তু সে গোলামির কেতায় দুরস্ত, আর গোলামি রীতিনীতির মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য থাকে না যা তার পক্ষে আন্দাজ করা কষ্টকর। চলতে চলতে সে অনুভব করল, চারপাশ থেকে আরো অনেকে তাকে চাপছে, সে প্রতিবাদ করল না, তাদের চাপে চালিত হয়ে সে গহ্বরের মুখ পর্যন্ত চলে এলে। সর্বক্ষণ ঢাকটা কিন্তু বিকট শব্দে বেজেই চলেছে। এখনো ভোর হয় নি, মরুভূমি এসময়ে যতটা শীতল হতে পারে ততটা, দিবসের এই একটি মাত্র সময়ে মরুভূমি বন্ধুর মত। বাতাসের মৃদু বীজন শিলাস্তূপের উপরিভাগে স্নিগ্ধ ও শীতল করছে। আকাশ নীল কালোর বিচিত্র বর্ণালেপ ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। জ্বলজ্বলে তারাগুলো ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে। এই আশাহীন আনন্দহীন নরলোকে একমাত্র ওরাই প্রেমের সুধা বহন করে আনে। নিউবিয়ার স্বর্ণখনি থেকে কখনো কেউ ফেরে না,—তা হোক, তবুও সেখানকার গোলামদের একটু অবকাশ দিতে হবে বৈকি। রাত্রিশেষের এই সময়টুকু তাদের অবকাশ। এ-অবকাশ তিক্তমধুর এক অনুভবে তাদের হৃদয় ভরিয়ে তোলে, আবার তারা আশায় বুক বাঁধে।

ঠিকাদাররা দল বেঁধে একধারে দাঁড়িয়ে রুটি চিবোয় আর জল খায়, এরপর চারঘণ্টা গোলামরা না পাবে একটু জল, না পাবে এক কণা খাদ্য। কিন্তু ঠিকাদার হওয়া এক আর গোলাম হওয়া আরেক। পশমের জোব্বায় ঠিকাদারদের সর্বাঙ্গ ঢাকা, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে চাবুক, মাথাভারি একটা ছোট ডাণ্ডা আর একটা করে লম্বা ছুরি। কোথাকার লোক এরা, এই ঠিকাদারগুলো? মরুভূমির এই নারীবিবর্জিত ভয়ংকর স্থানে তারা কিসের টানে এসেছে?

এরা আলেকজান্দ্রিয়ার লোক, অত্যন্ত রুক্ষ ও কঠিন ধাঁচে এরা তৈরি। তারা এখানে এসেছে কারণ মাইনের হার বেশি, কারণ খনি থেকে যত সোনা নিষ্কাশিত হয় তার ওপর তাদের অংশ থাকে। তারা এখানে রয়েছে নিজেদের স্বপ্নে মশগুল হয়ে। এছাড়াও আশ্বাস পেয়েছে, পাঁচবছর যদি মালিকদের সেবায় এখানে নিরত থাকে, তাহলে তারা রোমের পুরোপুরি নাগরিক বলে গণ্য হবে। তারা বাঁচে ভবিষ্যতের ভরসায়—সেই সাধের ভবিষ্যৎ, যখন রোমের কোনো ভাড়াবাড়িতে একখানা কামরা ভাড়া করতে পারবে, যখন তারা তিনটে চারটে বা পাঁচটা করে বাঁদী কিনতে পারবে, যখন তারা দিনের পর দিন খেলার মাঠে বা স্নানাগারে কাটিয়ে দিতে পারবে আর রাতের পর রাত মদ খেয়ে চুর হতে পারবে। তাদের বিশ্বাস এই নরকে আসার ফলে তাদের ভবিষ্যৎ পার্থিব স্বর্গ মধুরতর হয়ে উঠছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, আর সব কারাপ্রহরীদের মতই তারা মদ মেয়েমানুষ আর আতরের চেয়ে এই নরকবাসীদের ওপর কর্তৃত্ব করতে বেশি পছন্দ করে।

অদ্ভুত এই মানুষগুলো, আলোকজান্দ্রিয়ার বস্তি অঞ্চলের এক অনুপম জীব। যে-ভাষায় তারা কথা বলে তা সিরীয় ও গ্রীক ভাষার মিশ্রণে তৈরি এক অপভাষা। গ্রীকরা মিশর জয় করার পর আড়াই' শ বছর কেটে গেছে, অথচ এই ঠিকাদাররা না মিশরী, না গ্রীক, তারা শুধু আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী। এর একমাত্র অর্থ, সর্বপ্রকার দুর্নীতিতে এরা বিশারদ, বিশ্ববিদ্বষী এদের মনোভাব এবং কোনো ধর্মেই এদের আস্থা নেই। বিকৃত তাদের কামলিপ্সা, বিকৃত অথচ অতি প্রচলিত পুরুষ তাদের শয্যাসঙ্গী। লোহিত সমুদ্রের উপকূলে যে-ঘটপাতা জন্মায়, তার রস খেয়ে এরা চুর হয়ে ঘুমোয়।

রাত্রিশেষের এই নিস্তাপ প্রহরে গোলামেরা যখন প্রকাণ্ড পাথুরে কুঠি থেকে বেরিয়ে এসে শেকলের বোঝা কাঁধে তুলে নেয়, তারপর ক্লান্ত দেহ টেনে টেনে শিলাস্তূপের দিকে যেতে থাকে, স্পার্টাকাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে এই ঠিকাদারগুলোকে। এরাই তার এখানকার মনিব ; এদেরই হাতে তার মরণ বাঁচন নির্ভর করছে ; তাই সে এদের লক্ষ্য করছে, লক্ষ্য করছে এদের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্য, এদের স্বভাব, এদের ধরনধারণ, খুঁটিনাটি প্রতিটি লক্ষণ। খনির মধ্যে কোনো মনিবই ভাল নয়, তবুও এদের মধ্যে কেউ হয়ত আর সবার তুলনায় একটু কম নির্মম, একটু কম অত্যাচারী। সে লক্ষ্য করে ওদের দলটা ভেঙে গেল, গোলামেরা যেখানে ছোট ছোট দলে জড়ো হচ্ছে, ওরা একে একে সেদিকে চলে যায় তাদের ভার নিতে। এখনো অন্ধকার এত গাঢ় যে তাদের মুখ ও দেহাবয়বের সূক্ষ্ম তারতম্য তার নজরে পড়ে না, কিন্তু সে অনেক দেখেছে, একটা মানুষের হাঁটাচলা থেকেই তার প্রকৃতি সে আন্দাজ করতে পারে।

এখন বেশ ঠাণ্ডা অথচ গোলামদের অঙ্গে বস্ত্র নেই। রোদে ঝলসানো শীর্ণ তাদের জননেন্দ্রিয়গুলো ঢাকতেও একটু কৌপীন নেই। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে আর দু'হাত দিয়ে নিজেদের শরীরটা জড়িয়ে ধরে। ধীরে, অতি ধীরে স্পার্টাকাসের মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়, গোলামি জীবনের নিস্ফলা ক্রোধ। সে ভাবে, 'আমরা সব সইতে পারি কিন্তু এ নয়। আমাদের লজ্জা ঢাকবার জন্যে একটুকরো কাপড়ও যখন জোটে না, তখন তো আমরা জানোয়ারের সামিল।' তারপর নিজের মনেই নিজেকে শুধরিয়ে নেয়, 'না—জানোয়ারের চেয়েও অধম। কারণ যে-বাগিচায় আমরা কাজ করতাম, যে-জমিতে

আমরা লগ্নী ছিলাম, রোমানরা সেই জমি আর বাগিচা যখন নিয়ে নিল, বেছে বেছে আমাদেরই তারা খনিতে পাঠিয়ে দিল, জানোয়ারদের জমিতে রেখে দিল।'

এবার ঢাকের বিকট শব্দ থেমেছে। ঠিকাদাররা পাকানো চাবুকগুলো খুলে ফেলে, মোষের চামড়ার তৈরি ছড়টার আড়ষ্টতা দূর করার জন্যে শূন্যে চাবুক চালাতে থাকে। এর ফলে বাতাস ভরে ওঠে 'সপ-সপাং' শব্দের বিকট সঙ্গীতে। বাতাসেই এখন চাবুক চালাচ্ছে, কারণ দেহের ওপর এত আগে থেকে চালানো যায় না। এতেই অবশ্য কাজ হয়, সারিবন্দি গোলামেরা দলে দলে এগিয়ে চলে। এখন ভোরের আলো কিছুটা তরল হয়ে এসেছে। স্পার্টাকাস স্পষ্ট দেখতে পায় চর্মসার কতকগুলো শিশু, ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। ওরাই হামা দিয়ে ঢুকবে পৃথিবীর জঠরে, সেখান থেকে স্বর্ণাকর মর্মরশিলা কুঁদে বের করে আনবে। অন্যান্য থ্রেশীয়রাও স্পার্টাকাসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে। তাদেরই একজন ভয়ার্তকণ্ঠে বলে ওঠে, 'বাবা গো, এ কোন ধরনের নরক!'

'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে,' স্পার্টাকাস বলে ; তোমার বাপের বয়সী যারা তারা যখন তোমায় বাবা বলে ডাকে, এছাড়া তখন আর কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায় ? স্পার্টাকাস তাই বাধ্য হয়েই এই বলে।

এখন আর সব দলগুলো শিলাস্তূপের দিকে চলে গেছে, একমাত্র থ্রেশীয়দের এই এলোমেলো দলটা ছাড়া। ছ'জন ঠিকাদার পেছনে রয়ে গেছে। ওদের মধ্যে যে মোড়ল তার নেতৃত্বে তারা এগিয়ে আসে বালির ওপর চাবুকের রেখা টানতে টানতে। ঠিকাদারদের একজন তার নিজস্ব দুর্বোধ্য ভাষায় বলল, 'এই থ্রেশ'এর বাচ্চারা, তোদের পাণ্ডা কে ?'

কোনো জবাব নেই।

'চাবুকটা এত আগে থেকে চালাতে হবে নাকি ?'

এবার স্পার্টাকাস বলল, 'এরা আমায় বাবা বলে।'

ঠিকাদারটা ওর আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে ওর সম্বন্ধে আন্দাজ করে নেয়।

'তোর বয়স কত ? এই বয়সেই বাবা হয়েছিস ?'

'আমাদের দেশের এই নিয়ম।'

'বাপধন, আমাদের দেশেও একটা নিয়ম আছে। ছেলেরা দোষ করলে বাপকে চাবুক খেতে হয়। শুনতে পাচ্ছিস ?'

'পাচ্ছি।'

'তাহলে, থ্রেশ'এর বাচ্চারা সব শোন। জায়গাটা খারাপ কিন্তু আরো খারাপ হতে পারে। যতদিন বাঁচবি মুখ বুজে খেটে যাবি। মরলেই রেহাই পাবি। আর সব জায়গায় মরার চেয়ে বাঁচা ভাল। কিন্তু এখানে আমরা এমন হাল করতে পারি, যাতে মনে হবে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল। বুঝেছিস, যা বললাম ?'

এখন সূর্য উঠছে। ওদের শেকলে গাঁথা হল, শেকল কাঁধে ওরা চলে যায় শিলাস্তূপে। সেখানে শেকলটা খুলে নেওয়া হল। ভোরের ঠাণ্ডা আমেজ এর মধ্যেই কেটে গেছে। তাদের দেওয়া হল নানা হাতিয়ার, হাতুড়ি, লোহার গাঁইতি, আর লোহার ছেনি। তাদের দেখিয়ে দেওয়া হল শিলাস্তূপের নিম্নভাগে কালো পাথরের ওপর একটা সাদা রেখা। মর্মরশিলা হয়ত এই থেকেই শুরু হয়েছে ; তা নাও হতে পারে। তাদের কাজ, কালো

পাথর কেটে সরিয়ে ফেলে স্বর্ণবাহী মর্মরশিলা উদঘাটিত করা।

সূর্য এখন আকাশমার্গে। দিনের দাবদাহ আবার শুরু হয়েছে। হাতুড়ি, গাঁইতি আর ছেনি। স্পার্টাকাস হাতুড়ি চালাচ্ছে। প্রতিঘণ্টায় হাতুড়িটার ওজন যেন আধসের বেড়ে যাচ্ছে। সে শক্ত, সে জোয়ান, কিন্তু তার মেহনতীজীবনে এমন কাজ এর আগে সে কখনো করে নি। শীঘ্র তার শরীরের পেশিগুলো খাটুনির চাপে টনটন করতে থাকে। বলা সহজ একটা হাতুড়ির ওজন মাত্র ন'সের ; কিন্তু যে-মানুষটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওইরকম একটা হাতুড়ি চালিয়ে চলেছে তার কী যে যন্ত্রণা তা কথায় বলা যায় না। এর ওপর এই নির্জলা জায়গায় স্পার্টাকাস ঘামতে থাকে। প্রতিটি লোমকূপ থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে ; ঘাম গড়িয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে চোখে ; সে তার সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ঘাম বন্ধ করতে চাইল ; সে জানে, এরকম আবহাওয়ায় ঘামলে মরতে হবে। কিন্তু ঘাম তো থামানো যাচ্ছে না, এদিকে পিপাসাও তার শরীরের ভেতরে ভয়ংকর মারাত্মক একটা বন্যজন্তুর আকার নিচ্ছে।

চারঘণ্টা যেন অনন্তকাল ; চারঘণ্টার যেন আদি অন্ত নেই। শরীরের চাহিদাকে কী করে দাবিয়ে রাখতে হয় একটা গোলামের চেয়ে কে ভাল জানে, কিন্তু চারঘণ্টা যে অনন্তকাল। জলের ভিস্তিগুলো গোলামদের মধ্যে যখন ফিরতে থাকে স্পার্টাকাসের মনে হয় পিপাসায় সে মারা যাচ্ছে। থ্রেশীয়রা আর সবার মতই পান করছে, ভিস্তি নিঃশেষ করে তার ভেতরকার শেওলাগুলো পর্যন্ত বাদ দিচ্ছে না। পান শেষে তারা বুঝছে, কী আহাম্মকের মত কাজ করেছে।

এই হচ্ছে নিউবিয়ার স্বর্ণখনি। দুপুর নাগাদ তাদের শক্তি সামর্থ্যে ভাটা পড়তে থাকে। তারপর শুরু হয় চাবুক, তাদের কাজে চালু রাখার জন্যে। আহা, চাবুকের ওপর ঠিকাদারের কর্তৃত্ব অসাধারণ। তার ইচ্ছামত শরীরের যে কোনো অংশে চাবুক এসে পড়তে পারে। কখনো আস্তে ছুঁয়ে যেতে পারে, কখনো মোক্ষম ও মারাত্মকভাবে শরীরে গেঁথে যেতে পারে। নেমে আসতে পারে কারো উরুতে বা মুখে, কারো পিঠে বা কপালে। এটা যেন একটা যন্ত্র, মানুষের দেহটাকে নানা সুরে বাজিয়ে তোলে। পিপাসা এখন আগের থেকে দশগুণ অসহ্য, কিন্তু জল শেষ হয়ে গেছে। দিনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর জল জুটবে না। এদিন অনন্ত দিন।

তবু সে-দিনের অন্ত হয়। অন্ত হয় সব কিছুরই। আদি ও অন্ত, উভয়েরই লগ্ন আছে। আরেকবার বেজে উঠল ঢাক, সাঙ্গ হল দিনের কাজ।

স্পার্টাকাস হাতুড়িটা ছেড়ে দেয়। তাকিয়ে দেখে তার রক্তাক্ত হাতদুটো। কয়েকজন থ্রেশীয় ক্লান্তিতে বসে পড়ল। আঠারো বছরের একটি ছেলে মাটিতে আছড়ে পড়ে, যন্ত্রণায় পা দুটো মুড়ে পাশ ফিরে কাতরাতে থাকে। স্পার্টাকাস তার কাছে এগিয়ে গেল।

'কে কে তুমি—বাবা—বাবা গো?'

'হ্যাঁ—এই যে আমি,' স্পার্টাকাস বলে। ছেলেটির কপালে সে চুমু খায়।

'বাবা গো, আমার মুখে চুমু খাও। আমি মরছি, আমার যতটুকু প্রাণ আছে তুমিই তা নাও।'

স্পার্টাকাস তার মুখ চুম্বন করল, কিন্তু কাঁদতে সে পারল না। কী করে কাঁদবে? পোড়া চামড়ার মত সে যে শুকিয়ে চিমসে হয়ে গেছে।

বাটিয়েটাস এইভাবে শেষ করল স্পার্টাকাস ও অন্যান্য থ্রেশীয়দের কাহিনী, কেমন করে তারা নিউবিয়ার স্বর্ণখনিতে এসেছিল, কীভাবে উলঙ্গ অবস্থায় কালো শিলাস্তূপে তাদের কাজ করতে হত। এর মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে। নিরন্ধ্র আকাশের নিচে জমাট অন্ধকার নিবিড় হয়ে এসেছে। তার মধ্যে কম্পিত দীপালোকে দুই ব্যক্তি মুখোমুখি বসে রয়েছে, একজন গ্লাডিয়েটারদের আখড়াদার, আরেকজন ভাগ্যবান ও অভিজাত সামরিক পুরুষ, একদিন যে তার জগতের ধনিকশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। বাটিয়েটাস মদ্যপান করেছে প্রচুর, তার মুখের শিথিল পেশিগুলো শিথিলতর হয়েছে। তার কামধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রচুর আবেগ ও করুণা দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে তার ধর্ষণেচ্ছাকে মণ্ডিত করা। তাই স্বর্ণখনির এই কাহিনীটা এমন করুণভাবে, এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে সে বলে গেল যে, সাবধান হাওয়া সত্ত্বেও তা ক্রাসাসের মর্ম স্পর্শ করল।

ক্রাসাস অজ্ঞও নয় নির্বোধও নয়। সে পাঠ করেছে প্রমিথিউসের ওপর লেখা এসকাইলাসের মহাকাব্য। কিছুটা সে বোঝে কী সে শক্তি যা স্পার্টাকাসের মত একটা নগণ্য গোলামকে কোন সামান্য অবস্থা থেকে কী অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে, যার ফলে রোমের সমস্ত শক্তি তার দাস অনুচরদের কাছে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। স্পার্টাকাসকে বোঝার আগ্রহ তাকে পাগল করে তোলে —তাকে সে জানতে চায়, চিনতে চায়, মানসচক্ষে তাকে প্রত্যক্ষ করতে চায়। যত কঠিনই হোক, স্পার্টাকাসের ভেতরে তাকে একটু প্রবেশ করতেই হবে, হয়ত তার ফলে, ওদের—ওই সৌরলোকযাত্রী শৃঙ্খলিত মানুষের চিরন্তন রহস্যের অন্তত কিছুটা আয়ত্তে আসবে। এবার ক্রাসাস আড়চোখে বাটিয়েটাসের দিকে তাকিয়ে আত্মগতভাবে বলল, বাস্তবিক এই কুৎসিত মোটা লোকটার কাছে আমি যথেষ্টই ঋণী, তারপর ভাবতে লাগল ছাউনির মধ্যে যে ক'টা নোংরা মেয়েমানুষ আছে তার কোনটাকে আজ রাতের মত ওর শয্যাসহচরী করে পাঠানো যায়। এরকম নির্বিকার লালসা ক্রাসাসের বোধাতীত। তার কামনার ধারা অন্যরকম। সে যাই হোক, সেনাধ্যক্ষ ব্যক্তিগত উপকারের প্রতিদানে অত্যন্ত অবহিত, উপকার যত সামান্যই হোক না কেন।

'তারপর, স্পার্টাকাস ওখান থেকে পালাল কী করে?' ল্যানিস্টাকে সে প্রশ্ন করল।

'সে পালায় নি। ওখান থেকে কেউই পালায় না। ও জায়গার এমনি মাহাত্ম্য মানুষের জগতে ফিরে আসার ইচ্ছেটা গোলামদের মন থেকে খুব তাড়াতাড়ি লোপ পেয়ে যায়। আমি স্পার্টাকাসকে ওখান থেকে কিনে আনি।'

'ওখান থেকে? কিন্তু কেন? তাছাড়া তুমি জানলেই বা কী করে, সে কে, কী রকম লোক, আর সে ওখানেই আছে?'

'আমি জানতাম না। কিন্তু আপনি কি মনে করেন গ্লাডিয়েটারদের সম্পর্কে আমার যে-নামডাক তা শুধু রূপকথা, মনগড়া গল্প। আপনি কি মনে করেন আমি একটা মোটা হাঁদা জরদ্গব, কোনো কিছুই জানি না? জানবেন, আমার ব্যবসার মধ্যেও কারসাজি আছে।'

'বটেই তো, বটেই তো', ক্রাসাস মাথা নেড়ে সায় দিল, 'কিন্তু স্পার্টাকাসকে কিনলে

কী করে ?'

'আপনাদের সেনাবাহিনীর মদ খাওয়া কি বারণ ?' খালি বোতলটা তুলে ধরে বাটিয়েটোস জিজ্ঞাসা করল। 'একে তো ঘৃণার চোখে দেখেন, এর ওপর মাতলামির আখ্যাটা নিই, এও কি আপনি চান ? জানেন তো কথায় বলে মদে না ভিজলে বোকা লোকদের জিভের জড়তা কাটে না ?'

'বেশ, বেশ, তোমার জন্যে আরো মদ আনছি,' ক্রাসাস এই বলে উঠে গেল তার শয়নকক্ষে এবং সেখান থেকে নিয়ে এল আরেকটা বোতল। বাটিয়েটাস, যে তার সহায়সঙ্গী, তাকে কৃতার্থ করতে হবে বৈকি। বাটিয়েটাসের ছিপি খোলার তর সইল না। টেবিলের পায়ায় ঠুকে বোতলের মুখটা উড়িয়ে দিল তারপর গেলাস উপচে না পড়া অবধি মদ ঢেলেই চলল।

'মদ আর রক্ত' বলে সে মৃদু হাসল। 'বেশ হত, আখড়াদার না হয়ে আমি যদি অভিযাত্রীবাহিনীর সেনাপতি হতাম। কিন্তু তাহলেই বা কী ? আপনি তো সেনাপতি, আপনার হয়ত গ্লাডিয়েটারদের লড়াই দেখতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমার এ আর ভাল লাগে না।'

'এমনিতেই আমি যথেষ্ট লড়াই দেখি।'

'তা দেখেন। কিন্তু কী জানেন, এরেনার লড়াইয়ে এমন একটা হিম্মত, এমন একটা কায়দা থাকে যা আপনাদের এলোপাথাড়ি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ঠিকমত মেলে না। স্পার্টাকাস যখন রোমের চারভাগের তিনভাগ সেনাবহরকে সাবাড় করে দিয়েছে তখন ওরা আপনাকে পাঠাচ্ছে রোমের মরা গৌরব উদ্ধার করতে। ইতালি কী আপনার দখলে ? সত্যি বলতে ইতালি তো এখন স্পার্টাকাসের দখলে। তা হোক, তবু সে হারবে, আপনি পারবেন হারাতে। রোমের কোনো শত্রুই টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু এখন, ঠিক এই মুহূর্তে, সে তো আপনাকে টেক্কা দিয়েছে, দেয় নি ?'

'তা দিয়েছে,' ক্রাসাস বলে।

'কিন্তু এই স্পার্টাকাসকে লড়তে শেখালো কে ? আমি শিখিয়েছি। রোমে সে কখনো লড়াই করে নি, আর সেরা লড়াই রোমে হয়ও না। রোম যা তারিফ করে সে তো শুধু কসাইখানা। সত্যি লড়াই বলতে যা বোঝায় তা হয় শুধু কাপুয়ায় আর সিসিলিতে। আমার সাফ কথা, কোনো ব্যাটা সৈনিক লড়াই করতে জানে না। 'গালিআ,' 'পেকটোরালিস,' 'হিউমেরালিয়া'—এত সব সাঁজোয়ায় ঢাকা থেকে কখনো লড়াই হয়। এ যেন পেটের ভেতরকার বাচ্চা—বাইরে থেকে কাঠি দিয়ে শুধু তাকে খোঁচাখুঁচি। লড়াই চান তো এরেনায় যান, একেবারে উলঙ্গ হয়ে, হাতে একটা তলোয়ার ছাড়া আর কিছু নেবেন না। বালির ওপর দিয়ে যখন হেঁটে যাবেন, দেখবেন তা রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে, রক্তের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। চারদিকে বেজে চলেছে তুরীভেরি আর দামামার গুরু গুরু শব্দ ঝাঁঝালো কড়া রোদ গায়ে এসে পড়ছে, তাকিয়ে দেখবেন ভদ্রমহিলারা উৎসাহের সঙ্গে বাহারি রুমাল দোলাচ্ছে তারা আপনার একেবারে উলঙ্গ অঙ্গটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। বিকেল হতে না হতেই তারা অবশ্য যথেষ্ট মজা পাবে কিন্তু আপনার পেটটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবার ফলে আপনার চরম মোক্ষ হয়ে যাবে। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে

থাকবেন, আর আপনার পেটের ভেতরকার সব মালমশলা বালির ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকবে। এই তো লড়াই—আর এ-লড়াই ভাল ভাবে চালানো যে সে লোকের কম্ম নয়। এর জন্যে অন্য ধাঁচের লোক দরকার। কথা হচ্ছে, সে-লোক পাচ্ছেন কোত্থেকে? তবে পয়সা রোজগার করার জন্যে পয়সা খরচ করতে আমি গররাজি নই। আমার দরকার মত লোক কিনে আনার জন্যে দিকে দিকে দালাল পাঠাই। তাদের এমন এমন জায়গায় পাঠাই যেখানে কমজোরী মানুষগুলোর মারা পড়তে দেরি হয় না, আর ভীতু কাপুরুষগুলো নিজেদের হাতেই নিজেদের খতম করে। বছরে দুবার নিউবিয়ার খনিতে আমি লোক পাঠাই। একবার, হ্যাঁ, একবারই আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলাম, সেই একবারই আমার পক্ষে যথেষ্ট। একটা খনি চালু রাখতে হলে গোলামদের একেবারে নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওদের বেশির ভাগই খুব জোর বছর দুয়েক কাজ করতে পারে, তার বেশি নয়; ছমাসের মধ্যেই কাহিল হয়ে পড়ে এমনো অনেক থাকে। কিন্তু খনি চালিয়ে লাভ করার একমাত্র উপায়, গোলামদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাটিয়ে খতম করা, আর সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি গোলাম কিনে আনা। গোলামরা তা জানে বলেই সবসময়ে তাদের মরিয়া হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। খনিতে এই মরিয়া ও বেপরোয়াভাবের মত বড় শত্রু আর কিছু নেই। ওটা একটা ছোঁয়াচে রোগ। তাই যেই একটা মরিয়া লোকের হদিশ মেলে, একটা শক্ত লোকের চাবুকের ভয়ে যে দমে না, যার কথা সবাই কান দিয়ে শোনে, সবচেয়ে ভাল হচ্ছে লোকটাকে তাড়াতাড়ি খতম করে ফেলা, তারপর সেটাকে শূলে বিঁধিয়ে রোদের মধ্যে পুঁতে রাখা। পোকামাকড়ে তার মাংস খেতে থাক আর সবাই দেখুক মরিয়া হওয়ার কী ফল। কিন্তু ওরকম করে মারাটা বিলকুল লোকসান, ওতে কারো পেট ভরে না তাই ঠিকাদারদের সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত আছে, এই ধরনের লোকগুলোকে তারা আমার জন্যে আলাদা করে রাখে এবং ন্যায্য দামে বেচে দেয়। এতে তাদেরও পকেটে দুপয়সা আসে, কারো ক্ষতিও হয় না। এই ধরনের লোকই ভুখোর গ্লাডিয়েটার হয়।'

'তাহলে স্পার্টাকাসকে তুমি এই ভাবে কিনেছিলে?'

'তা বলতে পারেন। একসঙ্গে আমি স্পার্টাকাসকে ও গান্নিকাস নামে আরেকটা থ্রেশীয়কে কিনি। সেসময় থ্রেশীয়দের লড়াই খুব চালু, কারণ ছোরার খেলায় তারা ওস্তাদ। কোনো বছর ছোরার মরশুম, কোনো বছর তলোয়ারের, কোনো বছর ফুশচিনার, বছরে বছরে হুজুগ এমনি পালটায়। অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, এমন অনেক থ্রেশীয় আছে যারা ছোরা কখনো স্পর্শই করে নি; কিন্তু তাহলে হবে কি, চলতি ধারণা, তারা ছোরা খেলায় ওস্তাদ, আর মেয়েরাও তেমনি, অন্য কারো হাতে ছোরা কিছুতে বরদাস্ত করবে না।'

'তুমি নিজে তাকে কিনে এনেছিলে?'

'না, আমার দালালদের দিয়ে কিনেছিলাম। তারা ওদের দুটোকে শেকলে বেঁধে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে জাহাজে চালান করে দেয়। নেপলস্'এর বন্দরে আমার একজন দালাল থাকে। সেখান থেকে পালকিতে করে সে-ই পাঠাবার ব্যবস্থা করে।'

'তোমার ব্যবসাটা দেখছি ছোটখাটো নয়,' ক্রাসাস স্বীকার করল। কোথায় দুপয়সা খাটিয়ে কিছু লাভ হতে পারে ক্রাসাসের সেদিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি।

'আপনি তা বুঝেছেন দেখছি,' বাটিয়েটাস মাথা নাড়ল। কৃতার্থ হয়ে তার প্রকাণ্ড

চোয়ালটা প্রসারিত করতেই কস বেয়ে খানিকটা মদ গড়িয়ে পড়ল। 'খুব কম লোকই বোঝে। আচ্ছা বলুন তো, কাপুয়ায় আমার কত টাকা খাটছে?'

ক্রাসাস ঘাড় নেড়ে বলল, 'এদিকটার কথা আমার কখনো মনেই হয় নি। গ্লাডিয়েটারদের দেখতে যাই, তাদেরই দেখি। এরেনায় নামার আগে তাদের জন্যে কত খরচ করতে হয়, কে তা ভেবে দেখে? না ভাবাই স্বাভাবিক। অভিযাত্রীবাহিনী দেখে লোকে যেমন ভাবে, এ-বাহিনী বরাবর আছে, বরাবর থাকবেও।'

এ একেবারে চরম তোষামোদ। বাটিয়েটাস মদের পাত্রটা নামিয়ে রেখে সেনাধ্যক্ষের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, তারপর তার স্ফীত নাসাটা আঙুল দিয়ে ঘষতে থাকে।

'তবু, আন্দাজ করুন দেখি।'

'লাখ দশেক?'

'পঞ্চাশ লক্ষ দিনারি,' বাটিয়েটাস ধীরে ধীরে জোর দিয়ে বলল, 'পঞ্চাশ লক্ষ দিনারি। এই দেখুন না, পাঁচ পাঁচটা দেশে আমার দালাল আছে। তাদের সঙ্গে আমার লেনদেন চালাতে হয়। নেপল্‌স'এর বন্দরে একজনকে রাখতে হয়েছে। তাছাড়া আমি যা খাওয়াই, একেবারে সেরা খাদ্য—যব গম গরুর মাংস আর ছাগলের দুধের পনীর। ছোটখাটো খেলা দেখাবার জন্যে আমার নিজেরই একটা এরেনা আছে, কিন্তু তার বসবার মঞ্চের খানিকটা পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছি গণ্যমান্য লোকেদের জন্যে। কিন্তু ওইটুকু বাঁধাতে পুরো পাঁচটি লক্ষ বেরিয়ে গেছে। এর ওপর নগররক্ষী বাহিনীর একটা দলকে আমায় পুষতে হচ্ছে—তাদের থাকাখাওয়ার খরচ আমার। এ-বাবদে ঘুষ-ঘাষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। মাপ করবেন, এসব কথা আপনার কাছে বলে ফেললাম। ফৌজের সবাই তো আপনার মত নয়। এর পরে, রোমে যদি গ্লাডিয়েটারদের লড়াই দেখাতে চাই তার জন্যে বছরে তো পঞ্চাশটি হাজার দিনারি ট্রিবিউন আর মহল্লাওয়ালাদের জন্যে ধরাই আছে। মেয়ে পোষার খরচটা না হয় বাদই দিলাম।'

'মেয়ে?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করল।

'একটা গ্লাডিয়েটার ক্ষেতের চাষা নয়। তার মেজাজ যদি ঠিক রাখতে চান সঙ্গে নিয়ে ঘুমোবার জন্যে কোনোকিছু তাকে দিতেই হবে। ওইটুকু পেলে সে খায়ও ভাল, লড়েও ভাল। মেয়েদের জন্যে আমার আলাদা একটা হারেমই আছে। আমি যা কিনি সেরা খাপসুরত চীজ, চামশিটে শুকনো বুড়ি বা বাজারের বেশ্যা নয়, প্রত্যেকটা শাঁসালো ডবকা আর একেবারে আনকোরা। আমি জানি কারণ আমারই হাত দিয়ে তা যায়।' এক চুমুকে তার পাত্রটা শেষ করে ফেলে জিভ দিয়ে সে ঠোঁটটা চেটে নিল, তারপর কাতরভাবে চেয়ে রইল, যেন একা সে আর থাকতে পারছে না। 'আমার কিন্তু মেয়েমানুষ চাই,' ধীরে ধীরে মদ ঢালতে ঢালতে আবদারের সুরে সে বলল, 'কারো কারো হয়ত না হলেও চলে—আমার কিন্তু চাই।'

'আর ওটা—ওই মেয়েটা, যাকে সবাই স্পার্টাকাসের স্ত্রী বলে?'

'ভেরিনিয়া', বাটিয়েটাস আত্মগতভাবে বলল। তার মনের গতি যেন নিজের দিকে ঘুরে গেল। চোখদুটো জ্বলে উঠল উদগ্র ঘৃণা ক্রোধ আর লালসায়। আপন মনে সে আবার বলল, 'ভেরিনিয়া।'

'তার সম্পর্কে আমায় বলো।'

সামান্যক্ষণ চুপচাপ। এই স্বল্প নীরবতা পরের কথাগুলির চেয়ে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ মনে হল ক্রাসাসের কাছে। 'যখন তাকে কিনি তার বয়স ছিল উনিশ। জার্মান ছুঁড়ি, দেখতে ভালই—যদি হলদে চুল আর নীল চোখ আপনার ভাল লাগে। হাড় বজ্জাত, ছুঁড়িটাকে খতম করেই ফেলতাম। তা না করে দিলাম স্পার্টাকাসের ঘাড়ে চাপিয়ে। মজা দেখার জন্যে। ছোঁড়াটাও যেমন মেয়েমানুষ চাইত না, ছুঁড়িটাও তেমনি পুরুষের ধারে কাছে ঘেঁষত না। দুটোকে মিলিয়ে দিয়ে একটু মজা করলাম।'

'তার বিষয়ে যা জানো, বলো,' ক্রাসাস নাছোড়বান্দা।

'বললাম তো,' বাটিয়েটাস খেঁকিয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল, টলতে টলতে তাঁবুর পর্দা ঠেলে বাইরে গেল। ক্রাসাস শুনতে পেল, সে বাইরে প্রস্রাব করছে। সেনাধ্যক্ষের মস্ত গুণ ছিল, লক্ষ্যপথ থেকে কোনো কারণেই নিজেকে বিচ্যুত না করা। বাটিয়েটাস টলতে টলতে টেবিলে ফিরে আসতে সে তাই বিন্দুমাত্র বিব্রত বোধ করল না। এই ল্যানিস্টাটাকে ভদ্রলোক বানাতে সে চায়ও না, তা তার উদ্দেশ্যও নয়।

'তার বিষয়ে আমাকে বলো,' সে জোর করতে থাকে।

বাটিয়েটাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

'আমি যদি চুর মাতাল হই, আপনার আপত্তি আছে?' বোঝা গেল তার মর্যাদাবোধ আহত হয়েছে।

'ও ব্যাপারে আমার কোনো মতামত নেই। তোমার খুশিমত চালাতে পার,' ক্রাসাস জবাব দিল। 'আচ্ছা, তুমি যে বলেছিলে স্পার্টাকাস ও গান্নিকাসকে পালকিতে করে আনিয়েছ, নিশ্চয়? তাদের বেঁধে এনেছ শেকলে।'

বাটিয়েটাস ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'তাহলে, তাকে আগে দেখ নি?'

'না। আমি যা দেখেছিলাম তা আপনাদের নজর এড়িয়ে যেত। কিন্তু মানুষকে আমি চিনি অন্যভাবে। ওদের দুটোরই ছিল একমুখ দাড়িগোঁফ, গা ভর্তি দগদগে ঘা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাবুকের দাগ-এর ওপর বেহদ্দ নোংরা। গায়ে এমন দুর্গন্ধ যে তাদের কাছে গেলে নাড়িভুঁড়ি উঠে আসত। নিজেদের বিষ্ঠা সর্বাঙ্গে শুকিয়ে রয়েছে। শরীর একেবারে কঙ্কালসার, ধুঁকছে, শুধু তাদের চোখদুটোয় মরিয়া ভাব। আপনারা পায়খানা সাফ করার জন্যেও তাদের নিতেন না, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে কিছু একটা দেখতে পেলাম। আমার দেখতে পাওয়ার কারণ আমার সে-চোখ আছে। আমি তাদের স্নান করিয়ে, দাড়িগোঁফ কামিয়ে, চুল ছাঁটিয়ে, তেল দিয়ে কষে দলাইমলাই করিয়ে, ভরপেট খাইয়ে—'

'এবারে ভেরিনিয়ার বিষয়ে বলবে?'

'চুলোয় যাক।'

আখড়াদার মদের পাত্রের জন্যে হাত বাড়াল। নড়বড়ে হাত দিয়ে ধরতে গিয়ে পাত্রটা উপুড় হয়ে পড়ে গেল। টেবিলটার ওপর ঝুঁকে সে পড়ে থাকে, মদের লাল দাগটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। তাতে সে কী যে দেখছে কেউ বলতে পারে না। হয়ত দেখছে তার অতীতকে, হয়ত ভবিষ্যতেরও কিছুটা সেখানে ভেসে উঠছে। গণকেরা যা বলে তার

সবটাই তো বুজরুকি নয়, কারণ একমাত্র মানুষেরই কর্মফল বিচারের ক্ষমতা আছে, জানোয়ারের নেই। এই সেই ব্যক্তি যে স্পার্টাকাসকে গড়ে তুলেছে। এমন একটা ভবিষ্যতের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়েছে যার অন্ত নেই,—হয়ত কোনো মানুষেরই থাকে না। কিন্তু তার স্থান অজ্ঞাত অনাগত কালের স্মৃতিপটে চিরস্থায়ী রয়ে গেল। স্পার্টাকাস যাদের হাতে গড়া তাদের শিক্ষাগুরু মুখোমুখি বসে রয়েছে স্পার্টাকাসকে যারা ধ্বংস করবে তাদের দলপতির সামনে ; দুজনেরই মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাসাভাসা দুর্বোধ্য একটা ধারণা ভেসে উঠছে, স্পার্টাকাস অজেয়। যত ক্ষীণতম আভাসই হোক, দুজনেই যখন এক ধারণার অংশীদার, দুজনেই একই পথের পথিক।

৫

(সেনাধ্যক্ষ ক্রাসাস বলে চলেছে, শুনছ তো, তোমার মোটা বন্ধু লেণ্টুলাস বাটিয়েটাসের কাহিনী, কিন্তু তার পার্শ্বশায়িত যুবা কেইয়াস ক্রাসাস তখন চোখ বুজে ঢুলছে—গল্পটা সে শুনেছে ছাড়া-ছাড়া ভাবে। ক্রাসাস গল্প বলিয়ে নয় ; যে গল্প সে বলল তা তার মনে গাঁথা রয়ে গেছে। গল্প নয়, এ তারই স্মৃতিকথা, তারই আশা ও আশঙ্কার কাহিনী। দাসবিদ্রোহ চুকে গেছে। স্পার্টাকাসও চুকে গেছে। ভিলা সালারিয়া আজ শান্তি সমৃদ্ধির নিদর্শন। আহা, এই রোমক শান্তি মরজগতকে পূত পবিত্র করেছে, তাইতো ক্রাসাস একটা বালককে নিয়ে শয্যাশায়ী। এতে দোষেরই বা কী ? সে নিজেকে প্রশ্ন করে। অপরাপর মহাপুরুষের কীর্তিকলাপের চেয়ে এ কি হেয়তর ?

(কেইয়াস ক্রাসাস ভাবছে রোম থেকে কাপুয়া পর্যন্ত সারিবদ্ধ ক্রুশগুলোর কথা। এখনো সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নি। কোনো অনুতাপ, কোনো উদ্বেগ তার নেই বিখ্যাত সেনাপতির শয্যায় শুয়েছে বলে। পুরুষে পুরুষে এই অস্বাভাবিক আচরণ তাদের কাছে এতই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যুক্তিতর্কের জাল বুনে পাপস্খলনের তাগিদটাও তারা বোধ করে না। এসব তার কাছে স্বাভাবিক। পথের ধারে ধারে যে-ছ'হাজার ক্রীতদাস ক্রুশে ঝুলছে তাদের যন্ত্রণাও তার কাছে স্বাভাবিক। সে সুখী, মহামহিম সেনাপতি ক্রাসাসের চেয়ে সে অনেক বেশি সুখী। মহামহিম ক্রাসাস বিভীষিকায় আক্রান্ত। কিন্তু যে-ক্রাসাস তরুণ ও অভিজাত, —হয়ত ওরই কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয় কারণ ক্রাসাস পরিবার সে সময়ে রোমের অন্যতম বৃহত্তম পরিবার বলে গণ্য—সে-ক্রাসাস বিভীষিকা ও আতঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

(একথা কিন্তু সত্যি, স্পার্টাকাসের প্রেতাত্মাকে সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। মরা গোলামটার ওপর ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ ভরে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, যেই সে চোখ খুলে ক্রাসাসের ছায়ায় ঢাকা মুখখানা দেখল সে আর তার ঘৃণার কারণ খুঁজে পেল না।

(তুমি তো ঘুমোচ্ছ না, ক্রাসাস বলে, যাই বলো, তুমি কিন্তু ঘুমোচ্ছ না। যাক, আমার গল্প বলা শেষ হল, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল। কিন্তু যা বললাম, শুনেছ কি ? আচ্ছা স্পার্টাকাসকে তুমি দেখতে পার না কেন ; সে তো মরে ভূত হয়ে গেছে !

(কিন্তু কেইয়াস ক্রাসাস তখন অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে। সে চলে গেছে চারবছর আগে। ব্রাকাস তখন তার বন্ধু। ব্রাকাসের সঙ্গে সে আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে কাপুয়ায় গিয়েছে। সেখানে ব্রাকাস তাকে খুশি করতে চাইছে। খুশি করতে চাইছে খুব ঘটা করে, অজস্র অর্থ ব্যয় করে। আর প্রিয়জনকে পাশে নিয়ে এরেনার উঁচু গদিতে বসে বসে মানুষে মানুষে খুনোখুনি করে মরছে এমন দৃশ্য দেখার চেয়ে আরো বেশি তৃপ্তিকর আর কি কিছু হতে পারে! সেই সময়ে, এখন থেকে অর্থাৎ ভিলা সালারিয়ার এই আশ্চর্য সন্ধ্যার চার বছর আগে ব্রাকাসের সঙ্গে সে এক শিবিকায় বসেছিল, ব্রাকাস তাকে খুশি করার জন্যে কথা দিয়েছিল, সেরা লড়াই তাকে দেখাবে, লড়াইয়ের ঘাঁটি কাপুয়ায়,—খরচের জন্যে সে পরোয়া করে না। বালির ওপর রক্ত ঝরে ঝরে পড়বে আর তারা তাই দেখতে দেখতে সুরাপান করবে।

(তারপর ব্রাকাসের সঙ্গে সে গিয়েছিল লেণ্টুলাস বাটিয়েটাসের কাছে। তার আখড়া ছিল সবার সেরা এবং ইতালির শ্রেষ্ঠ গ্লাডিয়েটাররা ছিল তার হাতে গড়া।

(কেইয়াস ভাবছে, এই সব ঘটেছিল চারবছর আগে দাসবিদ্রোহ যখন শুরুই হয় নি, যখন স্পার্টাকাসের নামও কেউ শোনে নি। আর এখন, ব্রাকাস মারা গেছে, স্পার্টাকাসও গত, আর সে, কেইয়াস রোমের শ্রেষ্ঠ সেনাপতির সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে রয়েছে।)

তৃতীয় খণ্ড

ভিলা সালারিয়ার সেই সন্ধ্যায় বছর চারেক আগে মারিয়াস ব্রাকাস ও কেইয়াস ক্রাসাস' এর প্রথম কাপুয়ায় যাত্রার এবং সেখানে দুইজোড়া গ্লাডিয়েটারের লড়াইয়ের কাহিনী।

,,

সুন্দর এক বসন্ত দিনে আখড়াদার লেণ্টুলাস বাটিয়েটোস প্রশস্ত প্রাতরাশে তার ঔদরিক আয়তন বেশ কিছুটা বৃদ্ধি করে তার দফতরখানায় বসে মাঝে মাঝে যখন উদ্গার করে চলেছে, এমন সময় তার গ্রীক গোমস্তা সেখানে এসে খবর দিল, অল্পবয়স্ক দুজন রোমান বাইরে অপেক্ষা করছে, তারা কয়েক জোড়া গ্লাডিয়েটারের লড়াই সম্পর্কে কথা বলতে চায়।

বাটিয়েটাসের অর্থসম্পদের নিদর্শন তার এই দফতরখানা আর এই গোমস্তা। গোমস্তাটা সুশিক্ষিত গ্রীক ক্রীতদাস। মহল্লার দলাদলি ও রাস্তার গুন্ডাবাজীতে বাটিয়েটাসের অর্থোপার্জনের সূত্রপাত। তারপর বিচক্ষণের মত একটার পর একটা প্রতিপত্তিশালী পরিবারের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করে তার অর্থাগম কম হয়নি। এছাড়াও তার সংগঠনী শক্তির দৌলতেও কম আয় হয়নি। তার নিদর্শন শহরের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ধড়িবাজ গুন্ডাদল, তা তার নিজ হাতে গড়া। এইসব উপায়ে তার অর্থাগম ভালই হয়েছে—এবং সযত্নসঞ্চিত তার এই উপার্জন কাপুয়ায় ছোটখাটো একটা গ্লাডিয়েটারদের আখড়ায় ঢেলে সে বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। প্রায়ই তাকে বলতে শোনা যায়, অদৃষ্টের ঢেউয়ের ওপর সে ভাসছে। সত্যিই তাই। একটা গুন্ডার দৌড় কতদূর হতে পারে, আর গুন্ডাগিরি যার পেশা সে এত বিচক্ষণ হতে পারে না, যে সবসময় বিজয়ীর দলটা বেছে নেবে। বিপক্ষদলের হঠাৎ জয়লাভ ও নবাগত কনসালের নৃশংস অত্যাচারের ফলে তার দলের চেয়ে অনেক শক্তিশালী দল রোমের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অপরপক্ষে টাকা খাটানোর এবং লাভ করার এক নতুন পথ খুলে দিল এই জোড়ের লড়াই,—গ্লাডিয়েটারদের লড়াইকে সচরাচর এই বলেই সবাই জানত। ব্যবসার দিক থেকে এটা ছিল আইনসঙ্গত ও অনুমোদিত। কালের গতি অনুধাবনে সক্ষম যে কেউ বুঝতে পারত ব্যবসাটা সবে শৈশবাবস্থায় রয়েছে, কদাচিৎ অনুষ্ঠিত এই আমোদ অনুষ্ঠান শীঘ্রই সমগ্র একটা সমাজকে মাতিয়ে তোলার মত হুজুগে পরিণত হবে। রাজনীতিজ্ঞেরা বুঝতে শুরু করেছেন ভিন্ন রাজ্যে সার্থক যুদ্ধ চালানোর গৌরব ভাগ্যে যদি না জোটে, দেশে ছোটখাটো একটা লড়াইয়ের আয়োজন করে কিছুটা সেইরকম পরিস্থিতি আমদানি করা যেতে পারে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে শতঘ্নক্রীড়া এর মধ্যেই বেশ চালু হয়ে উঠেছে।

সুদক্ষ গ্লাডিয়েটারের চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব, তাদের বাজারদর তাই ক্রমেই বেড়ে চলল। নগরে নগরে পাথর বাঁধানো এরেনা তৈরি হতে লাগল। শেষকালে কাপুয়াতে যখন ইতালির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর এরেনা প্রতিষ্ঠিত হল, লেন্টুলাস বাটিয়েটাস সেখানে গিয়ে একটা আখড়া খুলবে মনস্থ করল।

সে শুরু করেছিল খুব সামান্যভাবেই—ছোট একটা মল্লশালা আর মোটামুটি একটা লড়াইয়ের আখড়া নিয়ে, একবারে সেখানে একজোড়াকে শেখানো চলে। কিন্তু দেখতে দেখতে তার ব্যবসা ফেঁপে উঠল। এখন, পাঁচ বছর পরে সে বিরাট এক প্রতিষ্ঠানের মালিক। একশ' জোড়ার বেশি গ্লাডিয়েটার এখন তার মজুত, তাদের সে তালিম দিচ্ছে। এখন তার পাথরে তৈরি কয়েদখানা হয়েছে, নিজস্ব ব্যায়ামশালা, স্নানাগার, তালিম দেবার আখড়া, এবং ঘরোয়া প্রদর্শনীর জন্যে নিজস্ব এরেনাও হয়েছে। সাধারণ অ্যাম্ফিথিয়েটারের তুলনায় যদিও এরেনাটা কিছু নয়, তবু পঞ্চাশ যাটজন ... মঞ্চে বসতে পারে এমন ব্যবস্থা আছে এবং তিন জোড়া গ্লাডিয়েটার একসঙ্গে লড়াই করতে পারে এমন প্রশস্ত তার আয়তন। এ ছাড়া, স্থানীয় সামরিক মহলের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছে—অবশ্য উপযুক্ত ঘুষ সহযোগে—যার ফলে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য সর্বদা তার তলবে থাকে এবং নিজস্ব রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার দায় থেকে সে অব্যাহতি পেয়েছে। তার রসুইখানা ছোটখাটো একটা সেনাবাহিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত—কারণ গ্লাডিয়েটার ও তাদের সহচরীরা, সর্দার, তালিমদার, গৃহস্থালীর দাসদাসী, শিবিকাবাহক, এইসব নিয়ে তার প্রতিষ্ঠানে চারশ'র ওপর লোক। তার আত্মশ্লাঘার যুক্তিসংগত কারণ আছে।

বসন্তের এই উজ্জ্বল প্রভাতে যে-দফতরখানায় সে বসে রয়েছে, সম্প্রতি সেটি তার অধিকারে এসেছে। ব্যবসায়ী জীবনের সূত্রপাতে বাইরের জাঁকজমককে সে পরিহার করে চলত। নিজে সে অভিজাত নয়, নিজেকে সে সে-ভাবে জাহিরও করত না। কিন্তু লাভের অঙ্ক বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, সে ভেবে ঠিক করল, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জী...যাত্রা নির্বাহ করা উচিত। অতএব সে গ্রীক গোলাম কিনতে শুরু করল, এবং তার সওদার অন্তর্ভুক্ত হল একজন স্থপতি ও একজন গোমস্তা। স্থপতিটি তাকে বুঝিয়ে রাজি করাল তার দফতরখানাটা গ্রীক পদ্ধতিতে নির্মাণ করতে, —অর্থাৎ তার ছাদটা হবে সমতল, লম্বা লম্বা স্তম্ভ থাকবে, দেয়াল থাকবে শুধু তিন দিকে, চতুর্থ দিকটা সম্পূর্ণ খোলা থাকবে এমন দিকে যে-দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য সবচেয়ে মনোহর। তাই গ্রীক ধাঁচের এই দফতরখানা। পর্দাগুলো সরিয়ে দিলে ঘরের সম্পূর্ণ একটা দিক নির্মল আলো বাতাসের দিকে উন্মুক্ত হয়ে যায়। মর্মর পাথরে বাঁধানো ঘরের মেঝেটি এবং যেখানে বসে সে কাজ করে সেই সুন্দর সাদা টেবিলটি উৎকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক। খোলাদিকটা পশ্চাৎভাগে রেখে দরজার মুখোমুখি সে বসে আছে। দরজার ওধারে কেরানিদের থাকার কামরা এবং সাধারণের বসার ঘর। কোথায় আজকের এই অবস্থা আর কোথায় রোমের অলিতে গলিতে গুণ্ডাবাজীর দিনগুলো!

এবারে গোমস্তাটা বলল, 'মনে হচ্ছে দুজনেই লক্কা পায়রা। গায়ে ভুরভুর করছে বাস, মুখে রঙ, আঙুলে দামী দামী আংটি, কাপড়জামাও সেই রকম। অনেক টাকা আছে মনে হচ্ছে, কিন্তু ওরা বয়াটে, হুজ্জৎ করবে। একজন একেবারে বাচ্চা ছোঁড়া, কুড়ি-একুশ বছর

বয়স হবে। আরেকজন তাকে তোয়াজ করতে ব্যস্ত।'

'তাদের আসতে বলো,' বাটিয়েটাস বলল।

অল্পক্ষণ পরেই তরুণদ্বয় প্রবেশ করল। বাটিয়েটাস অত্যধিক সৌজন্য প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল এবং তার টেবিলের সামনে দুটি আসনে তাদের বসতে ইঙ্গিত করল।

তারা এসে বসল। বাটিয়েটাস এক নজরে তাদের মোক্ষমভাবে দেখে নিল। দেখলে, তাদের টাকার গরম আছে ; এ-গরম থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যায় এদের অর্থ জাহির করার প্রয়োজন নেই। তারা সৎ বংশের ছেলে, কিন্তু তেমন বনেদি ঘরের নয়, —কারণ তাদের আচার ব্যবহারে যে-স্বরূপটা অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে উঠেছে প্রাচীনপন্থী নগরপ্রধানদের মধ্যে কেউ তা বরদাস্ত করত না। উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ কেইয়াস ক্রাসাস মেয়েদের মত সুন্দর। ব্রাকাস বয়সে কিছু বড়, একটু রুক্ষ প্রকৃতির, দুজনের মধ্যে তারই প্রাধান্য বেশি। তার চোখদুটো নীল, আবেগহীন, মাথার চুল বাদামী, ঠোঁটদুটো পুরু, মুখে একটা বিরক্ত ভাব। কথাবার্তা সে-ই বলছে। কেইয়াস শুধু শুনে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে সশ্রদ্ধ ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার বন্ধুকে দেখছে। আর ব্রাকাস গ্লাডিয়েটারদের সম্পর্কে যেরকম সহজভাবে কথা কইছে তাতে বোঝা যাচ্ছে মল্লক্রীড়ার সে একজন অনুরাগী ভক্ত।

'আমি ল্যানিস্টা লেণ্টুলাস বাটিয়েটাস,' মোটা লোকটা বলল। নিজেকে সে ইচ্ছে করেই অশ্রদ্ধেয় আখ্যায় ভূষিত করল এবং এর জন্যে সে প্রতিজ্ঞা করল, দিন শেষ না হতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার দিনার ওদের দিয়ে যেতে হবে।

ব্রাকাস নিজেদের পরিচয় দিয়ে সরাসরি তার বক্তব্য পেশ করল। 'আমরা দু-জোড়ার খেলা দেখতে চাই—শুধু আমরা দেখব।'

'কেবল আপনারা দুজন ?'

'আমরা আরো দুই বন্ধু।'

ল্যানিস্টা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে হাতদুটো এক করল, যাতে তার হীরেদুটো, পান্না ও চুনিটা বেশ নজরে পড়ে।

'তার ব্যবস্থা হতে পারে,' সে বলল।

'না মরা পর্যন্ত খেলতে হবে,' ব্রাকাস নির্বিকারভাবে বলল।

'সে কি !'

'যা বলার আমি বলেছি। আমি চাই দু-জোড়া থ্রেশীয় আমরণ লড়বে।'

'কিন্তু কেন ?' বাটিয়েটাস জানতে চাইল, 'আমি বুঝতে পারি না, যখনই রোম থেকে আপনাদের মত অল্পবয়সী ভদ্দরলোকেরা আসেন, কেন তাঁরা আমরণ লড়াই দেখার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। আপনারা তো ঠিক সেইরকম রক্তপাত—সেইরকম কেন, তার চেয়ে ঢের ভাল লড়াই দেখতে পারেন হারজিতের মধ্যে। তাহলে না মরা পর্যন্ত কেন ?'

'কারণ আমাদের তাই ভালো লাগে।'

'এটা তো আর উত্তর হল না। আচ্ছা দেখুন, এদিকে দেখুন,' বলে বাটিয়েটাস হাতদুটো মেলে ধরল। তারপর ক্রীড়াবিশেষজ্ঞের কাছে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা ও সুচিন্তিত মতামতের জন্যে যেন পেশ করছে, এইভাবে বলতে থাকে 'আপনারা থ্রেশীয়দের চান। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সেরা থ্রেশীয়দের খেলা আমি দেখাতে পারি, কিন্তু যদি তাদের মৃত্যু চান, সাচ্চা

লড়াই বা ভালো ছোরার কাজ দেখতে পাবেন না। আমার মতই আপনারা তা ভালভাবে জানেন। আপনারাই ভেবে দেখুন। আপনারা পয়সা খরচ করবেন। কিন্তু এক নিমেষেই সব খতম। তার বদলে আমি আপনাদের সারাদিন ধরে খেলা দেখাচ্ছি, আর তা এমন মারাত্মক যে রোমে আজ পর্যন্ত যত খেলা দেখেছেন তার কাছে সেসব কিছুই না। সত্যি কথা বলতে কি, এখানকার সাধারণ থিয়েটারে আপনারা যা দেখতে পাবেন রোমের যে-কোনো জায়গার চেয়ে তা ভালো। কিন্তু আমার কাছে যদি ঘরোয়াভাবে খেলা দেখতে আসেন, আমাকে দেখতেই হবে যাতে আমার সুনাম বজায় থাকে। আমার নামডাক তো কসাই হিসেবে নয়। আমি আপনাদের সাচ্চা লড়াই দেখাতে চাই, টাকায় যে-লড়াই কেনা যায় তার মধ্যে অন্তত সেরা।'

'আমরা সাচ্চা লড়াই দেখব।' ব্রাকাস মৃদু হাসল। 'তবে লড়াই করতে করতে মরা চাই।'

'দুটো যে একসঙ্গে মেলে না।'

'তোমার মতে মেলে না ঠিকই,' ব্রাকাস ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি আমার টাকা ও তোমার গ্লাডিয়েটার, দুটোকেই টিকিয়ে রাখতে চাও। আমি কোনো কিছুর জন্যে যখন পয়সা দিই, তখন তা কিনে নিই। আমরণ লড়বে, এই শর্তে দামি দুজোড়াকে কিনে নিচ্ছি। আমি যা চাই তাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, বেশ আমি অন্যত্র যাচ্ছি।'

'আহা, আমি কি বলেছি আমার আপত্তি আছে! আপনি যা ভাবছেন তার চেয়েও বেশি আনন্দের ব্যবস্থা করছি। চান তো, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দফায় দফায় লড়ে যাবার জন্যে দুজোড়া করে গ্লাডিয়েটার সমানে এরেনার মধ্যে রেখে দিচ্ছি—পুরো আটঘণ্টা ধরে খেলা দেখতে পারেন। জোড়ের মধ্যে কেউ বেশি রকম জখম হলে তাকে পালটে দেব। আপনি ও আপনার সঙ্গিনীরা যতখানি উত্তেজনা ও রক্তপাত চান, আমি কবুল করছি, তা আমি দেবই, আর এত কিছুর জন্য আপনার কাছ থেকে চাইব মাত্র আটহাজার দিনার। তাও, মদ, খাদ্য ও আপনার খবরদারীর যাবতীয় খরচ সমেত।'

'তোমাকে জানিয়েছি, আমরা কী চাই। দরকষাকষি আমি পছন্দ করি না।' ব্রাকাস অটল।

'আচ্ছা বেশ। কিন্তু তার জন্যে আপনাকে পঁচিশ হাজার দিনার দিতে হবে।'

কেইয়াস চমকে উঠল। এই বিরাট অঙ্কটা শুনে সত্যিই সে একটু ঘাবড়ে গেল, কিন্তু ব্রাকাস শুধু কাঁধদুটো একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'তাই হবে। হ্যাঁ, ওদের উলঙ্গ হয়ে লড়তে হবে।'

'উলঙ্গ হয়ে?'

'ল্যানিস্টা, আমি যা বলেছি শুনেছ!'

'বেশ।'

'তাছাড়া ফাঁকিবাজি চলবে না। মিথ্যে ছুরি চালিয়ে তারা দুটোতে মিলে যে বালির উপর উবুড় হয়ে পড়বে আর ভান করবে খতম হয়ে গেছে, তাতে হবে না। দুজনেই যদি মাটিতে পড়ে, তোমার সর্দারদের মধ্যে কেউ গিয়ে তাদের গলা কেটে আসবে। তাদেরও যেন তা জানা থাকে।'

বাটিয়েটাস ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'এখন আমি অগ্রিম দশহাজার দিচ্ছি—বাকিটা পাবে দুজোড়া খতম হলে।'

'বেশ। দয়া করে ঐ আমার খাজাঞ্চীর হাতে দিন। ও-ই আপনাকে রসিদ দেবে, আর আপনার হয়ে চুক্তিপত্র তৈরি করবে। এখান থেকে যাবার আগে, ওদের কি দেখে যেতে চান ?'

'এরেনাটা সকালের দিকে কি পাওয়া যাবে ?'

'সকালে—তাই হবে। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে রাখি। এই ধরনের লড়াই খুব তাড়াতাড়ি খতম হয়ে যেতে পারে।'

'ল্যানিস্টা, দয়া করে আমাকে আর সাবধান করো না।' ব্রাকাস কেইয়াসের দিকে ফিরে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী গো খোকা, ওদের দেখতে ইচ্ছে করছে ?'

কেইয়াস সলজ্জভাবে একটু হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল। বাটিয়েটাসের ঘর থেকে তারা বেরিয়ে গেল এবং পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে ও চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে তারা তাদের শিবিকায় গিয়ে বসল। শিবিকাগুলো আখড়ায় নিয়ে যাওয়া হল। কেইয়াস ব্রাকাসের থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। কখনো কোনো পুরুষের এমন চমৎকার ব্যবহার তার চোখে পড়ে নি। পঁচিশ হাজার দিনার বলে নয়—সে নিজে মাসে একহাজার দিনার হাতখরচ পায় এবং পরিচিত সবার মতে তা আশাতিরিক্ত, কিন্তু খরচের এই পদ্ধতি এবং মানুষের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা তাকে অভিভূত করেছে। অনুযাপর এই যে অবজ্ঞা, কেইয়াসের মতে, এটা বিশ্বনাগরিকতার শেষ পর্যায়ের লক্ষণ এবং এই মনোভাব তার সারাজীবনের কাম্য। এক্ষেত্রে তা তো ছিলই, উপরন্তু ছিল আশ্চর্য অবিচল বাক্চাতুরি। হাজার বছরের চেষ্টাতেও এ-সাহস তার কখনো হত না যাতে সে দাবি করতে পারত গ্লাডিয়েটাররা উলঙ্গ লড়াই করুক : অথচ অন্যতম কারণ এই-ই, যার জন্যে তারা রোমের কোনো এরেনায় না গিয়ে কাপুয়ায় এসেছে খেলা দেখতে আর ফুর্তি লুটতে।

আখড়ার চত্বরে এসে বাহকেরা শিবিকা দুটো নামাল। আখড়ার চত্বরটা লৌহবেষ্টনী দিয়ে ঘেরা। জায়গাটা লম্বায় একশ' পঞ্চাশ ফুট এবং চওড়ায় চল্লিশ ফুট। এর তিনদিকে লোহার খাঁচা, চতুর্থ দিকে কারাকক্ষের মত গ্লাডিয়েটারদের থাকার আস্তানা। কেইয়াস বুঝতে পারল বনজন্তু রাখতে ও পোষ মানাতে যে কলাকৌশল দরকার হয় তার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চস্তরের ও ভয়ঙ্কর রকমের কলাকৌশল দরকার হয় এখানে, কারণ একটা গ্লাডিয়েটার শুধু ভয়ানক জন্তুই নয়, সে চিন্তা করতেও সক্ষম। আখড়ায় ব্যায়ামরত মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে তার সর্বাঙ্গে ভয় ও উত্তেজনার এক রোমাঞ্চকর শিহরণ বয়ে গেল। তারা সংখ্যায় প্রায় একশো, পরনে একটা করে কৌপীন ছাড়া আর কিছুই নেই, গোঁফদাড়ি পরিস্কার করে কামানো, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, কাঠের লাঠিসোটা নিয়ে পাঁয়তাড়া কষছে। পাঁচ ছ'জন তালিমদার ওদের মধ্যে টহল দিচ্ছে। সব তালিমদারের মত এরাও পুরনো ঘাগী সৈনিক। তালিমদারের একহাতে খর্বাকার স্পেনীয় তলোয়ার এবং অন্যহাতে ভারি পেতলের আঙুলমোড়া কশা, হুঁশিয়ার হয়ে সন্তর্পণে তারা ঘোরাফেরা করছে, সতর্ক ও চকিত তাদের চাউনি। সেনাবাহিনীর এক একটা দল সমগ্র বেষ্টনীটা ঘিরে টহল দিয়ে যাচ্ছে। কী অস্বাভাবিক তাদের নিয়মনিষ্ঠা তা বোঝা যায় ভারি ভারি

ঐ মারাত্মক 'পিলা'গুলো বহন করা দেখে। কেইয়াস ভাবল, সত্যি এই ধরনের লোকেদের কয়েকজনের মৃত্যুমূল্য যে বেশি হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গ্লাডিয়েটারদের চেহারাও অপূর্ব পেশিমণ্ডিত, বেগবান চিতার লাবণ্য তাদের দেহভঙ্গিতে। মোটামুটি তারা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, ইতালিতে এই সময়ে এই তিন শ্রেণীর মল্লই ছিল জনপ্রিয়। এদের মধ্যে থ্রেশীয়দের চাহিদাই ছিল সর্বাধিক,—থ্রেশীয় সংজ্ঞাটা জাতিগত অর্থের চেয়েও দলগত বা পেশাগত অর্থেই ব্যবহার হত বেশি, এর প্রমাণ অনেক গ্রীক ও ইহুদি থ্রেশীয় বলেই অভিহিত হত। তারা লড়াই করত একটু বাঁকানো খর্বাকার এক ধরনের ছোরা নিয়ে, তার নাম 'সিকা'। থ্রেশ ও জুডিয়া, যে-দুই অঞ্চল থেকে ওদের যোগাড় করা হত, সেখানে এই অস্ত্রের খুব প্রচলন ছিল। 'রিটিয়ারি' হচ্ছে আরেক শ্রেণীর মল্ল, সবে এরা জনপ্রিয় হচ্ছে। অদ্ভুত এদের লড়াই করার অস্ত্র, একটা মাছ ধরার জাল আর লম্বা ত্রিশূলের মত মাছমারার বর্শা যার নাম 'ট্রাইডেন্স'। রিটিয়ারিদের মধ্যে ইথিওপিয়ার দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকানরা বাটিয়েটাসের ছিল পছন্দসই। এদের সবসময় নিযুক্ত করা হত 'মারমিলনিস' নামে আরেক শ্রেণীর মল্লদের বিরুদ্ধে। শেষোক্ত শ্রেণীর তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো লড়াইয়ের পদ্ধতি ছিল না। এরা লড়াই করত কখনো শুধু তলোয়ার নিয়ে, কখনো ঢাল তলোয়ার দুটোই নিয়ে। 'মারমিলনিস' মল্লরা প্রায় সব ক্ষেত্রে হয় জার্মান, না হয় গল।

কালো লোকগুলোকে দেখিয়ে গ্রাকাস বলল, 'ওদের লক্ষ্য করে দেখ। সেরা খেলা ও কসরত দেখতে চাও তো ওদের খেলা দেখো, তবে একটু একঘেয়ে লাগতে পারে। সবচেয়ে ভাল খেলা কিন্তু থ্রেশীয়দের। তা যদি দেখতে চাও তাহলে থ্রেশীয়দের দেখতেই হবে। তাই না?' বাটিয়েটাসকে সে জিজ্ঞাসা করে।

লানিস্তা কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে বলে, 'প্রত্যেকেরই নিজস্ব গুণাগুণ আছে।'

'আমি চাই একজন থ্রেশীয়র সঙ্গে একটা কালো লোকের জুড়ি।'

বাটিয়েটাস মুহূর্তের জন্যে তার দিকে তাকাল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'এতে জুড়িই হয় না। থ্রেশীয়র সম্বল তো শুধু একটা ছোরা।'

'আমি এইটেই চাই,' গ্রাকাস বলল।

গত্যন্তর নেই বুঝে বাটিয়েটাস তালিমদারদের একজনকে চোখের ইশারায় কাছে আসতে বলল। মন্ত্রমুগ্ধের মত কেইয়াস দেখতে লাগল সারবন্দি গ্লাডিয়েটাররা তালে তালে নিখুঁতভাবে ব্যায়াম করে চলেছে, থ্রেশীয় ও ইহুদিরা কাঠের ছোট ছোট খোঁটা ও ঢাল নিয়ে ছোরার খেলা খেলছে, কৃষ্ণকায় মানুষগুলো জাল ফেলে ঠিক ঝাঁটার হাতলের মত লম্বা কাঠের সড়কি ছুঁড়ে মারছে আর গৌরবর্ণ জার্মান ও গল'রা কাঠের তলোয়ার দিয়ে তাদের সঙ্গে লড়ছে। জীবনে সে এমন মানুষ কখনো দেখে নি, এমন সুনিয়ন্ত্রিত, এমন ক্ষিপ্র, এমন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, আপাতদৃষ্টিতে এমন অক্লান্ত। বার বার নাচের ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে তাই ফুটে উঠেছে। ওরা রয়েছে রৌদ্রের মধ্যে লৌহবেষ্টনীর অন্তরালে, সেখান থেকেই সাড়া জাগাচ্ছে কেইয়াসের মনে—কেইয়াসের মত বিকৃত অপদার্থ অবিবেকীর মনও তারা করুণায় ভরিয়ে তুলল। তারও মনে হল, আহা, এত সুন্দর, এত প্রাণবন্ত এই জীবন শুধু জবাইয়ের কাজে লাগবে ! এই বিবেকদংশন কিন্তু নিমেষের জন্যে। আসন্ন কোনো

ঘটনার সম্ভাবনায় কেইয়াস এর আগে কখনো এত উত্তেজিত বোধ করে নি। শিশুকাল থেকেই তার জীবন বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে। এখন কিন্তু তার আর একঘেয়ে লাগছে না।

তালিমদারটা বোঝাচ্ছিল, 'ছোরার শুধু একটা দিকে ধার। একবার যদি ছোরাটা জালে আটকে পড়ে, থ্রেশীয়র তো দফা রফা। এ-আখড়ায় এরকম রক্তপাত ঠিক হয় না। এরা তো ঠিক সমানে সমানে নয়।'

'ওদের আনো,' বাটিয়েটাস স্বল্পকথায় বলল।

'তার চেয়ে একটা জার্মানের সঙ্গে—'

'আমি দাম দিচ্ছি থ্রেশীয়দের জন্যে,' ব্রাকাস কঠিনভাবে বলল, 'আমার সঙ্গে তর্ক করো না।'

'উনি যা বললেন শুনেছ তো?' ল্যানিস্টা বলল।

তালিমদার তার গলায় ঝোলানো সুতোয় বাঁধা রূপোর বাঁশিটা তিনবার জোরে বাজিয়ে দিতেই সার সার গ্লাডিয়েটাররা থেমে গেল।

'আপনি কাকে চান?' বাটিয়েটাসকে সে জিজ্ঞাসা করল।

'ড্রাবা।'

'ড্রাবা!' তালিমদারটা চেঁচিয়ে উঠল।

কৃষ্ণকায় লোকদের একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এল জাল ও কাঠের সড়কি সঙ্গে নিয়ে। লোকটা দৈত্যের মত, তার গায়ে কালো চামড়া ঘামে ভিজে চকচক করছে।

'ডেভিড।'

'ডেভিড!' তালিমদার হাঁক দিল।

এ একজন ইহুদি, রোগা চেহারা, শ্যেনপাখির মত মুখ, পাতলা ঠোঁট বিরক্তিতে ভরা, আর পরিস্কার কামানো তামাটে মুখ ও মাথার মধ্যে সবুজ রঙের দুটো চোখ। তার কাঠের ছোরাটা আঙুলে আটকানো, আঙুলগুলো থেকে থেকে শক্ত হচ্ছে আবার আলগা হয়ে যাচ্ছে। তার নিস্পলক দৃষ্টি অতিথিদের বিদ্ধ করছে অথচ দেখছে না।

'একটা ইহুদি,' ব্রাকাস কেইয়াসকে বলল, 'কখনো তুমি ইহুদি দেখেছ?'

কেইয়াস মাথা নাড়ল।

'এর খেলা খুব জমবে, ইহুদিরা 'সিকা' চালাতে ওস্তাদ। লড়াইয়ের ওই একটা কায়দাই ওরা জানে, কিন্তু ভাল জানে।'

'পলিমাস।'

'পলিমাস!' তালিমদার আবার চেঁচায়।

এবার এল একজন থ্রেশীয়, অত্যন্ত তরুণ সুশ্রী ও সুন্দর।

'স্পার্টাকাস!'

সে এসে অপর তিনজনের সঙ্গে মিলিত হল। আখড়ায় ভারি ভারি গরাদের ওধারে ওরা চারজন দাঁড়িয়ে, এধারে দুজন রোমান তরুণ, ল্যানিস্টাটা আর শিবিকাবাহকেরা। তাদের দেখে কেইয়াসের মনে হচ্ছিল ওরা নতুন ধরনের মানুষ, একেবারে আলাদা অদ্ভুত ধরনের, তার চোখে ওরা ভয়ঙ্কর। ওদের ওই আত্মগত ভারাক্রান্ত পৌরুষ লক্ষ্য করেই

যে তার মনে এই ধারণা হল তা নয়—যদিও এ-পৌরুষের লেশমাত্র তার পরিচিত মহলে কখনো সে দেখে নি,—তার এই ধারণার মূলে ছিল—ওদের তার কাছ থেকে পৃথকভাবে বন্দি করে রাখার প্রক্রিয়াটা। এই মানুষগুলোকে শেখানো হয়েছে লড়তে আর খুন করতে। সৈনিকদের মতো নয়, জন্তু জানোয়ারদের মতো নয়, ঠিক গ্লাডিয়েটারদের মতো এরা লড়াই করে,—সে-লড়াই আর সব লড়াই থেকে একেবারে আলাদা। কেইয়াস ভীতিপ্রদ চারটে মুখোশের দিকে চেয়ে থাকে।

'ওদের কি পছন্দ হচ্ছে?' বাটিয়েটাস প্রশ্ন করল।

জীবন গেলেও কেইয়াস এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, কথাই কইতে পারত না, কিন্তু ব্রাকাস নির্বিকারভাবে বলে দিল, 'ওই খাঁদা নাকওয়ালা লোকটাকে ছাড়া আরগুলোকে হচ্ছে। ও যে লড়তে পারে দেখে তো মনেই হচ্ছে না।'

'চোখে দেখাও তো ভুল হতে পারে,' বাটিয়েটাস তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ওর নাম স্পার্টাকাস। খুব ভালো খেলোয়াড়। দারুণ জোর ওর গায়ে আর তেমনি চটপটে। ওকে ঠিক করেছি তার কারণ আছে। তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করতে ওর জুড়ি নেই।'

'ওর সঙ্গে কাকে লড়াবে ঠিক করেছ?'

'ওই কালো লোকটাকে,' বাটিয়েটাস জবাব দিল।

'বহুৎ আচ্ছা। আশা করি পয়সাটা উশুল হবে,' ব্রাকাস বলল।

কবে এবং কীভাবে কেইয়াস স্পার্টাকাসকে দেখেছিল এই হল তার বিবরণ; যদিও চারবছর পরে গ্লাডিয়েটারদের কারো নাম এখন তার মনে নেই, এখনো কিন্তু তার মনে আছে সেই ঝাঁঝালো রোদ আর সেই জায়গাটার গন্ধঘন একটা অনুভূতি, ঘর্মাক্ত কলেবর মানুষগুলোর গায়ের সেই গন্ধ।

২

এই তো ভেরিনিয়া, অন্ধকার জেগে বসে রয়েছে। সারারাত সে ঘুমোয়নি, একবারো, এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা বোজে নি : কিন্তু স্পার্টাকাস তার পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কী অঘোরে কী গভীরভাবে সে ঘুমোচ্ছে! তার শ্বাস প্রশ্বাসের ধীর মন্থর প্রবাহ, যে-প্রাণবায়ু তার জীবনশিখাকে জ্বালিয়ে রাখছে তার গ্রহণ বর্জন, কী নিয়মিত, কী স্বচ্ছন্দ, জীবলোকে কালক্রমিক জোয়ারভাটার মতই তা স্বচ্ছন্দ ও নিয়মিত। ভেরিনিয়া এই কথাই ভাবছে। ভেরিনিয়া জানে, যা কিছু জীবনের সঙ্গে নির্বিরোধ অথচ জীবনের সঙ্গে যুঝছে, তা ওইমত নিয়মাধীন, তা জোয়ারের স্রোতবেগই হোক, ঋতুর পরিক্রমাই হোক, মাতৃগর্ভাধারে ভ্রূণের ক্রমপরিণতিই হোক।

কিন্তু একটা মানুষ কী করে এভাবে ঘুমাতে পারে যখন সে জানে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কী ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে? মৃত্যুর দোরে শুয়ে কী করে ঘুম আসে? কোথা থেকে ওর মনে এই নিরুদ্বেগ শান্তি এল?

অন্ধকারে সে শুয়ে রয়েছে। ভেরিনিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত মৃদুভাবে তাকে স্পর্শ করে,

হাত দিয়ে অনুভব করে তার ত্বক, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার দেহ। তার ত্বক নমনীয় ও সজীব : মাংসপেশীগুলো শিথিল : তার শ্লথ অঙ্গ নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করছে। নিদ্রা মহার্ঘ, তার কাছে নিদ্রা জীবন।

(ঘুমাও, ঘুমাও ও আমার প্রিয়তম, আমার দয়িত, আমার পরমশান্ত, ওগো সুন্দর, ওগো ভয়ংকর—ঘুমাও। ঘুমিয়ে তোমার শক্তি আহরণ কর, ও আমার তুমি, ওগো তুমি আমার।)

চুপিসাড়ে বলা একটি কথার মত ধীরে সন্তর্পণে ভেরিনিয়া তার দয়িতের দেহলগ্ন হচ্ছে, ক্রমে আরো নিবিড়ভাবে আরো ঘনিষ্ঠভাবে প্রিয়তমের দেহস্পর্শ করছে, ভেরিনিয়ার দীর্ঘ অঙ্গ তার অঙ্গে মিলছে, তার স্তনভার তার দেহনিবদ্ধ হচ্ছে, ক্রমে তার মুখে মুখ, গালে গাল স্পর্শ করল, তার সোনালী কেশদাম প্রিয়তমের মাথায় যেন মুকুট পরিয়ে দিল। এখনকার স্মৃতি ও ভালবাসায় তার সব শঙ্কা অপগত হল, ভয় আর ভালবাসা যে একই সঙ্গে সহজে টিকে থাকে না।

(ভেরিনিয়া একবার তাকে বলেছিল, আমি চাই তুমি একটা কিছু করো। আমাদের জাতের মধ্যে আমরা যেমন আমাদের বিশ্বাসমত করি, আমি চাই তুমিও তেমনি কর। স্পার্টাকাস একটু হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমাদের জাত কী বিশ্বাস করে? সে-নারী বলেছিল, তুমি শুনে হাসবে। তার উত্তরে স্পার্টাকাস বলেছিল, আমি কি কখনো হাসি? কখনো আমায় হাসতে দেখেছ? তারপর রমণী বলেছিল, আমাদের জাতের বিশ্বাস, আত্মা নাক আর মুখের ভেতর দিয়ে শরীরের মধ্যে যায়, প্রতিবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটু একটু করে। তুমি হাসছ। তারপর স্পার্টাকাস এই বলে জবাব দিয়েছিল, আমি তোমার কথায় হাসছি না; আমি হাসছি সাধারণ মানুষ কী সব আশ্চর্য জিনিসে বিশ্বাস করে, তাই ভেবে। একথা শুনে সে কেঁদেছিল, কেঁদে বলেছিল, তুমি বিশ্বাস কর না, কারণ তুমি গ্রীক, গ্রীকেরা কিছুতে বিশ্বাস করে না। স্পার্টাকাস তখন তাকে বলেছিল, সে গ্রীক নয়, সে থ্রেশীয়, কিন্তু একথা ঠিক নয় গ্রীকরা কিছুতে বিশ্বাস করে না, যেসব বিশ্বাস মানুষের কাছে সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে মহান, গ্রীকরা তাই বিশ্বাস করে। এ-কথার জবাবে ভেরিনিয়া বলেছিল, গ্রীকরা কী বিশ্বাস করে না-করে তা তার জেনে দরকার নেই, কিন্তু সে কি তার জাতের লোকেরা যেমন করে তেমনি করবে? সে কি ওর মুখে মুখ দেবে, ওর মধ্যে কি তার নিঃশ্বাস ও আত্মা মেলাবে? তারপর ভেরিনিয়াও তাকে তাই করবে, তারপর চিরদিনের জন্যে, চিরকালের মত তাদের দুজনের আত্মা এক হয়ে যাবে, তারা হবে দুই দেহে এক মানুষ। তার ভয় করছে না কি? এ-প্রশ্নের জবাবে স্পার্টাকাস বলেছিল, আমি কিসে ভয় পাই, তুমি কি আন্দাজ করতে পারো না?)

তাদের কুঠরির মেঝেয় পাতা পাতলা একটা চাদরে ভেরিনিয়া ও স্পার্টাকাস এখন শুয়ে রয়েছে। এই কুঠরিটুকুই তাদের ঘরবাড়ি। এই কুঠরিই তাদের প্রাসাদ, এই পাথরের কক্ষটুকু তাদের মিলিত জীবনের সাক্ষী। কক্ষটা দৈর্ঘ্যে সাতফুট, প্রস্থে পাঁচফুট। এখানে জিনিস বলতে আছে একটা মূত্রাধার ও একটা চাটাই। তাও তাদের নিজেদের নয়। নিজের বলতে তাদের কিছুই নেই, এমন কি একজন আরেকজনের কাছেও নয়। ভেরিনিয়া এখন স্পার্টাকাসের পাশে শুয়ে তার হাত পা মুখ স্পর্শ করছে আর কাঁদছে—দিনের আলোয়

যাকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখে নি, সেই ভেরিনিয়াও কাঁদছে।

(বাটিয়েটাসের বড় পছন্দসই কথা, মেয়েমানুষ আমি দিয়ে দিই না, ভাড়া দিই। গ্লাডিয়েটারদের কাছে তাদের ভাড়া খাটাই। পুরুষের পুরুষাঙ্গ যদি শুকিয়ে কুঁচকে থাকে এরেনায় সে অপদার্থ। গ্লাডিয়েটার তো পাল্কি-বেয়ারা নয়। গ্লাডিয়েটার হচ্ছে মরদ, সে মরদ না হলে কেউ তার জন্যে দশ দিনার খরচ করে না। আর মরদ মাত্রেরই মেয়েমানুষ দরকার। বেছে বেছে অবাধ্য মেয়েগুলোকে আমি কিনি কারণ তারা সস্তা, আর আমার কাছে তারা যদি পোষ না মানে, আমার ছোঁড়াগুলোর কাছে মানে।)

রাত শেষ হয়ে আসছে। ভোরের ক্ষীণ পাণ্ডুরতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। ভেরিনিয়া যদি সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে তার মাথাটা পৌঁছবে কুঠরির একমাত্র গবাক্ষে। সে যদি কক্ষের বাইরে দৃষ্টিপাত করে তাহলে দেখতে পাবে লৌহবেষ্টনী ঘেরা বিস্তীর্ণ আখড়াক্ষেত্র আর তার ওধারে রাত্রিদিন প্রহরারত নিদ্রালু সৈনিকদের। এসব সে ভালোমতই জানে। স্পার্টাকাসের কাছে শেকল ও কয়েদখানা স্বাভাবিক আস্তানা। তার কাছে এ স্বাভাবিক নয়।

(বিশেষ করে এই মেয়েটার জন্যে বাটিয়েটাসের ব্যগ্রতা ও আনন্দের অভাব ছিল না। তার দালাল রোম থেকে মেয়েটাকে কিনেছিল সামান্য দামে, সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র পাঁচশ দিনার দিয়ে। এর থেকেই সে বুঝেছিল পণ্যটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক নয়, কিন্তু তাকে একবার দেখেই তার মনপ্রাণ আনন্দে ও উৎসাহে ভরে উঠেছিল। তার কারণ, প্রথমত, মেয়েটা দীর্ঘাঙ্গী ও সুগঠিতা, জার্মান উপজাতির মেয়েরা বেশির ভাগ যেমন হয়, এবং দীর্ঘাঙ্গী তন্বী বাটিয়েটাসেরও পছন্দসই; দ্বিতীয়ত, মেয়েটির বয়স ছিল নিতান্তই অল্প, কুড়ি একুশ বছরের বেশি নয় এবং অল্পবয়স্কা তরুণীতে বাটিয়েটাস তৃপ্তি পেত বেশি। এছাড়াও আরো একটি কারণ ছিল, মেয়েটি ছিল সত্যিই রূপসী আর একরাশ সুন্দর সোনালী চুলে তার মাথাটি ছিল ভর্তি এবং বাটিয়েটাস পছন্দ করত সুকেশা সুন্দরী। এইসব কারণে এই মেয়েকে দেখে ল্যানিস্টাটার মনপ্রাণ কেন যে আনন্দে ও ঔৎসুক্যে ভরে উঠেছিল তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

(কলঙ্কের অংশটা কিন্তু থেকেই গিয়েছিল এবং প্রথমবার তাকে শয্যায় নিয়ে যাবার চেষ্টায় সেটা সে আবিষ্কার করল। মেয়েটা যেন একটা বুনো বেড়াল হয়ে গেল। লাথি মেরে থুথু ছিটিয়ে আঁচড়ে কামড়ে সে একটা আসুরিক কাণ্ড শুরু করল—এবং মেয়েটা দীর্ঘাঙ্গী ও সবল হওয়ায় মারের চোটে তাকে অজ্ঞান করতে ল্যানিস্টাকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছিল। এই মারামারির সময় তার ঘরে যা কিছু দামি জিনিস সাজানো ছিল, সব ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায়; তার মধ্যে একটা সুন্দর গ্রীক ফুলদানিও ছিল, সেটা দিয়ে মেয়েটার মাথায় সমানে বাড়ি মারতে হয়েছে যতক্ষণ না সে হাত-পা ছোঁড়ায় ক্ষান্ত হয়েছে। রাগ আর নৈরাশ্য মিলে তার মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে তখন মেয়েটাকে খতম করে ফেলা যুক্তিসঙ্গত হত; কিন্তু যে দাম দিয়ে তাকে কেনা হয়েছে তার সঙ্গে সুন্দর সুন্দর ফুলদানি, বাতিদান, মূর্তি ইত্যাদির দাম যোগ করে যখন সে দেখল মেয়েটার জন্যে এতগুলো টাকা ঢালা হয়েছে, তখন রাগের মাথায় একটা কিছু করে ফেলা সমীচীন হবে না ভেবে সে নিজেকে সংযত করল। বাজারে বেচতে গেলেও তার চেহারা অনুযায়ী

দাম পাওয়া যাবে বলে ভরসা হল না। সম্ভবতঃ রোমের অলিগলিতে গুণ্ডার সর্দার রূপে বাটিয়েটাস তার জীবিকা আরম্ভ করেছিল বলেই ব্যবসায়ী নীতি সম্পর্কে সে একটু বেশি মাত্রায় সজাগ। সে গর্ব করে বলত, লোক ঠকানো কারবার সে করে না, সে তাই স্থির করল, গ্লাডিয়েটারদের দিয়ে মেয়েটাকে পোষ মানাবে ; আর, যেহেতু স্পার্টাকাস নামে অদ্ভুত চুপচাপ ঐ থ্রেশীয়টাকে কেন যেন সে আগে থেকেই দেখতে পারত না—তার বাইরের ভেড়ার মত গোবেচারী ভাবের তলায় এমন একটা আগুন চাপা ছিল যা আখড়ার প্রত্যেকটা গ্লাডিয়েটারের শ্রদ্ধা জাগাত, —তাকেই মেয়েটার সঙ্গী ঠিক করল।

(স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করতে তার বেশ মজা লাগছিল, যখন সে ভেরিনিয়াকে তার হাতে এই বলে সঁপে দিল, এ তোর সাথী একে নিয়ে শুবি। একে দিয়ে বাচ্চা পয়দা করতে পারিস, নাও পারিস, তোর যা খুশি। দেখিস, যেন তোকে মানে, কিন্তু হুঁশিয়ার, জখম করবি না বা সুরত নষ্ট করবি না। নির্বাক নিরুৎসুক স্পার্টাকাস যখন জার্মান মেয়েটার দিকে শান্তভাবে চেয়েছিল, বাটিয়েটাস তাকে এই কথা ক'টি বলল। ভেরিনিয়া তখন ঠিক সুন্দরী ছিল না। তার মুখে দুটো লম্বা কাটা দাগ দগদগ করছে। একটা চোখ ফুলে বুজে গেছে, হলদে ও লাল হয়ে। এছাড়া তার কপালে ঘাড়ে হাতে অজস্র কাটা ও কালশিটার লাল ও সবুজ ক্ষতচিহ্ন।

(দেখ, কী পাচ্ছিস, বাটিয়েটাস বলল, তারপর তারই দেওয়া ভেরিনিয়ার গায়ের পোশাকটা, আগেই তা ছিঁড়ে গিয়েছিল, একেবারে ছিঁড়ে ফেলল। মেয়েটা স্পার্টাকাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল একেবারে উলঙ্গ হয়ে। সেই মুহূর্তে স্পার্টাকাস তাকে দেখল, দেখেই ভালবাসল। ভালবাসল, সে উলঙ্গ বলে নয়, বিবস্ত্র হয়েও সে উলঙ্গ নয় বলে। সে নুয়ে পড়ল না কিংবা হাত দিয়ে নিজেকে ঢাকার চেষ্টা করল না, দৃপ্ত ভঙ্গিতে সোজা সে দাঁড়িয়ে রইল লেশমাত্র আঘাত বা বেদনার ভাব প্রকাশ না করে। বাটিয়েটাস বা স্পার্টাকাস কারো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে নিজের মধ্যে ডুবে রয়েছে, তার দৃষ্টি তার মন তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছু নিয়ে সে আত্মসমাহিত। আত্মসমাহিত, কারণ সে স্থির করে ফেলেছে এ-জীবন সে বিসর্জন দেবে, এ জীবনের কোন মূল্য নেই। স্পার্টাকাসের প্রাণ তার জন্যে কেঁদে উঠল।

(সে-রাতে স্পার্টাকাসের কুঠরির এক কোণে মেয়েটা গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে রইল। স্পার্টাকাস তাকে বিরক্ত করল না, তার সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্যও প্রকাশ করল না, শুধু মেঝেটা যখন কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে তখন একবার জিজ্ঞাসা করল, ও মেয়ে শুনছ, তুমি কি ল্যাটিন জানো ? —কোনো জবাব এল না। তারপর সে আবার বলল, আমি তোমার সঙ্গে ল্যাটিনেই কথা কইব, কারণ জার্মান আমি জানি না। দেখো, এখন রাত হয়েছে, বেশ হিম পড়ছে, তুমি এসে আমার এই চাটাইটার ওপর শোও। এবারেও কোনো জবাব পাওয়া গেল না। এবারে সে চাটাইটাকে তার দিকে ঠেলে দিল, দুজনের মাঝখানে সেটা পড়ে রইল। সকালে দেখা গেল সেটা সেখানেই রয়েছে, তারা দুজনেই পাথরের মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়েছে। কিন্তু জার্মান বনাঞ্চল থেকে ভেরিনিয়াকে ধরে আনার পর গত দেড় বছরের মধ্যে সে এই প্রথম একটা সহৃদয় মনের ছোঁয়াচ পেল।)

আজ এই শিশিরভেজা রাতের শেষে সেই প্রথম রাতের স্মৃতি ভেরিনিয়ার মনে জেগে

উঠল। এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার এমন একটা উচ্ছ্বসিত আবেগ তার অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে পাশের নিদ্রিত পুরুষটিকে আচ্ছন্ন করে দিল যে পাথর না হলে সে তা অনুভব না করে পারে না। সে নড়ে উঠল, সহসা চোখ মেলে চাইতেই ভোরের আবছা আলোয় ভেরিনিয়াকে সে দেখল অস্পষ্ট, কিন্তু তার অন্তরে ভেরিনিয়া মোটেই অস্পষ্ট নয়। এখনো তার ঘুমের ঘোর কাটে নি। ঘুমচোখে ভেরিনিয়াকে সে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগল।

'ও আমার প্রিয়, আমার সর্বস্ব,' ভেরিনিয়া বলে।

'আমাকে বাধা দিও না।'

'ওগো, আজ তাহলে কোথা থেকে জোর পাবে?'

'আমার জোর আছে, অনেক জোর আছে, আমায় বাধা দিও না।'

তারপর ভেরিনিয়া ওর হাতের ওপর এলিয়ে পড়ে আর তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নীরবে ঝরে যেতে থাকে।

৩

সকাল হল—লড়াইয়ের সকাল। আকাশ বাতাস উত্তেজনায় থমথম করছে। দু'শোর ওপর গ্লাডিয়েটার, —তাদের কারো এ-খবর অজানা নেই। তাড়িতবোধে তারা সচকিত। তারা জেনেছে, এরেনার বালি আজ ভিজবে দুজোড়া গ্লাডিয়েটারের রক্তে, কারণ, রোম থেকে দুজন তরুণ এসেছে; তাদের অনেক পয়সা, তাদের মজা দেখবার ভীষণ শখ। দুজন থ্রেশীয়ান, একজন ইহুদি আর একজন আফ্রিকান। আফ্রিকানটা লড়বে জাল ও সড়কি নিয়ে। অতএব অসম লড়াইয়ে বাকিগুলো ঘায়েল হবেই। অনেক ল্যানিস্টাই এতে রাজি হত না। তুমি যদি একটা কুকুর পোষো নিশ্চয় তাকে একটা সিংহের সঙ্গে লড়তে পাঠাবে না, কিন্তু বাটিয়েটাস টাকার জন্যে সবকিছু করতে পারে।

কালো মানুষ ড্রাবা এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের ভাষায় বলে ওঠে, 'মৃত্যুদিন, তোমায় সেলাম করি।'

চাটাইয়ের ওপর শুয়ে শুয়ে সে নিজের জীবনের কথা ভাবে। ভাবে, আশ্চর্য এই জগৎ। সবচেয়ে দুর্ভাগা যে, সে-ও কতরকমের স্মৃতির পাকে জড়িয়ে থাকে—কত স্নেহ ভালবাসা সোহাগ চুম্বন, কত নাচ গান আনন্দের স্মৃতি। সেও মরতে ভয় পায়। বেঁচে থাকার যখন কোনোই মূল্য নেই তখনো মানুষ জীবনকে আঁকড়ে থাকে। সঙ্গীহীন, সাথীহীন, দেশঘর থেকে নির্বাসিত, ঘরে ফেরার আশাটুকুও যাদের নিভে গেছে, শুধু লাঞ্ছনা ও অপমান, শুধু গঞ্জনা ও নির্যাতন যাদের দৈনিক বরাদ্দ, জানোয়ারের মত যাদের খাইয়ে মোটা করে অপরের ফুর্তির খোরাক যোগাতে লড়াই করতে শেখানো হয়—তারাও জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

একদিন সে ছিল গৃহস্থ সজ্জন, তারও ছিল স্ত্রী পুত্র পরিবার। শান্তির সময় তার পরামর্শ সকলে মন দিয়ে শুনত, যুদ্ধের সময় তার আদেশ সবাই মাথা পেতে নিত।

আর আজ একটা মাছ ধরার জাল ও সড়কি হাতে দিয়ে তাকে পাঠানো হচ্ছে লড়াই করতে যাতে লোকেরা তাকে দেখে হাসে আর হাততালি দেয়।

সে আপনমনে বলে, 'হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়।' শূন্যগর্ভ এ-দর্শন তাদের জন্যে যারা তার দলের ও তারই বৃত্তিধারী।

সত্যি শূন্যগর্ভ, কোনো সান্ত্বনা নেই এতে। যেই সে দিনযাত্রা শুরু করতে দাঁড়িয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ ব্যথায় টনটন্ করে উঠল। শ্বেতকায় গোলামদের মধ্যে স্পার্টাকাসকে সে সবচেয়ে ভালবাসে। সেই স্পার্টাকাসকে হত্যা করতে হবে এই কর্তব্য পালন করতে তার সমগ্র সত্তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়োগ করতে হবে। অথচ, একথা কে না জানে, 'গ্লাডিয়েটার, গ্লাডিয়েটারকে বন্ধু ক'রো না।'

৪

তারা প্রথমে গেল স্নানাগারে, চারজন পাশাপাশি চলল, কারো মুখে কথা নেই। কথা বলে কোনো লাভ নেই, কথা বলার এখন আছেই বা কী। তাছাড়া, এখন থেকে এরেনায় প্রবেশ পর্যন্ত তাদের যখন একসঙ্গে থাকতে হবে, কথা বললে অবস্থা আরো খারাপই হবে।

আগে থেকেই স্নানাগারটা বাষ্পাচ্ছন্ন ছিল। দেরি না করে ঐ ধূমায়িত অন্ধকারেই জলের মধ্যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল, যেন করণীয় সব অনুষ্ঠান বিচার বিবেচনা না করে কোনোক্রমে সেরে ফেলতে পারলে হল। স্নানের ঘরটা রীতিমত অন্ধকার, চল্লিশফুট লম্বা ও বিশফুট গভীর এবং দরজা বন্ধ থাকলে ঘরে আলো আসার একমাত্র পথ অভ্রের ছোট একটি গবাক্ষ। তার ম্লান আলোয় স্নানের জলটা ফিকে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল, তার মধ্যে গনগনে লাল পাথর ফেলে দেওয়ার ফলে তা থেকে গরম ভাপ উঠে স্নানের ঘরের বাতাসটা বাষ্পভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। এই বাষ্প স্পার্টাকাসের শরীরের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করল, তার কঠিন মাংসপেশিগুলি শিথিল করে দিল, সে অদ্ভুত একটা নৈর্ব্যক্তিক আরাম বোধ করতে লাগল। গরমজল তার কাছে চিরবিস্ময়। নিউবিয়ার সেই বিশুষ্ক মৃত্যুর স্মৃতি তার মন থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে যায় নি ; আর যখনই সে এই স্নানের ঘরে ঢুকত তখনই তার মনে হত, মরার জন্য যাদের জীইয়ে রাখা হচ্ছে, কেবল যারা মৃত্যুরই আবাদ করতে শিখেছে, তাদের দেহগুলো কী যত্নে লালন করা হচ্ছে। বাঁচার রসদ যখন সে আবাদ করেছে, যব গম সোনা ফলিয়েছে, তার এই দেহটা তখন ছিল নোংরা ও অবান্তর, ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য, লাথি ঝাঁটা চাবুক আর উপবাস ছিল তার বরাদ্দ—কিন্তু আজ যখন সে মৃত্যুজীবী তার দেহটা এত মূল্যবান হয়ে উঠল যেন তা আফ্রিকার সেই পীতধাতু যা সে নিজে হাতে খনি থেকে তুলে এসেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য, এখনই তার মন ঘৃণায় ভরে উঠেছে। আগে ঘৃণার ঠাঁই ছিল না ; ঘৃণা তো একটা বিলাস, তার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, শক্তির প্রয়োজন, এমন কি কিছু সময়েরও প্রয়োজন বিশেষ ধরনের চিন্তার জন্যে। ঘৃণার সেসব রসদই তার এখন জুটেছে,

এর ওপর ঘৃণা করার একটা জীবন্ত পদার্থও মজুত রয়েছে। সে হচ্ছে লেণ্টুলাস বাটিয়েটাস। বাটিয়েটাস মানেই রোম, রোম মানেই বাটিয়েটাস। সে রোমকেও ঘৃণা করে, বাটিয়েটাসকেও ঘৃণা করে, সে ঘৃণা করে রোম-সম্পর্কিত সব কিছুকে। সে জন্মেছে, সে বড় হয়েছে একটা কথা মেনে নিয়ে, তাকে জমি চষতে হবে, পশু চরাতে হবে, খনি থেকে সোনাদানা তুলতে হবে, কিন্তু একমাত্র রোমে এসেই সে দেখতে পেল এখানে মানুষকে পয়দা করে শেখানো হচ্ছে একজন কী করে আরেকজনকে কচুকাটা করে রক্তে মাটি ভাসিয়ে দিতে পারে, তাই দেখে যাতে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা একটু হাসির খোরাক ও আমোদ পেতে পারেন।

স্নানাগার থেকে তারা গেল সংবাহন শয্যায়। যথারীতি স্পার্টাকাস চোখ বুজে শুয়ে রইল। সুগন্ধি জলপাই তেল তার অঙ্গে সিঞ্চিত হল এবং সংবাহকের সাবলীল ও অভিজ্ঞ আঙুলগুলো তার দেহের প্রতিটি মাংসপেশি মর্দন করে শিথিল করে দিল। প্রথম যখন সে এ-অবস্থার সম্মুখীন হয়, জালে বন্দি জানোয়ারের মত ভয়ে ও আতঙ্কে সে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, নিজস্ব বলতে তার যেটুকু ছিল, যা ছাড়া আর কিছু কোনোদিনই তার ছিল না—শুধু তার নিজের দেহটুকু, ওই সন্ধানী আঙুলের কুটিল গতি সেই দেহের স্বাধীনতাটুকুও যেন কেড়ে নিতে আসছিল। ইদানীং অবশ্য সে নিজেকে এলিয়ে দেয় এবং সংবাহকের পরিচর্যা পুরোপুরি উপভোগ করে। বারোবার সে এই শয্যায় শুয়েছে ; বারোবার সে লড়াই করেছে, আটবার কাপুয়ার বিখ্যাত আমফিথিয়েটারে—বিকট-উল্লাসী রক্তমাতাল জনতা তখন তাকে প্ররোচিত করেছে,—আর চারবার বাটিয়েটাসের নিজস্ব এরেনায় সেইসব ধনিকদের চিত্ত বিনোদন করতে যাঁরা নিধনলীলায় রসিক, যাঁরা রূপকথার মত তাঁদের সুবৃহৎ পৌর প্রাসাদ ছেড়ে নারী ও পুরুষ প্রেমাস্পদদের সঙ্গে নিয়ে একদিনের জন্যে নেমে আসতেন মানুষে মানুষে খুনোখুনি দেখার আনন্দ উপভোগ করতে।

এই সংবাহন শয্যায় শুয়ে শুয়ে সেই দিনগুলোর কথা সে ভাবছে এ-অবস্থায় তাই সে ভাবে। সেই দিনগুলা তার মনে গেঁথে রয়েছে। এরেনার ঐ জমাট বালুকাভূমিতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা আতঙ্ক তাকে চেপে ধরত যার তুলনায় খনির আতঙ্ক বা ক্ষেতগোলামির আতঙ্ক কিছুই নয়। কোনো ভয়ই এ ভয়ের মত নয় ; কোনো অপমানই এই বলির বধ্য হওয়ার মত অপমানকর নয়।

এইভাবে সে জেনেছে মানবজীবনের এমন কোনো রূপ বা অবস্থা নেই যা গ্লাডিয়েটারের জীবনের চেয়ে হেয়তর। পশুজীবনের সঙ্গে তার নৈকট্য আছে বলেই সুন্দর ঘোড়াকে যেমন সযত্ন পরিচর্যায় লালন করা হয় তাকেও তেমনি করা হয়, অথচ এরেনায় একটা ভালো ঘোড়া খতম করার কথা ভাবতেই লেণ্টুলাস বাটিয়েটাস অথবা যে-কোনো রোমান ক্ষেপে যায়। ভয় ও অপমানের আবরণ দিয়ে স্পার্টাকাস নিজেকে ঢেকে রাখে। এখন সংবাহকের আঙুলগুলো তার শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলোর উপর দিয়ে চলেছে—সূক্ষ্মতন্তুর যে-টানাপোড়েনের বুননগুলো ক্ষতস্থানকে আচ্ছাদিত করেছে, তার অনুসরণ করছে।

একদিক থেকে সে ভাগ্যবান। শিরা ছিঁড়ে যাওয়া, হাড় চুরমার হয়ে যাওয়া, চোখ গলে যাওয়া, কর্ণপটাহে কিংবা ঘাড়ে ছোরা বিঁধে যাওয়া, অথবা এই ধরনের যেসব বিশেষ বিশেষ আঘাত তার সাথীদের কাছে ভীতিপ্রদ, রাত্রে ঘুমের ঘোরে যেসব আঘাতের স্বপ্ন দেখে তারা ভয়ে আতঙ্কে গলগল করে ঘামতে থাকে, সেসব আঘাত কিছুই তাকে

সইতে হয় নি। তার জঙ্ঘা-শিরা কখনো কাটা পড়ে নি, তার অন্ত্রও কখনো বিদ্ধ হয় নি। তার সব আঘাতগুলো ছোটখাটো স্মারকের মত, ঘটনাগুলোকে শুধু চিহ্নিত করে রেখেছে। তার দক্ষতার জন্যেই যে সে আঘাত থেকে রেহাই পেয়েছে তা সে স্বীকার করে না, স্বীকার করতে চায়ও না। জবাই করায় আবার দক্ষতা! কথায় বলে, 'গোলাম কখনো সৈনিক হয় না।' তবে সে বেড়ালের মত ক্ষিপ্র, প্রায় ঐ সবুজচোখা ইহুদিটার মত, যে তার পাশের শয্যায় শুয়ে রয়েছে। নির্বাক আক্রোশের প্রতিমূর্তি, ভীষণ জোয়ান কিন্তু সর্বদা চিন্তাভারাক্রান্ত। এইটেই সবচেয়ে কঠিন—চিন্তা করা অথচ মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা। ক্রোধই মৃত্যু। এরেনায় গিয়ে যারা রেগেছে তারাই মরেছে। ভয়ের কথা আলাদা, কিন্তু রাগ—কোনোমতে নয়। তার পক্ষে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা কঠিন নয়। জীবনভোর চিন্তাই হয়ে এসেছে তার বেঁচে থাকার হাতিয়ার। কম লোকেরই তা জানা আছে। গোলাম? সে তো চিন্তা করতেই পারে না।' কিংবা, 'গ্লাডিয়েটার মাত্রই তো জানোয়ার।' দৃশ্যত তাই-ই, ভেতরে কিন্তু ঠিক তার উলটো। কৃচিৎ কখনো কোনো স্বাধীন নাগরিক চিন্তার জোরে বাঁচে : কিন্তু একটা গোলামকে দিনের পর দিন চিন্তা করতেই হয়—এ-চিন্তার ধরন আলাদা তবু তা চিন্তাই। চিন্তা দার্শনিকের সঙ্গী কিন্তু গোলামের শত্রু। আজ সকালে স্পার্টাকাস যখন ভেরিনিয়াকে ছেড়ে এল, মন থেকে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলল। তার কাছে সে-নারীর আর অস্তিত্ব নেই—থাকলে চলবেও না। নিজে যদি বাঁচে সেও তবে বাঁচবে, কিন্তু এখন সে বেঁচেও নেই, মরেও যায় নি।

সংবাহকদের কাজ শেষ হল। গোলাম চারজন শয্যা থেকে নেমে জোব্বার মত লম্বা পশমের একটা ঢিলা জামা গায়ে জড়িয়ে নিল, তারপর উঠোনটা হেঁটে পার হয়ে খাবার ঘরে প্রবেশ করল। আগে থেকে গ্লাডিয়েটাররা প্রাতরাশে বসে গেছে, প্রত্যেকে মেঝের ওপর পা মুড়ে বসে সামনে রাখা ছোট ছোট চারপায়া থেকে আহার করে চলেছে। প্রত্যেকের সামনে আছে একপাত্র টক ছাগদুগ্ধ ও একবাটি যবের মণ্ড, তার মধ্যে চর্বিবহুল কিছু শূকরমাংসের টুকরো। ল্যানিস্টাটা খাওয়ায় ভালো, অনেকে তার আখড়ায় এসে জীবনে প্রথম পেট পুরে খেতে পেয়েছে, ক্রুশে লটকানোর আগে দণ্ডিত মানুষ যেমন খেতে পায় অনেকটা তেমনি। কিন্তু যে-চার জনকে এরেনায় লড়তে হবে, তাদের বরাদ্দ ছিল সামান্য একটু মদ আর মুরগির মাংসের-কয়েকটা ঠাণ্ডা টুকরো। ভরা পেটে ভাল লড়াই জমে না, তাই এ-ব্যবস্থা।

যাই হোক, স্পার্টাকাসের ক্ষিদে ছিল না। তারা আর সবার থেকে আলাদা বসল, শুধু তারা চারজন। চারজনেরই খাওয়ার কোনো রুচি নেই। মদটা একটু একটু চুমুক দিতে লাগল। মাংসয় দু-এক কামড় দিল। মাঝে মাঝে এ ওর দিকে তাকাল। কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। সমস্ত ঘর ভর্তি কথার কলধ্বনির মধ্যে তারা যেন স্তব্ধতার একটা দ্বীপ। অন্য গ্লাডিয়েটাররাও যে তাদের নজর দিচ্ছে কিংবা তাদের ব্যাপারে বেশীমাত্রায় মনোযোগ দিচ্ছে তাও নয়। শেষ প্রাতরাশ অনুষ্ঠানের এই রীতি।

ইতিমধ্যে কারো জানতে বাকি নেই কে কার সঙ্গে লড়বে। প্রত্যেকেই জানে স্পার্টাকাসকে লড়তে হবে কালো লোকটার সঙ্গে, তার মানে ছোরার সঙ্গে জাল ও সড়কি। প্রত্যেকে এও জানে থ্রেশিয়ানের জুড়ি হয়েছে ইহুদিটা। স্পার্টাকাস মরবে অল্পবয়সী থ্রেশিয়ানটাও

মরবে। স্পার্টাকাসের দোষেই এরকমটা হল। ঐ জার্মান মেয়েটাকে সে শুধু তার শয্যাসঙ্গিনী করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাকে নিজের স্ত্রী বলে জাহির করে, স্ত্রী ছাড়া আর কিছুই বলে না। এর ওপর সে আবার এই মানুষগুলোর ভালবাসা আদায় করেছে। এখানে এই ঘরে উপবিষ্ট গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে কেউ-ই সে-ভালাবাসা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। তারা জানে না, কেন এমনটা ঘটল, কিংবা ঠিক কেমন করে ঘটল। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব নিজস্ব রীতিনীতি থাকে; প্রত্যেক মানুষেরই ছোটখাটো কত রকমের ভঙ্গি ও কার্যকলাপের ধরন থাকে। থ্রেশীয়ানটার ঐ শান্তশিষ্ট ভাব, ঐ পুরু ঠোঁট, ভাঙা ভাঙা নাক, ওই গোবেচারীর মত মুখ দেখে বোঝাই যায় না ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে যার গুণে তার মতামত সবাই মাথা পেতে নেয়, ভয় পেয়ে তারই কাছে ছুটে আসে, ঝগড়া হলে তারই শরণাপন্ন হয়, সান্ত্বনা ও পথের হদিস নিতে তারই কাছে ধরনা দেয়। কিন্তু একবার সে যা স্থির করে দেয় তারা তাই করে। যখন সে তাদের সঙ্গে তার অদ্ভুত উচ্চারিত ল্যাটিনে ধীরে ধীরে কথা কয়, তারা তার কথা মেনে নেয়। সে তাদের সঙ্গে আলাপ করে, তারা তাতে সান্ত্বনা পায়। তাকে দেখলে মনে হয় তার কোনো দুঃখ নেই। সে মাথা উঁচু করে থাকে, গোলামদের মধ্যে এমন দেখা যায় না। কখনো সে মাথা নত করে নি; কখনো সে চিৎকার করে কথা কয় নি, কখনো সে রাগ করে নি। ওর আত্মতুষ্টি ওকে সবার থেকে পৃথক করে রাখে এবং পেশাদার ঘাতক ও অমানুষদের এই অসৎ সংসর্গে থেকেও এই ভাব সে বজায় রেখে চলাফেরা করে।

'গ্লাডিয়েটাররা জানোয়ার,' বাটিয়েটাস প্রায়ই বলে, 'কেউ যদি ওদের মানুষ বলে মনে করে, বুঝতে হবে তার মতিভ্রম হয়েছে।'

সোজা কথা হচ্ছে স্পার্টাকাস জানোয়ার হতে রাজি নয়, আর এই কারণেই সে ভয়ংকর। তাই ছোরা চালানোয় সে যতই সিদ্ধহস্ত হোক, যতই চড়া হারে তাকে ভাড়া খাটানো যাক, বাটিয়েটাস চায় ও যেন মরে, ও মরলেই তার লাভ।

প্রাতরাশ শেষ হয়ে গেল। তারা চারজন পৃথকভাবে চলল। নিজেদের ভাষায় ওদের মত গ্লাডিয়েটারদের ঠাট্টা করে বলা হত 'প্রিভিলেগিও' অর্থাৎ সুবিধাভোগী। আজ সকালে তারা নিষিদ্ধ ব্যক্তি। তাদের সঙ্গে কথা কওয়া বা তাদের অঙ্গ স্পর্শ করা অবিহিত। কিন্তু গানিকাস স্পার্টাকাসের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করল। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। এর খেসারতও কম নয়, ত্রিশ ঘা বেত। কিন্তু গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে এমন খুব কমই ছিল যে এই ব্যবহারের কারণটা মনে মনে বোঝে নি।

৫

পরবর্তী অনেক বৎসর পর্যন্ত লেন্টুলাস বাটিয়েটাস ওই সকালটার কথা ভুলতে পারে নি। অনেকবার সেই সকালের প্রতিটি ঘটনা সে খুঁটিয়ে দেখেছে, অনেকবার সে বোঝবার চেষ্টা করেছে, এই সকালের পরে পরে যে-বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল তার সঙ্গে এই সকালের কোনো যোগাযোগ ছিল কিনা। তথাপি এই যোগাযোগ সম্পর্কে সে স্থিরনিশ্চয় হতে পারে

নি ; অপরপক্ষে একথাও তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না যে, পরে যা ঘটেছিল তার কারণ শুধু এই যে, দুজন রোমান ফতোবাবুর মনে আমরণ লড়াই দেখার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। তার নিজস্ব এরেনায় এই দুই বা তিনজোড়ার এরকম ঘরোয়া লড়াই প্রতি সপ্তাহেই হয়ে থাকে। সে লড়াইগুলো থেকে এ-লড়াইয়ের খুব বেশি একটা পার্থক্য তার নজরেই পড়ে না। এর থেকেই তার মনে পড়ে যায়, রোম শহরে তার কয়েকটা বস্তিবাড়ির কী হাল হয়েছে। বস্তিবাড়ি বা তথাকথিত 'ইনসুলে' টাকা খাটাবার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র বলে ব্যবসাদার মহলে বিবেচিত হত। তার কারণ, সাধারণ ব্যবসার উঠতি-পড়তির আওতায় এ পড়ে না ; সমান হারে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চক্রবৃদ্ধি হারে, এর থেকে আয় হয় এবং এই আয় আরো বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু আয় বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কিছুটা বিপদ থেকেই যায়। প্রথমদিকে বাটিয়েটাস দুখানা বাড়ি কেনে, একটা চারতলা আরেকটা পাঁচতলা উঁচু। প্রত্যেক তলায় বারোখানা ঘর এবং প্রতিটি ঘরের জন্যে ভাড়াটেকে বছরে নয়শ' সেস্টারসিস দিতে হত।

মুনাফা-শিকারী ব্যক্তিরা যে তলার ওপর তলা উঠিয়ে যাবে, এ-বোধটা জাগ্রত হতে বাটিয়েটাসের খুব বেশী সময় লাগেনি। ঝাড়ুদার গোছের ছাপোষা লোকেরা নিচু বাড়ির বাসিন্দা ; বড়লোকদের বাসভবন আকাশচুম্বী অট্টালিকা। অতএব ল্যানিস্টাও পাঁচতলা বাড়িটাকে সাততলা করে ফেলল, কিন্তু তার চারতলা বাড়িটার ওপর আর এক তলা ওঠাতেই সমস্ত বাড়িসুদ্ধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। এর ফলে তার যা ক্ষতি হবার তা তো হলই, উপরন্তু কুড়িজনের ওপর ভাড়াটিয়া চাপা পড়ে মারা গেল,—তার মানে ঘুষের দায়ে আরো অঢেল টাকা বেরিয়ে গেল। অনেকটা ঐ ধরণের পরিমাণগত বৃদ্ধি এবং তার ফলে গুণগত পরিবর্তন এখানেও আছে, মানে গ্লাডিয়েটারদের তরফ থেকে বিবেচনা করলে। তা সত্ত্বেও বাটিয়েটাস জানত কার্যত সে অধিকাংশ ল্যানিস্টার মতই, তাদের চেয়ে খারাপ তো নয়ই, তাদের অনেকের চেয়ে ভালই।

সত্যি, সকালটা খারাপভাবে আরম্ভ হল। প্রথমত, গান্নিকাসকে চাবুক মারার ব্যাপারটা। গ্লাডিয়েটারকে চাবকানো মোটেই ভালো নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এও খেয়াল রাখা দরকার, আখড়া চালাতে হলে কঠোরতম নিয়মনিষ্ঠা বজায় না রাখলে চলে না। কোনো গ্লাডিয়েটার নিয়মশৃঙখলার সামান্য কোনো ব্যতিক্রম যদি করে, তাকে শাস্তি পেতেই হবে— সে-শাস্তি যেমন নির্মম তার প্রয়োগও হওয়া চাই তেমনি দ্রুত। দ্বিতীয়ত, একজন ছোরা-খেলোয়াড়ের জুড়ি হিসাবে জাল ও সড়কি যুতে দেওয়ায় গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়েছিল। তৃতীয়ত, লড়াইটাই।

বাটিয়েটাস এরেনায় অতিথিদের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। ব্যক্তিগতভাবে এই সব রোমানদের সম্পর্কে সে যাই ভাবুক না কেন, টাকার একটা ইজ্জত আছে এবং সে-বিষয়ে সে অত্যন্ত সচেতন। যখনই তার সঙ্গে কোটিপতি কারো সাক্ষাৎ ঘটত— কোটিপতি মানে যার কোটি কোটি শুধু আছেই না, যে কোটি কোটি উড়িয়েও দিতে পারে, নিজেকে তার মনে হত গোষ্পদে বিন্দুর মত, তার কুণ্ঠার অবধি থাকত না। শহরের পথে পথে যখন সে গুণ্ডার দলের সর্দারী করে কাটিয়েছে, তার স্বপ্ন ছিল চার লক্ষ সেস্টারসিস জমাবে এবং তার জোরে খেতাবী মহলে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে। যখন সত্যি সে খেতাব

পেল, সে সর্বপ্রথম বুঝতে শুরু করল অর্থসম্পদের অর্থ কী এবং যতদূর পর্যন্ত সে উঠেছে,· অবশ্য নিজের বুদ্ধি খাটিয়েই, তা কিছুই নয়—সে দেখল তার সামনে আকাঙ্ক্ষার একটা সিঁড়ি উঠে গেছে যার শেষ নেই।

শ্রদ্ধাস্পদকে শ্রদ্ধা করতেই হয়। তার জন্যে সে এখানে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে কেইয়াস, ব্রাকাস ও তার সঙ্গীদের। সে তাই জানতে পেল না গান্নিকাস ত্রিশ ঘা চাবুক খেয়েছে। সম্মানিত অতিথিরা এলে পর সে তাদের নিয়ে গেল তাদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনে,—এই আসনটি তাদের জন্যে এমন উঁচু জায়গায় তৈরি যেখান থেকে না ঝুঁকে বা গলা না বাড়িয়ে স্বল্পপরিসর এরেনার প্রতিটি দিক দেখা যায়। সে নিজ হাতে গদি-আঁটা আসনের উপর তাকিয়াগুলো এমন করে সাজিয়ে দিল যাতে তারা আরামে গা এলিয়ে দিয়ে লড়াই দেখতে পায়। তাদের পরিবেশন করা হল ঠাণ্ডা সুরা, ছোট ছোট পাত্রে রকমারি মিষ্টান্ন, পায়রার মধুপক্ক মাংস, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা একসঙ্গে দূর করার নানাবিধ ভোজ্য। একটা ডোরাকাটা চাঁদোয়া প্রাতঃসূর্য থেকে তাদের আড়াল করেছে এবং দুজন পরিচারক পালকের পাখা হাতে দুপাশে মোতায়েন রয়েছে, যদি সকালের ঠাণ্ডাভাব চলে গিয়ে দুপুরের গরম দেখা দেয়। এইসব বিলিব্যবস্থা তদারক করতে করতে গর্বে বাটিয়েটাসের বুক ফুলে উঠল—সত্যি, যার যত সূক্ষ্ম রুচিই হোক না, এখানে যে যা চাইবে সে তাই পাবে। এখন থেকে খেলা আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকতে যাতে বিরক্তিকর না লাগে, এরেনায় একজন নর্তকী ও দুজন বাদ্যকর তাদের চিত্তবিনোদনে ব্যাপৃত রইল। নৃত্য বা সঙ্গীতে তাদের তেমন মন ছিল না। ওসবের অনেক উঁচু স্তরে তারা তখন বিচরণ করছে। কর্নেলিয়াস লুসিয়াস নামে ব্রাকাসের বিবাহিত বন্ধুটি তখন অসম্বদ্ধভাবে বকে চলেছে, ইদানীং রোমে ভদ্রভাবে বাস করতে হলে কী কী অত্যাবশ্যক তাই নিয়ে। বাটিয়েটাস ওখানেই রয়ে গেল এবং মন দিয়ে তার কথা শুনতে লাগল। ইদানীং রোমে ভদ্র জীবন যাপন করতে কী কী অবশ্য প্রয়োজনীয় সে জানতে উদগ্রীব। কথার ফাঁকে হঠাৎ তার কানে এল লুসিয়াস একটা নতুন 'লিবেরিয়াস' বা রসুইকরের জন্যে পাঁচ হাজার দিনার খরচ করেছে। একটা রসুইকরের পক্ষে আশাতিরিক্ত মূল্য বলতে হবে।

লুসিয়াস বোঝাতে চাইল, 'কিন্তু কী করা যাবে, গরু ভেড়া শুয়োরের মত তো বাস করা যায় না। আমার বাপদাদা সেভাবে থাকতেন বলে আমরা তো পারি না। একটু ভালভাবে খেতে হলে অন্তত চারজন পাচক দরকার—একটা রসুইকর, একটা 'কোকুস', একটা 'পিস্টরিস', একটা 'ডুলসিয়েরিয়ুস'; আর তা যদি না রাখো বাজার থেকে খাবার আনিয়ে খাও। সেক্ষেত্রে অবশ্য ওদের না হলেও কাজ চলে যায়।'

তার স্ত্রী ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'না হলে কী করে যে চলে জানি না। নিজের বেলায় তো প্রতিমাসে একজন নতুন 'টনসরিস' না হলে চলে না। ভগবান ছাড়া তোমাকে কামিয়ে খুশি করতে পারে এমন কেউ আছে বলে তো জানি না। অথচ আমি যদি বলি আমার আরো একজন প্রসাধিকা বা সংবাহিকা চাই—'

'শ'খানেক গোলাম রাখলেই তো হল না,' ব্রাকাস তাকে বুঝিয়ে বলে, 'তাদের শিখিয়ে নেওয়া দরকার। অবশ্য শেখানোর পর আমার প্রায়ই সন্দেহ হয়েছে এত কষ্ট না করলেই ভালো হত। আমার জামাকাপড় দেখাশোনার জন্যে একটা 'প্রিভাটা' আছে। লোকটা গ্রীক,

সাইপ্রাস থেকে আনিয়েছি। তার কাছে তুমি হোমার শুনতে চাও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হোমার মুখস্থ বলে যাবে, অথচ আসল কাজে নেই,—জামা কাপড় কাচা বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, কিছুই সে করে না। আমি তার কাছে বেশি কিছু চাই না, জামা-কাপড়গুলো অন্তত ঠিক ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখুক। আলখাল্লা রাখার জন্য আমার একটা কুঠরি আছে। আমি চাই যেই একটা আলখাল্লা ছেড়ে ফেললাম অমনি সেটাকে ঐ কুঠরিতে তুলে ফেলা হোক। তেমনি চোগাগুলো চোগার জায়গায় যেন রাখা হয়. এই তো কাজ—একটা কুকুরকেও শিখিয়ে নেওয়া যায়, তোমরাই বলো, যায় না? কুকুরটাকে যদি বলি, রাক্সিডিস, আমার হলদে চোগাটা নিয়ে আয় তো, সে ঠিক তা এনে দেবে। কিন্তু ও তা পারে না। কী করে ঠিক ঠিক একাজ করতে হয় তা শেখাতে আমার যা সময় লাগে তা থেকে আমার নিজেরই করে নেওয়া ভালো।'

কেইয়াস আপত্তি জানায়, 'তাই বলে তুমি নিজে তা পারো না।'

'না না, নিশ্চয়ই না। খোকা, চেখে দেখেছ ল্যানিস্টা কী ধরনের মদ দিয়েছে?'

বাটিয়েটাস তার আগেই জবাব দিল। মদ্যভাণ্ডটি তাদের সামনে তুলে ধরে গর্বভরে বলে উঠল, 'সিসেলপাইন।'

ব্রাকাস নাকের একধারে একটা আঙুল রেখে কেতামাফিক থুতু ফেলল। তারপর আখড়াদারকে বলল, 'আচ্ছা, তাকিয়ার কথা তোমার কী করে খেয়াল হল? আমি কি বলেছিলাম আমাদের তাকিয়া লাগবে? ল্যানিস্টা, তোমাদের কি জুডিয়ার মদ আছে?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, একেবারে সেরা জিনিস আছে। ফিকে গোলাপী—সবচেয়ে ফিকেটাই আছে।'

পরিচর্যারত একজন গোলামকে সে তখনই চেঁচিয়ে বলে দিল জুডিয়ার মদ নিয়ে আসতে।

লুসিয়াসের স্ত্রী তাকে চুপি চুপি কী বলতে লুসিয়াস স্ত্রীকে বলল, 'বেশ তো, তুমিই বলো না।'

'না—'

ব্রাকাস মহিলার দিকে ঝুঁকে তার হাতখানা নিজের ঠোঁটে ঠেকাল। তারপর বলল, 'প্রেয়সী, আমায় বলতে বাধে এমন কি কিছু আছে?'

'আমি কানে কানে বলছি।'

মহিলা কানে কানে তার বক্তব্য বলতে ব্রাকাস বলে উঠল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।' তারপর বাটিয়েটাসকে বলল, 'লড়াইয়ের আগে ইহুদিটাকে এখানে নিয়ে এস।'

অভিজাত ব্যক্তিদের কার্যকলাপের মধ্যে কার্যকারণের কোনো যোগসূত্র বাটিয়েটাস খুঁজে পেত না। সে জানত সূত্র কোথাও আছে কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো নিয়মের গণ্ডিতে তাকে নির্দিষ্ট করতে পারত না। বাঁধাধরা এমন কোনো একটা ব্যবহারিক ছক সে আবিষ্কার করতে পারে না যার আবরণে নিজের জন্মগত পরিচয়টা লুকিয়ে রাখা যায়। ঘরোয়া খেলা দেখতে কত দল তার এরেনা ভাড়া নিয়েছে, কিন্তু এক দলের ব্যবহারের সঙ্গে অপর দলের সে মিল খুঁজে পায়নি।

বাটিয়েটাস আনতে পাঠাল ইহুদিটাকে।

দুজন তালিমদারের মধ্যবর্তী হয়ে সে অভ্যাগতদের আসনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে

রইল। লম্বা পশমের সাদাসিধে আঙরাখায় তার সর্বাঙ্গ ঢাকা। তার ফিকে সবুজ চোখদুটো যেন হিমেল পাথর। সে কিছুই দেখছে না। শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

মহিলাটি ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। কেইয়াস ভয় পেল। এই প্রথম একটা গ্লাডিয়েটার তার হাতের নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, গরাদের বা দেয়ালের কোনো ব্যবধান নেই, আর তালিমদার দুজনও এমন নয় যাদের দেখে ভরসা পাওয়া যায়। এটাকে মানুষ ভাবাই ভুল—এই সবুজ চোখ, ছুঁচলো মুখ, খাড়া নাক ও কদমছাঁট মাথাওয়ালা ইহুদিটা মানুষই নয়।

ব্রাকাস বলল, 'ল্যানিস্টা, ওকে আঙরাখাটা খুলে ফেলতে বলো।'

বাটিয়েটাস চাপা গলায় হুকুম দিল,—'এই খোল।'

ইহুদিটা অল্পক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ; তারপর হঠাৎ আঙরাখাটা ফেলে দিয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। তার বলিষ্ঠ ঋজু দেহ একেবারে নিস্পন্দ, যেন ব্রোঞ্জ কুঁদে মূর্তি গড়া হয়েছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত কেইয়াস তার দিকে তাকিয়ে থাকে। লুসিয়াস এমন ভাব দেখায় যেন তার মোটেই ভালো লাগছে না। কিন্তু তার স্ত্রীর চোখের পলক পড়ছে না, মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত আর জোরে জোরে।

ব্রাকাস ক্লান্তভাবে বলল, 'আনেমাল বিপেস ইমপ্লুমে' অর্থাৎ বিনা পাখার দু'পেয়ে জানোয়ার।'

ইহুদিটা নত হয়ে আঙরাখাটা তুলে নিল, তারপর ঘুরে চলে গেল। তালিমদার দুজন তার অনুসরণ করল।

ব্রাকাস বলল, 'ওর লড়াইটা প্রথমে হোক।'

৬

সে সময়, তখনো পর্যন্ত এ-আইন হয় নি যে, যখন কোনো থ্রেশীয়ান বা ইহুদি চিরাচরিত ছোরা কিংবা 'সিকা' নামে বাঁকানো ছুরি নিয়ে এরেনায় লড়াইয়ে নামবে, আত্মরক্ষার জন্যে তাদের প্রত্যেককে কাঠের একটা করে ঢাল দিতে হবে। পরে এ আইন বিধিবদ্ধ হবার পরও তা প্রায়ই লঙ্ঘন করা হত। গ্লাডিয়েটাররা কেবলমাত্র ছুরি নিয়ে খেলার সময় যে অসাধারণ গতি ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিত, ঢাল ব্যবহারের ফলে ছোরাখেলার এই আসল উত্তেজনাই লোপ পেত। তা হত চিরাচরিত পেতলের বর্ম ও শিরস্ত্রাণ নিয়ে খেলারই নামান্তর। এ সময়ের প্রায় চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত—তখনো জুড়ির খেলার তেমন চল হয় নি, এরেনার লড়াইকে সাধারণভাবে বলা হত 'স্যামনিটিস'! তাতে দুপক্ষই রীতিমত বর্মাচ্ছাদিত হয়ে লড়াই করতে নামত এবং তাদের সঙ্গে থাকত দীর্ঘাকৃতি সামরিক ঢাল 'স্কুটাস' এবং স্পেনীয় তলোয়ার 'স্পাথা'। এতে তেমন উত্তেজনা ছিল না, রক্তপাতও তেমন হত না। কোনোপক্ষই হতাহত না হয়ে ঢাল তলোয়ারের সংঘর্ষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালিয়ে যেতে পারত। তখনকার দিনে ল্যানিস্টারা বেশ্যার দালালের মত ঘৃণ্য ছিল।

সাধারণত তারা হত ছোটখাট গুণ্ডাদলের সর্দার। তারা অকেজো অক্ষম কয়েকটা গোলাম কিনে নিয়ে পরস্পরকে খোঁচাখুঁচি করতে ছেড়ে দিত। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে কিংবা রক্তপাতের ফলে তারা মারা পড়ত। বেশীর ভাগ ল্যানিস্টা ছিল বেশ্যার দালাল, একদিকে গ্লাডিয়েটারদের নিয়ে, অন্যদিকে বেশ্যাদের নিয়ে তারা কারবার চালাত।

দুটো নতুনত্ব আমদানি হবার ফলে জুড়ির লড়াইয়ের একেবারে ভোল পালটিয়ে যায় এবং আগে যা ছিল একঘেয়ে বিরক্তিকর, তাই হয়ে উঠল রোমের একটা হুজুগ। তার ফলে ল্যানিস্টাদের অবস্থাও দেখতে দেখতে বদলে গেল। তাদের অনেকেই সেনেটে বসার অধিকার ক্রয় করল, পল্লীনিবাস গড়ে তুলল এবং ধনকুবেরে পরিণত হল। প্রথম নতুনত্ব আমদানি হল আফ্রিকায় রোমের সামরিক ও বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশের ফলে। কৃষ্ণকায় লোকদের ইতিপূর্বে দেখাই যেত না। গোলামবাজারে এর পর থেকে প্রাদুর্ভাব ঘটল বিরাটবপু শক্তিমান নিগ্রোদের। কোনো এক ল্যানিস্টার মাথায় এল, হাতে একটা জাল ও ত্রিশূলের মত একটা মাছধরার সড়কি দিয়ে ঢাল তলোয়ারের সঙ্গে এরেনায় ওদের লড়াই করিয়ে দেখলে হয়। সঙ্গে সঙ্গে রোমানদের খেলাটা ভাল লেগে গেল। এর পর থেকে খেলাটা আর ক্বচিৎ কখনোর অনুষ্ঠান হয়ে রইল না। দ্বিতীয় নতুনত্ব আমদানি হতেই ষোলকলা পূর্ণ হল। তা সম্ভব হল রোমানবাহিনীর থ্রেশ ও জুডিয়ায় অনুপ্রবেশের ফলে। সেখানে তারা আবিষ্কার করল কৃষিজীবী কর্মঠ দুই পার্বত্য স্বাধীন জাতি। যুদ্ধে তাদের প্রধান অস্ত্র ছিল ক্ষুরধার ক্ষুদ্রাকার একপ্রকারের বাঁকানো ছুরি। 'রিটিয়ারি' বা জেলেযোদ্ধাদের চেয়েও এদের দ্বারা গ্লাডিয়েটারদের লড়াইয়ে অনেক পরিবর্তন সাধিত হল। কদাচিৎ দেহবর্ম বা শস্ত্রগোছের কিছু ব্যবহৃত হত।

'স্যামনিটিস' এর দীর্ঘস্থায়ী ঢিমেতালের লড়াই পর্যবসিত হল বিদ্যুৎগতি ছোরার লড়াইয়ে, দক্ষতা যন্ত্রণা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এল মারাত্মক আঘাত, অজস্র রক্তপাত ও উদর বিদারণ।

ব্রাকাস তার তরুণ সঙ্গীটিকে ব্যাপারটা এইভাবে বোঝালো, 'একবার যদি থ্রেশীয়ানদের খেলা দেখো, আর কিছু ভাল লাগবে না। আর যা কিছু সব বিরক্তিকর একঘেয়ে অর্থহীন। ভালো থ্রেশীয়ানদের খেলার মত এমন জমাটে ব্যাপার দুনিয়ায় আর কিছু নেই।'

জুড়িদের আগমনের সময় হয়েছে। নর্তকী ও বাদ্যকররা চলে গেছে। ছোট এরেনাটা একেবারে শূন্য, খাঁখাঁ করছে সকালের রোদে। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে একটা আর্ত স্তব্ধতা যেন কাঁপছে। আর চারজন রোমান—একজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ —ডোরাকাটা চাঁদোয়ার নিচে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গোলাপী জুডিয়ান সুরা একটু একটু চুমুক দিচ্ছে এবং খেলা আরম্ভ হওয়ার প্রতীক্ষা করছে।

৭

এরেনার দিকে খোলা স্বল্পপরিসর একটা ঘেরা জায়গা গ্লাডিয়েটারদের প্রতীক্ষাঘর। সেখানে তিনজন গ্লাডিয়েটার, দুজন থ্রেশীয়ান এবং কালো লোকটি বসে রয়েছে। তারা ইহুদীটার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করছে। ভারাক্রান্ত মনে তারা একটা বেঞ্চির উপর বসে আছে। তারা চালানী মাল—এখন এই তাদের আখ্যা। একমাত্র লজ্জাই তাদের সঙ্গী, যশ নয়,

ভালবাসা নয়, সম্মান নয়। কালো লোকটা শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে না পেরে বলল, 'বিধাতা যাকে ভালবাসে, জন্মেই সে মরে।'

স্পার্টাকাস প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'না।'

কালো লোকটা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি দেবতায় বিশ্বাস কর?'

'না।'

'পরলোকে বিশ্বাস কর?'

'না।'

কালো লোকটা তখন জিজ্ঞাসা করে, 'কিসে তুমি বিশ্বাস কর, স্পার্টাকাস?'

'আমি বিশ্বাস করি তোমাকে, বিশ্বাস করি আমাকে।'

সুদর্শন তরুণ থ্রেশীয়ান পলিমাস বলে 'কী বললে, তোমাকে, আমাকে? আমরা তো ল্যানিস্টার কসাইখানার মাংস।'

কালো লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করে, 'আর কী তুমি বিশ্বাস কর, স্পার্টাকাস?'

'আর কী? মানুষ কী স্বপ্ন দেখে? যে-মানুষ মরতে যাচ্ছে সে কিসের স্বপ্ন দেখে?'

কালো লোকটি শান্তভাবে জবাব দিল, তার ভরাট গলা বুকের ভেতর গমগম করে উঠছে, দুঃখভারে তা গম্ভীর। 'আমি যা আগে বলেছি তাই তোমাকে বলছি। আমি বলছি, শোনো। আমি বড় একা, ঘরসংসার থেকে বড় দূরে, তাদের জন্যে আমার মন বড় কাঁদে। আমি আর বাঁচতে চাই না। তোমাকে ভাই আমি মারব না।'

'করুণা করার এই কি জায়গা?'

'এটা অবসাদের জায়গা, সত্যি আমি অবসন্ন।'

স্পার্টাকাস বলল, 'আমার বাপ ছিল গোলাম। তার কাছ থেকে আমি শিখেছি একমাত্র ধর্ম কী। গোলামদের একমাত্র ধর্ম বেঁচে থাকা।'

'আমরা দুজনেই তো বাঁচতে পারি না।'

'জীবনের এই একটি করুণা গোলামরা পেয়ে থাকে। আর সবার মত সেও জানে না কখন সে মরবে।'

প্রহরীরা এবার তাদের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। ঘরটার দেয়ালে বর্শার ঘা দিয়ে নির্দেশ দিল ওদের চুপ করতে। ইহুদীটা ফিরে এল। সে থাকলেও কথা কইত না। কখনো সে কথা কয়নি। লজ্জায় দুঃখে মাথা নত করে সে দরজার আড়ালে আঙরাখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল। তূর্যধ্বনি হল। তরুণ থ্রেশীয়ানটি উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে। সে ও ইহুদী আঙরাখা দুটো ফেলে দিল। দরজা খুলে গেল। সম্পূর্ণ উলঙ্গ তারা পাশাপাশি চলল এরেনার অভ্যন্তরে।

কালো লোকটির কৌতূহলের অবসান ঘটেছে। সে মৃত্যুর সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধেছে। বাহান্নবার সে জাল ও সড়কি নিয়ে লড়াই করেছে, বাহান্নবারই সে বেঁচে ফিরেছে। যে-গ্রন্থিটা তাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত রেখেছিল এবারে সেটাই ছিঁড়ে গেছে। স্মৃতিমাত্র সম্বল করে সে বেঞ্চির ওপর বসে রয়েছে তার নুয়ে পড়া মাথাটা হাতের উপর রেখে। স্পার্টাকাস কিন্তু একলাফে দরজার কাছে গিয়ে ফাটলের ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়াল, যাতে সে দেখতে পায়, যাতে সে জানতে পারে। সে কোনো পক্ষেরই নয়। থ্রেশীয়ানটি তার স্বজাতি কিন্তু ঐ ইহুদিটার মধ্যেও কী যেন আছে যা তার বুকের ভেতরটায় অদ্ভুত ও আশ্চর্যভাবে

মোচড় দেয়। দুজনে যখন আমরণ লড়াইয়ে নেমেছে, একজনের মৃত্যু অবধারিত ; কিন্তু যতক্ষণ জীবন আছে জীবনই সত্য। স্পার্টাকাসের সারধর্ম জীবন। লোকে তার মধ্যে এই জীবনীশক্তি দেখে। মরণজয়ী এই জীবন নক্ষত্রলোকগামী। এবার সে দরজার ফাটলে চোখটা চেপে দেখতে লাগল, এরেনার মধ্যস্থল পর্যন্ত একফালি দৃশ্য তার দৃষ্টিপথে ধরা পড়ল।

প্রথমে তার দৃষ্টি দুজনের দেহে আড়াল পড়ল। কিন্তু তারা যখন এরেনার মধ্যস্থলে গিয়ে তাদের রক্তমাংস যারা কিনে নিয়েছে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াল, আকারে তারা তখন ছোট হয়ে এল। তাদের ছায়াদুটো পেছনে আলম্বিত। তাদের শরীর তামাটে, তেল চক্‌চক্ করছে। অতঃপর তারা দশ-পা ব্যবধানে পরস্পর দাঁড়াল। স্পার্টাকাসের দৃষ্টির সীমায়িত ক্ষেত্রে বালি ও রৌদ্রের ব্যবধানে তারা দাঁড়িয়ে রইল চিত্রার্পিতের মত। রোমানরা যেখানে বসেছিল তাও স্পার্টাকাসের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। লাল হলদে ও পাটল রঙের সুসজ্জিত ও প্রশস্ত একটি মঞ্চ, ডোরাকাটা চাঁদোয়ায় আচ্ছাদিত। পরিচারকদের হাতে পালকের পাখা ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছে। তার দৃষ্টিসীমা এইখানেই শেষ হয়েছে। ওখানে ওরা বসে রয়েছে, ওই জন্ম-মৃত্যুর হর্তাকর্তারা মুষ্টিমেয় মহামহিম কয়জন। মহাকালের যুগসন্ধিক্ষণে যে সব চিন্তাভাবনা অন্তত একজনের মনকে আশ্রয় করে জেগে ওঠে, সেসব চিন্তা স্পার্টাকাসের মনে এল।

যে-তালিমদারের ওপর এরেনার তত্ত্বাবধানের ভার, এবার সে প্রবেশ করল। দুই হাতে সে ধরে রয়েছে মসৃণ একটি কাঠের পাত্র, তাতে রয়েছে দুখানা ছুরি। যারা এই খেলার মূল্য দিয়েছে নিয়মানুযায়ী পাত্রটা সে তাদের কাছে ধরল। পাত্রটা তাদের কাছে ধরার সময় পালিশকরা ছুরির ফলাগুলো রোদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। প্রতিটি ফলা বারো ইঞ্চি দীর্ঘ, ক্ষুরধার উজ্জ্বল ইস্পাতে তৈরি, প্রত্যেকটিতে সুন্দর কারুকার্যকরা কালো আখরোট-কাঠের হাতল লাগানো। ছুরিটা একটু বাঁকানো। তার সামান্য একটু স্পর্শেই চামড়া দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

ব্রাকাস মাথা নেড়ে ছুরি দুটো অনুমোদন করল। ঐ ছুরির স্পর্শের মত তীক্ষ্ণ ঘৃণায় স্পার্টাকাসের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সংযত করে ফেলল এবং নিস্পৃহভাবে দেখতে লাগল। গ্লাডিয়েটার দুজন তাদের নিজের নিজের অস্ত্র বেছে নিল, তারপর তার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সে দেখতে পাচ্ছে না, তবুও সে জানে তারা কী করছে ; তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ তার নখদর্পণে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের সাবধানী ভীতিবিহ্বল সতর্কতা তাদের চোখে, একে অন্যের নজরবন্দি হয়ে নির্দিষ্ট বিশ পা ভূমি পায়ে পায়ে মাপছে। এবারে তারা নুয়ে পড়ে ছোরার হাতলটা বালি দিয়ে ঘষে নিল, তারপর হাতের পাতায় বালি মাখিয়ে নিচ্ছে। এখন তারা ওত পেতে গুড়ি মেরে রয়েছে, প্রতিটি মাংসপেশি টানটান হয়ে কাঁপছে, আর তাদের বুকের ভেতরটায় যেন দুরমুশ পিটছে।

তালিমদার তার রুপোর বাঁশিটা বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে গ্লাডিয়েটার দুজন আবার স্পার্টাকাসের দৃষ্টিগোচর হল। ঝক্‌ঝকে ছুরিখানা ডানহাতের করতলে নিয়ে উলঙ্গ তারা গুড়ি মেরে আসছে মনুষ্যত্বের সব চিহ্ন বিসর্জন দিয়ে। এখন ওরা দুটো জানোয়ার। জানোয়ারের মত তপ্ত বালির ওপর পা টেনে টেনে ছোট ছোট পদক্ষেপে থপ থপ করে তারা ঘুরছে। তারপর তারা মিলল এবং প্রচণ্ড একটা ধস্তাধস্তির পর উভয়েই ছিটকে পড়ল। রোমানরা উল্লাস করতে লাগল এবং ইহুদীর বুকে দেখা গেল রক্তরেখার একটা লম্বা দাগ।

কিন্তু দুজনের মধ্যে কেউ এই আঘাত সম্বন্ধে সচেতন বলে মনে হল না। একের মন অপরের প্রতি এমন গভীরভাবে নিবিষ্ট, এমন সর্বাত্মক এই একাগ্রতা, যেন সারা জগতের অস্তিত্ব তাদের উপর নির্ভর করছে। সময়ের গতি থেমে গেছে। তাদের সমগ্র জীবন, জীবনের সব অভিজ্ঞতা পরস্পরের ওপর কেন্দ্রীভূত। যে তীব্র অভিনিবেশে তারা পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করছে, তা যেন বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। এরপর আবার তারা মিলিত হল। এবার মনে হল তাদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি অখণ্ড এক আলোড়নে একাকার হয়ে গেছে। উভয়েই মরণালিঙ্গনে আবদ্ধ। তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে পরস্পরে গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে, ডান হাত বাঁ হাতকে জড়িয়ে ধরেছে, দেহে দেহ ও মুখে মুখ সংলগ্ন, মুষ্টিবদ্ধ কবজির শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে, নীরব চিৎকারে তারা জানিয়ে দিচ্ছে, তারা পরস্পরকে টুকরো টুকরো করে খতম করার জন্য ব্যগ্র। এতক্ষণে তাদের পরিবর্তন পূর্ণাঙ্গ হয়েছে ; পরস্পরকে এবার তারা ঘৃণা করছে ; একটিমাত্র উদ্দেশ্য তাদের মনে জেগে আছে, সে উদ্দেশ্য মৃত্যু। কারণ একমাত্র মৃত্যুই তাদের যে কোনো একজনকে বাঁচাতে পারবে। দৃঢ়াবদ্ধ হয়ে তারা যুঝছে, সমস্ত মাংসপেশীগুলো টান টান ও কঠিন হয়ে উঠেছে, তারা দুজনে এখন এক হয়ে গেছে, দ্বিধাবিভক্ত সে এক একীভূত সত্তা।

যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তমাংসের শরীরে সহ্য করা সম্ভব, তাদের পরস্পরের থাবা শিথিল হল না। তারপর তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে ছিটকে পড়ল। এবার দেখা গেল থ্রেশীয়ানের হাত বরাবর দীর্ঘ এক রক্তরেখা। দুজনে প্রায় বারোহাত ব্যবধানে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে ও ঘৃণায় কাঁপছে, উভয়েরই সর্বাঙ্গ রক্তে তেলে ঘামে মাখামাখি। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আর পায়ের কাছের বালিগুলো লাল হয়ে উঠছে।

এবার থ্রেশীয়ানটা আক্রমণ করল। ছোরাসুদ্ধ হাতটা তুলে ইহুদীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইহুদীটা সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের ছোরাটা ওপর দিকে তুলে ধরে থ্রেশীয়ানকে এক ধাক্কায় শূন্যে নিক্ষেপ করল। এবং থ্রেশীয়ানটা মাটিতে পড়ার আগেই ইহুদী তার ওপর চেপে বসল। খেলার এ হচ্ছে বীভৎসতম ও সবচেয়ে লোমহর্ষক মুহূর্ত। মৃত্যু থ্রেশীয়ানকে ঘিরছে। সে দুমড়ে মুচড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর খালি পা-দুটো দিয়ে মারাত্মক ছোরাটাকে সরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু ইহুদীটা তার ওপর সম্পূর্ণ চেপে বসে ছোরা চালিয়ে চলেছে,—তবু তরুণ থ্রেশীয়ান এমন মরিয়াভাবে হাত পা ছুড়ছে যে তাকে সম্পূর্ণরূপে ঘায়েল করার মত আঘাত দিতে পারছে না।

থ্রেশীয়ানটা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠল ; তার ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ পায়ে ভর করে শূন্যে উঠে এল। সেখানেই সে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু প্রাণশক্তি ক্রমশ তার ক্ষীণ হয়ে আসছে। যে-ধাক্কায় সে দাঁড়িয়ে উঠেছিল তাই তার শক্তির গভীরতম উৎসমুখকে রিক্ত করে দিল। একহাতে সে নিজের টাল সামলাচ্ছে, অন্যহাতে ছোরাটা ধরে রয়েছে, সামনে পেছনে টলতে টলতে ওইভাবেই সে শূন্যে ছুরি চালাচ্ছে ইহুদীটা যাতে কাছে ঘেঁষতে না পারে। ইহুদী কিন্তু তার থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে, পুনরাক্রমণের কোনো প্রয়াসই করছে না,—বাস্তবিক, আক্রমণের আর দরকার নেই, কারণ থ্রেশীয়ানের জঙ্ঘাশিরা কেটে গেছে, মুখ হাত পা সর্বাঙ্গ কেটে ফালাফালা হয়ে গেছে, সে দাঁড়িয়ে আছে আর রক্তধারা বেয়ে তার জীবনীশক্তি তার পায়ের তলাকার বালির ওপর গড়িয়ে পড়ছে এবং ভিজে দাগটা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

এসত্ত্বেও জীবনমৃত্যুর শ্রেষ্ঠ নাটকীয় দৃশ্য এখনো বাকি আছে। রোমানরা আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে উঠে গলা চিরে বিকটভাবে চিৎকার করে ইহুদীটাকে তাড়া দিতে লাগলঃ

'ভেরবেরা! মারো! চালাও!'

কিন্তু ইহুদী এক পাও নড়ল না। তার বুকে একটা ক্ষত ছাড়া আর কিছু হয় নি, কিন্তু ধস্তাধস্তির ফলে তার সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি হয়েছে। হঠাৎ সে তার ছোরাটা বালিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, বালিতে গেঁথে গিয়ে সেটা কাঁপতে লাগল। মাথা নিচু করে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মুহূর্তের মধ্যে সুযোগটা হারিয়ে যাবে। এখন উলঙ্গ থ্রেশীয়ানের সারা অঙ্গে এমন একটুও জায়গা নেই যা রক্তে ঢাকা পড়ে নি। এক পা মুড়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ছোরাটাকে সে হাত থেকে খসে যেতে দিয়েছে। দ্রুত তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে। রোমানরা তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে। একটা তালিমদার মোষের চামড়ায় তৈরি প্রকাণ্ড একটা চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে এরেনার মধ্যে দিয়ে ছুটে গেল। দুজন সৈনিক তার অনুসরণ করল।

'লড়, হারামজাদা!' তালিমদার হুঙ্কার ছাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে চাবুকটা ইহুদীর পিঠে ও পেটে পাকিয়ে বসল। 'লড়!' পর পর সপাং সপাং চাবুক চলল, সে কিন্তু একটুও নড়ল না। থ্রেশীয়ানটা এবারে হুমড়ি খেয়ে উবুড় হয়ে পড়ে একটু কেঁপে উঠল, তারপর যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল। প্রথমে ধীরে ধীরে চাপা গলায়, ক্রমেই তা বেড়ে চলল, তার মোচড় দেওয়া শরীর থেকে সে চীৎকার যেন নিংড়ে নিংড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। তারপর সে-আর্তনাদ থেমে গেল এবং নিস্পন্দ সে পড়ে রইল। এবার তালিমদার ইহুদীকে চাবুক মারা বন্ধ করল।

দরজার ফাটলটায় স্পার্টাকাসের সঙ্গে কালো লোকটাও যোগ দিয়েছে। কোনো কথা না কয়ে তারা দেখে গেল।

সৈনিকেরা থ্রেশীয়ানের কাছে এসে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারল। সে একটু নড়ে উঠল। একজন সৈনিক তার কোমরবন্ধে ঝোলানো ছোট ভারি একটা হাতুড়ি খুলে হাতে নিল। অপর একজন সৈনিক তার বর্শাটা থ্রেশীয়ানের পিঠের তলা দিয়ে চালিয়ে দিয়ে এক ধাক্কায় তাকে চিত করে ফেলল। তারপর প্রথম সৈনিক হাতুড়িটা দিয়ে তার রগের ওপর প্রচণ্ড জোরে একটা ঘা দিল। আঘাতের চোটে মাথার নরম জায়গাটা ফেটে গেল। এরপর সৈনিকটা তার রক্তমাখা হাতুড়িটা দিয়ে দর্শকদের সেলাম করল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় এক তালিমদার এরেনার মধ্যে একটা গাধাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল। গাধাটার মাথায় বাহারি পালকের চূড়া। তাকে চামড়ার সাজ পরানো হয়েছে। সেই সাজের সঙ্গে বাঁধা একটা শেকল ঝুলছে। শেকলটা দিয়ে থ্রেশীয়ানটার পা-দুটো বাঁধা হল ; তারপর সৈনিকরা বর্শার খোঁচা দিয়ে গাধাটাকে তাড়া লাগালো। তার ফলে গাধাটা রক্তমাখা ঘিলু বের-করা দেহটাকে টানতে টানতে এরেনাটা ঘিরে দৌড়তে লাগল। রোমানরা এই দৃশ্য দেখে আনন্দধ্বনি করল, মেয়েরা কারুকার্যকরা রুমাল দুলিয়ে হর্ষ জ্ঞাপন করল।

তারপর রক্তমাখা বালিগুলো উলটিয়ে দিয়ে সমান করে দেওয়া হল। দ্বিতীয় জোড়ের খেলা শুরু হবার আগে আবার নাচগানের আসর তৈরি হল।

বাটিয়েটাস মার্জনা চাইতে হন্তদন্ত হয়ে তার খরিদ্দারের কাছে এসে হাজির হল, বোঝাতে চাইল, এমন দরাজ খরিদ্দারের ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহুদীটা শেষকালটায় কেন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জীবন্ত অবস্থায় মেরে ফেলতে পারল না। কেন তার গলার বাঁ হাতের একটা ধমনি কেটে দিল না, তাজা রক্তের স্রোতে তাহলে লড়াইয়ের যথোচিত পরিসমাপ্তি ঘটত। কিন্তু মারিয়াস-ব্রাকাস মদের পাত্রটা একহাতে নিয়ে অন্যহাতে ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল, 'ব্যস্ ব্যস্ ল্যানিস্টা ! যা হয়েছে যথেষ্ট। চমৎকার হয়েছে।'

'তা সত্ত্বেও আমার তো একটা নামডাক আছে।'

'চুলোয় যাক তোমার নামডাক। হ্যাঁ—দাঁড়াও —একটা কথা। ইহুদিকে একবার আনাও তো। আর কোনো শাস্তিটাস্তি দেবে না। সে যখন ভালভাবে লড়েছে, তাই যথেষ্ট, কী বলো ? তাকে নিয়ে এস এখানে।'

'সে কি ! এখানে ? তা দেখো—সত্যি বলছ—'লুসিয়াস বলতে আরম্ভ করল।

'নিশ্চয় ! আর শোনো, ওকে পরিস্কার করতে যেও না। যেমন আছে, ঠিক তেমনি আসবে।'

বাটিয়েটাস আদেশ পালন করতে চলে গেল। ব্রাকাস এদিকে আসর জমিয়ে বোঝাতে বসল, সমঝদার লোকেরা সচরাচর যেমন বোঝাবার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, সেও তেমনি বোঝাবার চেষ্টা করল, এইমাত্র তারা যা দেখল তার সৌন্দর্য ও দক্ষতা ঠিক কোথায়।

'একশ'টা লড়াইয়ের মধ্যে যদি একবারও এইরকম একটা কেউ দেখতে পায় জানবে সে ভাগ্যবান। একঘণ্টা ধরে একঘেয়ে তলোয়ারের খোঁচাখুঁচির চেয়ে এক মুহূর্তের সাচ্চা খেলা ঢের ভালো। এই হচ্ছে বিখ্যাত 'মরণ পাড়ি'। একটা গ্লাডিয়েটার আর কী করে এর চেয়ে ভালোভাবে মরতে পারে ? গোড়ার থেকে ভেবে দেখো। থ্রেশীয়ানটা ইহুদীটাকে বুঝে নিল, বুঝল, সে তার সঙ্গে পেরে উঠবে না—'

'কিন্তু সে-ই তো প্রথম রক্ত ঝরালো,' লুসিয়াস বাধা দিয়ে বলল।

'ওটা কিছুই না। সম্ভবতঃ এর আগে ওরা কখনো লড়ে নি। ওটা হচ্ছে শক্তি পরীক্ষার ধরণ। ওদের প্রত্যেককেই অপরপক্ষকে বোঝার জন্যে অনেকগুলো চাল চেলে যেতে হবে। সমান সমান হলে দুজনেই ছোরা চালিয়ে যেত, তখন দেখতে পেতে নানা রকম কেরামতি ও ধৈর্যের পরীক্ষা। কিন্তু ওরা দুজনে পরস্পরকে যখন কষে আটকে ধরল, ইহুদীটা তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে থ্রেশীয়ানটার হাতটায় ছুরি চালিয়ে দিল। বাঁ হাতে না লেগে যদি তা ডান হাতে লাগত, লড়াই ওখানেই খতম হয়ে যেত ; তা হল না বটে কিন্তু থ্রেশীয়ানটা বুঝতে পারল, তার জুড়ির সঙ্গে যুঝে ওঠা সম্ভব হবে না, তাই কপাল ঠুকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দশজনের মধ্যে নজন গ্লাডিয়েটার এটা ঠেকিয়ে পরস্পর আবদ্ধ হতে চেষ্টা করত। এমনকি বিশ্রী আঘাত নিয়েও তারা ঠেকাবার চেষ্টা করত। একটা মানুষের সমস্ত ওজন যখন ওইরকম একটা ছোরায় নেমে আসে, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কী ব্যাপার তা জানো ? ইহুদীটাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন দেখবে ? এই দেখো—'

সে যখন কথা বলছিল ইহুদীটা তখনই এসে দাঁড়িয়েছে, তেমনি উলঙ্গ, গায়ে ঘাম ও রক্তের গন্ধ, মাথাটা নুয়ে রয়েছে, মাংসপেশিগুলো তখনো কাঁপছে, মানুষের সে এক বিকট বীভৎস সংস্করণ। 'নিচু হ,' ব্রাকাস হুকুম করল।

ইহুদীটা নড়ল না।

'নিচু হ!' ব্রাকাস চিৎকার করল।

তার সঙ্গী তালিমদার দুজন ইহুদীটাকে ধরে বেঁধে জোর করে রোমানদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসাল। ব্রাকাস তখন উল্লসিত, তার পিঠটা দেখিয়ে বলতে লাগল, 'ওই দেখো, ওইখানটায়। না, না, চাবুকের দাগগুলো নয়। দেখছো না, চামড়াটা কেটে গেছে, ঠিক মেয়েদের নখের আঁচড়ের মত। ওইখানটায় থ্রেশীয়ানটার ছুরিটা ওকে ছুঁয়ে গেছে ঠিক যখন তার আক্রমণের নিচে পড়ে তাকে ছিটকে ফেলল। একেই বলে 'মরণপাড়ি'।' ব্রাকাস বাটিয়েটাসকে লক্ষ্য করে বলল, 'ল্যানিস্টা, এটাকে টিকিয়ে রেখো। আর চাবকিও না। একে বাঁচিয়ে রেখো। এর থেকে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। আমি নিজে এর কথা পাঁচজনকে বলব। জিতা রহো গ্লাডিয়েটার!' ব্রাকাস চিৎকার করে বলল।

কিন্তু ইহুদীটা মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল, তার মাথাটা আনত।

৯

কালো লোকটা বলছে, 'পাথরও কাঁদে, যে-বালির ওপর দিয়ে আমরা হেঁটে যাই, তাও যন্ত্রণায় কাতরায়, কিন্তু আমরা কাঁদি না।'

'আমরা যে গ্লাডিয়েটার', স্পার্টাকাস জবাব দেয়।

'তোমার হৃদয় কি পাথরে তৈরি?'

'আমি গোলাম। আমি মনে করি গোলামের হৃদয় বলে কিছু থাকা উচিত নয়। যদিও বা থাকে তবে তা পাথরেরই হওয়া উচিত। মনে রাখার মত তোমার কত কী আছে, কত সুন্দর, কত ভালো ভালো স্মৃতি। কিন্তু আমি তো 'কোরুভ', এমন কিছুই আমার মনে পড়ে না যার একটুও ভালো।'

'এইজন্যেই কি তুমি এইসব দেখেও স্থির থাকতে পার?'

'অস্থির হয়েই বা আমার লাভ কি?' স্পার্টাকাস আবেগহীন কণ্ঠে বলে।

'স্পার্টাকাস, তোমায় আমি জানি না। তুমি ফরসা, আমি কালো। আমাদের মধ্যে মিল নেই। আমাদের দেশে মানুষের মনে দুঃখ হলে সে কাঁদে। কিন্তু থ্রেশীয়ান, তোমাদের চোখের জল সব শুকিয়ে গেছে। আমার দিকে চেয়ে দেখো। কী দেখছ?'

'দেখছি একজন পুরুষমানুষ কাঁদছে,' স্পার্টাকাস বলল।

'এর জন্যে পুরুষ হিসেবে আমি কি হেয় হয়ে গেছি? স্পার্টাকাস, আমি বলছি, শোনো। তোমার সঙ্গে আমি লড়ব না। ওরা জাহান্নামে যাক, চুলোয় যাক, ওরা মরুক। আমি লড়ব না, আমি বলছি, তোমার সঙ্গে কিছুতে লড়ব না।'

'আমরা যদি না লড়ি আমাদের দুজনকেই মরতে হবে,' স্পার্টাকাস ধীর ভাবে উত্তর দেয়।

'তা হলে তুমিই আমাকে মারো, বন্ধু। জীবন আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে। আর আমি বাঁচতে চাই না।'

'ভেতরে আস্তে!' সৈনিকেরা ঘরের দেয়ালে ঘা দিয়ে সাবধান করে দিল। এর ফলে কালো লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে জগদ্দলের মত তার মুঠি দিয়ে দেওয়ালে মারতে লাগল যতক্ষণ না সমস্ত ঘরটা দুলে দুলে উঠল। তারপর হঠাৎ সে থেমে গেল এবং হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে বেঞ্চিটার ওপর বসে পড়ল। স্পার্টাকাস তার কাছে গিয়ে তার মাথাটা তুলে ধরল এবং কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে দিল।

'গ্লাডিয়েটার, গ্লাডিয়েটারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না।'

'স্পার্টাকাস, মানুষ জন্মায় কেন বলতে পারো?' তার কণ্ঠস্বর অস্ফুট, বেদনার্ত।

'বাঁচতে।'

'এই জবাবই কি সব?'

'এ-ই একমাত্র জবাব।'

'থ্রেশীয়ান, তোমার জবাব আমি বুঝি না।'

'কেন—কেন বন্ধু, বুঝছ না?' স্পার্টাকাস তাকে বোঝাবার জন্যে উঠে পড়ে চেষ্টা করে। 'একটা শিশুও তো তার মার গর্ভ থেকে বের হওয়ামাত্র এ-জবাব জানে। এ-জবাব এমনি সোজা।'

'এ-জবাব আমার জন্যে নয়,' কালো লোকটা বলে। 'যারা আমায় ভালোবাসত তাদের জন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

'আরো অনেকে তোমাকে ভালোবাসবে।'

'আর নয়, আর নয়, ভাই', কালো লোকটা বলে।

১০

পরবর্তীকালে কেইয়াস খুব স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারে নি কাপুয়ার সেই দুই কিস্তি লড়াইয়ের সকালটা। তার জীবনে উত্তেজনার অভাব ছিল না; পয়সা দিয়ে উত্তেজনা কিনেছে, পয়সা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও মিটে গেছে, কোনো রেশ থাকে নি। আর স্পার্টাকাস তো শুধু একটা থ্রেশীয়ান নাম। রোমানদের কাছে সব থ্রেশীয়ান নামই একরকম শোনায়: গান্নিকাস, স্পার্টাকাস, মেনিকাস, ফ্লোরেকাস, লিয়েকাস। কাহিনীটা বলতে গিয়ে কেইয়াস এও বলতে পারত; ইহুদিটা ছিল একজন থ্রেশীয়ান, কারণ এরেনা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে এরেনার নেশা যখন সমস্ত জাতটাকে পেয়ে বসল, থ্রেশীয়ান কথাটার দুটো অর্থ দাঁড়ালো। এক অর্থে থ্রেশীয়ান বলতে বোঝাত বলকান অঞ্চলের দক্ষিণভাগে যে শতসংখ্যক উপজাতি বাস করে, তাদের মধ্যে যে কোনো লোক। রোমানরা এই সংজ্ঞাটা আরো একটু ব্যাপক করে বলকানের পূর্বাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে বিশাল তৃণভূমি পার হয়ে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত যে-ভূখণ্ড, তার মধ্যেকার যে কোনো আদিম অধিবাসীকে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। যারা মেসিডোনিয়ার কাছাকাছি থাকত, তারা গ্রীক ভাষায় কথা বলত। কিন্তু তাই বলে থ্রেশীয়ান বলতে সবাই যে গ্রীক ভাষাভাষী

ছিল, তা নয়—ঠিক যেমন বাঁকানো ছোরা ও-অঞ্চলের সব উপজাতিদের সাধারণ অস্ত্র হিসাবে প্রচলিত ছিল না।

অপর অর্থে, রোম শহরের খেলাধূলার ভাষায় এবং এরেনার চলতি অপভাষায়, 'সিকা' নিয়ে যে কেউ লড়াই করত, সে-ই থ্রেশীয়ান। এই অর্থে ইহুদিটাও থ্রেশীয়ান। কেইয়াস জানেও না, জানতে চায়ও না যে এ লোকটা এসেছে 'জিলট' নামে এক সম্প্রদায় থেকে, জুডিয়াপাহাড়ের একরোখা বন্য চাষিরা যে-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাচীনকালের ম্যাকাবী ও প্রথম কৃষকযুদ্ধের পর থেকে ক্রমান্বয়ে যারা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিদ্বেষের ধ্বজা বহন করে আসছে। কেইয়াস জুডিয়া সম্পর্কে জানত সামান্য এবং তার জানার ইচ্ছা ছিল আরো কম। ইহুদীটাকে সে ধরে নিল ছুন্নৎ করা একটা থ্রেশীয়ান। এক জোড়ার খেলা দেখা শেষ হল, আরেক জোড়ার একটু পরেই আরম্ভ হবে। দ্বিতীয় জোড়ার লড়াইটা আরো বেশি অস্বাভাবিক। এই দ্বিতীয় জোড়ের লড়াইয়ের কথা মনে করতে গিয়ে, কালো লোকটার যা হয়েছিল তাই তার মনের এতটা জুড়ে থাকে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা মনেই পড়ে না। তার অবশ্য ভালভাবেই মনে আছে তাদের এরেনায় প্রবেশের দৃশ্যটা, ছায়ায় ঢাকা খাঁচাটা থেকে দুজনে বেরিয়ে এল উজ্জ্বল লাল রোদের মধ্যে রক্তের ছোপলাগা পীতাভ বালুকাভূমিতে। পাখিরা উড়ে গেল—রক্তপায়ী পাখিগুলো, 'আভিস সাঙ্গুইনারিয়া,' দেখতে ক্ষুদ্রকায়, গায়ে হলুদ ছোপ, ঠোঁট দিয়ে ভিজে বালি থেকে রক্ত শুষে নিয়ে কণ্ঠনালি ভরিয়ে নেয়। এদের গায়ের ছোপ বালির মত হলুদ। যখন তারা উড়ে যায়, মনে হয় এক এক ঢেলা বালি কে যেন শূন্যে ছুঁড়ে দিল। নির্দিষ্ট স্থানে এসে ওরা দুজনে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়িয়ে, যারা তোমার রক্তমাংস কিনে নিয়েছে, তাদের অভিবাদন করো ; এখানে, এই মুহূর্তে, জীবনের কোনো মূল্য নেই, লজ্জা আর অপমান জীবনের অর্থ বদলে দিচ্ছে। এই তো জীবনের পরিণতি ; নিষ্ঠুর প্রকৃতি রক্তের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে।

কেইয়াসের হয়ত মনে আছে দৈত্যের মত বিরাটকায় আফ্রিকার কালো লোকটার পাশে থ্রেশীয়ানটাকে কতটুকু দেখাচ্ছিল। রৌদ্রদীপ্ত পীতাভ বালুকাভূমি ও মঞ্চাসনের বর্ণলেপহীন কাষ্ঠফলকের পৃষ্ঠপটে কালো লোকটাকে দেখাচ্ছিল খোদিত মূর্তির মতো। কিন্তু তার মনে পড়ছে না ব্রাকাস এই প্রসঙ্গে কী বলেছিল। যা বলেছিল তা তুচ্ছ, কথার কথা, কালের স্রোতে তা ভেসে গেছে। এই সব খেয়ালী লোকদের নগণ্য খেয়ালগুলো বৃহৎ ব্যাপারের কখনই কারণ হয়ে ওঠে না ; মনে হয়, তাই বুঝি কারণ। এমনকি স্পার্টাকাসকেও কারণ ভাবা ঠিক নয়, বরঞ্চ কেইয়াসের কাছে যা স্বাভাবিক, সে তারই অনিবার্য ফল। যে-খেয়ালের বশে ব্রাকাস তার আকাটমূর্খ অপদার্থ সঙ্গীর আনন্দবিধানের জন্যে এই হত্যা ও মরণযন্ত্রণার নারকীয় বীভৎসতাকে উন্মুক্ত করেছিল, কেইয়াসের কাছে তা খেয়াল বলে মনেই হয় নি ; বরঞ্চ সে সেটাকে ভেবেছিল অত্যন্ত মৌলিক একটা আমোদের ব্যাপার।

অতএব গ্লাডিয়েটারদ্বয় যথারীতি অভিবাদন করল এবং রোমানরা যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সহযোগে থেকে থেকে মদে চুমুক দিল। অতঃপর এল অস্ত্রবাহক। স্পার্টাকাসের জন্যে ছোরা। কালো লোকটার জন্যে ত্রিশূলের মত প্রকাণ্ড ভারি মাছমারা সড়কি ও মাছধরা জাল। লজ্জায় ও রক্তাক্ত লাঞ্ছনায় তারা দুজনেই ভাঁড়ের মত হাস্যকর হয়ে উঠেছে। সমস্ত দুনিয়াটা গোলামখানায় পরিণত হয়েছে আর তার ফলে এই ক'টা রোমান ছত্রছায়াতলে আরামে বসে একটু একটু মিঠাই ঠোকরাচ্ছে এবং থেকে থেকে মদে চুমুক দিচ্ছে।

দুজনে যে যার অস্ত্র গ্রহণ করল। তারপরেই, কেইয়াস দেখল, কালো লোকটা পাগল হয়ে গেল। পরবর্তী ঘটনাকে কেইয়াস পাগলামি ছাড়া আর কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারল না। তার অথবা ব্রাকাসের অথবা লুসিয়াসের, কারো পক্ষে ওই কালো লোকটার জীবনের আদিপর্বে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না, যদি সম্ভব হত, তাহলে তারা বুঝতে পারত, লোকটা মোটেই পাগল হয়ে যায় নি। মনে মনে তারা কল্পনাও করতে পারত না, কোনো এক নদীতীরে তার মায়ায়-ভরা কুটিরখানি, তার পুত্রকন্যা পরিবার, তার নিজহাতে চষা জমিটুকু, সেই জমির ফসল ; এই সাধের সংসারে একদিন হানা দিল সৈন্যদল, সঙ্গে এল গোলামের দালাল, মানব-জীবনের ফসল তুলে নিয়ে কী আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে তারা তাল তাল সোনায় পরিণত করল।

তাই তারা শুধু দেখল, কালো লোকটা পাগল হয়ে গেছে। তারা দেখল সে জালটাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর বিকট হুঙ্কার দিয়ে উঠল। তারপর তারা দেখল, বাধা অগ্রাহ্য করে সে ছুটে আসছে তাদের আসনের দিকে। খোলা তলোয়ার নিয়ে একজন তালিমদার তাকে থামাতে গেল, পরক্ষণেই দেখা গেল তালিমদারটা ত্রিশূলের ডগায় মাছের মত কিলবিল করছে, তারপর মাছের মতই তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে আর্তনাদ করতে করতে শূন্যে পাক খেতে লাগল, শেষকালে মাটিতে আছড়ে পড়ল। এবারে ঐ কৃষ্ণকায় দৈত্যের পথরোধ করল ছ'ফুট উঁচু একটা কাঠের বেড়া, কিন্তু তার থেকে তক্তাগুলো এমন স্বচ্ছন্দে সে সাফ করে দিল, মনে হল সেগুলো কাগজ। তার শক্তি তাকে রূপান্তরিত করেছে ; তার শক্তি তাকে যেন একটা অস্ত্রে পরিণত করেছে, সে-অস্ত্র ধাবিত হচ্ছে দলবল নিয়ে রোমানরা যেখানে বসে আছে সেই দিকে।

কিন্তু এবারে এরেনার অন্যান্য দিক থেকে সৈনিকেরা ছুটে আসছে। অগ্রগামী সৈনিকটা বালির ওপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে নিজেকে তৈরি করে নিল, তারপর তার বর্শা ছুড়ে মারল। লৌহফলক লাগানো প্রকাণ্ড কাঠের বর্শা, পৃথিবীর সর্বত্র তার গতি অপ্রতিহত, শত শত জাতির সেনাবাহিনী এই বর্শাঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে। কিন্তু এ-হেন বর্শাও কালো লোকটাকে ধরাশায়ী করতে পারল না। বর্শাটা তার পিঠে এসে বিঁধল, লৌহফলক বক্ষদেশ ভেদ করে সামনের দিকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ; তবুও তাকে ক্ষান্ত করতে পারল না। ওই ভীষণাকার কাষ্ঠদণ্ডটা পিঠে বেঁধানো অবস্থাতেই রোমানদের কাছে সে হাতড়ে হাতড়ে অগ্রসর হতে লাগল। দ্বিতীয় আরেকটা বর্শা তার পার্শ্বদেশ ভেদ করল, তবুও সে আপ্রাণ চেষ্টায় এগিয়ে চলল। তৃতীয় বর্শাটা তার পিঠে এসে বিঁধল এবং চতুর্থটা তার ঘাড়ে। এতক্ষণ পরে সে খতম হল—তা সত্ত্বেও তার প্রসারিত হাতের সড়কিটা পৌঁছিয়েছিল রোমানরা যে জায়গায় বসে আতঙ্কে কাঁপছিল তার সামনের বেষ্টনী পর্যন্ত। ওইখানেই সে পড়ে রইল, তার সর্বাঙ্গ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, ওইখানেই সে মরল।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এত কাণ্ড হয়ে গেল, স্পার্টাকাস এক চুলও নড়ে নি। যদি সে নড়ত, সেও মারা পড়ত। সে তার ছোরাটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে নিশ্চলভাবে বসেছিল। জীবনই জীবনের জবাব।

চতুর্থ খণ্ড

মারকাস টুলিয়াস সিসেরোর বিষয়ে এবং দাসবিদ্রোহের সূত্রপাত সম্পর্কে তার আগ্রহের বিবরণ।

,,,

একজন ভদ্র রোমান জমিদারের সৌজন্য ও আতিথ্য গ্রহণ করে একদল সম্ভ্রান্ত রোমান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ভিলা সালারিয়ায় রাত্রিযাপনের জন্যে যদি একসাথে আগমন করে এবং তাদের জমায়েতে স্পার্টাকাস ও সে যে-বিরাট বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিল তার বিষয়ে যদি একটু বেশিই আলোচনা হয়ে থাকে, তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে তারা সবাই এই পল্লীনিবাসে এসে পৌঁছিয়েছে। তাদের অধিকাংশই এসেছে রোম থেকে দক্ষিণে, সিসেরোই কেবল এসেছে সিসিলি থেকে উত্তরে রোমে যাবার পথে। সিসিলিতে সে তখন সমাহোর্তার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথচলায় তারা দেখতে দেখতে এসেছে শাস্তির স্মারকগুলো, কঠিন ও আপসহীন ওই স্মারকগুলো যেন দুনিয়ার কাছে ঘোষণা করছে রোমের আইন যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ন্যায়সঙ্গত।

তা সত্ত্বেও, পরম উদাসীন যে, সেও এই মহাপথ ধরে যাবার সময় না মনে করে পারত না গোলাম ও নাগরিকদের মধ্যে উপর্যুপরি সেই নিদারুণ সংগ্রামের কথা যার ফলে রোম প্রজাতন্ত্রের ভিত সুদ্ধ কেঁপে উঠেছিল,—তারও বেশি, প্রজাতন্ত্রের শাসনাধীন সমস্ত দুনিয়াটা কেঁপে উঠেছিল। বাগিচায় এমন একটাও গোলাম ছিল না যে তারই মত কত অসংখ্য গোলাম ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে ঝুলছে এই কথা ভেবে ঘুমন্ত অবস্থায় ছটফট করে ওঠে নি। এইভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা একটা প্রচণ্ড নেশা। এই ছ'হাজার লোকের ধীর নির্মম মৃত্যুযন্ত্রণা সমস্ত গ্রামাঞ্চলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তা খুবই স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক মারকাস টুলিয়াস সিসেরো'র মত একজন চিন্তাশীল যুবকের পক্ষে এ-ব্যাপারে উদাসীন না থাকা।

সিসেরো সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে এণ্টোনিয়াস কেইয়াসের মতো লোকেরাও তাঁদের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধতা করে তাকে যে-সম্মান দেখান তা তার বত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় অনেক বেশী।

তার বংশমর্যাদাও ছিল না, সমসাময়িক জগতে তার পরিবারের প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল না, এমনকি ব্যক্তিগত মাধুর্য বা মনভোলানো কোনো গুণও তার ছিল না; ছিল না যে তার প্রমাণ তার বন্ধুরা পর্যন্ত তার স্বভাবকে বিশেষ প্রীতিপদ বলে মনে করত না। তবে কি তার চতুরতায় সবাই মুগ্ধ হত? চতুর সে ছিল বটে তবে তার মত চতুর ব্যক্তি দুর্লভ নয়। প্রত্যেক যুগে এমন এক শ্রেণীর যুবকের প্রাদুর্ভাব ঘটে যাদের দ্বিধা

সঙ্কোচের বালাই থাকে না, যারা রীতিনীতি ন্যায় অন্যায়ের প্রচলিত সমস্ত বাধা ও সংশয় থেকে মুক্ত, যারা নিজস্ব উন্নতির পথে দয়া দাক্ষিণ্য বা বিবেকের তাড়না কিছুই গ্রাহ্য করে না : সিসেরো ছিল তাদেরই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এর অর্থ যদি এই বোঝায় যে ন্যায়-অন্যায়, নীতিধর্ম, দয়াদাক্ষিণ্য, এসব সম্পর্কে সে নির্বিকার তা হলে ভুল হবে ; এসব বিষয়ে সে সজাগ, কিন্তু ঠিক ততখানি যতখানি তার আত্মোন্নতির জন্য প্রয়োজন। সিসেরো উচ্চাভিলাষী, এইটুকু বললেই তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র উচ্চকাঙ্ক্ষায় কিছুটা আবেগ মিশে থাকতে পারে। সিসেরোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবেগহীন, উন্নতিমার্গে তার প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্ক ও সুচিন্তিত। যদি তার পরিকল্পিত চাল কখনো বেঠিক হয় তাও তার মতো ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিরল নয়।

এ-পর্যন্ত তার চালে ভুল হয়নি। এই সেই বালক-বিস্ময়, আঠারো বছর বয়সে যে আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করেছে, বিশের কোঠায় পৌঁছিয়ে বিরাট এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে—অবশ্য দৈহিক বিপদ এড়িয়ে নিছক ইজ্জত রক্ষার খাতিরে,—এবং ত্রিশ পার হতে না হতে সরকারি শাসনবিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। দর্শন ও রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক তার রচনা ও বক্তৃতাবলী সাগ্রহে সবাই পাঠ করে এবং সেই সব রচনার অন্তর্নিহিত যৎসামান্য সারপদার্থটুকু যদি অন্য কোনো লেখা থেকে সে আত্মসাৎ করে থাকে, সেই লেখার হদিস বের করার মত বিদ্যার দৌড় অধিকাংশ পাঠকেরই নেই। ঠিক ঠিক লোকদের সঙ্গে সে খাতির রাখত এবং কার দৌড় কতখানি সে-ধারণাও তার ছিল। সে-সময়ে রোমে অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রভাবশালীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সন্ধান করত। সিসেরোর প্রধান গুণ ছিল ঠিক ঠিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসাধনে কোনো বাধাই সে গ্রাহ্য করত না।

বহু আগেই সিসেরো আবিষ্কার করেছে ন্যায়বিচার ও নীতিধর্মের মধ্যে একটা গভীর পার্থক্য আছে। ন্যায়বিচার শক্তের অস্ত্র, শক্তিমানের ইচ্ছানুযায়ী তার ব্যবহার হয়ে থাকে : ঠাকুর দেবতার মত নীতিধর্ম দুর্বলের মোহ। সিসেরোর মতে গোলামি ন্যায়সঙ্গত, যারা বলে নীতিসঙ্গত তারা নির্বোধ। মহাপথ ধরে উত্তরাভিমুখ যেতে যেতে সে বুঝেছিল অগণিত ক্রুশাহতদের যন্ত্রণার ভয়াবহতা, কিন্তু তার প্রভাবে সে নিজেকে বিহ্বল হতে দেয় নি। সেসময়ে সে ব্যাপৃত ছিল—অবশ্য সর্বদাই সে কিছু না কিছু লেখায় ব্যাপৃত—পর পর সংঘটিত যে দাস বিদ্রোহ পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সে-সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র গবেষণা গ্রন্থ রচনায়, এবং সেই কারণে আপ্পিয়ান মহাপথে কতরকমের ক্রীতদাস ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলছে তা জানার জন্যে সে ছিল অতীব উৎসুক। নিজেকে না জড়িয়ে নিস্পৃহ কৌতূহল বজায় রাখতে সে বিচক্ষণ, তাই ক্রুশবিদ্ধদের মধ্যে কে গল, কে আফ্রিকান, কে থ্রেশীয়ান, কে ইহুদি বা জার্মান বা গ্রীক, নির্বিকারভাবে তাদের অনুশীলন করতে সে বিন্দুমাত্র পীড়িত বা ব্যথিত বোধ করে নি। তার মনে হয়েছিল ধরাধামে এক নতুন ও মহানশক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তার শাখা উপশাখা অনাগত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত, এই ব্যাপক বিক্ষোভ নবজাত সেই মহাশক্তিরই আভাস বহন করছে। কিন্তু তার এও মনে হয়েছে, সমসাময়িক কালে দাসবিদ্রোহের এই নতুন অভিব্যক্তিটা নির্বিকারভাবে দেখে যে-ব্যক্তি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবে, সে অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে। যারা ঘৃণা করে অথচ যাদের ঘৃণা করে তাদের মনোগত প্রয়োজনটা কী তা বোঝার চেষ্টাও করে না, তারা সিসেরো'র চক্ষুঃশূল।

সিসেরো'র এইসব গুণাবলী কারো নজরে পড়েছে, কারো বা পড়ে নি। সেই দিন সন্ধ্যায় ক্লডিয়া যখন ভিলা সালারিয়ায় আগমন করল, এইসব গুণাবলী তার নজরে পড়ে নি। শক্তির যে-রূপটা সহজে বোধগম্য ক্লডিয়ার তাই বুঝতে সুবিধা। অপরপক্ষে হেলেনা তাকে দেখেই বুঝেছিল এবং শ্রদ্ধাও নিবেদন করেছিল। 'আমি তোমারই মতো,' চোখে চোখে সে সিসেরোকে জানিয়েছিল, 'এই মিলটা কি আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যাবে?' তারপর তার ভ্রাতা যখন শয্যায় শায়িত থেকে বিখ্যাত সেনাপতির আগমন প্রতীক্ষা করছে, সেই নারী সিসেরোর কক্ষাভিমুখে গমন করল। যারা নিজেকে ঘৃণা করে এবং ঘৃণা করে সান্ত্বনা লাভ করে তাদের মত চেষ্টাকৃত আত্মমর্যাদার একটা আবরণে সে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে; কিন্তু সে কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারে না, এই যে লোকটা, যার জন্ম অর্থলোলুপ কোনো উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে, এর কাছে নিজেকে তার কেন এমন হেয় বোধ হচ্ছে। সন্ধ্যাবসানের পূর্বে সে এমন সব কাণ্ড করবে যার জন্যে পরে নিজেকেই সে ধিক্কার দেবে অথচ এই মুহূর্তে সে নিজের কাছেও স্বীকার করতে পারে না, সে কী করবে।

সিসেরোর কিন্তু মনে হল হেলেনা বাঞ্ছিত রমণী। তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহভঙ্গি, তার সুন্দর ঋজু গঠন, তার গভীর কালো চোখ—সবই উচ্চকোটিক রক্তকৌলিন্যের পরিচায়ক। তার শ্রেণীর লোকেরা এই শিখরচূড়ায় বংশপরম্পরায় আরোহণের চেষ্টা করে এসেছে কিন্তু তা বারে বারে দুরারোহ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আজ তার আনন্দ ধরে না, কারণ সে জেনেছে তার বহিরবয়বের অন্তরালে এমন গুণ আছে যা গভীর রাত্রে একটিমাত্র উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যে এক নারীকে পুরুষের কক্ষে টেনে আনে।

সেসময়ে রাত পর্যন্ত কাজ করে এমন রোমান বিরল ছিল। রোমান সমাজের অসম বিকাশের অন্যতম নিদর্শন তার কৃত্রিম আলোক ব্যবস্থা। আলোকবর্তিকা বলতে যে-পদার্থ বোঝাত তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের, তা থেকে নানা আবর্জনা ছিটকে চোখে জ্বালা ধরাত এবং তার সেরা আলোও ম্লান পীতাভ। অতএব রাত জেগে কাজ করা, বিশেষত প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় উদরস্থ করার পর, খামখেয়ালী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, তবে সে-খেয়াল ভাল না খারাপ তা নির্ভর করত যে-মানুষ জাগত তার উপর। সিসেরো সম্পর্কে বলা যায় তার খেয়ালটা ভালোই; সত্যি, এই যুবকের কার্যকলাপ এমনিই বিস্ময়কর। যখন হেলেনা তার কক্ষে প্রবেশ করল, এই বিস্ময়কর যুবক তার বিছানায় পা মুড়ে বসে রয়েছে, একখানা পট্টলিপি তার কোলের ওপর খোলা আর সে তাই শুদ্ধ করছে ও মাঝে মাঝে কী যেন লিখছে। হয়ত আরো বর্ষীয়সী রমণীর নজরে তার ঐভাবে বসে থাকাটা নিছক ছলনা মনে হত; কিন্তু হেলেনার বয়স মাত্র তেইশ, অতএব সে মুগ্ধ হল। প্রাচীন কাহিনীগুলিতে যুদ্ধের নেতা ও শান্তির নায়ক তখনো পর্যন্ত অক্ষয় স্থান অধিকার করে রয়েছে এবং এমন রোমানদের কথা এখনো শোনা যায় যারা রাত্রে মাত্র দু-তিনঘণ্টা ঘুমোয় এবং বাকী সময়টা সম্পূর্ণরূপে দেশের কাজে নিয়োগ করে। তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত। হেলেনার ভাবতে ভাল লাগে, সিসেরো যেমন তার দিকে তাকিয়েছে তেমনি করে এইরকম দেশগতপ্রাণ কোনো পুরুষ তার দিকে তাকায়।

দরজাটা বন্ধ করার আগেই সিসেরো তার শয্যাসন থেকে ইশারায় হেলেনাকে জানায়

শয্যাতেই উপবেশন করতে। এছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কারণ ঘরের মধ্যে আরামপ্রদ কোনো বসার আসন ছিল না। তারপর সিসেরো তার কাজে আবার মনোনিবেশ করল। হেলেনা দরজা বন্ধ করে শয্যায় এসে বসল।

এবার ? হেলেনার ক্ষুদ্র জীবনে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, কোনো দুজন পুরুষ একইভাবে এক মেয়ের কাছে আসে না। সিসেরো কিন্তু তার কাছেই এল না। প্রায় সিকিঘণ্টা বসে থাকার পর হেলেনা জিজ্ঞাসা করল, 'কী লিখছেন ?'

সিসেরো কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। অনুরোধটা অপ্রাসঙ্গিক ; কথার সূত্রপাত মাত্র, কিন্তু সিসেরো বাস্তবিক কথা বলতে চায়। সমপ্রকৃতির অন্য যুবকদের মতো সে নিরন্তর প্রতীক্ষা করে আছে এমন নারীর যে তাকে বুঝতে পারবে। অর্থাৎ যে-নারী তার অহংবোধের যথাযথ ইন্ধন যোগাবে। সে তাই হেলেনাকে প্রশ্ন করে, 'একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন ?'

'কারণ আমি জানতে চাই।'

'দাসবিদ্রোহের ওপর একটা নিবন্ধ লিখছি,' বিনীতভাবে সে জানায়।

'তার মানে, ওদের ইতিহাস ?' সেসময়ে উচ্চস্তরের অবসরভোগী ভদ্রমহলে ঐতিহাসিক রচনা সবেমাত্র একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অনেক সদ্য-গজিয়ে ওঠা অভিজাত ব্যক্তি রোম প্রজাতন্ত্রের আদি ইতিহাস এমনভাবে সাজাতে লেগে গিয়েছে যাতে বৃহৎ ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের একটা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

'না, ইতিহাস নয়,' সিসেরো গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়। স্থির অবিচল তার দৃষ্টি মেয়েটির ওপর নিবদ্ধ। তার এই ভঙ্গি অপরের মনে তার সম্পর্কে অকপট সততার ধারণা সৃষ্টি করে, যদিও নিজের মনে সে জানে তার বক্তব্য কতখানি ভুয়ো। গম্ভীর ভাবে সে বলে চলে, 'ইতিহাস কালক্রমকে মেনে চলে। আমার আগ্রহ ঘটনা ও ঘটনার পদ্ধতি সম্পর্কে বেশি। আপ্পিয়ান মহাপথে ঐ ক্রুশগুলোকে, শাস্তির ঐ স্মরকগুলোকে যদি কেউ দেখে, সে শুধু দেখবে ছ'হাজার মৃতদেহ। তাই দেখে সিদ্ধান্তও করতে পারে, আমরা রোমানরা প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতি। এর উত্তরে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না, আমরা ন্যায়নিষ্ঠ জাতি, ন্যায়বিচারে এ দণ্ড ছিল বিহিত। আমাদের পরিস্কার করে বোঝাতে হবে, এমন কি নিজেদেরও বুঝতে হবে, এই ন্যায়বিচারের যৌক্তিকতা কোথায়। আমাদের বুঝতেই হবে। 'ডেলেণ্ডা এস্ট্ কারথেগো'—কারথেজকে ধ্বংস করতেই হবে—বলে বুড়ো কেটো যতই চেঁচাক না, তাতে কাজ হবে না। ও তো শুধু বাকচাতুরি। আমার ওতে চলবে না, আমি জানতে চাইব, কেন কারথেজকে ধ্বংস করতে হবে এবং কিসের জন্যে ছ'হাজার গোলামকে এইভাবে মারতে হবে।'

হেলেনা হাসতে হাসতে বলে, 'কেউ কেউ বলে, অতগুলোকে যদি একসঙ্গে বাজারে ছাড়া হত, তাহলে গোলাম-বাজারে এমন মন্দা দেখা দিত যে তার ধাক্কায় কয়েকজন ধনকুবের একেবারে সর্বস্বান্ত হত।'

'কিছুটা সত্যি কিন্তু বেশিটাই সত্যি নয়,' সিসেরো জবাব দেয়, 'আমি শুধু ওপরটুকু দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। আরো একটু ভেতরে ঢুকতে চাই। আমি জানতে চাই দাসবিদ্রোহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা। আত্মপ্রবঞ্চনা রোমানদের কাছে বেশ একটা খেলা

হয়ে দাঁড়িয়েছে ; আমি চাই না ওভাবে নিজেকে ঠকাতে। আমরা এ-যুদ্ধ সে-যুদ্ধের কথা বলি, এই অভিযান ওই সেনাপতি নিয়ে গালগল্প করি, কিন্তু একালে প্রতিনিয়ত যে-লড়াই চলছে, যা আর সব লড়াইকে ছাপিয়ে উঠেছে—দাসবিদ্রোহ, দাসসংগ্রাম—তার কথা আমাদের কেউ চুপিচুপিও আলোচনা করতে চায় না। এমন কি সংশ্লিষ্ট সেনাধক্ষ্যরাও এ-প্রসঙ্গ চেপে যেতে চান। তার কারণ বোধহয় দাসবিদ্রোহে গর্বের কিছু নেই, আর গোলামদের জয় করাতেও কোনো কৃতিত্ব নেই।'

'কিন্তু এটা তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নয়।'

'নয় বলছ ? আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে আসার সময় যে-ক্রুশগুলো দেখেছ তা কি তোমার কাছে কিছুই নয় ?'

'অত্যন্ত পীড়াদায়ক ঠেকেছিল। ওগুলো দেখতে আমার ভাল লাগেনি। আমার বন্ধু ক্লডিয়ার লেগেছিল।'

'তার মানে, কিছুটা গুরুত্ব ছিল।'

'কিন্তু প্রত্যেকেই তো স্পার্টাকাস ও তার লড়াইয়ের কথা জানে।'

'জানে কি ? আমার তো মনে হয় না। এমন কি ক্রাসাসও যে যথেষ্ট জানে তাও আমার মনে হয় না। আমাদের দিক থেকে দেখলে, স্পার্টাকাস একটা রহস্য। সরকারী নথিপত্র অনুযায়ী সে ছিল পেশাদার থ্রেশীয়ান সৈনিক ও রাহাজান। ক্রাসাসের মতে সে নিউবিয়ার স্বর্ণখনি থেকে আগত একটা গর্ভদাস। কার কথা আমরা বিশ্বাস করি বলো ? বাটিয়েটাস, সেই হতচ্ছাড়াটা, কাপুয়ায় যার আখড়া ছিল, সেও মারা গেছে, তার খাজাঞ্চী ছিল একটা গ্রীক গোলাম, সে-ই তাকে গলা কেটে খতম করেছে। স্পার্টাকাসের সঙ্গে আর তার যোগাযোগও এমনিভাবে মরে গেছে কিংবা লোপ পেয়েছে। তাহলে তার সম্পর্কে লিখবে কে ? আমার মত লোকেরা ?'

'না হয় আপনার মত লোকেরাই লিখল ?' হেলেনা জিজ্ঞাসা করে।

'ধন্যবাদ। কিন্তু স্পার্টাকাস সম্পর্কে আমি তো কিছুই জানি না। আমি শুধু তাকে ঘৃণা করি।'

'তাই নাকি ? আমার ভাইও তাকে ঘৃণা করে।'

'আর তুমি ? তুমি ঘৃণা কর না ?'

'আমার তেমন কিছুই মনে হয় না,' হেলেনা বলল। 'একটা গোলাম সম্পর্কে কী আর মনে হবে ?'

'কিন্তু সে কি শুধু একটা গোলাম ছিল ? স্পার্টাকাস যা হয়েছিল একটা গোলামের পক্ষে কী করে তা হওয়া সম্ভব ? এ-রহস্য আমাকে উদ্ধার করতেই হবে। আমার খুঁজে বের করতেই হবে, কোথায় এর সূত্রপাত এবং কেন এর সূত্রপাত। কিন্তু থাক, মনে হচ্ছে তোমার এ-প্রসঙ্গ ভাল লাগছে না।'

সিসেরোর ব্যবহারে এমন একটা আন্তরিকতার ভাব থাকত যাতে লোকে মুগ্ধ হত এবং তার কথায় বিশ্বাস করত ; তাই পরবর্তীকালে সিসেরোকে যখন নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তারাই তার পক্ষ সমর্থন করে এগিয়ে আসে। হেলেনা অনুরোধ করল, 'ভাল লাগছে, আপনি থামবেন না।' সিসেরোর সমবয়সী যেসব যুবকদের সে রোমে দেখেছে,

তাদের আলোচ্য বিষয় সম্প্রতি কোন আতরটা বাজারে বের হল, কোন গ্লাডিয়েটারের ওপর তারা বাজি ধরেছে, কোন ঘোড়াটা তাদের প্রিয় কিংবা কে তাদের উপপত্নী বা রক্ষিতা হল। হেলেনা আবার বলল, 'থামবেন না, বলে যান।'

সিসেরো বলে চলে, 'বাগাড়ম্বরে আমার কোনো আস্থা নেই। আমার বক্তব্য যথাযথভাবে লিখে ফেলতে আমি ভালবাসি। আমার সন্দেহ হয় তোমার মত অনেকেরই ধারণা দাসবিদ্রোহের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু ভেবে দেখেছ, আমাদের সমস্ত জীবনটা গোলামদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর দাসবিদ্রোহ দমন করতে আমাদের যত যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে আমাদের সব বিজয়াভিযান একসঙ্গে ধরলেও তার কাছে পৌঁছয় না। বিশ্বাস করতে পারছ না?'

হেলেনা মাথা নেড়ে অক্ষমতা জানায়।

'জানো, আমি প্রমাণ করে তা দেখাতে পারি। প্রায় একশ কুড়ি বছর আগে কারথেজ'এর কারথেজনিয়ান গোলামদের বিদ্রোহে এর সূত্রপাত হয়। যুদ্ধে তাদের আমরা বন্দি করে এনেছিলাম। তার দুইপুরুষ পরে গ্রীসে লরিয়াম-এর খনিগুলোয় দাসদের বিরাট বিদ্রোহ হয়। তারপর স্পেনের খনিমজুরদের ব্যাপক বিদ্রোহ, তার কয়েক বছর পরে সিসিলিয়ান গোলামরা এমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে যার ফলে প্রজাতন্ত্রের ভিতশুদ্ধ নড়ে ওঠে। এর কুড়ি বছর পরে গোলাম সালভিয়াস'এর নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহ। এই ক'টা তো বড় বড় যুদ্ধ, কিন্তু এগুলোর মাঝে মাঝে ছোটখাটো হাজার হাজার বিক্ষোভ লেগেই ছিল,—এই সবগুলো একসঙ্গে দেখলে দেখবে, গোলামদের সঙ্গে আমরা একটা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষান্তিহীন সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি, —একটা লজ্জাকর নীরব সংগ্রাম যার কথা কেউ মুখ ফুটে বলে না, ঐতিহাসিকেরা যার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধা বোধ করে। আমরা এই প্রসঙ্গ লিখতে ভয় পাই, এদিকে তাকাতে ভয় পাই। কারণ কী জানো? কারণ পৃথিবীতে এর আবির্ভাব নতুন। এর আগে অনেক যুদ্ধ হয়ে গেছে। জাতিতে জাতিতে, নগরে নগরে, দলে দলে। এমনকি ভাইয়ে ভাইয়েও, —কিন্তু এ একটা নব্য দানব, আমাদের ভেতরে আস্তানা গেড়ে রয়েছে, আমাদের মজ্জায় মাংসে মিশে রয়েছে, সমস্ত দল, সমস্ত জাতি, সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে এ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।'

হেলেনা বলে উঠল, 'আপনার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। জানেন, কী ভীষণ ছবি আপনি তুলে ধরেছেন?'

সিসেরো ঘাড় নেড়ে সন্ধানীর দৃষ্টিতে তাকে দেখে। হেলেনা অভিভূত হয়ে এগিয়ে এসে সিসেরোর হাতে হাত রাখে, অনুভব করে ভেতর থেকে অনুরাগের তপ্ত উচ্ছ্বাস সিসেরোর দিকে উৎসারিত হচ্ছে। সিসেরোর মধ্যে দেখতে পেল এমন এক যুবককে যে বয়সে তার চেয়ে বেশি বড় না হলেও জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর চিন্তায় মগ্ন। হেলেনার মনে পড়ে যায় পুরাকালের সব কাহিনী। ছেলেবেলাকার সেই ভাসা ভাসা গল্পগুলো। সিসেরো তার পাণ্ডুলিপিটা সরিয়ে রেখে হেলেনার হাতখানায় ধীরে ধীরে আঘাত করতে থাকে, তারপর নুয়ে পড়ে তার মুখচুম্বন করে। এখন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে হেলেনার চোখের সামনে ভেসে উঠল শাস্তির স্মারকগুলো, আপ্পিয়ান মহাপথে ক্রুশলগ্ন মানুষগুলোর চঞ্চুবিদ্ধ রোদে পোড়া সেই পচা মাংস; ঠিক এই মুহূর্তে তার মনে হল না ওরা বীভৎস;

সিসেরো এগুলোর একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও হেলেনার পক্ষে তার মর্মার্থটা মনে আনা সম্ভব হল না। সিসেরো ভাবল, 'জাতি হিসাবে আমরা অদ্বিতীয়। ভালোবাসার ও ন্যায়বিচারের ক্ষমতা আমাদের অপরিসীম।' হেলেনার কাছে প্রেম নিবেদন করার সময় তার মনে হল, অন্তত এই একটি মহিলা তাকে বুঝেছে। তথাপি তাকে জয় করে যে-আত্মশ্লাঘা সে বোধ করেছিল, এর ফলে তার কিছুমাত্র লাঘব হল না। উপরন্তু নিজের মধ্যে সে অনুভব করল ক্ষমতার পরিপূর্ণতা, তার ব্যাপ্তি—সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষমতার এই ব্যাপ্তির মধ্যেই তার লেখার যা কিছু যৌক্তিকতা নিহিত। রহস্যঘন আত্মোপলব্ধির একটি মুহূর্তে সে বুঝতে পারে তার যৌনশক্তি সেই শক্তির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, যা স্পার্টাকাসকে নিশ্চিহ্ন করেছে এবং বারে বারে নিশ্চিহ্ন করবে। তার দিকে চেয়ে হেলেনা সহসা দেখতে পায়, সিসেরোর মুখটা হিংসায় ও ঘৃণায় ভরে উঠেছে। হেলেনা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ভয়ে ও আত্মবিতৃষ্ণায় সে নিজেকে সমর্পণ করল। এই তার রীতি।

অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা ও অতিরিক্ত ক্লান্তির ফলে হেলেনা শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে। পুরুষসঙ্গে যে-বিভীষিকা তার জাগ্রত অবস্থায় নিত্য সহচর, ঘুমন্ত অবস্থায় তাই এক বিকট ও অদ্ভুত স্বপ্নে পরিণত হল। বাস্তবে অবাস্তবে মেশানো স্বপ্নটা এমন এক জটিল সংমিশ্রণ যে তার থেকে কোনো একটাকে পৃথক করা দুষ্কর। স্বপ্নে সে কিছুদিন আগেকার এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। সে তার ভাই কেইয়াসের সঙ্গে রোমের রাস্তা দিয়ে চলেছে এবং কেইয়াস তাকে দেখাচ্ছে ল্যানিস্টা লেন্টুলাস বাটিয়েটাসকে। ঘটনাটা ঘটে মাত্র সাতমাস আগে গ্রীক খাজাঞ্চীটা বাটিয়েটাসের গলা কেটে ফেলার মাত্র কয়েকদিন আগে। শোনা যায়, ল্যানিস্টার টাকা চুরি করে গ্রীকটা একটা বাঁদী কেনে, তাকে নিয়ে হাঙ্গামার ফলেই বাটিয়েটাস মারা পড়ে। স্পার্টাকাসের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে বাটিয়েটাস কিছুটা খ্যাতি লাভ করেছিল। তখন সে রোমে এসেছিল তার একটা ভাড়াবাড়ি সম্পর্কিত মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে। বাড়িটা ধসে পড়ে এবং ধ্বংস-প্রাপ্ত ছয়টি ভাড়াটে পরিবারের যে-কয়জন জীবিত ছিল তারাই তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

স্বপ্নে হেলেনা বাটিয়েটাসকে স্পষ্ট দেখলে তার স্বাভাবিক অবস্থায়। অপরিমিত আহার ও বিহারের পরিণতি সেই প্রকাণ্ড কলেবরটা নিয়ে সে নড়বড় করে চলেছে, একটা পালকিও ভাড়া করে নি। প্রকাণ্ড জোব্বায় সর্বাঙ্গ ঢেকে পায়ে হেঁটে চলেছে, ক্রমাগত কাশছে আর থুতু ফেলছে আর রাস্তার ছোঁড়ারা ভিক্ষের জন্যে যখন ঘিরে ধরেছে হাতের ছড়িটা দিয়ে তাদের তাড়া দিচ্ছে। সেইদিনই কিছু পরে কেইয়াস ও হেলেনা যেন ফোরামের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং নিতান্ত অভাবিতভাবে বাটিয়েটাস যে-বিচারালয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে সেখানে হাজির হল। স্বপ্নের এই ঘটনার সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার বেশ মিল আছে; আদালত বসেছে ফোরামের বহিঃপ্রাঙ্গণে। সেখানে দর্শকের অজস্র ভিড়, তাদের মধ্যে আছে নিষ্কর্মা ব্যক্তি, অখণ্ড অবসরভোগী নারীকুল, শহুরে যুবকেরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা,

বিদেশাগত কৌতূহলী জনতা যারা রোমের বিশ্ববিশ্রুত ন্যায়বিচার প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত শহর ত্যাগ করতে পারছে না, কার্যরত শশব্যস্ত গোলামেরা—বাস্তবিক এই ভিড়ের মধ্যে বিচার তো দূরের কথা, কোনো প্রকার যুক্তিসম্মত নিষ্পত্তি যে কী করে সম্ভব, ভেবে অবাক হতে হয়। অথচ এই অবস্থার মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আদালতের কাজ চলে। বাটিয়েটাসকে জেরা করা হচ্ছে এবং সে ষণ্ডমার্কা গলায় তার জবাব দিয়ে চলেছে। স্বপ্নের এই পর্যন্ত হেলেনার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেল।

কিন্তু তারপরে, স্বপ্নে যেমন ঘটে, কোনো কারণ নেই হেলেনা দেখল ল্যানিস্টার শয়নকক্ষে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর লক্ষ্য করছে গ্রীক খাজাঞ্চীটা একটা খোলা ছুরি হাতে এগিয়ে আসছে। ছুরিটা একটা বাঁকানো 'সিকা', যা নিয়ে থ্রেশীয়ানরা এরেনায় লড়াই করে। দেখলে শয়নকক্ষের মেঝেটাও এরেনায় বা বালুকাভূমিতে পরিণত হয়েছে, ল্যাটিনে দুটো কথারই এক মানে। থ্রেশীয়ানের মতো তেমনি সতর্কভাবে গ্রীকটা ছুরি দিয়ে বালি কাটছে আর ল্যানিস্টাটা বিছানায় জেগে বসে বিস্ফারিত চোখে তাই দেখছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই, দুজনেই চুপচাপ। এরপরেই গ্রীকটার পাশে আবির্ভাব ঘটল অস্ত্রসজ্জিত বিরাটকায় এক ধাতব মূর্তির। হেলেনা দেখেই চিনল সে স্পার্টাকাস। তার একখানা হাত খাজাঞ্চীর কবজিটা চেপে ধরে একটু জোর দিতেই ছুরিটা বালির ওপর পড়ে গেল। তারপর বিরাটকায় সেই ধাতব সুপুরুষ—স্পার্টাকাস —হেলেনাকে ইশারা করল। হেলেনা ছুরিটা তুলে নিয়ে ল্যানিস্টার গলাটা কেটে ফেলল। গ্রীক আর ল্যানিস্টা তারপরে মিলিয়ে গেল, রইল শুধু হেলেনা আর গ্লাডিয়েটার। কিন্তু হেলেনা যেই তার দিকে দুবাহু বাড়িয়েছে, অমনি সে তার মুখের ওপর থুৎকার করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। হেলেনা তার পেছনে পেছনে ছুটল, অনেক অনুনয় বিনয় করল তাকে যাতে সঙ্গে নেয়, কিন্তু সে তখন অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সীমাহীন ধু-ধু বালুকাভূমিতে হেলেনা একা দাঁড়িয়ে রইল।

৩

নিজের গোলামের হাতে নিহত হওয়ায় ল্যানিস্টা বাটিয়েটাসের মৃত্যুটা হল যেমনি স্পর্ধ তেমনি নিকৃষ্ট। হয়ত সে এই অপমৃত্যু ও আরো অনেক কিছু এড়াতে পারত যদি ব্রাকাসের ফরমাইস মত দু'জোড়া খেলোয়াড়ের লড়াই এইভাবে পণ্ড হবার পর যে-দুটো গ্লাডিয়েটার বেঁচে ছিল তাদের সে বধ করে ফেলত। বধ করলে তার অধিকার লঙ্ঘনের কোনো প্রশ্নই উঠত না; কারণ বিভেদকারী গ্লাডিয়েটারদের হত্যা করা প্রথাসম্মত। কিন্তু স্পার্টাকাসকে বধ করা হলেও ইতিহাসের ধারার তেমন কোনো পরিবর্তন হত কিনা সন্দেহ। যে-শক্তি সমন্বয় তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা অন্যত্র সন্নিবিষ্ট হত। ঠিক যেমন হেলেনার স্বপ্ন। এইসব ঘটনার কত পরে ভিলা সালারিয়ায় এক রোমান কুমারী তার অপরাধক্লিষ্ট ঘুমের ঘোরে যার স্বপ্ন দেখল সে তো বিশেষ করে স্পার্টাকাস নয়, সে এমন একজন গোলাম যে তলোয়ার হাতে রুখে দাঁড়ায়। এইমত স্পার্টাকাসের স্বপ্নগুলোও একান্ত তার নিজস্ব ছিল না, তার মধ্যে আরো অনেকের রক্তাক্ত স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা মিশেছিল, তারা

তারই মত বৃত্তিতে গ্লাডিয়েটার, তারই মত অস্ত্রধারী। স্পার্টাকাসের ষড়যন্ত্র কেমন করে দানা বাঁধল যারা তা বুঝতে পারেনি, এর থেকেই তারা বুঝতে পারবে। এই ষড়যন্ত্রের হোতা একজন নয়, অনেকে।

স্পার্টাকাস ঘুমোচ্ছে, তার পাশে বিনিদ্র জেগে বসে রয়েছে তার স্ত্রী, জার্মান মেয়ে ভেরিনিয়া। ঘুমের ঘোরে স্বামীর অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও কাতর গোঙানি তাকে জাগিয়ে রেখেছে। কত কী বিষয়ে সে বকে চলেছে। এই সে শিশু, এই সে সোনার খনিতে। এই আবার এরেনায়। এই তার গায়ে 'সিকা' বিঁধে গেল, যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠল।

এইরকম হলে ভেরিনিয়া তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, স্বামীর প্রতিনিয়ত এই দুঃস্বপ্ন সে আর সইতে পারে না। সে তাকে জাগিয়ে তুলে আদর করে, কপালে হাত বুলিয়ে দেয়, তার ঘর্মাক্ত দেহ চুম্বন করে ; ভেরিনিয়া যখন ছোট মেয়ে, সে তার জাতের মেয়ে-পুরুষদের ভালোবাসতে দেখেছে, দেখেছে ভালোবাসা তাদের কী পরিবর্তিত করেছে। তারা বলত ভালোবাসা ভয়কে জয় করে। যে-বিরাট বনাঞ্চলে তার জাতের লোকেরা বাস করত, সেখানকার ভূত প্রেত পিশাচরাও জানত, যারা ভালোবাসে ভয় তাদের কিছু করতে পারে না। যারা ভালোবাসে তাদের চোখে, তাদের চলায়, তাদের আঙুলে আঙুল জড়ানোর ধরনেই দেখতে পারে, তারা নির্ভয়। কিন্তু ভেরিনিয়াকে বন্দি করে চালান করার পর থেকে ছেলেবেলাকার এই সব স্মৃতি তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল, একটিমাত্র প্রবৃত্তি তার অস্তিত্ব জুড়ে ছিল, তা ঘৃণা।

এখন তার সমগ্র সত্তা, তার জীবনধারা, তার অস্তিত্ব, তার বেঁচে থাকা, তার দেহের রক্তপ্রবাহ, তার হৃদয়ের স্পন্দন—সব একাকার হয়ে মিশে গেছে এই থ্রেশীয়ান গোলামের প্রতি ভালোবাসায়। এখন সে জেনেছে, তার জাতের মেয়ে-পুরুষেরা যা জানত, তা কত সত্য, কত প্রাচীন, কত মর্মস্পর্শী। এখন আর তার কোনো কিছুতে ভয় নেই। সে যাদুতে বিশ্বাস করে, সে প্রমাণ করতে পারে তার ভালোবাসার যাদু মিথ্যে নয়। এই সঙ্গে সে আরো জেনেছে তার মানুষটাকে ভালোবাসা খুব সহজ। এ-মানুষ এক ধাতুতে গড়া, দুনিয়ায় এরা দুর্লভ। স্পার্টাকাসের মধ্যে প্রথম নজরে পড়ে এইটেই, তার এই অখণ্ডতা। এ-মানুষের জোড়া নেই। সে সদাতৃপ্ত, এই পরিতৃপ্তি সে তার পরিবেশ থেকে পায় নি, পেয়েছে তার আয়াসলব্ধ মনুষ্যত্ব থেকে। এমনকি ভয়ংকর ও ভাগ্যহত মানুষদের এই আস্তানায়—এই নরঘাতন শিক্ষাশিবিরে যেখানে জমায়েত হয়েছে যত খুনী আসামী, দুর্গত দুশমন ও ফৌজি ফেরার, যেখানে এসে জুটেছে এমন খনিমজুর, খনির মানুষমারা নিষ্পেষণেও যারা মারা পড়ে নি, সেখানেও স্পার্টাকাস সবার প্রীতি ভালবাসা, সবার শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছ। কিন্তু ভেরিনিয়ার ভালবাসা অন্য জিনিস। তার কাছে স্পার্টাকাসের সত্তা সব মানুষের সারাংশ এবং সব নারীর কাম্য পৌরুষ দিয়ে গঠিত। ভেরিনিয়া ভেবেছিল তার যৌনকামনা চিরতরে মরে গেছে কিন্তু তা যে মরে নি এই মানুষটিকে স্পর্শ করামাত্র সে বুঝতে পারে। তার ভাবভঙ্গি, দেহের সামান্যতম বৈশিষ্ট্যও, ভেরিনিয়ার মনে হয়, যে-কোনো পুরুষের পক্ষে অপরিহার্য ; অন্তত ভেরিনিয়া যদি ভাস্কর হত এবং তাকে পুরুষদেহ গঠন করতে হত, তবে স্পার্টাকাস সর্বতোভাবে তার আদর্শ হত। তার ভাঙা নাক, বড় বড় বাদামী চোখ, কোমল ভরাট ঠোঁট—সব মিলিয়ে এই মুখখানি এতই

স্বতন্ত্র যে এর সঙ্গে ভেরিনিয়ার শিশুকালে দেখা কোনো পুরুষের মুখই মেলে না, আবার এমন কোনো পুরুষকে সে আপনার বলে, তার ভালবাসার পাত্র বলে ভাবতেও পারে না যে স্পার্টাকাসের মতো নয়।

কিন্তু স্পার্টাকাস ঠিক অমনধারাই হল কেন, ভেরিনিয়া তা জানে না। তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র রোমান বনেদি সমাজে ভেরিনিয়ার জীবনের অনেকটাই অতিবাহিত হয়েছে ; ওদের পুরুষদের ধরনধারণ সে জানে। কিন্তু একটা গোলাম কেন স্পার্টাকাসের মত হল, তা সে জানে না।

ভেরিনিয়া হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করে, তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'কী স্বপ্ন দেখছিলে ?'

কিছু না বলে স্পার্টাকাস মাথা নাড়ে।

'আমাকে জড়িয়ে ধরো, তাহলে আর স্বপ্ন দেখবে না।'

স্পার্টাকাস ভেরিনিয়াকে জড়িয়ে ধরে তার কানে কানে বলে, 'কখনো তোমার মনে হয়, আমরা একসঙ্গে নাও থাকতে পারি ?'

'হ্যাঁ, হয়।'

'তখন তুমি কী করবে ?' স্পার্টাকাস প্রশ্ন করে।

'তখন আমি মরব।' সহজ সরল জবাব দেয় ভেরিনিয়া।

'এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কথা কওয়া দরকার,' স্পার্টাকাস বলে। এতক্ষণে তার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে, আবার সে শান্ত হয়েছে।

'এ নিয়ে ভাববার বা কথা কইবার কী আছে ?'

'আছে। তুমি যদি আমায় খুব ভালবাসতে, আমি মরলে বা তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাওয়া হলে, তুমি মরতে চাইতে না।'

'তুমি বুঝি তাই ভাবো ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি মরলে তোমার মরতে ইচ্ছে করবে না ?' ভেরিনিয়া প্রশ্ন করে।

'আমি চাইব বেঁচে থাকতে।'

'কেন ?'

'কারণ জীবন ছাড়া কিছুই নেই।'

'তুমি ছাড়া জীবনও নেই।' ভেরিনিয়া বলে।

'তোমাকে একটা কথা দিতে হবে, আর সে-কথা রাখতে হবে।'

'কথা দিলে রাখবই। না রাখলে, কথাই দেব না।'

'কথা দাও, কখনো আত্মহত্যা করবে না,' স্পার্টাকাস বলে। ভেরিনিয়া কিছুক্ষণ জবাব দেয় না।

'কথা দেবে না ?'

ভেরিনিয়া শেষকালে বলল, 'বেশ, দেব।'

অল্পক্ষণ পরে ভেরিনিয়ার বাহুবেষ্টিত হয়ে স্পার্টাকাস শান্ত ও ধীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রাতঃকালীন ঢক্কানিনাদ জানান দিল গ্লাডিয়েটারদের কসরত করতে যেতে হবে। প্রাতরাশের আগে চল্লিশ মিনিট বেষ্টনীর মধ্যে দৌড়ানো প্রাত্যহিক নিয়ম। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে এক পাত্র ঠাণ্ডা জল দেওয়া হত। তারপর কুঠরির দরজা খুলে দেওয়া হত। সঙ্গিনী কেউ থাকলে তাকে আখড়ার দাসদাসীদের সঙ্গে কাজে যোগ দিতে হত, তবে তার আগে নিজের কুঠরিটা পরিস্কার করে যেতে পারত। লেণ্টুলাস বাটিয়েটাসের প্রতিষ্ঠানে অপচয় বলে কিছু নেই। গ্লাডিয়েটারদের শয্যাসঙ্গিনীদের ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা, বাসন মাজা, রান্নার কাজ করা, এসব তো করতেই হত। সেই সঙ্গে রন্ধনশালার সংলগ্ন বাগান চষার কাজ, স্নানাগারে পরিচর্যা ও ছাগল ভেড়া দেখাশোনাও করতে হত। এই মেয়েদের ওপর বাটিয়েটাসের শাসন ছিল বাগিচা মালিকদের মতন কঠিন। তাদের খেতে দিত যাবতীয় অখাদ্য, অথচ চাবুক চালাত যেমন অজস্র তেমনি যথেচ্ছ। কিন্তু স্পার্টাকাস ও ভেরিনিয়া সম্পর্কে তার একটা অদ্ভুত ভয় ছিল : যদিও সে বলতে পারত কিনা সন্দেহ, তাদের মধ্যে কী এমন ছিল যাতে সে ভয় পায় এবং তার কাছে তা ভীতিপ্রদই বা কেন?

বিশেষ কারণে মনে রাখা এই নির্দিষ্ট সকালটায়, সমস্ত আখড়াটা যেন ঘৃণায় অধৈর্যে কাঁপছে। এই ঘৃণা ও অধৈর্য ফুটে উঠছে ঢাকের আওয়াজে, প্রকাশ পাচ্ছে, তালিমদাররা লোকগুলোকে যেভাবে কুঠরির ভেতর থেকে বের করে বেষ্টনীর মধ্যে তাড়িয়ে আনছে তার থেকে : লৌহবেষ্টনী ঘেরা যে-জায়গাটায় কালো আফ্রিকানটা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরে রয়েছে তার মুখোমুখি লোকগুলোকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হচ্ছে। এই অসংযত আক্রোশই বেত্রাঘাতে মেয়েদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। আজ সকালে ভেরিনিয়ার মনে কিন্তু কোনো ভয় নেই। তার উপর চাবুকটা যে কিছু হালকাভাবে পড়ছে, তা নয়। বরঞ্চ ঠিকাদারটা তাকেই আর সবার থেকে আলাদা করে বেছে নিয়ে এবং মহাবীরের রক্ষিতা বলে বিশেষভাবে সম্বোধন করছে। আর সবার তুলনায় তারই ওপর চাবুকটা একটু বেশিমাত্রায় পড়ছে। সে রসুইখানায় কাজ করছে, সেখানে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বাটিয়েটাসের ক্রোধ সমস্ত জায়গাটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ-ক্রোধ সহজে শান্ত হবার নয়, ক্রোধে বাটিয়েটাস কাঁপছে। এর জন্যে দায়ী তার আর্থিক ক্ষতি। এই একমাত্র কারণ যা নিশ্চিতভাবে ল্যানিস্টার মেজাজ চড়িয়ে দিতে পারে। কবুলতি অর্থের বাকি অর্ধেকটা ব্রাকাস আর দেয় নি। যদিও তা আদায়ের জন্যে মামলা মোকদ্দমার যথোচিত আয়োজন চলেছে, বাটিয়েটাস ভাল মতই জানে রোমের আদালতে নামজাদা এক রোমান পরিবারের বিরুদ্ধে মামলায় জয়ী হওয়া কতখানি সম্ভব। তার ক্রোধের প্রতিক্রিয়া আখড়ার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। রসুইখানায় পাচক দাসীদের শুধু শাপান্ত করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তার লম্বা কাঠের লাঠিটা দিয়ে যথেচ্ছ প্রহার করে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিচ্ছে। তালিমদারেরা তাদের মালিকদের কাছে চাবুক খেয়ে গ্লাডিয়েটারদের চাবুক মেরে চলেছে। এদিকে মৃত কালো লোকটাকে বেষ্টনীর গরাদের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে প্রাতঃকালীন কসরতের জন্যে গ্লাডিয়েটাররা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালে তাদের সামনে ওটা ঝুলতে থাকে।

স্পার্টাকাস তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। তার একপাশে গান্নিকাস, আরেকপাশে ক্রিকসাস

নামে একজন গল। হাজতখানার সম্মুখ বরাবর দুই সারিতে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ সকালে যেসব তালিমদার তাদের খবরদারিতে নিযুক্ত রয়েছে, তারা সবাই ভারি ভারি অস্ত্রে সজ্জিত, বিশেষ করে ছুরি ও তলোয়ার তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে। বেষ্টনীর দরজাটা খুলে দেওয়া হল, অমনি ফৌজি সিপাইয়ের ছোট ছোট চারটি দল, মোট চল্লিশজন সিপাই, সামরিক কায়দায় প্রবেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল, তাদের মুষ্ঠিবদ্ধ দীর্ঘ কাঠের বর্শাগুলো তাদের পাশে দুলতে লাগল। সকালের রোদ হলুদ বালির ওপর অবাধে এসে পড়েছে, রৌদ্রতাপ মানুষগুলোকে স্পর্শ করছে, কিন্তু স্পার্টাকাসের মনে কোনো তাপ নেই। গান্নিকাস যখন চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল এসবের অর্থ সে কিছু জানে কিনা, নীরবে মাথা নেড়ে সে তার অজ্ঞতা জানিয়ে দিল।

ক্রিকসাস জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি লড়াই করেছিলে?'

'না।'

'কিন্তু সে তো ওদের কাউকে খুন করে নি। মরবে যদি আরো ভালভাবে মরতে পারত।'

'তুমি কি ওর চেয়ে ভালভাবে মরবে?' স্পার্টাকাস প্রশ্ন করে।

'সেও মরবে কুত্তার মত, তুমিও মরবে তাই,' গল ক্রিকসাস বলে চলে, 'পেট চিরে বালির ওপর মুখ থুবড়ে সেও মরবে তুমিও মরবে।'

এই প্রথম স্পার্টাকাস বুঝতে শুরু করল, তার কর্তব্য কী। এর চেয়ে স্পষ্টতর হয় যদি এই বলা হয়, দীর্ঘকাল ধরে যে-বোধ একান্ত তারই ছিল, আজ তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করছে। বাস্তব রূপায়ণের এই সবে সূত্রপাত। এই বাস্তবতা তার কাছে প্রারম্ভিক ছাড়া বেশি কিছু কখনোই হবে না, এর শেষ বা অশেষ অনাগত ভবিষ্যতে বিলীন; কিন্তু তার বা তাকে ঘিরে যারা রয়েছে তাদের অতীতে যা কিছু ঘটেছে সে সবের সঙ্গে এবং এখনি যা ঘটতে যাচ্ছে তারও সঙ্গে এই বাস্তবতার যোগ রয়ে গেছে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নিগ্রোটার রোদে বের করা বিরাট দেহটার দিকে, বর্শা যেখানে বিঁধেছে সেখানকার মাংস ও চামড়া ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, দলা দলা রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে, প্রশস্ত কাঁধদুটোর মাঝখানে মাথাটা ঝুলে পড়েছে।

স্পার্টাকাস ভাবছে, জীবনের প্রতি এই রোমানদের কী অপরিসীম অবজ্ঞা! কেমন সহজে তারা হত্যা করে, মৃত্যুতে তাদের কী পৈশাচিক আনন্দ। আর তা হবেই বা না কেন, সে নিজেকে প্রশ্ন করে, যখন তাদের জীবন যাপনের সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ডটা তারই সমগোত্রীয়দের অস্থিমজ্জার উপর রচিত? ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করায় তারা বিশেষ এক ধরনের আনন্দ পায়। হত্যার এই পদ্ধতিটা আমদানি হয় কারথেজ থেকে। একমাত্র এই পদ্ধতিটাই গোলামদের মৃত্যুর পক্ষে উপযুক্ত বলে কারথেজবাসীরা গ্রহণ করে। কিন্তু রোমের থাবা যেখানে প্রসারিত হয়েছে, ক্রুশবিদ্ধ করাটা সেখানে নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবারে বাটিয়েটাস বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করল। স্পার্টাকাস তার ঠোঁটদুটো প্রায় স্থির রেখে পার্শ্বস্থিত গলকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তুমি কীভাবে মরবে?'

'যেভাবে তুমি মরবে, থ্রেশীয়ান।'

'ও আমার বন্ধু ছিল,' স্পার্টাকাস মৃত নিগ্রোটা সম্পর্কে বলে, 'আমাকে ও ভালোবাসত।'

'তার ভালোবাসাই তোমার অভিশাপ।'

বাটিয়েটাস গ্লাডিয়েটারদের দীর্ঘ সারির সামনে এসে দাঁড়াল। সৈন্যরা তার পেছনে জড়ো হল। 'তোদের আমি খেতে দিচ্ছি,' ল্যানিস্টাটা বলে চলল। 'খেতে দিচ্ছি সেরা সেরা সব জিনিস, টাটকা টাটকা মাছ মাংস মুরগি। যতক্ষণ না পেট ফুলে জয়ঢাক হয়ে ওঠে ততক্ষণ তোরা দেঁড়েমুসে খাচ্ছিস। আমার দয়ায় তোরা স্নান করতে পারছিস, গা ডলাতে পারছিস। তোদের সব ব্যাটাকে খনি থেকে ফাঁসির মাচা থেকে আমি তুলে এনেছি। এখানে সব আছিস রাজার হালে, কোনো কাজ নেই, শুধু চর্ব্যচোষ্য খাওয়া। এখানে আসার আগে তোরা যা ছিলি, তার চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু হতে পারে না, আর এখন সেরা সেরা খানা খেয়ে আরামে দিন কাটাচ্ছিস।'

'তুমি কি আমার বন্ধু?' স্পার্টাকাস চুপি চুপি বলে। গল ক্রিকসাস ঠোঁট প্রায় না নেড়ে জবাব দেয়, 'গ্লাডিয়েটার, গ্লাডিয়েটারকে বন্ধু করো না।'

'তোমাকে আমি বন্ধু বলে ডাকছি,' স্পার্টাকাস বলে।

বাটিয়েটাস এখন বলে চলেছে, 'ওই কালো কুত্তাটার কালো দিলটায় না ছিল কোনো কাণ্ডজ্ঞান, না ছিল কোনো কৃতজ্ঞতা। তোদের মধ্যে ওর মত আরো ক'টা আছে?'

গ্লাডিয়েটাররা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

'একটা কালো লোককে বের করে আন!' বাটিয়েটাস তালিমদারদের হুকুম দিল। আফ্রিকানরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তালিমদাররা সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে থেকে একটাকে বেষ্টনীর মাঝখানে টেনে নিয়ে এল। আগের থেকেই সব স্থির ছিল। ঢাল বাজাতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে দুজন সৈনিক আর সবার থেকে পৃথক হয়ে তাদের কাঠের ভারি বর্শা তুলে ধরল। তখনো ঢাক বেজেই চলেছে। নিগ্রোটা বাঁচবার জন্যে মরিয়া হয়ে লড়তে থাকে। সৈনিকরা তাদের বর্শাদুটো পর পর তার বুকে বিঁধিয়ে দিল। নিগ্রোটা চিত হয়ে বালির ওপর পড়ে গেল। বর্শাদুটো তার বুকে অদ্ভুত দুটো কোণ সৃষ্টি করে বিঁধে রইল। বাটিয়েটাস তার পাশের সামরিক কর্মচারীর দিকে ফিরে বলল, 'এবারে আর কোনো গোলমাল হবে না; কুত্তাগুলো আর টুঁ শব্দও করবে না।'

'তোমাকে আমি বন্ধু বলে ডাকছি,' গান্নিকাস স্পার্টাকাসকে বলে। স্পার্টাকাসের অপরপার্শ্বে যে-গলটা দাঁড়িয়েছিল, সে কিছু বলল না, শুধু ফোঁস ফোঁস করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

অতঃপর প্রাতঃকালীন কসরত আরম্ভ হল।

৫

পরবর্তীকালে সেনেটরদের এক তদন্ত-সভায় বাটিয়েটাস জোর গলায় বলেছিল, ভেতরে ভেতরে যে একটা চক্রান্ত চলছিল তার কথা তার কাছে যে শুধু অজানা ছিল, তাই নয়, এমন কোনো চক্রান্ত যে সম্ভব তা সে বিশ্বাস করতেও পারে নি। বাটিয়েটাস যা বলেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্য। তার উক্তির সমর্থনে সে জানায়, সব সময় গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে

অন্তত দুজন থাকত তার মাইনে-করা লোক, তারা জানত, তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। মাঝে মাঝে সেই জোড়টাকে বাইরে লড়াইয়ে ভাড়া খাটতে পাঠানো হত। একটাকে হয়ত ছেড়ে দেওয়া হত, আরেকটা ফিরে আসত লড়াইয়ের যৎসামান্য জখমি চিহ্ন সমেত। তারপর নতুন একটা গুপ্তচর দিয়ে জোড়টা পূরণ করা হত। বাটিয়েটাস জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিলে, তার অজ্ঞাতে কোনোরকম ষড়যন্ত্রের আয়োজন কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

একথা সর্বদা স্বীকার্য, বিদ্রোহ যতবারই দেখা দিক না কেন, কখনোই তার আসল ঘাঁটিটা খুঁজে বের করা, তার উৎসমুখ নির্ণয় করা, তার অবিচ্ছিন্ন মূলটা আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি। লতানে গাছের শিকড়ের মত নিঃসন্দিগ্ধভাবে তা অবিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্যই থেকে গেছে, নজরে পড়েছে শুধু তার ফুটন্ত প্রকাশটুকু। সিসিলিতে ব্যাপক আকারের বিদ্রোহই হোক, অথবা কোনো বাগিচায় ব্যর্থ বিক্ষোভই হোক, হয়ত যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে কয়েকশত হতভাগ্যের ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যুতে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেনেট তার মূল আবিষ্কার করতে পারে নি। তথাপি মূলটা খুঁজে বের করতেই হবে। এখানে মানুষ যে-বিলাস ও প্রাচুর্য, জীবনের যে-রাজসিক আড়ম্বর গড়ে তুলেছে, পৃথিবী এর আগে কখনো তার আস্বাদ পায় নি। জাতিতে জাতিতে হানাহানি রোমান শান্তির দাপটে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; রোমের মহাপথ জাতিগত পার্থক্যকে বিলুপ্ত করেছে, এবং পৃথিবীর এই মহানাগরিক কেন্দ্রে আহার বিহারের অভাব কোনো নাগরিককে পীড়িত করে না। যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হয়েছে; প্রতিটি দেবতা, একক ও সমগ্রভাবে যেমনটি গড়তে চেয়েছিলেন, তেমনই হয়েছে। তথাপি সমাজদেহ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যে-ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিল, তার মূলোৎপাটন সবার সাধ্যাতীত।

অতঃপর সেনেট বাটিয়েটাসকে প্রশ্ন করে, 'ষড়যন্ত্র বা অসন্তোষের কোনো চিহ্নই ছিল না?'

'না, কিছুই ছিল না,' সে জোরের সঙ্গে বলে।

'যখন তুমি আফ্রিকানটিকে বধ করলে, আমরা অবশ্য মনে করি তাকে বধ করে ঠিকই করেছিলে—তখন কোনো প্রতিবাদ হয় নি?'

'না কিছু না।'

'আমরা বিশেষভাবে জানতে চাই, বাইরে থেকে কোনোরকম সাহায্য, কোনো বৈদেশিক প্ররোচনা এর মধ্যে ছিল কিনা।'

'অসম্ভব,' বাটিয়েটাস বলে।

'তাহলে তুমি বলতে চাও, স্পার্টাকাস, গান্নিকাস ও ক্রিকসাস, এই তিন প্রধানকে সাহায্য করতে বাইরে থেকে কোনো অর্থ বা রসদ আসে নি?'

'সব দেবতার নামে দিব্য করে আমি বলতে পারি, তারা এমন কোনো সাহায্য পায় নি', বাটিয়েটাস দৃঢ়ভাবে বলল।

তথাপি একথা পুরোপুরি সত্য নয়। কোনো মানুষই একা নয়। স্পার্টাকাসের অবিশ্বাস্য শক্তির উৎস এইখানেই, সে কখনোই নিজেকে একা দেখে নি, কখনো সে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে আনে নি। ধনী রোমান যুবক মারিয়াস ব্রাকাসের শর্ত অনুযায়ী দুই জোড়া গ্লাডিয়েটারের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার খুব বেশীদিন আগেকার কথা নয়, সিসিলির তিনটি বিরাট বিরাট বাগিচায় দাসবিদ্রোহ দেখা দেয়। তাতে নয়শ' গোলাম লিপ্ত ছিল। কয়েকজনকে ছাড়া তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। যখন এই রক্তপ্লাবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, মালিকদের তখন খেয়াল হল রক্তধারায় কি বিপুল অর্থ গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর নামমাত্র মূল্যে অবশিষ্ট শতখানেক গোলামকে বেচে দেওয়া হয় জাহাজে দাঁড় টানবার জন্যে। জাহাজেই বাটিয়েটাসের এক দালালের নজরে পড়ে প্রশস্তস্কন্ধ বিরাটকায় কটাচুল সেই গলটা, যার নাম ক্রিকসাস। নৌ-দাসদের শাসন করা ছিল দুঃসাধ্য, তাই তাদের দাম ছিল সস্তা, এমনকি লেনদেন বাবদ ঘুষের অঙ্কটাও ছিল যৎকিঞ্চিৎ। ওসটিয়ার নৌঘাঁটিগুলোয় যারা দাসব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত, যেহেতু তারা গোলযোগ এড়াতে পারলে বেঁচে যেত, ক্রিকসাসের পূর্ববৃত্তান্ত তারা গোপন করে গেল।

অতএব দেখা যাচ্ছে স্পার্টাকাস যেমন একা-ও ছিল না, তেমনি আর সবার সঙ্গে তার যোগসূত্রও অক্ষুণ্ণ ছিল : এ যেন একটা বস্ত্রখণ্ড যার মধ্যে অসংখ্য সূত্র পারস্পরিক যোগে গ্রথিত। ক্রিকসাস তার পাশের কুঠরিতেই থাকত। এমন অনেক সন্ধ্যা কেটেছে যখন স্পার্টাকাস মেঝের ওপর সটান শুয়ে পড়ে দরজার পাশে মাথা রেখে ক্রিকসাসের মুখ থেকে শুনেছে সিসিলির দাসবিদ্রোহের কাহিনী, শুনেছে অর্ধশতাব্দী আগে সে-বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত, আজও তার শেষ নেই। সে, স্পার্টাকাস, কী তার পরিচয়? গোলামের সন্তান সামান্য এক গোলাম। অথচ এখানেই তার সমগোত্রীয়দের মধ্যে এমন অনেক পুরাকীর্তিত বীর আছে যারা একিলিস, হেক্টর ও প্রাজ্ঞ ওডিসিউসের মতই দীপ্তিমান, হয়ত তাদের চেয়েও গর্বিত যদিও এদের উদ্দেশে কোনো কীর্তিগাথা রচিত হয় নি, যদিও দেবতার আসনে বসিয়ে মানুষ এদের পূজা করে না। তা সুসঙ্গতই, কারণ দেবতারা তো ধনিক রোমানদের মত, গোলামদের জীবন সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন। এইসব মানুষেরা মানুষের চেয়েও অধম, এরা গোলাম, নিরাবরণ উলঙ্গ এই গোলামদের বাজারে বিক্রি করা হয় খচ্চরের চেয়েও সস্তা দরে, এরাই বাগিচায় কাঁধ দিয়ে লাঙল ঠেলে জমি চষে। কিন্তু কী শক্তিধর এরা! ইউনুস, —তার দ্বীপের প্রতিটি গোলামকে সে মুক্ত করেছিল, তিন-তিনটে রোমান বাহিনী বিধ্বস্ত হবার আগে তাকে কেউ ঘায়েল করতে পারে নি। তেমনি গ্রীক বীর আথিনিয়ন, থ্রেশীয়ান, সালভিয়াস, জার্মান উনডার্ট, আর সেই অদ্ভুত ইহুদী বেন জোয়াশ, যে কারথেজ থেকে একটা নৌকোয় করে পালিয়ে এসে তার সমস্ত দলবল নিয়ে আথিনিয়ন-এর সঙ্গে যোগ দেয়।

শুনতে শুনতে স্পার্টাকাস অনুভব করে গর্বে ও আনন্দে তার বুক ফুলে উঠেছে, অনুভব করে পরলোকগত এই বীরপুরুষদের সঙ্গে পবিত্র ও বিরাট এক ভ্রাতৃত্বের যোগসূত্রে সে একাত্ম হয়ে গেছে। মনে মনে তার এই বন্ধুদের সে জড়িয়ে ধরে ; তাদের সে ভালভাবেই

জানে ; সে জানে তারা কী অনুভব করছে, কিসের স্বপ্ন দেখছে, কিসের আশা পোষণ করছে। রাষ্ট্র নগর বা জাতির ব্যবধান অর্থহীন। তাদের যোগ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। তবু বিদ্রোহের এত আয়োজন এত প্রয়াস সত্ত্বেও তারা বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে ; বারে বারে রোমানেরা তাদের ক্রুশে বিঁধিয়ে মেরেছে ; নতুন গাছের ক্রুশে নতুন ফল ফলিয়েছে, যাতে সবাই দেখে শেখে, গোলাম হয়ে যে গোলামি করতে চায় না তার কী পুরস্কার প্রাপ্য।

'শেষটা সবসময়েই এক,' ক্রিকসাস বলে।

অতএব ক্রিকসাসের গ্লাডিয়েটার-দশা যত দীর্ঘ হতে থাকে, তত তার অতীত কাহিনী বলার উৎসাহ কমে আসে। কী অতীত, কী ভবিষ্যৎ গ্লাডিয়েটারকে কিছুই সহায়তা করে না। তার কাছে বর্তমান মুহূর্ত ছাড়া কিছু নেই। ক্রিকসাস একটা রুক্ষ আবরণে সর্বদা নিজেকে ঢেকে রাখে এবং একমাত্র স্পার্টাকাস এই দৈত্যপ্রতিম গলের রুক্ষ বহিরাবরণটা ভেদ করার সাহস রাখে। একবার ক্রিকসাস তাকে বলেছিল, 'স্পার্টাকাস, তুমি বড় বেশি লোকের সঙ্গে দোস্তি কর। দোস্তকে খুন করা বড় শক্ত। আমায় একা থাকতে দাও।'

আজ সকালে কসরত শেষ হবার পর এবং প্রাতরাশে যাবার আগে কিছুক্ষণের জন্যে তারা বেষ্টনীর মধ্যে দল বেঁধে থাকে। গরমে ঘর্মাক্ত দেহে গ্লাডিয়েটাররা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কেউ বা দাঁড়িয়েছিল, কেউ বা বসেছিল। বেষ্টনীর গরাদে ক্রুশবিদ্ধ দুটো আফ্রিকানের অবস্থিতির ফলে তাদের কথাবার্তা চলছিল অনুচ্চস্বরে। অন্যজনের শাস্তির স্মারকরূপে এইমাত্র যাকে বধ করা হল তার নিম্নস্থ মাটি তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্তপায়ী পাখিরা এই মধুর রসের লোভে মাটি ঠোকরাচ্ছে ও রক্ত শুষে নিচ্ছে। গ্লাডিয়েটাররা গম্ভীর ও বিমর্ষ। তারা বুঝেছে এই তো সবে শুরু। বাটিয়েটাস এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুক্তির পর চুক্তি করতে থাকবে এবং তাদের লড়াই করিয়ে খতম করবে। এ-সময়টা তাদের পক্ষে দুঃসময়।

আখড়ার পাশ দিয়ে যে-ছোট নদীটা বয়ে গেছে তা পার হয়ে সৈনিকরা ছোট একটা বৃক্ষকুঞ্জে খেতে বসেছে। স্পার্টাকাস বেষ্টনীর ভেতর থেকে তাদের দেখতে পাচ্ছে, তারা মাটিতে ছড়িয়ে বসেছে, শিরস্ত্রাণগুলো খুলে রেখেছে আর ভারি ভারি অস্ত্রগুলো এক জায়গায় জড়ো করা রয়েছে। সে একদৃষ্টে তাদের দেখছে, একবারো তাদের থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

'কী দেখছ?' গানিকাস জিজ্ঞাসা করে। ওরা দুজনে অনেকদিন একসাথে গোলামি করছে, শৈশবও একসাথে কেটেছে, খনিতেও একসাথে।

'আমি জানি না।'

ক্রিকসাস গুম হয়ে রয়েছে, তার ভেতরে দীর্ঘদিনের চাপা আক্রোশ জমাট বেঁধে রয়েছে। 'স্পার্টাকাস, কী দেখছ?' সেও জিজ্ঞাসা করল।

'আমি জানি না।'

'কিন্তু তুমি সব জানো, জানো না? জানো বলেই তো থ্রেশীয়ানরা তোমাকে বাপু বলে ডাকে।'

'ক্রিকসাস, তুমি কাকে ঘৃণা কর?'

'স্পার্টাকাস, কালো লোকটাও কি তোমাকে বাপু বলে ডাকত? কেন তুমি তার সঙ্গে

লড়লে না? স্পার্টাকাস, যদি আমার সঙ্গে তোমায় লড়তে হয়, তুমি কি লড়বে?'

'গ্লাডিয়েটারদের সঙ্গে আর আমি লড়ব না,' স্পার্টাকাস শান্তভাবে উত্তর দেয়। 'এ আমি ঠিক জানি। একটু আগেও আমি তা জানতাম না। কিন্তু এখন আমি তা জেনেছি।

জনাছয়েক লোক তার কথা শুনতে পায়। তারা তার কাছে সরে আসে। সে আর সৈনিকদের দেখছে না; দেখছে গ্লাডিয়েটারদের, দেখছে প্রতিটি মুখ আলাদা করে। ছয়জন দেখতে দেখতে হল আটজন, দশজন, বারোজন; তখনো তার মুখে কোনো কথা নেই; কিন্তু তাদের বিমর্ষভাব কেটে গেছে, তাদের চোখে ফুটে উঠেছে একটা উত্তেজনা, সেই উত্তেজনা দাবি জানাচ্ছে। স্পার্টাকাস তাদের চোখে চোখে চেয়ে দেখে।

'বাপু, আমরা কী করব?' গান্নিকাস প্রশ্ন করে।

'সময় যখন হবে আপনিই তখন জানতে পারবে আমাদের কী করতে হবে। এখন আর দঙ্গল নয়।'

অতঃপর কাল সঙ্কুচিত হয়ে এল। থ্রেশীয়ান গোলামের পৃষ্ঠপটে একহাজার বছরের ইতিহাস। একহাজার বছরে যা কিছু ঘটেছে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় আবার তাই ঘটতে চলেছে। এখন, আপাতত এই মুহূর্তের জন্যে আবার তারা গোলাম, —শুধু গোলাম নয়, গোলামির আবর্জনা গোলামখানার কসাই। তারা বেষ্টনীর দ্বারদেশে অগ্রসর হল, তারপর প্রাতরাশের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে খাবারঘরে প্রবেশ করল।

ঠিক এই সময়ে তাদের পথে পড়ল বাটিয়েটাস, শিবিকায় চেপে সে চলেছে। তার আট-বেয়ারার প্রকাণ্ড শিবিকায় সে বসে রয়েছে, আর তার সামনে তার সেই ছিপছিপে শিক্ষিত খাজাঞ্চী। উভয়ে চলেছে কাপুয়ার বাজারে রসদ সওদা করতে। সারিবদ্ধ গ্লাডিয়েটারদের অতিক্রম করতে করতে বাটিয়েটাস লক্ষ্য করল, কী রকম সমানতালে সুসম্বদ্ধভাবে তারা চলেছে। তার মনে হল, যদিও একটা আফ্রিকানকে খোয়ানোর ফলে বেশ কিছু লোকসান হয়ে গেল, এ-লোকসানটুকুর প্রয়োজন ছিল।

অতএব, বাটিয়েটাস বেঁচে রইল এবং তার খাজাঞ্চীও বেঁচে রইল যথাসময়ে তার মনিবের গলা কাটার জন্যে।

৭

খাবারঘরে, গ্লাডিয়েটেররা যেখানে খাবার জন্যে জমায়েত হয়েছিল, কী যে ঘটেছিল, যথাযথভাবে কখনো জানাও যাবে না, বলাও যাবে না; কারণ গোলামদের অসমসাহসিকতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্যে যেমন কোনো ঐতিহাসিকও ছিল না, তেমনি তাদের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হবার যোগ্য বলেও বিবেচিত হত না। যখন কোনো গোলামের কার্যকলাপ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হত, সে-ইতিহাসের রচয়িতা হত এমন লোক যে গোলামদের মালিক, গোলামেরা যার কাছে ভীতিপ্রদ ও ঘৃণ্য।

কিন্তু ভেরিনিয়া রসুইখানায় কাজ করতে করতে নিজের চোখে সব দেখেছিল এবং অনেক পরে এই কাহিনী আরেকজনকে বলে—কা'কে তা পরে জানা যাবে। এই ধরনের

যুগান্তকারী ঘটনার বজ্রনির্ঘোষ ক্রমশ মিলিয়ে গিয়ে হয়ত মৃদুভাসে পর্যবসিত হয়, তবুও তা একেবারে লোপ পায় না। রসুইখানাটা খাবারঘরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। অপর প্রান্তে ছিল প্রবেশদ্বার।

খাবারঘরটা বাটিয়েটাসের নিজস্ব পরিকল্পনাতে তৈরি। রোমের বেশির ভাগ বাড়িই তৈরি হত দেশজ ছাঁচে। এ-ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করতে হয়েছে। কারণ গ্লাডিয়েটারদের নিয়ে এই যে-বিরাট কাণ্ড, তাদের তালিম দেওয়া, ভাড়া খাটানো—এসব এ-যুগের ব্যাপার ; ঠিক যেমন জোড়ের লড়াই এ-যুগের হুজুগ। নতুন এই হুজুগের ফলে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হল—এত অধিক সংখ্যক গ্লাডিয়েটারদের আয়ত্তাধীনে রেখে শেখানোর ব্যবস্থা করা। বাটিয়েটাস পাথরের একটা প্রাচীন দেয়ালের সঙ্গে তিনটে দেয়াল যোগ করে দিলে। তার ফলে যে-চতুষ্কোণটা হল, তার ছাদটা করল প্রাচীন ধাঁচে, অর্থাৎ প্রত্যেক দেয়াল থেকে তক্তার চাল ভেতর দিকে আটফুট পর্যন্ত চালিয়ে দিল। মাঝখানটায় রইল একেবারে খোলা আকাশ। মাঝবরাবর একটা নর্দমায় মেঝেটা ঢালু করা হল, যাতে বৃষ্টির জল বেরিয়ে যেতে পারে। এক শতাব্দী আগে এই রকম নির্মাণপদ্ধতির আরো বেশি প্রচলন ছিল। কিন্তু কাপুয়ার মত জায়গায় যেখানে শীত গ্রীষ্ম দুই-ই কম এতটা খোলাই যথেষ্ট, যদিও শীতকালে জায়গাটা ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকত। চালার নিচে পা মুড়ে বসে গ্লাডিয়েটাররা আহার করত আর তালিমদাররা মাঝখানকার খোলা জায়গাটায় পায়চারি করত, কারণ সবার উপর খবরদারি করার পক্ষে এই জায়গাটা ছিল প্রশস্ত। রসুইখানাটা অর্থাৎ ইট ও টালি দিয়ে তৈরি লম্বা একটা উনুন আর রান্নার কাজের জন্যে লম্বা একটা টেবিল ছিল চারচালার একপ্রান্তে, ঘরের বাকি অংশের কাছে উন্মুক্ত। অপরপ্রান্তে ভারি ভারি কাঠের দুটো দরজা। গ্লাডিয়েটাররা ভেতরে প্রবেশ করলে দরজা দুটো বন্ধ করে দেওয়া হত।

প্রাত্যহিক নিয়মে এই দিনও গ্লাডিয়েটাররা যে যার জায়গায় বসেছে এবং রসুইখানার দাসীরা—রসুইখানায় দাসীর সংখ্যাই বেশি—তাদের পরিবেশন করছে। চারজন তালিমদার মাঝখানটার খোলা জায়গায় টহল দিচ্ছে। তাদের কাছে রয়েছে ছুরি আর চামড়ার বিনুনি করা ছোট ছোট চাবুক। দুজন সৈনিক দরজাগুলো বাইরে থেকে বন্ধ করে যথারীতি বাইরে পাহারা দিচ্ছে। এই কাজের জন্যে তারা দলের থেকে পৃথক রয়েছে। দলের অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রায় একশ' গজ দূরে মনোরম এক বৃক্ষকুঞ্জে প্রাতরাশে নিরত।

স্পার্টাকাস এই সব লক্ষ্য করল এবং খেয়াল রাখল। সামান্যই সে আহার করল। তার গলা শুকিয়ে গেছে এবং বুকের ভেতরটায় কে যেন হাতুড়ি পিটছে। সে দেখছে না, বিরাট কিছু একটা ঘটতে চলেছে, যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে ভবিষ্যৎ যে তার কাছে বেশিমাত্রায় প্রত্যক্ষ তাও নয়। কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তি জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছয় যখন নিজেরাই নিজেদের বলে, 'আমি যদি এই এই কাজ না করি তাহলে আমার বেঁচে থাকার যুক্তিও নেই সার্থকতাও নেই।' অনেক লোক যখন এমনি সন্ধিক্ষণে পৌঁছয় তখনই পৃথিবী কেঁপে ওঠে।

আজকের দিনটা অবসানের আগে, এই সকালটা মধ্যাহ্ন ও রাত্রির আবর্তনে হারিয়ে যাবার আগে পৃথিবী একটু কেঁপে উঠবে, কিন্তু স্পার্টাকাস তা জানত না। সে শুধু জানে

পরবর্তী ধাপটা কী, জানে পরের ধাপ গ্লাডিয়েটারদের সঙ্গে কথা কওয়া। গল ক্রিকসাসকে যখন সে এই কথা বলছে সে দেখলে তার স্ত্রী ভেরিনিয়া উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। অন্যান্য গ্লাডিয়েটাররাও তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ইহুদি ডেভিড তার ঠোঁট নড়া থেকে তার বক্তব্য পাঠ করছে। গান্নিকাস তার কাছ ঘেঁসে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। ফ্রাকসাস নামে এক আফ্রিকান তার দিকে ঝুঁকে পড়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছে।

'আমি দাঁড়িয়ে উঠে যা বলার বলতে চাই,' স্পার্টাকাস বলল। 'আমার মনটা মেলে ধরতে চাই। কিন্তু একবার যদি মুখ খুলি আর পিছু ফেরা চলবে না, আর সর্দাররাও চেষ্টা করবে আমার মুখ বন্ধ করতে।'

'ওরা পারবে না তোমার মুখ বন্ধ করতে,' দৈত্যের মত দেখতে কটাচুল ক্রিকসাস বলল।

ঘরের চারপাশে এই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল। দুজন সর্দার ঘুরে দাঁড়াল। স্পার্টাকাস ও তার চারপাশে গুড়িমারা লোকগুলোর দিকে চাবুক চালিয়ে ও ছুরি উঁচিয়ে তারা এগিয়ে এল।

'এবারে বলো,' গান্নিকাস চেঁচিয়ে ওঠে।

আমরা কি কুত্তা যে আমাদের ওপর চাবুক চালাচ্ছ?' আফ্রিকানটা বলল।

স্পার্টাকাস উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল আরো অনেক গ্লাডিয়েটার। সর্দাররা ছোরা ও চাবুক হাতে ছুটে এল, কিন্তু গ্লাডিয়েটাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে খতম করল। মেয়েরা সর্দার পাচককে খুন করল। এত ব্যাপার প্রায় নিঃশব্দেই ঘটে গেল, মারমুখো গ্লাডিয়েটারদের একটা চাপা গর্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর স্পার্টাকাস তার প্রথম আদেশ দিল। তার কণ্ঠস্বর শান্ত ধীর ও সংযত। ক্রিকসাস, গান্নিকাস, ডেভিড ও ফ্রাকসাসকে সে বলল, 'যাও দরজাটা পাহারা দাও, যাতে আমি কথা বলতে পারি।'

মুহূর্তের জন্যে একটু দ্বিধা, পরক্ষণেই তারা আদেশ পালন করল। এরপরে যখন সে তাদের চালিত করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তার কথা মান্য করেছে। তারা তাকে ভালবাসে। ক্রিকসাস জানে তারা মরবে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আর ডেভিড নামে ঐ ইহুদিটা, এতদিন যার কোনো অনুভূতির বালাই ছিল না, সেও এই অদ্ভুত শান্ত খাঁদানাক কুশ্রী থ্রেশীয়ানটার জন্যে ভালবাসার একটা উচ্ছ্বাস বোধ করে।

৮

সে বলল, 'আমাকে চারপাশে ঘিরে দাঁড়াও।'

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল। তখনো পর্যন্ত বাইরের পাহারারত সৈনিকদের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। তাকে ঘিরে দাঁড়াল গ্লাডিয়েটাররা, তাদের সঙ্গে যোগ দিল রসুইখানার ত্রিশজন বাঁদী ও দুজন গোলাম। ভেরিনিয়া নিস্পলক চেয়ে আছে স্পার্টাকাসের দিকে ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে, সেও এগিয়ে এল। সবাই তার পথ ছেড়ে

দিল ; সে এগিয়ে গেল তার বুকের কাছে। স্পার্টাকাস এক-হাত দিয়ে তাকে নিজের পাশে চেপে ধরে মনে মনে ভাবতে থাকে ঃ

'তাহলে আমি মুক্ত। আমার বাপদাদারা একমুহূর্তের জন্যেও মুক্তি কী তা জানে নি, অথচ এই তো, এইখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, মুক্ত মানুষ।' এই বোধ তাকে মাতাল করে তুলল। সে অনুভব করল, এই বোধ তার সর্বাঙ্গে মদের মত ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল ভয়। মুক্ত হওয়া তো সহজ নয় ; অনেকদিন ধরে, যতদিন তার জানা আছে ততদিন, যতদিন তার পিতার জানা ছিল, ততদিন ধরে গোলামি যার মজ্জাগত, মুক্ত হওয়া তার পক্ষে তো সহজ নয়। এছাড়াও স্পার্টাকাসের ছিল প্রচ্ছন্ন একটা আশঙ্কা, প্রচ্ছন্ন অথচ ইচ্ছাধীন। এ-আশঙ্কা সেই মানুষের, সংকল্পে যে অনড় অথচ মনে মনে জানে সংকল্পিত পথের প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু প্রতীক্ষা করছে। সবশেষে বিরাট এক আত্মজিজ্ঞাসা, কারণ এই লোকগুলো, যাদের পেশা ছিল খুন করা। নিজেদের মনিবদের খুন করল ; ভীতিবিহ্বল সন্দেহে তারা মুহ্যমান, গোলাম হয়ে তারা মনিবকে আঘাত করেছে ; গোলামি মনের এ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সবার চোখ তার ওপরে। সে সেই শান্ত থ্রেশীয়ান, সেই খনিমজুর, তার কাছে গোপন থাকে না তাদের মনের কথা। তাদের আরো কাছে সে এগিয়ে যায়। তারা অজ্ঞ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তখনকার দিনের সাধারণ মানুষের মত ; তারা ভাবলে, বুঝি কোনো দেবতা, তাদের দুঃখে দরদী অদ্ভুত কোনো দেবতা তার ওপর ভর করেছে। তাহলে তো ভবিষ্যৎ তার নখদর্পণে, মানুষ যেমন বই পড়ে, সেও তেমনি ভবিষ্যৎ পড়তে পারবে এবং তাদের সবাইকে ঠিকপথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। চলার মত পথ যদি তাদের না থাকে, নিশ্চয় সে পথও করে দেবে। তারা চোখে চোখে তাকে এত কথা বলল ; তাদের চোখে চোখে সে এত কথা পাঠ করল।

'তোমরা কি আমার আপনার জন ?' সবাই যখন নিবিড়ভাবে তাকে ঘিরে ধরেছে, সে তাদের জিজ্ঞাসা করল। 'আমাকে গ্লাডিয়েটার হতে কখনো আর দেখবে না। তার আগে আমি মরব, জেনো। আমার আপনার জন কি তোমরা ?'

কারো কারো চোখ জলে ভরে এল। তারা আরো কাছে সরে এল। কেউ বা বেশি ভয় পেল, কেউ বা কম, কিন্তু সবার মনে গৌরবের একটু ছোঁয়াচ লাগিয়ে শঙ্কা দ্বিধা সব সে দূর করে দিল। সত্যিই সে যাদুকর।

'এখন থেকে আমরা বন্ধু,' সে বলল, 'সবাই মিলে আমরা যেন একটা মানুষ। শুনেছি পুরাকালে আমাদের লোকেরা যখন লড়াই করতে যেত, তারা নিজেদের ইচ্ছায় যেত, রোমানরা যেমন যায় সেভাবে যেত না, তারা যেত নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায়। তাদের মধ্যে কেউ লড়তে না চাইলে, সে চলে যেত, তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না।'

'আমরা কী করব,' কে একজন বলে উঠল।

'আমরা বেরিয়ে যাব, বেরিয়ে গিয়ে লড়াই করব। আমরা ভালই লড়ব কারণ সারা দুনিয়ায় আমরাই সেরা লড়িয়ে,' হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল। আগের শান্ত ব্যবহারের সঙ্গে এই বৈসাদৃশ্য সবাইকে স্থির নিশ্চল করে রাখে। তার কণ্ঠস্বর দুর্বার চিৎকারে পরিণত হল। বাইরের সৈনিকরা নিশ্চয় শুনতে পেল বজ্রকণ্ঠে সে বলছে, 'জোড়ে জোড়ে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব যাতে রোমের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, কাপুয়ার গ্লাডিয়েটারদের কথা

কেউ ভুলে যেতে না পারে।'

এমন এক একটা সময় আসে যখন মানুষকে এমন কিছু করতে হয় যা সে না করে পারে না। ভেরিনিয়া তা জানে, জানে বলেই অজানিত এক সুখগর্বে তার প্রাণমন ভরে উঠেছে। এত গর্ব, অভাবিত এ-আনন্দ একান্তই তার, কারণ সে-পুরুষ যে তারই, সারা দুনিয়ায় যার জোড়া নেই। স্পার্টাকাসকে সে জানে ; জানে, সারা দুনিয়া একদিন তাকে জানবে, কিন্তু ঠিক যেমনটি সে জেনেছে তেমনভাবে জানাবে না। কী করে যেন ভেরিনিয়া বুঝতে পারে অন্তহীন এক বিরাট পর্বের এই হল সূচনা, আর তার মানুষটি নম্র, ধীর, নিষ্কলঙ্ক, আর সে-মানুষের জুড়ি নেই।

৯

'প্রথম লক্ষ্য সৈন্যরা,' স্পার্টাকাস বলল।

'ওদের একজন আর আমাদের পাঁচজন, হয়ত ওরা পালাবে।'

'ওরা কখনোই পালাবে না,' রাগতভাবে সে জবাব দেয়। 'সৈন্যদের সম্পর্কে সবসময় মনে রাখবে, তারা কখনো পালাবে না। হয় তারা আমাদের মারবে, নয় আমরা তাদের মারব, আর আমরা যদি মারি, তাদের জায়গায় আরো আসবে। রোমান সৈন্যের শেষ নেই।'

তারা তার দিকে আগের মত তাকায়। সে বলে, 'কিন্তু গোলামদেরও শেষ নেই।'

তারপর চক্ষের নিমেষে তারা তৈরি হয়ে নিল। মৃত সর্দারদের ছোরাগুলো তারা নিয়ে নিল। রসুইঘরে হাতিয়ার হিসেবে যা কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে, ছুরি, দা, শিক, মাংস সেঁকার কাঁটা, হামানদিস্তার মুষল, কিছুই তারা ছাড়ল না। বিশেষ করে নিল হামানদিস্তার মুষলগুলো। এগুলো কাঠের দণ্ড, শেষ প্রান্তে কাঠের মুণ্ডি লাগানো, এগুলোর দরকার হত মণ্ড তৈরির জন্যে যব গম পিষতে। এরকম ছিল প্রায় কুড়িটা, এগুলোকে মুগুর হিসেবেও ব্যবহার করা চলে, ছুঁড়ে মারার অস্ত্র হিসেবেও চালান যায়। এমনকি জ্বালানি কাঠগুলোকেও তারা ছেড়ে গেল না। একজন তো কিছু না পেয়ে একটা মাংসের হাড় নিয়ে নিল। পাত্রের ঢাকনিগুলো তারা সঙ্গে নিল ঢাল করবে বলে। যেমন তেমন হলেও তারা নিরস্ত্র রইল না। তারপর তারা খাবারঘরের প্রকাণ্ড দরজাগুলো এক ধাক্কায় খুলে ফেলল এবং মেয়েদের পেছনে নিয়ে লড়াই করতে বেরিয়ে এল।

তারা বেশ তাড়াতাড়িই বেরিয়ে এসেছে কিন্তু তত তাড়াতাড়ি নয় যাতে সৈন্যদের চমক লাগে। পাহারারত সৈনিক দুজন আগেই দলের আর সবাইকে সাবধান করে দিয়েছিল। তাই তারা যথেষ্ট সময় পেয়েছিল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবার এবং দশজন করে চারটি দলে সন্নিবিষ্ট হবার। এখন তারা ছোট নদীটার অপর পারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোট চল্লিশজন সৈন্য, দুজন সামরিক কর্মচারী, জনা-বারো তালিমদার। তালিমদাররাও সৈনিকদের মত ঢাল তলোয়ার ও বর্শায় সুসজ্জিত। অতএব চুয়ান্নজন অস্ত্রসজ্জিত ব্যক্তি দুশ'টা উলঙ্গ ও প্রায়-নিরস্ত্র গ্লাডিয়েটারের সম্মুখীন হল। দুপক্ষ কোনোক্রমেই সমকক্ষ নয়, সৈন্যরা অনেক

বেশি শক্তিশালী, তারা রোমান সৈনিক, দুনিয়ার এমন কিছু নেই তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। তারা বর্শা তুলে ধরল এবং একটার পর একটা দল সম্মুখপানে ধাবিত হল। তাদের দলপতিদের উচ্চকণ্ঠের নির্দেশ সকালের হাওয়ায় পরিষ্কার শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝাঁটার মত এগিয়ে এল পথের আবর্জনা সাফ করে দিতে। জুতোয় ঢাকা পায়ের দ্রুত পদক্ষেপ নদীর জল তোলপাড় করে তুলল। তীর বেয়ে ওঠার সময় তাদের পায়ের চাপে বুনো ফুলের ঝাড়গুলো নুয়ে পড়ল। চতুর্দিক থেকে অবশিষ্ট গোলামেরা ছুটে বেরিয়ে এল, ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ে তারা দেখতে থাকে কী অঘটন ঘটছে। সৈনিকদের বাঁকানো হাতে মারাত্মক বর্শাগুলো দুলছে, লোহার ফলকগুলো সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করছে। রোমের এই প্রতাপের সামনে, এমনকি রোমীয় প্রতাপের সামান্য যেটুকু নিদর্শন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই চারটি সেনাদলে প্রকাশ পাচ্ছে তারই দাপটে। গোলামগুলোর উচিত ছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানো, তাদের ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ওই ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে রোমীয় প্রতাপ প্রতিহত হল এবং স্পার্টাকাসকেও দেখা গেল দলের অধিনায়করূপে। যে-মানুষ আর সব মানুষকে চালিত করে স্পষ্টভাবে তাকে বোঝানো যায় না। নেতৃত্ব একটা দুর্লভ ক্ষমতা, তা অপরিজ্ঞেয়, বিশেষত যখন তা গৌরব ও প্রতাপের অনুষঙ্গবর্জিত। আদেশ করতে যে কোনো লোক পারে কিন্তু অন্যেরা শুনবে এমন ভাবে আদেশ করা একটা বিশেষ গুণ। স্পার্টাকাসের সেই গুণ ছিল। গ্লাডিয়েটারদের সে আদেশ করল ছড়িয়ে পড়তে, সঙ্গে সঙ্গে তারা ছড়িয়ে পড়ল। সে তাদের আদেশ করল সেনাদলকে মধ্যস্থলে রেখে আলগাভাবে বিস্তৃত এক বেষ্টনী রচনা করতে, তারাও সেইমত চক্রবেষ্টনী রচনা করল। এবারে আক্রমণকারী চারটি সেনাদলের গতি মন্থর হল। তারা দ্বিধায় পড়েছে। তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্লাডিয়েটারদের দ্রুতধাবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন সৈনিক সারা দুনিয়ায় নেই, তাদের জীবনই গতি, গতিই জীবন। তাছাড়া, একটু কৌপীন বাদে তারা উলঙ্গ,—অপরপক্ষে রোমান পদাতিকদের বহন করতে হচ্ছে তলোয়ার, বর্শা, ঢাল, শিরস্ত্রাণ ও বর্মসজ্জার গুরুভার। গ্লাডিয়েটাররা দ্রুতবেগে একটা বিরাট বৃত্তে নিজেদের সন্নিবিষ্ট করল—অন্তত দেড়শ গজ সেই বৃত্তের ব্যাস—তার কেন্দ্রস্থলে রইল সেনাদল, তারা দিশেহারার মত কখনো এদিকে কখনো ওদিকে বর্শা উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে,—এক্ষেত্রে বর্শাও অকেজো কারণ তার পাল্লা ত্রিশ থেকে চল্লিশ গজ মাত্র। তাছাড়া রোমান বর্শা ছোঁড়া যায় মাত্র একবারই, ছুঁড়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ছুঁড়বে কাকে ?

ঠিক এই মুহূর্তে স্পার্টাকাস আশ্চর্য স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করল তার রণকৌশল, আগামীকালে তার অনুসৃত রণকৌশলের সমগ্র রূপটা। বিরাট বিরাট সেনাবাহিনী সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তী চলে এসেছে লৌহফলকবেষ্টিত রোমের উপর আক্রমণ করতে এসে তারা বার বার পর্যুদস্ত হয়েছে রোমান বর্শার প্রচণ্ড বর্ষণে, তীক্ষ্নধার রোমান কৃপাণ প্রতিহত সেনাবাহিনীকে বারে বারে ছিন্ন ভিন্ন করে নিশ্চিহ্ন করেছে, স্পার্টাকাস মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেল এর যুক্তি কোথায়। কিন্তু এইখানে, এই উল্লাসমত্ত দুর্ভাষী উদ্ধত উলঙ্গ গ্লাডিয়েটারদের চক্রব্যূহের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রোমের সেই প্রতাপ ও নিয়মানুগত্য সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ল।

'পাথর!' স্পার্টাকাস চিৎকার করে বলে। 'পাথর, পাথর—পাথরই আমাদের হয়ে লড়বে।' পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে, হালকা ও স্বচ্ছন্দ গতিতে সে চক্রব্যূহ ধরে দৌড়তে থাকে। 'পাথর চালাও, পাথর!'

এবং লজ্জার কথা, প্রস্তরবর্ষণের ফলে সেনাদল ভূলুণ্ঠিত হল। পাথরে পাথরে আকাশ ছেয়ে গেল। মেয়েরাও চক্রব্যূহে যোগ দিল—যোগ দিল গৃহস্থালীর দাসীরা, যোগ দিতে খামারের গোলামরাও ছুটে এল বাগানের কাজ ফেলে। সৈনিকরা বিরাট বিরাট ঢালের আড়ালে আশ্রয় নিল, গ্লাডিয়েটাররা সেই সুযোগে তেড়ে এসে দু-এক কোপ বসিয়েই ছুটে পালাতে লাগল। একটা দল মরিয়া হয়ে ব্যূহ আক্রমণ করে তাদের বর্শা ছুঁড়ল। সেই মারাত্মক অস্ত্রে ঘায়েল হল একজন মাত্র গ্লাডিয়েটার। কিন্তু বাকি সবাই সেই দলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধরাশায়ী করে প্রায় খালি হাতেই প্রত্যেকটি সৈনিককে খতম করল। অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রতি-আক্রমণ করল। দুটো দল চক্রাকারে নিজেদের সংগঠিত করে লড়াই চালিয়ে চলল। ঐ অবিশ্রান্ত প্রস্তরবর্ষণের মধ্যে যখন কয়েকজন মাত্র কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে আছে, এমন কি গ্লাডিয়েটাররা যখন নেকড়ের মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনো পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করেছে, না মরা পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হয় নি। চতুর্থ দলটি চেষ্টা করল ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে যাবার, কিন্তু এই কৌশল সার্থক করতে দশজন সংখ্যায় খুবই সামান্য; তাদের প্রত্যেককে ধরাশায়ী করে বধ করা হল। একইভাবে সর্দারগুলোও নিহত হল। তাদের মধ্যে দুজন দয়াভিক্ষা করেছিল, মেয়েরা তাদের ঢিল মেরেই খতম করে দেয়।

খাবারঘরের সংলগ্ন জায়গায় এই যে-অদ্ভুত ভয়াবহ সংগ্রামপর্বের সূত্রপাত হল, তা আখড়ার চত্বর পার হয়ে কাপুয়ার রাজপথ পর্যন্ত প্রসারিত হল। রাজপথের শেষ সৈনিকটিকেও মাটিতে ফেলে বধ করা হল। রাজপথ পর্যন্ত দূরে ও কাছে সর্বত্র ছড়িয়ে রইল আহত ও নিহত মানুষেরা, তার মধ্যে রইল চুয়ান্নজন মৃত রোমান ও তালিমদার এবং ততোধিক সংখ্যক গ্লাডিয়েটার।

তবু, এই তো সবে শুরু। জয়োল্লাসে, রক্তের নেশায় মাতাল হলেও, এই তো সবে শুরু। স্পার্টাকাস রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দূরে দেখতে পেল কাপুয়ার নগরপ্রাচীর, দেখলে, দ্বিপ্রহরের সোনালী কুয়াশায় অস্পষ্ট ওই স্বর্ণপুরী, শুনতে পেল নগররক্ষী বাহিনীর দামামাধ্বনি। এখন থেকে আর বিরাম নেই। কারণ ঘটনাচক্র আবর্তিত হচ্ছে এবং বাতাসে খবর উড়ছে এবং কাপুয়ায় প্রচুর সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। সারা পৃথিবী বিস্ফোরিত হয়েছে। রাজপথে রক্ত ও মৃত্যু পরিবৃত হয়ে যখন সে পরিশ্রান্ত, তখনই সে ভেসে চলেছে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রলয়ংকর এক বন্যাবেগের তরঙ্গশীর্ষে। সে দেখলে কটাচুল গল ক্রিকসাস হাসছে, গান্নিকাস উল্লাসে আত্মহারা, দেখলে ইহুদি ডেভিডের ছোরায় রক্ত আর চোখে জীবনের দীপ্তি, দেখলে বিরাটকায় আফ্রিকানরা আত্মসংযত ও শান্ত, মৃদুস্বরে তাদের রণগাথা গেয়ে চলেছে। এতক্ষণে ভেরিনিয়াকে সে তার বাহুপাশে জড়িয়ে ধরল। অন্যান্য গ্লাডিয়েটাররাও তাদের প্রেয়সীদের মুখচুম্বন করছে, তাদের নিয়ে লোফালুফি করছে, আনন্দে তাদের সঙ্গে মেতে উঠেছে। এদিকে গৃহস্থালীর গোলামেরা বাটিয়েটাসের মদের ভিস্তিগুলো ছুটে গিয়ে নিয়ে এল। এমন কি আহত যারা, তাদের আঘাতও যেন তুচ্ছ, তারাও কাতরানি চেপে রইল। জার্মান

মেয়েটি স্পার্টাকাসের দিকে চোখ মেলে চাইল, একই সঙ্গে সে কাঁদছে ও হাসছে, স্পার্টাকাসের মুখ স্পর্শ করল, স্পর্শ করল তার বাহু, তার হাতখানা—যাতে ছোরা ধরা রয়েছে। ভিস্তিগুলো কাত করে মদ ঢালার উপক্রম করতেই, স্পার্টাকাস সেগুলোকে সোজা করে বসিয়ে দিল। তা না করলে, সেই মুহূর্তেই তাদের প্রমত্ত ও মাতাল অবস্থায় ইতিহাস থেকে বিদায় নিতে হত, কারণ ইতিমধ্যেই সৈন্যবাহিনী কাপুয়ার সিংহদ্বার দিয়ে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু স্পার্টাকাস তাদের বাধা দিয়ে মদ্যপান থেকে বিরত করল। গান্নিকাসকে সে আদেশ করল মৃত সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র আহরণ করে আনতে এবং নোর্ডো নামে এক আফ্রিকানকে পাঠালো, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা সম্ভব কিনা দেখে আসতে। তার শান্তশিষ্ট ভাব একেবারে তিরোহিত হয়েছে। কোন উপায়ে তারা পালাবে, একাগ্র এই ভাবনা তার মনে উজ্জ্বল শিখার মত জ্বলছে। এই ভাবনা তাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিল। সারাটা জীবন সে এই মুহূর্তের প্রতীক্ষা করে এসেছে, সবকিছু সে সহ্য করেছে এরই জন্যে প্রস্তুত হতে। তার প্রতীক্ষা কত শতাব্দীর,—প্রথম গোলাম যেদিন শেকলে বাঁধা পড়ল, চাবুকের তাড়নায় গোলামি করতে বাধ্য হল, সেইদিন থেকে সে প্রতীক্ষা করে আসছে।

এর আগে সে ওদের মতামত নিয়েছে ; এখন সে আদেশ করেছে। কে রোমান অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে ? 'পিলাম' নিয়ে কে লড়াই করেছে ? সামরিক পদ্ধতিতে চারটি ছোট ছোট দলে নিজেদের সে সন্নিবিষ্ট করল।

'আমি চাই মেয়েরা ভেতর দিকে থাকুক', সে বলল। 'ওদের বাইরের দিকে থাকা চলবে না। ওদের লড়াই করতে হবে না।'

মেয়েদের ভীষণ আক্রোশ তাকে বিস্মিত করেছে। পুরুষের আক্রোশের চেয়ে তা অনেক তীব্র ও অনেক প্রচণ্ড। মেয়েরা যুদ্ধ করতে ব্যগ্র। যুদ্ধে অংশ নেবার জন্যে তার কাছে কাঁদতে কাঁদতে তারা আবেদন জানায়। তাদের অন্তত কয়েকটা ছুরি দেওয়া হোক ; তাও যখন সে দিল না, তারা তাদের লম্বা জামায় কোঁচড় বেঁধে নিল এবং পাথর দিয়ে তা বোঝাই করল। আর কিছু না হোক, পাথর তো ছুঁড়তে পারবে।

আখড়ার সন্নিকটে বাগিচার অন্তর্ভুক্ত পাহাড়ের ঢালু জমি। সেখান থেকে ক্ষেত-গোলামরা অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর কিছু একটা ঘটছে দেখে ছুটে দেখতে এল। পাথরের প্রাচীরের ওপর থেকে এখানে ওখানে ছোট ছোট দলে জমায়েত হয়ে তারা লক্ষ্য করতে থাকে। তাদের দেখে স্পার্টাকাসের কাছে তার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজ হয়ে গেল। সে ইহুদী ডেভিডকে কাছে ডেকে বলে দিল কী করতে হবে। ডেভিড ছুটল ক্ষেত-গোলামদের কাছে। স্পার্টাকাস ভুল ভাবে নি ; গোলামদের তিন-ভাগই ডেভিডের সঙ্গে চলে এল। তারা ছুটতে ছুটতে এসে গ্লাডিয়েটারদের অভিনন্দন জানাল ; তাদের করচুম্বন করল। তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে এল তাদের নিড়ানিগুলো, নিড়ানিগুলো হঠাৎ হাতিয়ার থেকে অস্ত্রে পরিণত হল। এই সময় আফ্রিকানরা ফিরে এল। প্রধান অস্ত্রাগারের ভেতরে চেষ্টা করেও তারা ঢুকতে পারে নি ; দরজা ভেঙে ঢুকতে অন্তত আধঘন্টা সময় লাগবে ; তবে তারা সদ্যাগত 'ট্রাইডেন্ট' এর অর্থাৎ মাছধরার লম্বা ত্রিশূলের মত সড়কির একটা বন্ধ বাক্স ভাঙতে পেরেছে। তার ভেতরে সড়কি ছিল ত্রিশটা, স্পার্টাকাস সেগুলোকে সড়কি-খেলোয়াড়দের মধ্যে বন্টন করে দিল। আফ্রিকানরা অস্ত্রগুলো সাদরে গ্রহণ করে চুম্বন

করল, তারপর সেগুলো হাতে নিয়ে নিজেদের অদ্ভুত ভাষায় অদ্ভুত শপথ গ্রহণ করল।

এই সব ব্যাপারে সামান্যই সময় গেল, তা সত্ত্বেও স্পার্টাকাসের আর তর সইছিল না। সে ওই স্থানটা ছেড়ে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব. আখড়া থেকে, কাপুয়া থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। 'আমার পেছনে এস,' সে চিৎকার করে সবাইকে বলে, 'আমায় অনুসরণ কর।' ভেরিনিয়া রইল তার পাশেই। তারা চলল সড়ক ছেড়ে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তারা উপরে উঠতে লাগল। 'আমাকে পেছনে ফেলে যেও না,' ভেরিনিয়া বলে, 'পুরুষের মত আমিও লড়তে পারি। ওগো, আমাকে পেছনে ফেলে যেও না।'

এবারে তারা দেখতে পেল. কাপুয়ার পথে সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। সংখ্যায় তারা দুশ'। সামরিক পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে তারা এগিয়ে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল. গ্লাডিয়েটাররা পাহাড় অঞ্চলে পালাচ্ছে। অধিনায়করা সঙ্গে সঙ্গে তাদের গতি ঘুরিয়ে দিল যাতে তারা গ্লাডিয়েটারদের পথ রোধ করতে পারে। ক্ষেতের দিকে সৈন্যরা ধাওয়া করল। তাদের পেছনে কাপুয়ার নাগরিকরা নগরদ্বার দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে আসছে. কী করে গোলামদের বিদ্রোহ দমন করা হয় তাই দেখতে, সেই সঙ্গে বিনা-খরচায় বিনা ভাড়ায় জোড়ের লড়াই দেখা হয়ে যাবে।

এখানে এই মুহূর্তেই অথবা এক ঘন্টা আগে অথবা একমাস পরে এই পর্বের সমাপ্তি ঘটতে পারত। সমাপ্তি ঘটতে পারত ঘটনাধারার অসংখ্য পর্যায়ের যে-কোনো একটিতে। গোলামরা এর আগেও পালিয়েছে। এরাও যদি পালাত, হয়ত বনে জঙ্গলে ক্ষেতে খামারে লুকিয়ে থাকত ; হয়ত জানোয়ারের মত বেঁচে থাকত চুরি করে আর জমির তলানি খেয়ে। তারপর একে একে তাদের ধরে বের করা হত এবং একে একে ক্রুশবিদ্ধ করে বধ করা হত। গোলামদের কোথাও আশ্রয় নেই। এমনই এ-দুনিয়া। নগররক্ষী সেনাদলকে তাদের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসতে দেখে স্পার্টাকাসের মনে এই সহজ সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। লুকোবার কোনো ঠাঁই নেই, মাথা গোঁজার একটু গর্তও কোথাও নেই। এই দুনিয়ার ভোল পালটানো ছাড়া উপায় নেই।

সে আর পালাল না, দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বলে উঠল, 'সৈন্যদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব।'

১০

অনেক অনেক পরে স্পার্টাকাস নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, 'কে লিখবে আমাদের যুদ্ধ বিবরণ ? কী আমরা জিতেছি, কী আমরা হারিয়েছি, কে লিখবে তার ইতিবৃত্ত ? সত্য কাহিনী কে-ই বা বলবে ?' গোলামদের সত্য সমসাময়িক সমস্ত সত্য ধারণার বিপরীত। অসম্ভব তাদের সত্য—প্রতি পদক্ষেপে সে সত্য অসম্ভব হয়ে উঠেছে, অসম্ভব হয়েছে—তার কারণ এ নয়, কিছু ঘটে নি, তার কারণ সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যা ঘটেছে তার কোনো কৈফিয়ত নেই। গোলামদের চেয়ে সৈন্যরা সংখ্যায় বেশি, অস্ত্রশস্ত্রেও তারা সুসজ্জিত ; কিন্তু সৈন্যরা

ভাবেনি গোলামরা যুদ্ধ করবে, যদিও গোলামেরা জানত সৈন্যরা যুদ্ধ করবেই। পাহাড়ের ঢালু পিঠ বেয়ে বন্যাস্রোতের মত গোলামরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। সৈন্যরা দৌড়াচ্ছিল অবাধে তাড়া-খাওয়া খরগোশের পেছনে লোকে যেমন দৌড়য়। হঠাৎ এই আক্রমণে তারা দিশাহারা হয়ে পড়ল, বর্শাগুলো যেমন তেমনভাবে ছুঁড়তে লাগল এবং মেয়েদের অবিশ্রান্ত প্রস্তরবর্ষণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বসে পড়ল।

অতএব সত্য এই, সৈন্যরা গোলামদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং কাপুয়ায় ফেরবার অর্ধপথে গোলামরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে ফেলে এবং বিধ্বস্ত করে। প্রথম যুদ্ধে গোলামদের বিলক্ষণ ক্ষতি হয়, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে তাদের মাত্র কয়েকজন নিহত হয় এবং রোমান সৈন্যরা তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়। সত্য ঘটনা এই, অথচ এই নিয়ে কত বিভিন্ন রকমের গল্পই না চালু হল। এই ধরনের প্রথম বিবরণী কাপুয়ার সেনানায়কের লেখা।

সে লেখে, 'লেন্টুলাস বাটিয়েটাসের আখড়ায় গোলামরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায়। নগররক্ষী সেনাদলের সামান্য কিছু অংশ পাঠানো হয় তাদের শায়েস্তা করতে, কিন্তু তাদের মধ্যে জনকতক ব্যূহভেদ করে পালাতে সক্ষম হয়। কারা এদের নেতৃত্ব করছে, কী তাদের মতলব, কিছুই জানা যায় নি, তবে এরই মধ্যে গ্রামাঞ্চলে গোলামদের মধ্যে তারা বেশ কিছুটা ভাঙন ধরাতে সক্ষম হয়েছে। এখানকার নাগরিকরা মনে করে, মহামহিম সেনেট কাপুয়ার রক্ষীবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না এবং তাহলেই এই বিদ্রোহ সত্বর দমন করা সম্ভব হবে।' সম্ভবতঃ পরে আবার চিন্তা করে সেনানায়ক এইটুকু যোগ করে, 'পর পর কয়েকটা হামলা এর মধ্যেই ঘটে গেছে। আশঙ্কা হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে লুটতরাজ রাহাজানি ঘোরতরভাবে দেখা দেবে।'

আর কাপুয়ার কৌতূহলী জনতার কাছে বাটিয়েটাসও গল্প করেছে তার মতো করে। একমাত্র বাটিয়েটাস ছাড়া, যার বহু বর্ষের প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল, কেউই যথার্থ উদ্বিগ্ন হয় নি, অথচ প্রত্যেকে এইটুকু বোধ করছিল, এই ভীষণ প্রকৃতির মানুষগুলোর শেষটা পর্যন্ত যতক্ষণ না ধরা পড়ছে এবং তাদের বধ করা বা শাস্তির স্মারকরূপে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে, যাতে অপরেরা তাদের দেখে শিখতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চল নিরাপদ নয়। গল্প বলাটাও একটা পদ্ধতি, একটা রীতি মেনে চলে। যাদের জীবন গোলামি-নির্ভর, অস্বস্তিতে যাদের দিন কাটে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার বার তারা এই গল্প বলে চলে। তারা বলে ভয়ে ভয়ে ও প্রয়োজনের তাগিদে। বরাবর এমনই হয়ে এসেছে। কয়েক বছর পরে এই গল্প হয়ত এই রকম দাঁড়াবে :

'জানো ভাই, স্পার্টাকাস যখন গরাদ ভেঙে পালাল আমি তখন কাপুয়ার ঘাটে জল আনতে গেছি। সত্যি বলছি, আমি তাকে দেখেছি। উঃ, সে কি বিরাট দৈত্য! দেখলাম, তার বর্শার ডগায় একটা বাচ্চা ছেলেকে গেঁথে ঘোরাচ্ছে। সে-কথা মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়।'

কিংবা এইরকম হাজার ধরনের গল্পের মধ্যে কোনো একটার মতো। কিন্তু প্রকৃত সত্য শুধু স্পার্টাকাসের চোখের সামনে ক্ষণিকের জন্যে বিদ্যুৎঝলকের মতো দেখা দিয়ে মিলিয়ে

গেল। কালের গন্ডি ভেদ করে তার দৃষ্টি বহু দূরে প্রসারিত হয়েছে। তার নেতৃত্বে গোলামেরা দুটো ছোট ছোট সংঘর্ষে রোমান সৈন্যদের প্রতিহত করেছে। একথা সত্যি, তারা নগররক্ষী সেনা, সংখ্যায় সামান্য, প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা তারা নয় তার উপর প্রমোদ-নগরীতে স্বচ্ছন্দ বাসের ফলে এমনিতেই নিবীর্য, অপরপক্ষে তাদের বিপক্ষে ছিল ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ অসিচালকেরা। কিন্তু একথা বিবেচনা করলেও একই দিনে দু দুবার গোলামের হাতে মনিব মারা পড়ল, নিঃসন্দেহে এ একটা প্রলয়ংকর ঘটনা। সৈন্যরা পালিয়ে যেতে তারা যে এই চেতনা ঝেড়ে ফেলে দিল, তা নয়। স্পার্টাকাসের আহ্বানে তারা আবার জমায়েত হল,—এরই মধ্যে তারা নিয়মনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং এই কয়েকঘন্টার মধ্যেই স্পার্টাকাসকে তারা জেনেছে তাদের দেবতা বলে। তারা এখন গর্বোদ্ধত, সব শঙ্কা, সব সংশয় থেকে মুক্ত। তারা পরস্পরকে স্পর্শ করছে। স্পর্শ করছে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি জানাতে : 'গ্লাডিয়েটার, গ্লাডিয়েটারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না' এই নিষ্ঠুর নীতিকথা সহসা যেন উলটে গেল। এরই ফলে তারা পরস্পরের প্রতি অভূতপূর্ব এক আত্মীয়তার বন্ধন বোধ করল। চিন্তা করে বা যুক্তি দিয়ে তারা এই অনুভূতির বিচার করে নি : তারা অধিকাংশই অজ্ঞ, সহজ সরল, হঠাৎ এক উচ্চস্তরে তাদের মানসিক প্রয়াণ তাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলল। তারা পরস্পরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন অতীতে কখনো কেউ কাউকে দেখে নি, হয়ত সত্যিই তাই। বাস্তবিকই আগে পরস্পরকে দেখার সাহস তাদের ছিল না। ঘাতক কি বধ্যের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে ? ঘাতক ও বধ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এখন ছিন্ন হয়ে গেছে, এখন তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে হাতে হাত মিলিয়ে জয়যাত্রায় চলেছে : এবং স্পার্টাকাস এখন বুঝতে পারে সিসিলিতে ও অন্যান্য স্থানে কেমন করে এমনিধারা ঘটনা ঘটেছিল। অতীতের সেই বীরদের সামগ্রিক শক্তি প্রবাহের একটা ধারা তার মধ্যে সঞ্চারিত হল, সে অনুভব করল তাদের শক্তি। অন্তর্লীন এই ধারাস্রোতে তার অতীতের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ক্লেদ, সব শঙ্কা ও অপমান ধুয়ে মুছে গেল। এতদিন ধরে সে জীবনকে আঁকড়ে ছিল, এতদিন ধরে বিজ্ঞানীর মত নিখুঁতভাবে জীবনীশক্তিকে বজায় রাখার উপায় নিয়ে সে অনুশীলন করেছে : তাই দেখে যে কেউ ভাবতে পারত, জীবন সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সাবধানী ও সতর্ক। এতদিন পরে তার সযত্ন সঞ্চয়ের ফল ফলেছে, সহসা তার মৃত্যুভয় বলে কিছুই রইল না, মৃত্যুর ভাবনাও রইল না, মৃত্যু তার কাছে তুচ্ছ বোধ হল.....

আপ্পিয়ান মহাপথ থেকে কিছুদূরে, কাপুয়ার পাঁচ মাইল দক্ষিণে, গ্লাডিয়েটাররা ও তাদের মেয়েরা এবং তাদের সঙ্গে যেসব গোলাম যোগ দিয়েছিল তারা সবাই একটা পাহাড়ের ধারে এসে জড়ো হল। সেখান থেকে কোনো এক রোমান ভদ্রলোকের বাগিচার অন্তর্ভুক্ত বিরাট বিরাট খামারবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল। এখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। দু দুটো লড়াই চালনার ফলে এবং দক্ষিণাভিমুখী রণযাত্রার মধ্যে দিয়ে গ্লাডিয়েটাররা ছোটখাটো একটা সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্যে কৃষ্ণকায় লোকগুলো না থাকলে দূর থেকে তাদের রোমান সেনাবাহিনীরই অংশ বলে বোধ হত। সৈন্যদের অস্ত্রগুলো তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল ; শিরস্ত্রাণ, বর্ম, বর্শা, ঢাল, যা কিছু সৈন্যদের কাছে ছিল নিজেদের মধ্যে তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। এখন কেউই নিরস্ত্র নয়। সশস্ত্র অবস্থায় তাদের যা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তাতে মনে হয় না, খোদ রোমের সেনাবাহিনী ছাড়া

আর কারো পক্ষে ওদের নিরস্ত্র করা সম্ভব। মেয়েদের বাদ দিয়ে এবং গৃহস্থালীর ও ক্ষেতখামারের যেসব গোলাম তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাদের ধরে, এখন তারা মোট দুশ' পঞ্চাশ জন। গল, আফ্রিকান ও থ্রেশীয়ান—এই তিনটি ছিল প্রধান দল, তারা পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে চলছিল। প্রত্যেক দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সামরিক নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করেছিল। অনেকদিন ধরে তারা দেখে এসেছে রোমান সেনার দশমিক সংস্থান পদ্ধতি, স্বাভাবিকভাবেই তারাও সেইমত সন্নিবিষ্ট হল। স্পার্টাকাস তাদের চালিত করছিল। এতে কারো মতদ্বৈধ ছিল না। তারা তার জন্যে জীবন দিতে পারত। তাদের মনে হয় সেই সব মানুষদের কথা, পুরাকালে যাদের ওপর দেবতারা ভর করেছিল। স্পার্টাকাসের দিকে যখন তারা তাকাচ্ছে, সেই বিশ্বাস তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।

তারা চলেছে, স্পার্টাকাস তাদের পুরোভাগে। জার্মান মেয়ে ভেরিনিয়া তার পাশে, একহাত দিয়ে সে স্পার্টাকাসের কটিদেশ বেষ্টন করে রয়েছে। মাঝে মাঝে সে স্পার্টাকাসের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তার কাছে কিছুই অভাবিত মনে হয় না। অনেক অনেক আগেই সে এইসব মানুষের সেরা এই সবার-বড়-বীরের সঙ্গে পরিণীতা হয়েছে, তখনই সে কি একথা জানত না—আজ যেমনতর জানছে তেমনিভাবেই? উভয়ের চোখে চোখ পড়তে ভেরিনিয়া মৃদু হাসল। সে জানে না, লড়াই করছে বলে স্পার্টাকাস তার উপর অসন্তুষ্ট কিনা, কিন্তু ছুরিটা সে হাতে নিয়ে চলেছে দেখেও স্পার্টাকাস কোনো আপত্তি করল না। তারা তো সবাই সমান। আমাজন মেয়েদের সম্পর্কে কত গল্প আছে,—অনেক অনেক দিন আগে তারা নাকি পুরুষদের মত যুদ্ধক্ষেত্রে যেত। আরো অনেক গল্প স্পার্টাকাসের সময়েও চলত, পুরাকালে এমন এক সময় নাকি ছিল যখন নারী পুরুষ সবাই সমান ছিল, মনিব গোলাম বলে কোনো ভেদাভেদ ছিল না, সবকিছুতে সবার ছিল সমান অধিকার। সেই অনেক অনেক আগেকার দিন কালের দূরত্বে আবছা হয়ে এসেছে। সে ছিল স্বর্ণযুগ। আবার স্বর্ণযুগ ফিরে আসবে।

সে-স্বর্ণযুগ এই ক্ষণেই তো ফিরে এসেছে,—এই রৌদ্রস্নাত মনোরম গ্রামাঞ্চলে, স্পার্টাকাসকে ও জার্মান দাসীটিকে এরেনার দুর্দান্ত মানুষগুলো তাদের অফুরন্ত প্রশ্নসম্ভার নিয়ে এই যে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, এই তো সেই স্বর্ণযুগ। যেখানে তারা জড় হয়েছে সেখানটা সবুজ কোমল তৃণাচ্ছাদিত। তার ওপর মাখনের মত হলুদফুলের প্রলেপ, সর্বত্র প্রজাপতি ও মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে, বাতাসে তাদের কলগুঞ্জরণ। থ্রেশীয়ানদের মত সবাই তাকে 'বাপু' বলে সম্বোধন করল।

'আমরা এখন কী করব, কোথায় যাব?'

সে তাদের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেরিনিয়া বসে আছে ঘাসের ওপর, স্পার্টাকাসের পায়ে তার চিবুক সংলগ্ন। তার চারপাশে দীর্ঘকায় কালো লোকগুলো, লালমুখ নীলচোখ গল'এরা, কালো চুল ও দৃঢ়-সম্বদ্ধদেহ থ্রেশীয়ানরা,—তারা কেউ ঘাসের ওপর বসে আছে, কেউ গুড়ি মেরে রয়েছে। 'এখন আমরা এক গোষ্ঠীভুক্ত,' সে বলল, 'তোমরা কি তাই চাও?' সবাই ঘাড় নেড়ে সায় দিল। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে গোলাম বলে কিছু নেই, সব মানুষই সেখানে সমানভাবে কথা কইতে পারে। সে তো খুব বেশি দিন আগেকার কথা নয়, এখনো সে-সমাজের স্মৃতি তাদের মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি।

'কে কথা কইবে ?' সে জিজ্ঞাসা করে। 'কাকে তোমাদের দলপতি করবে ? যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমাদের নেতৃত্ব করতে চাও, উঠে দাঁড়াও। এখন আমরা সবাই স্বাধীন।'

কেউ উঠে দাঁড়ায় না। থ্রেশীয়ানরা তাদের ছুরির বাঁট দিয়ে ঢালের উপর আওয়াজ করতে থাকে, তার শব্দে একঝাঁক চড়াই ডানা ঝাপটিয়ে মাঠ থেকে উড়ে গেল। দূরে খামারবাড়ির আশেপাশে কিছু লোক দেখা গেল কিন্তু তারা এতদূরে যে তারা কে বা কী বলা অসম্ভব। কালো লোকেরা মুখের সামনে করতালি দিয়ে স্পার্টাকাসকে অভিবাদন জানায়। সবাই আশ্চর্য রকম খুশি, ক্ষণিকের জন্যে তারা যেন স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে। ভেরিনিয়া তার মনের মানুষের পায়ে নিজের চিবুকটা চেপে ধরে। গান্নিকাস উল্লাসভরে বলে, 'জয় হোক, গ্লাডিয়েটার !'

মুমূর্ষু এক ব্যক্তি অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়। ঘাসের উপর তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। তার সমস্ত বাহুটা লম্বালম্বি এমনভাবে কেটেছে যে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, আর সেই ক্ষতস্থান থেকে অনর্গল রক্ত ঝরে যাচ্ছে। সে একজন গল, সে চায় নি পেছনে পড়ে থাকতে। এরই মধ্যে সে কিছুটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। বাহুটা তার কাপড়ে বাঁধা, কাপড়টা রক্তে ভিজে গেছে। কোনোক্রমে সে স্পার্টাকাসের কাছে যেতে, স্পার্টাকাস তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে।

'মরতে আমার ভয় নেই,' গ্লাডিয়েটারদের উদ্দেশে লোকটা বলল। 'জোড়ের লড়াইয়ে মরার চেয়ে এভাবে মরা ভাল। কিন্তু না মরে এই মানুষটার অনুগামী হতে পারলে খুশি হতাম। খুশি হতাম এই মানুষটাকে অনুসরণ করে ও কোথায় আমাদের নিয়ে যায়, দেখতে পেলে। কিন্তু যদি আমি মরি, আমাকে মনে রেখো, আর অনুরোধ, এই মানুষটার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করো না। ওর কথা শুনো। থ্রেশীয়ানরা ওকে বাপু বলে ডাকে। আমরা সবাই তো ছোট ছেলের মত, আমাদের মধ্যে যা কিছু পাপ আছে, ও-ই সব দূর করে দেবে। আমার মধ্যে পাপ বলতে এখন আর কিছু নেই। আমি একটা মহৎ কাজ করেছি, আমি পবিত্র হয়েছি, এখন আমার মরতে ভয় নেই। শান্তিতে এবার আমি ঘুমবো। মরার পর আর কোনো দুঃস্বপ্ন আমি দেখব না।'

গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে কেউ কেউ খোলাখুলিভাবে কাঁদতে থাকে। গলটি স্পার্টাকাসকে চুম্বন করল, স্পার্টাকাসও তাকে চুম্বন করে বলল, 'আমার পাশে থাকো।' লোকটা তার পাশেই ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ক্ষেতের যেসব গোলাম তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল গ্লাডিয়েটারদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মৃত্যুকে কী সহজভাবে এরা নিতে পারে !

'তুমি মারা যাচ্ছ কিন্তু আমরা বেঁচে থাকব,' স্পার্টাকাস তাকে বলল। 'তোমার নাম আমরা মনে রাখব, তোমার নাম ধরে আওয়াজ তুলব। তোমার নামের আওয়াজে সারা দেশ কাঁপিয়ে তুলব।'

'এই পথ তুমি কখনো ছাড়বে না ?' গলটির কণ্ঠে আবেদনের সুর।

'সৈন্যরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে এসেছিল, আমরা কি ছেড়েছিলাম ? দুবার আমরা সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছি, দুবারই জিতেছি। এখন আমাদের কী করতে হবে জানো ?' গ্লাডিয়েটারদের সে প্রশ্ন করে।

তারা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আমরা কি পালাতে পারি ?'

'কোথায় পালাব ?' ক্রিকসাস বলে। 'যেখানেই যাই, এখানকার মতো। যেখানেই যাই, সেই মনিব আর গোলাম।'

'আমরা পালাব না,' স্পার্টাকাস বলে। সে এখন নিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধ, কখনো যে তার সন্দেহ ছিল, মনেই হয় না। 'আমরা বাগিচা থেকে বাগিচায়, বাড়ি থেকে বাড়িতে যাব। যেখানেই যাই সেখানকার গোলামদের মুক্ত করব এবং আমাদের দলে টেনে নেব। আবার যখন সেনাদল আসবে, আবার আমরা যুদ্ধ করব, দেবতারা তখন ঠিক করবে, রোমান ব্যবস্থা থাকবে না আমাদের ব্যবস্থা থাকবে।'

ওদের একজন প্রশ্ন করে, 'কিন্তু অস্ত্র ? আমরা অস্ত্র পাবো কোথা থেকে ?'

'সৈন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নেব। আমরা তৈরিও করব। রোমের যা কিছু তা কাদের চেষ্টায় হয়েছে ? গোলামদের রক্তে, তাদের মাথার ঘামে, তাদের হাড়ভাঙা খাটুনিতে সব তৈরি। আমরা গড়তে পারি না, এমন কি কিছু আছে ?'

'তাহলে রোম আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে।'

'তাহলে আমরাও রোমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব,' স্পার্টাকাস শান্তভাবে বলে। 'আমরা রোমকে খতম করব। তার জায়গায় এমন একটা দুনিয়া গড়ে তুলব যেখানে গোলামও নেই মনিবও নেই।'

এ একটা স্বপ্ন, তবে এখন তাদের স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগছে। তারা এখন শূন্যমার্গে বিচরণ করছে। খাঁদানাক কালোচোখ এই অদ্ভুত থ্রেশীয়ানটা যদি এখন তাদের বলে, সে তাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করবে, তারা তাই মেনে নিয়ে এই মুহূর্তে তাকে অনুসরণ করবে।

'আমরা কখনো নিজেদের ইজ্জত খোয়াব না,' স্পার্টাকাস তাদের বলে। ধীর স্পষ্ট ও আন্তরিক তার উক্তি তাদের প্রত্যেককে যেন আলাদা ও বিশেষ করে স্পর্শ করতে চায়। 'আমাদের কার্যকলাপ রোমানদের মত হবে না। রোমান আইন আমরা মানব না। আমরা তৈরি করে নেব আমাদের নিজেদের আইন।'

'কী আমাদের আইন ?'

'আমাদের আইন সহজ। যা কিছু আমরা নেব, সবার হয়ে নেব। অস্ত্র ও পোশাক ছাড়া নিজস্ব বলতে কারো কিছু থাকবে না। পুরাকালে যেমন ছিল, তেমনি।'

একজন থ্রেশীয়ান বলল, 'দুনিয়ায় যা আছে, সবাই বড়লোক হতে পারে।'

'তোমরাই আইন তৈরি কর। আমি করব না,' স্পার্টাকাস বলে।

অতএব শুরু হল আলোচনা। তাদের মধ্যে যারা লোভী তারা স্বপ্ন দেখে রোমানদের মত মস্ত বড়লোক হবে, অনেকে ছিল যারা স্বপ্ন দেখে রোমানদের গোলাম করে রাখবে। অতএব অনেক অনেকক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে আলোচনা চলল। কিন্তু শেষকালে স্পার্টাকাস যা বলেছিল, তাই সবাই মেনে নিল।

'একমাত্র স্ত্রীর মত করে ছাড়া কোনো নারীকে আমরা গ্রহণ করব না,' স্পার্টাকাস বলল। 'কোনো পুরুষও একজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না। স্বামী-স্ত্রীর বিচার হবে সমানভাবে। যদি তারা শান্তিতে থাকতে না পারে, পরস্পরকে ছেড়ে দিতে হবে। আইনত

যে নিজের স্ত্রী তার সঙ্গে ছাড়া কোনো পুরুষ অপর কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হতে পারবে না, তা সে রোমান নারীই হোক আর যেই হোক।'

তাদের আইন কয়েকটি এবং সবকটি'ই সবাই মেনে নিল। তারপর অস্ত্র গ্রহণ করে খামারবাড়িটায় চড়াও হল। সেখানে গোলামেরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কারণ রোমানরা আগেই কাপুয়ায় পালিয়েছে। গোলামেরা গ্লাডিয়েটারদের দলে ভিড়ে গেল।

১১

কাপুয়া থেকে সবাই দেখল প্রথম খামারবাড়িটা জ্বলছে এবং তা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে; এর থেকে বুঝে নিল গোলামের দল নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। হয়ত তারা চেয়েছিল গোলামেরা শান্ত থাকবে এবং কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেবে; অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায়, আরো উঁচুতে, পাহাড়ের আরো নির্জন প্রদেশে পালিয়ে যাবে, সেখানে একাকী বা কয়েকজন মিলে গুহাগহ্বরে লুকিয়ে থাকবে এবং এইভাবে জানোয়ারের মত বাস করতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না জানোয়ারের মতই তাদের ধরে ধরে বধ করা হয়। প্রথম বাড়িটা জ্বলছে দেখেও কাপুয়ার নাগরিকেরা তেমন আতঙ্কিত হয় নি। গ্লাডিয়েটাররা গায়ের ঝাল মেটাতে সামনে যা পাবে তাই ধ্বংস করবে, এ তো স্বাভাবিকই। এরই মধ্যে আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে এক সংবাদবাহক ছুটে গেছে কাপুয়ার বিদ্রোহের খবর সেনেট পৌঁছিয়ে দিতে-তার মানে, সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থা আয়ত্তে আসছে। গোলামেরা তখন এমন শিক্ষা পাবে, যা তারা সহজে ভুলবে না।

মারিয়াস আকানাস নামে অতিসাবধানী এক বিরাট জমিদার তার সাতশ' গোলামকে একত্রিত করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কাপুয়ানগরীর নিরাপদ এলাকায়; কিন্তু পথেই গ্লাডিয়েটারদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। গ্লাডিয়েটাররা শুধু চুপ করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার নিজের গোলামরাই তাকে ও তার স্ত্রীকে হত্যা করল এবং একে একে তার শ্যালিকা কন্যা, জামাতা, কাউকে বাদ দিল না। সে এক বীভৎস ও মর্মন্তুদ দৃশ্য। কিন্তু স্পার্টাকাস জানত, এদের নিরস্ত করা তার সাধ্যাতীত, আর নিরস্ত করতে সে খুব ব্যগ্রও ছিল না। যে-বিষবৃক্ষ তারা রোপণ করেছে, তারই ফল ফলছে। এই হত্যাকাণ্ডে শিবিকাবাহকেরাই মুখ্য অংশ গ্রহণ করল। যে-মুহূর্তে তারা বুঝেছে, এরা রোমান সেনাদল নয়, এরা পলাতক গ্লাডিয়েটার বাহিনী যাদের খ্যাতি সারা তল্লাট জুড়ে গানে ও কান্নায় ছড়িয়ে পড়েছে, অমনি তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তখন দিন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু সময়ের আগে খবর ছোটে। শুরুতে যারা ছিল কয়েকশ' এখন তাদের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করেছে, এবং আরো দক্ষিণে যতই তারা অগ্রসর হতে লাগল, পাহাড় উপত্যকা পার হয়ে গোলামেরা দলে দলে এসে যোগ দিতে লাগল। ক্ষেত-গোলামেরা এল তাদের হাতিয়ার নিয়ে; মেষপালকেরা এল তাদের ভেড়াছাগলের পাল নিয়ে। অসংগঠিত সে-এক বিপুল জনতাপুঞ্জ, বন্যাস্রোতের মত ধেয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে একমাত্র গ্লাডিয়েটাররা তখনো পর্যন্ত যাহোক একটা সামরিক গঠন বজায় রাখতে

পেরেছিল। যেই তারা কোনো মহলের নিকটবর্তী হচ্ছে—তাদের আসার আগেই তাদের খবর পৌঁছিয়ে যাচ্ছিল, অমনি রসুইখানার যত দাসদাসী তাদের অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে আসছে, তাদের ছুরি হাতা বেড়ি নিয়ে, গৃহস্থালীর গোলামেরা ছুটে আসছে পশম ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের নানা উপাচার নিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেল রোমানরা আগেভাগে পালিয়েছে, যে যে ক্ষেত্রে রোমানরা ও ঠিকাদাররা বাধা দিতে এসেছে, সেসব জায়গায় তার বীভৎস প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে।

তাড়াতাড়ি তারা অগ্রসর হতে পারে না। হাসি গানে ও আনন্দে মত্ত, নারীপুরুষ ও শিশুদের এক বিরাট জনতায় তারা পরিণত হয়েছে। মুক্তির নেশায় তারা সবাই মাতাল। কাপুয়া থেকে যখন তারা বিশ মাইলও অতিক্রম করে নি অন্ধকার হয়ে এল। ছোট একটা নদীর ধারে এক উপত্যকায় তারা ছাউনি ফেলল। সেখানে আগুন জ্বালল এবং তাজামাংস রান্না করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল।

আস্ত আস্ত ছাগল, ভেড়া এবং এখানে ওখানে বলদ পর্যন্ত শলায় গেঁথে সেঁকা হতে লাগল এবং সেঁকা মাংসের লোভনীয় গন্ধ বাতাস ভরিয়ে তুলল। বছরের পর বছর ধরে যাদের ভাগ্যে সস্তার সবজি ও যবের মণ্ড ছাড়া আর কিছুই জোটে নি, তাদের কাছে এ একটা বিরাট ভোজ বৈকি। হাসি ও গানে আমিষ ভোজ্য আরো সুস্বাদু হয়ে উঠল এবং সুরা সহযোগে তা উদরস্থ হতে লাগল। তারা কি বিচিত্র জনসমষ্টি। তাদের মধ্যে আছে গল, ইহুদী, গ্রীক, মিশরীয়, থ্রেশীয়ান, নিউবিয়ান, সুদানী, লিবীয়, পারসিক, এসাইরীয়, সামারিয়ান, জার্মান, স্লাভ, বুলগার, মেসিডোনিয়ান, স্পেনীয়, কিছু কিছু ইতালীয়ও আছে—তারা এমন বংশ থেকে এসেছে যারা কোনো না কোনো কারণে আত্মবিক্রয় করেছে,—এছাড়াও আছে সেবাইন, আমব্রিয়ান, টাস্কান, সিসিলিয়ান এবং এমন অনেক জাতির লোক যাদের নাম পর্যন্ত চিরতরে লুপ্ত হয়েছে, —বিভিন্ন জাতির ও রক্তের এ এক অপূর্ব সমাবেশ। এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা ঐক্যবদ্ধ, এই ঐক্য গোড়ায় ছিল বন্দিদশার মধ্যে, এখন তা মুক্তির মধ্যে।

পুরাকালে আদিতে ছিল গোত্রগত পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ—সবশেষে এল জাতিগর্ব ও জাতিগত মর্যাদা। কিন্তু নির্যাতিত মানুষের মধ্যে এই যে পারস্পরিক সম্প্রীতি দেখা গেল, পৃথিবীতে তা অভূতপূর্ব। এই বিপুল নিশীথ সমাবেশে কত জাতির কত দেশের লোক এসে জড়ো হয়েছে, অথচ ক্রোধ বা অসন্তোষের লেশমাত্রও কারো কণ্ঠে শোনা গেল না। সামান্য একটু গৌরব সামান্য একটু ভালোবাসা সবাইকে ছুঁয়ে গিয়েছে। তাদের অনেকে স্পার্টাকাসকে দেখেও নি। কিংবা দেখেছে হয়ত দূর থেকে, তাও অন্য কেউ দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু স্পার্টাকাস সবার মনপ্রাণ ভরে রেখেছে। সে তাদের নেতাই নয়, তাদের দেবতাও। দেবতারা যে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে নেমে আসে না, তা তারা এখনো মেনে নিতে পারে নি। তাই যদি হবে, তা হলে প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে পবিত্র আগুন চুরি করে এনে কী করে মানবজাতিকে সেই অমূল্য সম্পদ দিয়ে যেতে পারল? একবার যদি তা ঘটে থাকে, আরেকবারো তা ঘটতে পারে। এরই মধ্যে আগুন পোহাতে পোহাতে তারা কত গল্প কত কাহিনী বলে চলল এবং দেখতে দেখতে স্পার্টাকাসের ওপর রীতিমত গাথা রচিত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না—না, শিশুদের মধ্যেও না—যে

গোলামহীন জগতের স্বপ্ন একবারো দেখে নি।

ইতিমধ্যে স্পার্টাকাস গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে বসে যা ঘটে গেল তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকে। যা ছিল ছোট একটা নদী তাই ক্রমশ বিরাট আকার ধারণ করেছে; এবারে সেখানে চলেছে প্লাবনের প্রস্তুতি। একথা গান্নিকাসের। যখনই সে স্পার্টাকাসের দিকে তাকাচ্ছে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠছে। 'আমরা দুনিয়া পাড়ি দিতে পারি, প্রতিটি পাথর উপড়ে দুনিয়ার ভোল পালটে দিতে পারি।' সে এই বললে, কিন্তু স্পার্টাকাস জানে আরো ভালো। স্পার্টাকাস ভেরিনিয়ার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে। ভেরিনিয়া তার কোঁকড়ানো বাদামী চুলের ভেতর আঙুল বুলিয়ে দেয়, তার গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি হাত দিয়ে অনুভব করে। আনন্দে গৌরবে তার মনপ্রাণ ভরে উঠেছে। ভেরিনিয়া আজ পরিতৃপ্ত। কিন্তু স্পার্টাকাসের মধ্যে আগুন জ্বলছে। গোলামিতে সে এর থেকে বেশি পরিতৃপ্ত ছিল। ইতালির নৈশ আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে সে তাকিয়ে থাকে, নানা চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা সংশয় এবং দুরূহ কর্তব্যের বোঝা তার মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাকে রোম ধ্বংস করতে হবে। এই চিন্তাতেই, এ-চিন্তা মনে আনার মত অসীম স্পর্ধা যে তার আছে তাতেই তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। ভেরিনিয়া খুশি হয়ে তার ঠোঁটদুটো আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে এবং নিজের ভাষায় তাকে গান গেয়ে শোনায় :

'শিকার সেরে ফেরে যখন ব্যাধ,
রক্তমাখা হরিণ কাঁধে নিয়ে,
আগুন দেখে কতই না তার সাধ,
মা ছেলে তায় কতই কথা বলে—'

বন্য হিমেল প্রদেশের বনবাসীদের লোকগাথা। স্পার্টাকাস তার মুখ থেকে এমনি অদ্ভুত কত গান শুনেছে। ভেরিনিয়া গাইল, সে নিজের মনে তার পুনরাবৃত্তি করল, তার চিন্তাভাবনা গানের সুরে বাঁধা পড়ে আর তার স্বপ্নগুলো আকাশের জ্বলজ্বলে তারার মধ্যে ছড়িয়ে যায় :

'রোম ধ্বংস করতে হবে তোমাকে—স্পার্টাকাস, এ-কাজ তোমারই। এই সব লোকদের নিয়ে তোমায় অন্য কোথাও চলে যেতে হবে, শক্ত কঠিন হাতে ওদের চালনা করতে হবে। তুমিই ওদের শেখাবে কী করে যুদ্ধ করতে হয়, কী করে বধ করতে হয়। আর ফিরে যাওয়া নয়,—এক পা'ও পিছু হটা চলবে না। সারা দুনিয়ার মালিক রোম, রোমকে তাই ধ্বংস করতে হবে, অতীতের একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে হবে। তারপর যেখানে রোম ছিল সেখানে আমরা পত্তন করব নতুন এক জীবনের, যে-জীবনে সবাই ভাইয়ের মত, সবাই বাস করবে শান্তিতে ও ভালবাসায়। সেখানে গোলামও থাকবে না, গোলামের মালিকও থাকবে না, গ্লাডিয়েটারও থাকবে না, এরেনাও থাকবে না, সে-যেন পুরাকালের মত এক স্বর্ণযুগ। প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে আমরা গড়ে তুলব নতুন নতুন শহর, তাদের ঘিরে থাকবে না কোনো প্রাচীরের ব্যবধান।'

ভেরিনিয়া গান থামিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে 'ওগো আমার থ্রেশীয়ান, ও আমার নওজোয়ান, কিসের স্বপ্ন তোমার চোখে? নক্ষত্রলোকের দেবতারা কি তোমার সঙ্গে কথা

কইছে? ওগো, কী কথা তারা বলছে? তারা যা বলছে, তা কি গোপন কথা, আর কাউকে বলা যায় না?' যা সে বলল, তার কিছুটা সত্যিই সে বিশ্বাস করে। কে জানে দেবতাদের সম্বন্ধে কীই বা সত্যি, কীই বা মিথ্যা? স্পার্টাকাস দেবতাদের ঘৃণা করে; তাদের পূজো করে না। 'বলতে পারো গোলামদের জন্যে কি কোনো দেবতা আছে?' একবার সে ভেরিনিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

ভেরিনিয়াকে সে বলে, 'আমার জীবনে এমন কিছু কখনো থাকবে না যাতে তোমার ভাগ নেই।'

'তাহলে তুমি কিসের স্বপ্ন দেখছো।'

'স্বপ্ন দেখছি, আমরা নতুন একটা জগৎ গড়ে তুলব।'

একথা শুনে ভেরিনিয়া, ভয় পেল, কিন্তু স্পার্টাকাস শান্তভাবে তাকে বুঝিয়ে বলে 'এ-জগৎ মানুষেই গড়ে তুলেছে। তুমি কি মনে কর, এ আপনা থেকেই হয়েছে? ভেবে দেখো। এখানে এমন কি কিছু আছে যা আমাদের হাতের গড়া নয়, —এই শহর, মিনার, প্রাচীর, রাজপথ, জাহাজ এর কোনোটাও? তাহলে নতুন জগৎ কেনই বা আমরা গড়তে পারব না?'

'রোম'—ভেরিনিয়ার মুখ থেকে শুধু একটি কথা বেরিয়ে আসে, ঐ একটি কথার মধ্যে সারা পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব বিপুল প্রতাপ প্রচ্ছন্ন।

'তাহলে আমরা রোমই ধ্বংস করব,' স্পার্টাকাস জবাবে বলে। 'দুনিয়া আর রোমকে পরিপাক করতে পারছে না। আমরা রোম তো ধ্বংস করবই, সেই সঙ্গে রোম যা বিশ্বাস করে তাও নিশ্চিহ্ন করব।'

'কে? কারা?' ভেরিনিয়া বার বার প্রশ্ন করে।

'গোলামেরা। এর আগে অনেকবার গোলামেরা বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু এবারকার বিদ্রোহ হবে অন্য রকমের। আমরা এমন ডাক দেব যা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গোলামদের কানে পৌঁছবে।'

এই কথা শোনার পর ভেরিনিয়ার মন থেকে আশাও গেল, শান্তিও গেল। অনেক অনেক দিন পরে ভেরিনিয়ার মনে ফিরে ফিরে আসত সেই রাতটি, যেরাতে তার মনের মানুষটি তার কোলে মাথা রেখে দূর দূরান্তের তারাগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। তবু সে-রাত ছিল ভালবাসায় ভরা। কম লোকের ভাগ্যেই এমন রাত জোটে। যাদের জোটে তারা ভাগ্যবান। অগ্নিকুণ্ডের ধারে, গ্লাডিয়েটারদের মধ্যে তারা শুয়ে রইল। সময় বয়ে চলল ধীর মন্থর গতিতে। তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে—স্পর্শই প্রমাণ একের মন অপরে ভরে রয়েছে। তারা যেন এক হয়ে যায়।

পঞ্চম খণ্ড

লেণ্টিলাস গ্রাকাসের কিছু স্মৃতিকথা এবং ভিলা সালারিয়ায় তার অবস্থানকালীন কিছু ঘটনার বিবরণ।

,,,

লেণ্টিলাস গ্রাকাস প্রায়ই বলত তার দৈহিক ভার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংকটমার্গে বিচরণের শক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাপ্পান্ন বছরের ভেতর সাঁইত্রিশ বছরই যার রোমান রাজনীতির দুর্গম পথে বিনা হোঁচটে কেটে গেল, তার এই উক্তি সমর্থনযোগ্য, সন্দেহ নেই। প্রায়ই সে বলত রাজনীতির ক্ষেত্রে নাম করতে গেলে দরকার শুধু তিনটি ক্ষমতার সমন্বয়, সততা বা সাধুতা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। তার মতে সাধু হতে গিয়ে যত রাজনীতিজ্ঞের সর্বনাশ হয়েছে, তত আর কিছুতেই হয় নি। সে এই তিনটি ক্ষমতার বর্ণনা দেয় এইরকম। প্রথমটি, নির্ভুলভাবে বিজয়ীর পক্ষটি বেছে নেবার ক্ষমতা। এতে যদি ভুল হয় তা হলে দ্বিতীয় ক্ষমতা—যে পক্ষ হারছে তার থেকে নিজেকে বের করে আনা। আর তৃতীয় ক্ষমতা হল, অজাতশত্রু থাকা।

এই তিনটি ক্ষমতাই আদর্শ। যেহেতু আদর্শ আদর্শই এবং মানুষ মানুষই, অতএব পুরোপুরি আদর্শে পৌঁছানো অসম্ভব। গ্রাকাসের কথা বলতে গেলে, সে উতরেছে ভালোই। তার বাপ ছিল সামান্য অথচ পরিশ্রমী এক চর্মকার। তার বয়স যখন উনিশ তখনই সে ভোট কেনাবেচা শুরু করেছে। যখন সে পঁচিশ বছরের যুবক তখন চাকরি কেনাবেচার কারবার ফেঁদে বসেছে, সেই সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে মাঝে মাঝে দু-একটা খুনও করে, যখন তার বয়স আটাশ তখন ক্ষমতাশালী এক রাজনীতিক গুণ্ডাদলের পাণ্ডামী করেছে। ত্রিশ বছরের পৌঁছিয়ে নামকরা কেলিয়ান মহল্লার নেতা হয়ে ওঠে। পাঁচ বছর পরে সে শাসনকর্তার পদ লাভ করে এবং চল্লিশবছর বয়সে সেনেটের সভ্য হয়। শহরের দশহাজার লোকের নাম পর্যন্ত সে জানে এবং বিশহাজার লোককে চোখে দেখে চিনতে পারে। তার দাক্ষিণ্যের তালিকায় পরম শত্রুকেও সে বাদ দেয়নি। খুব একটা সজ্জন না হলে তার বন্ধুপদবাচ্য হবে না, এমন ভুল সে যেমন করে না, তেমনি তাদের কেউ পুরোপুরি অসৎ, এত বড় ভুল ধারণাও সে পোষণ করে না।

তার কলেবর ও দৈহিক ভারটা তার পদগৌরবের সঙ্গে মানানসই। নারীজাতিকে কখনো সে বিশ্বাস করেনি, তার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ যে তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে, তাও তার নজরে পড়েনি। তার নিজের দুর্বলতা একটি বিষয়ে, তা খাদ্য। বছরে বছরে তার অবস্থার উন্নতির সঙ্গে চক্রবৃদ্ধিহারে যে-বিপুল মেদস্তর তার কলেবরের ব্যাপ্তি সাধন করেছিল,

তার ফলে শুধু যে তাকে একজন গণ্যমান্য ব্যাক্তি বলে মনে হত, তাই নয়, যে-কয়জন মাত্র রোমানকে সাধারণ্যে 'টোগার' বিরাট আলখাল্লায় ছাড়া দেখা যেত না, সে তাদেরই অন্যতম। টোগার আবরণে লেন্টিলাস গ্রাকাসকে খুব একটা অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি বলে মনে হত না। টোগাধারী লেন্টিলাসকে দেখে মনে হত, সে রোমান বৈশিষ্ট্য ও স্বধর্মের প্রতিমূর্তি। তার চারমনী বপুতে বিধৃত মাথাটা কেশবিরল মাংসল চর্বির কয়েকটা চক্রবেষ্টনে দৃঢ়সম্বদ্ধ। তার গলার আওয়াজ ভারি ও গম্ভীর, মুখ সদাহাস্যময়, আর মাংসের স্তর ভেদ করে ক্ষুদ্র নীল চোখদুটো সদা উৎফুল্ল। তার গায়ের রঙ শিশুর গায়ের মত টকটকে লাল।

গ্রাকাসের জ্ঞান ছিল পরিমিত কিন্তু সেই তুলনায় অন্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল অনেক কম। রোমের প্রতাপের কার্যকারণ প্রক্রিয়াটা তার কাছে কোনোদিনই হেঁয়ালী বলে মনে হয়নি, তাই তার হাসি পেল সিসেরো যখন গম্ভীরভাবে 'শেষের সে-দিন ভয়ঙ্কর'-এর কথা বলে তার চিন্তার মৌলিকতা জাহির করল। এন্টোনিয়াস কেইয়াস যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল সিসেরো সম্পর্কে তার ধারণা কী, গ্রাকাস ছোট্ট একটি কথায় তার জবাব দিল,

'একটা ফচকে ছোঁড়া'।

এন্টোনিয়াস কেইয়াসের সঙ্গে গ্রাকাসের সম্পর্ক ছিল বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ। ধনী সাধারণের প্রতিই সে এই সম্পর্ক বজায় রাখত। আভিজাত্য একমাত্র মহারহস্য যার কাছে সে নতি স্বীকার করে। সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের সে পছন্দ করত। তাদের ঈর্ষা করত। কিয়ৎ পরিমাণে তাদের ঘৃণাও করত, কারণ, তার বিবেচনায় ওদের মগজে কিছু নেই। এইজন্যেই বোধহয় তার দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল, জন্মগত সুবিধা ও পদমর্যাদার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা তার সদ্ব্যবহার করতে অপারগ। এতৎসত্ত্বেও তাদের অনুশীলন করতে তার ভালো লাগে। ভিলা সালারিয়ার মত চমৎকার এক বাগিচায় সে আমন্ত্রিত অতিথি, এই ভেবে সে আনন্দিত ও গর্বিত। কিন্তু হাবেভাবে ও ব্যবহারে কখনোই সে নিজেকে অভিজাত বলে চালাবার চেষ্টা করে না। তাদের কাটাবাটা অতিভদ্র ল্যাটিন বুলি সে ব্যবহার করত না, বরঞ্চ সাধারণের সহজ ভাষাতেই সে কথা কইত। নিজস্ব একটি বাগিচা করা যদিও তার পক্ষে সহজসাধ্য, তবু তার জন্যে কোনো চেষ্টাই সে করেনি। অভিজাত গোষ্ঠীর লোকেরাও তাকে পছন্দ করত তার ব্যবহারিক বুদ্ধির জন্যে এবং নানান ধরনের খবর তার নখাগ্রে থাকত বলে। তার বিপুল কলেবরও তাদের কম ভরসা দিত না। এন্টোনিয়াস কেইয়াসের তাকে ভাল লাগত তার কারণ গ্রাকাসের কোনো নৈতিক বালাই ছিল না। গ্রাকাসের প্রসঙ্গে অনেক সময় সে বলত, আজ পর্যন্ত ঐ একটা সাচ্চা লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে।

সে-সন্ধ্যায় আনুপূর্বিক ঘটনাধারার সামান্যই গ্রাকাসের নজর এড়িয়ে গেছে। সে সবকিছুর যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত, বিচার করে রায় দেওয়া তার ধাতে নেই। কেইয়াসের প্রতি তার মনোভাব অবিমিশ্র ঘৃণা। ধনবান, কীর্তিমান সেনানায়ক ক্রাসাস তার কৌতুক উৎপাদন করেছে। আর সিসেরো? তার সম্পর্কে সে গৃহস্বামীকে বলে দিল,

'লোকটার আর যাই হোক মহত্ত্ব নেই। আমার মনে হয় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে ও নিজের মায়েরও গলা কাটতে পারে।'

'কিন্তু সিসেরোর তেমন গুরুতর কোনো উদ্দেশ্যই নেই।'

'না থাকাই স্বাভাবিক। সেই জন্যে ওর সব প্রয়াসই ব্যর্থ হবে। ওকে ভয় করার কিছু নেই কারণ ও কারো শ্রদ্ধা জাগায় না।'

এন্টোনিয়াস কেইয়াসের কাছে এই মন্তব্য খুবই কঠিন ও তীব্র, কারণ, যদিও তার যৌনলালসা ও প্রবৃত্তি একটা বালকের পর্যায় থেকে বেশীমাত্রায় অতিক্রম করেনি, সিসেরোর বুদ্ধিকে তারিফ করার মত বুদ্ধি তার ছিল। আর কেউ না হোক সে অন্তত সিসেরোর একজন গুণগ্রাহী। গ্রাকাস নিজের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা করে না, যে-মাটিতে সে দাঁড়িয়ে আছে তা ক্রমশ পিছল হয়ে উঠছে। তার জগৎ ভেঙে পড়ছে সে জানে, তবে যেহেতু এই ভাঙনের গতি অত্যন্ত ধীর ও মন্থর এবং নিজের আয়ুষ্কাল নিতান্তই সীমায়িত, নিজেকে আর সে ঠকাতে চায় না। দলাদলির মধ্যে না গিয়েও ঘটনাধারা পর্যবেক্ষণে সে সক্ষম ; লোক দেখানো পক্ষপাতিতা তাই তার কাছে নিষ্প্রয়োজন।

এই বিশেষ সন্ধ্যায়, আর সবাই যখন নিদ্রাগত তার চোখে ঘুম নেই। যেটুকু ঘুম হল, সামান্যই। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় একটু পায়চারি করতে সে বেরিয়ে পড়ল। যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত সে প্রায় সঠিকভাবেই বলে দিতে পারত, সে-রাতে কে কার শয্যাসঙ্গী বা সঙ্গিনী হয়েছে ; উঁকিঝুঁকি না মেরেই সে তা লক্ষ্য করেছে এবং সে-কারণে তার বিন্দুমাত্র বিরক্তিও নেই। হাজার হোক, এটা রোম। একমাত্র নির্বোধই এখানে অন্যপ্রকার চিন্তা করতে পারে।

চলতে চলতে সে দেখতে পেল জুলিয়া একটা র্মমরবেদিতে বসে রয়েছে—একা, অনাদৃতা। তার রূপের দীনতায় ও প্রত্যাখ্যানের স্পষ্টতায় সে ভয়ার্ত ও ম্রিয়মান। গ্রাকাস তার দিকে অগ্রসর হল।

'এমন রাত উপভোগ করতে শুধু আমরা দুজনে জেগে আছি,' জুলিয়াকে সে বলল। 'ভারি সুন্দর রাতটা, তাই নয়, জুলিয়া ?'

'যদি আপনার মনে হয়, তবে তাই।'

'কেন তোমার কি মনে হচ্ছে না ?' টোগাটাকে সে ভাল করে জড়িয়ে নিল। 'তোমার পাশে একটু বসতে পারি ?'

'নিশ্চয় পারেন।'

গ্রাকাস কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সমস্ত বাগিচাটা—পত্রগুল্মের শয্যান্তর ভেদ করে উঠে-আসা বিরাট শ্বেতহর্ম্য, বিস্তৃত চত্বর, একাধিক ফোয়ারা, ইতস্তত বিন্যস্ত মূর্তির ম্লান আভা, ঈষৎ লাল অথবা ঘনকৃষ্ণ মর্মরবেদি সমন্বিত লতামণ্ডপ—সবকিছু চাঁদের আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেছে। গ্রাকাসের মনে এই সৌন্দর্যের আবেদন অতি ধীরে সঞ্চারিত হল। রোমের সৌন্দর্য ভাণ্ডার কী বিরাট, গ্রাকাসের ভাবতেও অবাক লাগে। শেষকালে সে কথা কইল,

'জুলিয়া, দেখে মনে হচ্ছে আমাদের আকাঙ্ক্ষা করার আর কিছু নেই।'

'সত্যিই তাই মনে হচ্ছে।'

গ্রাকাস তার স্বামীর বন্ধু ও অতিথি। গ্রাকাস মন্তব্য করে, 'রোমান হওয়ার এই সৌভাগ্য।'

জুলিয়া শান্তকণ্ঠে বলে, 'আমার কাছে ছাড়া আপনি তো কখনো এইরকম সস্তা তোষামোদ করেন না।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, তাই। বলুন তো ভেরিনিয়ার নাম কখনো শুনেছেন ?'

'ভেরিনিয়া ?'

'আচ্ছা, আজ পর্যন্ত কখনো কোনো বিষয়ে খুব ভালো করে মনে মনে খুঁটিয়ে না দেখে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন ? মনে করবেন না আমি আপনার কাছে নিজেকে চালাক প্রতিপন্ন করতে চাইছি।' তার হাতখানা গ্রাকাসের ভারি হাতের উপর রাখল। 'আমি চালাক নই। ভেরিনিয়া ছিল স্পার্টাকাসের স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কথা শুনেছি বটে। দেখছি এখানে তোমরা সবাই স্পার্টাকাস স্পার্টাকাস করে পাগল হয়ে উঠেছ। আজ রাতে এছাড়া তো আর কোনো কথাই আমি শুনলাম না।'

'সে যাই করুক, আমাদের ভিলা সালারিয়ার কোনো ক্ষতি করে নি। এর জন্যে তার কাছে কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত কিনা জানি না। হয়ত শাস্তির স্মারকগুলোর জন্যেই এখানে কিছু ঘটে নি। আমি এখনো পর্যন্ত রাস্তায় গিয়ে সেগুলো দেখে আসিনি। খুব ভয়ংকর সেগুলো ?'

'ভয়ংকর ? এ-বিষয়ে বিশেষ ভেবেছি বলে আমার মনে পড়ে না। ওখানে ওগুলো রয়েছে। ব্যস, ওই পর্যন্ত। এমনিতেই জীবন সস্তা, তার ওপর গোলাম, ওদের দাম তো আজকাল নেই বললেই হয়। কিন্তু ভেরিনিয়া সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে কেন ?'

'যাকে ঈর্ষা করি তার বিষয়ে ভাবতে চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় সে আমার ঈর্ষার পাত্রী।'

'সত্যি, জুলিয়া ? একটা নীচ বর্বর বাঁদীকে তুমি ঈর্ষা কর ? বলতো তার মত দশবারোটাকে বাজার থেকে কিনে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।'

'আপনার সব কিছুতেই ঠাট্টা, কোনো কিছুতেই গুরুত্ব দেন না। কেন বলুন তো, গ্রাকাস ?'

'গুরুত্ব দেওয়ার মত কিছু নয় বলে। ওকে ঈর্ষা কর কেন ?'

'কেন ? কারণ নিজেকে ঘৃণা করি।'

'ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে উঠল,' গ্রাকাস বলে। 'আচ্ছা তার বর্ণনা শোন, তারপরে বোলো তাকে দেখতে পারবে কিনা। নোংরা, নাক খুঁটছে, খক খক কাশছে, যেখানে সেখানে থুতু ফেলছে, আঙুলের নখগুলো ভাঙা অপরিষ্কার, মুখময় ব্রণ। এই তোমার বাঁদী-সুন্দরী। এখনো তার প্রতি ঈর্ষা হয় ?'

'সে কি সত্যি ওরকম ছিল ?'

গ্রাকাস হেসে উঠল। 'কে জানে !' জুলিয়া রাজনীতি মাত্রই মিথ্যা। ইতিহাস মিথ্যার ইতিকথা। কাল একবার যদি রাস্তা অবধি গিয়ে ক্রুশগুলো দেখে আসো, স্পার্টাকাস সম্পর্কে একমাত্র সত্য যা তাই জানতে পাবে। তা হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়। বাকি সব বিলকুল বানানো। আমি জানি, আর সব বাজে।'

'আমি আমার গোলামদের দেখি—'

'অথচ স্পার্টাকাসকে নজরে পড়ে না, এই তো ? জুলিয়া, তোমার চেয়ে বয়সে আমি অনেক বড়। একটু উপদেশ দেব, শুনবে ? অবশ্য একটু অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে, তবু

বলি, অযথা এমনি গুমরিয়ে মরো না। গোলামখানা থেকে একটা তাগড়াই ছোঁড়া বেছে নাও—'

'আঃ, চুপ করুন গ্রাকাস!'

'—আর সে-ই হয়ত তোমার মনের মত স্পার্টাকাস হয়ে উঠতে পারে।'

জুলিয়া অঝোরে কাঁদতে থাকে। গ্রাকাস এই সমাজের বেশি নারীকে দেখেনি। সে হঠাৎ কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করতে থাকে, তার কোনো অন্যায় হয়ে গেছে কিনা। অপমান বোধ হতে পারে এমন কিছু তো সে বলেনি। তবু তার কি কোনো ত্রুটি হল?

'না না, গ্রাকাস। আমার যে কটি বন্ধু আছে, আপনি তাদের মধ্যে একজন। আমার এই বোকামির জন্যে আপনি আমায় ছেড়ে যাবেন না।' চোখ মুছে, মার্জনা চেয়ে, জুলিয়া চলে গেল। 'আমি বড় ক্লান্ত,' যাবার সময় সে বলল, 'দয়া করে আমার সঙ্গে আসবেন না।' গ্রাকাস একা সেখানে বসে রইল।

২

ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে সিসেরোর মতই গ্রাকাসের একটা সহজাত বোধ ছিল; তবে উভয়ের ধারণায় ছিল গুরুতর একটা পার্থক্য। ইতিহাসে নিজের স্থান কোথায় এবং কোন ভূমিকায়, এ-বিষয়ে গ্রাকাস কখনো ভুল করেনি; সেই কারণেই গ্রাকাস অনেক কিছু সিসেরোর চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। শান্ত ঈষদুষ্ণ এই ইতালীয় নিশীথে একা বসে আপনমনে সে এখন ভাবছে অভিজাত এক রোমান মহিলার কথা, যার ঈর্ষার পাত্রী অসভ্য একটা বাঁদী। প্রথমে সে ভেবে দেখল, জুলিয়া সত্য কথা বলেছে কিনা। বুঝল, সত্যই বলেছে। কী প্রকারে, সে জানে না, জুলিয়ার জীবনের বিষাদ-করুণ দিকটা ভেরিনিয়া যেন বেশীমাত্রায় প্রকট করে তুলেছে—সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ভাবনা তাকে ভাবিয়ে তুলল, আপ্পিয়ান মহাপথের দুধারে শাস্তির যে-অন্তহীন স্মারকগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যেও এইমত তাদের জীবনের অর্থও নিহিত নেই তো? গ্রাকাস নৈতিক ব্যাপারে সংস্কারমুক্ত। সে তার স্বজাতীয়দের চেনে, তাই রোমান মাতা ও রোমান পরিবারের পুরাকাহিনী তার কাছে নিরর্থক। তবু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে, জুলিয়ার কথা শুনে সে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে এবং যে-প্রশ্নটা তার মনে জেগে উঠেছে তাও সে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

হঠাৎ চেতনায় একটা বিদ্যুৎদীপ্তির মত প্রশ্নের উত্তরটা তার মনে ঝলক দিয়ে গেল, তার সমস্ত সত্তাকে এই উত্তর এমনভাবে নাড়া দিল যা অভূতপূর্ব। সর্বগ্রাসী একটা মৃত্যুভীতি সঙ্গে নিয়ে এল এই উত্তরটা, মৃত্যুপারের অনস্তিত্ব ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সহসা তাকে যেন গ্রাস করল। তার অবিশ্বাসের মধ্যেও একটা আত্মপ্রত্যয় ছিল, তাই ছিল তার নির্ভরস্থল; এই উত্তরের ফলে সেই প্রত্যয়, সেই বিশ্বাসের অনেকখানি ধ্বসে পড়ল! মর্মরবেদীর ওপর সে বসে রইল নিঃস্ব রিক্ত হয়ে। মেদসর্বস্ব শ্লথপেশী ঐ বৃদ্ধের ব্যক্তিগত সর্বনাশের সঙ্গে ইতিহাসের উত্তাল প্রবাহ সহসা যুক্ত হয়ে গেল।

স্পষ্ট সে দেখতে পেল। দেখল, পৃথিবীর বুকে মানবসমাজের নবতম রূপ গোলামের পিঠের ওপর ভর করে রয়েছে, আর তার সাঙ্গীতিক প্রকাশ চাবুকের গানে বেজে উঠছে। যাদের হাতে চাবুক, এই সমাজ তাদের কী করে ছেড়েছে? জুলিয়ার কথারই বা অর্থ কী? সে নিজে দারপরিগ্রহ করে নি; বর্তমান চেতনার সামান্য একটু বীজকণা তাকে বিবাহ থেকে বরাবর ক্ষান্ত করেছে। প্রয়োজন বোধে সে মেয়েমানুষ কিনে এনেছে কিংবা বারনারীদের বাড়িতে এনে রেখেছে। কিন্তু এণ্টোনিয়াস কেইয়াসেরও তো এক খাটাল রক্ষিতা আছে। তার জানা ভদ্রলোক মাত্রই কিছু সংখ্যক নারী রেখে থাকে, কুকুর·ঘোড়ার মত এদের রাখাও একটা রেওয়াজ। তাদের স্ত্রীরাও তা জানে এবং মেনে নেয় এবং গোলামদের দিয়ে নিজেদের দিকটাও পুষিয়ে নেয়। সামান্য নৈতিক বিচ্যুতি বলে একে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এ যে দুর্নীতির একটা দানবীয় রূপ যা সমস্ত দুনিয়াটাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। তাই বুঝি, ভিলা সালারিয়ায় এক রাত্রির জন্যে যারা জড়ো হয়েছে স্পার্টাকাসের কথা তারা কিছুতেই ভুলতে পারে না, কারণ, তারা যা নয় স্পার্টাকাস যে তাই। সিসেরো হয়ত কোনোদিনই বুঝতে পারবে না এই রহস্যময় গোলামটার শক্তির উৎস ছিল কোথায়, কিন্তু সে, গ্রাকাস, তা বুঝতে পেরেছে। ঘর সংসার ইজ্জৎ ধর্ম, যা কিছু ভালো, যা কিছু মহৎ, তা গোলামদেরই অধিকারে এবং গোলামরাই তার রক্ষাকর্তা। এর কারণ এ নয়, গোলামরা খুব ভালো কিংবা অত্যন্ত মহৎ, এর কারণ তাদের মনিবরা যা কিছু পবিত্র তাই তাদের বরাদ্দে ঠেলে দিয়েছে।

যেমন স্পার্টাকাস ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখত—যে-স্বপ্ন তার নিজের কল্পনা-প্রসূত—তেমনি গ্রাকাসও তার নিজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখত, এবং সে-স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন, ভয়ে ও আতঙ্কে সে শিউরে উঠত। গ্রাকাস উঠে দাঁড়াল, কোনোক্রমে তার টোগাটাকে সামলিয়ে ভারি পদক্ষেপে চলে গেল তার কামরায় যেখানে শয্যা তৈরি রয়েছে।

কিন্তু ঘুম তার সহজে এল না। জুলিয়ার আকাঙ্ক্ষাটা নিজের মধ্যে সংক্রামিত করে ছোট ছেলের মতো সে কাঁদতে লাগল নিঃসঙ্গতায় একজন সঙ্গীর জন্যে। ধ্বনিহীন বিশুষ্ক সে-কান্না। ছোট ছেলের মতই সে মনে করে নিল বাঁদী ভেরিনিয়া তার শয্যায় তার পাশেই শুয়ে আছে। আতঙ্কের ফলে তার সৎ ও পবিত্র হবার করুণ আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্র হয়ে উঠল। তার মোটা মোটা খাঁজপড়া হাতদুটো শয্যায় কল্পিত একটা প্রেতের গায়ে হাত বুলিয়ে চলল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। সে বিছানায় পড়ে রইল স্মৃতিমাত্র সম্বল করে।

তারা সবাই স্পার্টাকাসকে ঘৃণা করে। অথচ স্পার্টাকাসের অস্তিত্ব এ-বাড়ি ভরে রয়েছে। কেউ জানে না, সে কেমন দেখতে ছিল, তার হাবভাব চিন্তাই বা কী রকম, তবু এ-বাড়ি সে ভরে রয়েছে, সারা রোম বুঝি সে ভরে রয়েছে। সে, গ্রাকাস, স্পার্টাকাসকে ঘৃণার চোখে দেখে না,—নিতান্তই এ অলীক কল্পনা। বরঞ্চ ঠিক উলটো। সযত্নে প্রচ্ছন্ন তার ঘৃণা আর সবার চেয়ে অনেক বেশী হিংস্র ও কঠোর, অনেক বেশী তীব্র ও প্রবল।

ভাবতে ভাবতে তার ভাবনাগুলো ক্রমশ আকার ও রূপ নিয়ে তার সামনে প্রত্যক্ষ হল। তার মনে পড়ল কী ভাবে সে সেনেটে বসেছিল,—সেই সঙ্গে মনে হল নামকরা অভিজাতদের সঙ্গে যখনই সে সেনেটে আসন গ্রহণ করেছে, তখনই নিজের আত্মপ্রসাদের

জন্যে নিজের প্রতি বিরূপ হয়েছে। হ্যাঁ, সেনেটে যখন সে বসে, তখন কাপুয়া থেকে দ্রুত বার্তাবহ খবর নিয়ে এল, লেন্টুলাস বাটিয়েটাসের আখড়ার গ্লাডিয়েটাররা বিদ্রোহ করেছে এবং সে-বিদ্রোহ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে পড়ে গেল, এই খবর শুনে সমস্ত সেনেটটা আতঙ্কে কী রকম শিউরে উঠেছিল এবং একপাল হাঁসের মত কলকল করে কী কলরব শুরু করে দিল। সবাই একসঙ্গে কথা কয়ে চলেছে—কী ভয়ার্ত আজগুবি সব কথা! —এর একমাত্র কারণ, কয়েকটা গ্লাডিয়েটার তাদের তালিমদারদের খুন করেছে। তার মনে পড়ে গেল এই অপদার্থগুলো তার কাছে কী অসহ্য বোধ হয়েছিল। তার মনে এল, তার নিজস্ব ভঙ্গিতে টোগাটা এক ঝটকায় কাঁধের ওপর ছুঁড়ে ফেলে কীভাবে দাঁড়িয়ে উঠল এবং বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তার মহামান্য সহকর্মীদের উদ্দেশে বলল :

'ভদ্রমণ্ডলী—আপনারা আত্মবিস্মৃত হচ্ছেন।'

কলরব থামিয়ে তারা বক্তার দিকে তাকাল।

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে? মুষ্টিমেয় কয়েকটা গোলাম, জঘন্য নীচ কয়েকটা খুনী, খুন জখম করেছে। বর্বরদের বিরাট একটা অভিযানের আমরা সম্মুখীন হইনি। কিন্তু যদি তাও হতাম, তবু আমার মনে হয় সেনেটের পক্ষে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরণের ব্যবহার শোভন হত। আমার ধারণা আমাদের কাছে কিছু পরিমাণ আত্মমর্যাদা আশা করা অসঙ্গত নয়।'

এর ফলে তারা রুষ্ট হল, কিন্তু সেও তাদের ওপর কম রুষ্ট হয়নি। সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা তার কাছে গর্বের বিষয়, কিন্তু এই একবার সে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি। এই একবার তার মত কুলশীলহীন একজন সাধারণ ব্যক্তি ধরাধামের মহাপ্রতাপশালী সংস্থাকে অপমানের চূড়ান্ত করল। মনে মনে 'চুলোয় যাক' বলে সভাকক্ষ ছেড়ে সে বেরিয়ে এল, তখনো তার কানে বাজছে তাদের আত্মমর্যাদা রক্ষায় সাধু প্রচেষ্টা। সে সোজা গৃহে ফিরে গেল।

সেই দিনটা তার কাছে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। সে-দিনের প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে জীবন্ত। প্রথমে সে ভয় পেয়েছিল। ব্যক্তিগত আচরণের যে-নিয়মগুলো সে পবিত্র জ্ঞান করত, নিজেই তা লঙ্ঘন করেছে। সে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে নি। সে শত্রু সৃষ্টি করেছে। কৃতকর্মের জন্যে ভীতসন্ত্রস্ত সে, তার সাধের শহর রোমের রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছে। কিন্তু এই ভয়ের সঙ্গে মিশে ছিল ঘৃণা—তার সহকর্মীদের ওপর এবং নিজেরও ওপর—যেহেতু এখনো পর্যন্ত সেনেটের প্রতি তার ভক্তিভাব গেল না, যেহেতু, যে-নির্বোধগুলো সেনেটের আসনে অধিষ্ঠিত, তাদের প্রতি তার সহজাত শ্রদ্ধা এখনো অটল রয়েছে।

জীবনে একবার মাত্র তার প্রিয়নগরী রোমের দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ-সম্ভারের আবেদন তার কাছে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রাকাসের শহরে জন্ম, শহরেই সে লালিত। শহর পল্লীই তার স্বাভাবিক বাসভূমি। শহর তার সত্তারই অংশ, তার মধ্যেও শহরের সত্তা মিশে রয়েছে। তাই, দূরের দিগন্ত, শ্যামল উপত্যকা, কলস্বনা তটিনী—এসবের প্রতি ছিল তার আন্তরিক বিতৃষ্ণা। রোমের বিসর্পিল নোংরা অলিগলিতে ছুটতে বেড়াতে লড়াই করতে সে শিখে এসেছে। শৈশবে সে ছাগলছানার মত হাতড়ে হাতড়ে আকাশচুম্বী বস্তিবাড়িগুলোর ছাদের ওপর উঠেছে। পোড়া কাঠকয়লার গন্ধে শহর ভরে যেত, তার চেয়ে সুগন্ধ সে জানেনি। তার

জীবনের এই একটিমাত্র ক্ষেত্র যেখানে বিরক্তি ও বিরাগের অবকাশ ছিল না। যখনই সে বাজারের পথ দিয়ে গিয়েছে—দুধারে ঠেলাগাড়ির ভিড়, সারি সারি দোকান, সারা দুনিয়ার পণ্যসম্ভার সেখানে বিক্রয়ের জন্য সাজানো,—তখনই তার দেহমন রোমাঞ্চিত হয়েছে। শহরের অর্ধেক লোকের কাছে সে মুখচেনা। এধার থেকে কেউ বলে উঠেছে, 'ওহে, গ্রাকাস!' ওধার থেকে কেউ ডাকছে, 'এই যে, গ্রাকাস যে!' আদবকায়দা কেউ মানেও না, মানার কথা ভাবেও না। ফেরিওয়ালা, মুচী, ভিখারী, ভবঘুরে, ঠেলাওয়ালা, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর—সবাই তাকে পছন্দ করত, কারণ সে তাদেরই একজন এবং তাদের মধ্যে থেকে নিজের চেষ্টায় হাতড়ে হাতড়ে ওপরে উঠেছে। তারা তাকে পছন্দ করে, কারণ ভোট কেনার সময় সে-ই তাদের সবার চেয়ে বেশী দাম দেয়। তারা তাকে পছন্দ করে, কারণ তার বাইরের আড়ম্বর নেই, কারণ সে পালকিতে না চেপে পায়ে হেঁটেই চলে, কারণ পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে দুটো কথা কইবার সময় তার সর্বদাই থাকে। যে-জগতে তাদের বাস সেখানে দুঃখ-দুর্দশা ক্রমেই যেমন বেড়ে চলেছে, আশাভরসাও তেমনি কমে আসছে, সেখানে গোলামেরা ক্রমশ তাদের বেকার ও ভিখারীতে পরিণত করছে, সরকারি খয়রাতিই তাদের একমাত্র ভরসা,—এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় গ্রাকাসের কাছ থেকে তারা পায়নি, পায়নি বলে তাদের কোনো আক্ষেপও নেই। তারা নিজেরাও পরিত্রাণের কোনো উপায় জানে না। উপরন্তু সে তাদের এই জগৎকেই ভালবাসে, এই নিরালোকে জগৎকে, যেখানে নোংরা গলির দুধারে থেকে আকাশছোঁয়া বস্তির বাড়িগুলো প্রায় মাথায় মাথায় ঠেকে যায় এবং কাঠের খুঁটি দিয়ে তাদের পৃথক করে রাখা হয়; ভালবাসে এই জগৎকে যেখানে শুধু পথ আর পথ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরীর কলমুখর অস্বাস্থ্যকর নোংরা পথ।

কিন্তু এই দিন, যে-দিনের কথা তার স্পষ্ট মনে আছে, সে ছিল অন্ধ, এই জগতের বোধ তার কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সে পথ দিয়ে হেঁটে গেছে, সম্ভাষণ শুভেচ্ছা কিছুই তার কানে পশেনি। দোকান থেকে কিছুই সে সওদা করেনি। এমনকি ঠেলাগাড়িতে শূকরমাংস ও বিভিন্ন আমিষের রসনাতৃপ্তিকর যে সব বিচিত্র ভোজ্য রান্না হচ্ছিল, তাও তাকে আকর্ষণ করেনি। রাস্তায় রান্না খাবারের লোভ সচরাচর সে সামলাতে পারত না—মধুপিষ্টক, সেঁকা মাছ, শুকনো নানা সারডিন, আপেলের চাটনি, মাছের ডিমের বড়া—এসব ছিল তার প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এইদিন এ সবের দিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। ভারাক্রান্ত মনে সে সোজা বাড়িতে ফিরে এল।

গ্রাকাসের সঙ্গতি প্রায় ক্রাসাসের মতই; তা সত্ত্বেও, শহরের নব্যতম অংশে, নদীর ধারের প্রমোদোদ্যানগুলোর মাঝে মাঝে যেসব কুঞ্জভবন গড়ে উঠেছে ওরই একটা কিনতে বা ঐরকম একটা নির্মাণ করতে তার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সে তার পুরনো মহল্লায় একটা বস্তিবাড়ির নিচের তলাতে স্বচ্ছন্দে বাস করত এবং তার বাড়ির দরজা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্যে থাকত সদা উন্মুক্ত। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অনেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল এইরকম নিচের তলার বাসিন্দা। নিচের তলাগুলোই ছিল সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে বাসোপযোগী। রোমের বাসাবাড়িগুলোর এই ছিল বৈশিষ্ট্য, নড়বড়ে সিঁড়ি ভেঙে যত ওপরতলায় ওঠা যাবে, ভাড়ার হার তত কম এবং দুঃখদুর্দশার মাত্রা তত বেশী। সবচেয়ে

নিচের দুটো তলাতেই জল সরবরাহের এবং স্নান বা শৌচাদির যা কিছু ব্যবস্থা থাকত, কিন্তু তখন থেকে আদিম শ্রেণীহীন সমাজ এত বেশি আগেকার অবস্থা নয় যে সর্বত্র ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিচ্ছেদ পুরোপুরি ঘটে গেছে। তাই এমন ধনী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি বিরল ছিল না যারা মাথার উপরে সাততলা ঠাসা দারিদ্র্য নিয়ে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করত।

গ্রাকাসের তাই মনে পড়ল কীভাবে সেদিন সে স্বগৃহে ফিরে আসে, সারা পথ কারো সঙ্গে একটিও কথা না বলে বা কাউকে শুভেচ্ছা না জানিয়ে। মনে পড়ল কীভাবে সে তার কাছারি ঘরে চলে যায় এবং যাবার আগে তার বাঁদীদের অবাক করে অস্বাভাবিক অনুরোধ করে, সে একা থাকতে চায়। তার গোলাম বলতে সবাই মেয়ে। এ-ব্যাপারে সে জবরদস্ত ; একই গৃহে তার সঙ্গে কোনো দ্বিতীয় পুরুষ থাকবে, এ তার পক্ষে অসহ্য। কিন্তু এ-বিষয়েও সে অপেক্ষাকৃত সংযত, তার বন্ধুবান্ধবদের অনেকের মত সে মাত্রা লঙ্ঘন করত না। তার প্রয়োজন মেটাতে চোদ্দজন নারী ছিল যথেষ্ট। তখনকার দিনে অকৃতদার ব্যক্তিদের মধ্যে একটা রেওয়াজ ছিল নিজস্ব হারেমে মেয়ে রাখা। গ্রাকাস ছিল তার ব্যতিক্রম। যখনই তার শয্যাসঙ্গিনী প্রয়োজন হয়েছে, বাঁদীদের মধ্যে থেকে পছন্দসই একজনকে বেছে নিয়েছে, আর নিজের বাড়িতে যেহেতু কোনো হাঙ্গামা সে পছন্দ করত না, বাঁদীদের মধ্যে কেউ অন্তঃসত্ত্বা হলেই তাকে কোনো বাগিচামালিকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ-বিষয়ে তার যুক্তি ছিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গ্রামাঞ্চলেই মানুষ হয় ভালো। তার কাছে এই কার্যপদ্ধতি নিষ্ঠুর কিংবা নীতিবিরুদ্ধ বলে মনেই হত না।

বাঁদীদের মধ্যে কেউ-ই ছিল না যে তার কাছে বিশেষভাবে প্রিয়। এর কারণ, কোনো নারীর সঙ্গে নিতান্ত সাময়িক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক স্থাপন তার ধাতেই আসত না। সে তাই বড়াই করে বলত অনেকের তুলনায় তার গৃহস্থালী অনেক বেশি নির্ঝঞ্ঝাট ও সুশৃঙ্খল। কিন্তু এখন, ভিলা সালারিয়ায় শুয়ে শুয়ে সেদিনকার কথা মনে হতে তার গৃহস্থালীর স্মৃতি কোনো আনন্দ বা উদ্দীপনা জাগায় না। একটা নৈতিক আবর্তে সে আটকা পড়েছে, অতীতে সে যেভাবে জীবন যাপন করে এসেছে তা ভাবতেও তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে যাচ্ছে। তবুও সে সেদিনকার ঘটনাবলী অনুধাবন করে চলে। একটা নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব থেকে সে নিজেকে দেখতে পায় ; দেখে, একটা মোটাসোটা লোক টোগায় গা ঢেকে একেবারে একা বসে রয়েছে আসবাবহীন একটা ঘরের মধ্যে, যেটাকে সে তার কাছারি ঘর বলে। এইভাবে নিশ্চয় সে এক ঘন্টার ওপর বসেছিল। তারপর দরজায় ধাক্কা শোনা গেল।

'কে ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'কয়েকজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান,' বাঁদী খবর দিল।

'আমি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই না।' তখন কি ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিল সে ?

'এঁরা সব সেনেট থেকে আসছেন, মাতব্বর লোক।'

তাহলে তারা তার কাছে এসেছে, তাহলে তারা তাকে ত্যাগ করেনি, তাহলে তার নিরাশ হবার কারণ নেই। তার আশা নেই, তার মনেই বা হয়েছিল কেন ? তারা আসবে, তার কাছে তাদের আসতেই হবে, এ তো জানা কথা। তার আবার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। ফিরে এল তার আত্মপ্রত্যয়। সে একলাফে উঠে দরজাটা হাট করে খুলে দিল।

সে আবার আগেকার সেই বৃদ্ধ গ্রাকাস, সদা হাস্যময়, বিচক্ষণ ও আত্মনির্ভর।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' সে বলল, 'আমি আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।'

দলটিতে ছিল মোট পাঁচজন। তার মধ্যে দুজন ছিল 'কনসুলারিস,' অপর তিনজন প্রভাবশালী অভিজাত ব্যক্তি, কূটবুদ্ধিতে বিশারদ। এই আগমনের উদ্দেশ্য বর্তমান জরুরী অবস্থা ততটা নয়, যতটা গ্রাকাসের দরুণ যে-রাজনীতিক ফাটলের আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল তা মিটিয়ে ফেলা। তাই তারা অন্তরঙ্গ ও উচ্ছ্বসিত, ধমকের ছলে তাকে বলল, 'ছিঃ গ্রাকাস! তুমি কি সারা বছর সেনেটে বসে আমাদের অপমান করার সুযোগ খুঁজছিলে?'

'ঠিকমত আপনাদের কাছে মার্জনা চাইব তেমন শিষ্টতা বা পাণ্ডিত্য আমার নেই।' গ্রাকাস এই বলে ক্ষমা ভিক্ষা করল।

'তোমার দুই-ই আছে। কিন্তু আসল কথা তা নয়।'

গ্রাকাস চেয়ার আনায়। রোমান শাসনের বিশ্ববিশ্রুত প্রতীক সুন্দর সাদা টোগায় সর্বাঙ্গ আবৃত করে এই পাঁচজন সম্ভ্রান্ত ও বয়োবৃদ্ধ অতিথি তাকে চক্রাকারে ঘিরে বসল। আসব ও মিষ্টান্ন আনানো হয়েছিল। কনসুলারিস কাসপিয়াস হলেন মুখপাত্র। তাঁর অত্যধিক তোষামোদে গ্রাকাস বিমূঢ় হল, কারণ এতটা তোষামোদ করার মতো কোনো গুরুতর সঙ্কটের আভাস ইতিমধ্যে সে পেল না। অনেক সময়ে সে কনসাল হবার কথা ভেবেছে কিন্তু ওই উচ্চপদ তার আয়ত্তের বাইরে : যে-বিশেষ প্রতিভা ও পারিবারিক যোগাযোগ থাকলে তা সম্ভব কিছুই তার ছিল না। তাদের বক্তব্য কী, সে আন্দাজ করতে চেষ্টা করে, এইটুকু শুধু আন্দাজ করতে পারে, স্পেন সম্পর্কে কিছু হবে। স্পেনে একটা বিদ্রোহ চলেছে, বিদ্রোহ সেনেটের বিরুদ্ধে, তার মানেই রোমের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের নায়ক সেরটোরিয়াস। এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রোমান সেনানায়ক পম্পে'র সঙ্গে সেরেটোরিয়াসের চলেছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এ-বিষয়ে গ্রাকাসের নিজস্ব একটা ধারণা ছিল। বিবদমান এই দুজনকেই সে ঘৃণা করত। সে স্থির করেছিল, এ-ব্যাপারে সে নিরপেক্ষ থাকবে, যাতে উভয়পক্ষ হানাহানি করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সে জানে যে-পাঁচজন ভদ্রলোক তার সামনে সমাসীন রয়েছেন, তাঁরাও তার মতাবলম্বী।

'তাহলে বুঝতে পারছ,' কাসপিয়াস বলে চলে, 'কাপুয়ার এই বিদ্রোহের মধ্যে সুদূরপ্রসারী বিপদের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।'

'আমি তো তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' গ্রাকাস সোজাসুজি জবাব দেয়।

'অতীতের দাসবিদ্রোহগুলোর ফলে আমাদের কী ক্ষতি হয়েছে তা যদি ভেবে দেখি,—'

'কিন্তু এই বিদ্রোহ সম্পর্কে আপনারা কী জেনেছেন?' আগের থেকে শান্ত ও সংযতভাবে গ্রাকাস প্রশ্ন করল। 'কতজন গোলাম এতে লিপ্ত আছে? তারা কারা? কোথায় গেছে তারা? আপনাদের এই দুর্ভাবনা কতটা বাস্তবিক?'

কাসপিয়াস একে একে প্রশ্নগুলির জবাব দেয়। 'আমরা সর্বদা যোগাযোগ রাখছি। প্রথমদিকে ছিল কেবলমাত্র গ্লাডিয়েটাররা। একটা সংবাদে জানানো হয়েছে মাত্র সত্তরজন পালিয়েছে। পরের সংবাদে জানা যায় দুশ'র ওপর পালিয়ে গেছে, তারা থ্রেশীয়ান, গল ও কিছুসংখ্যক কৃষ্ণকায় আফ্রিকান। পরের সংবাদগুলোর সংখ্যা বর্ধিত হচ্ছে। সম্ভবত আতঙ্কের ফলেই এই সংখ্যাবৃদ্ধি। অপর পক্ষে হয়ত ল্যাটিফুনডিয়াতেও গোলমাল হয়েছে।

মনে হচ্ছে বাগিচাগুলোর বেশ কিছু ক্ষতিও করেছে, তার বিশদ বিবরণ এখনো অবশ্য পাওয়া যায়নি। তারা কোথায় গেছে ? মনে হয় ভিসুভিয়াস পর্বতের দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছে।'

"মনে হয়' ছাড়া আর কিছু নয়,' গ্রাকাসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। 'কাপুয়ায় যারা আছে তারা কি গর্দভ, নিজেদের চৌহদ্দির মধ্যে কী ঘটছে তাও ঠিক করতে পারছে না ? সেখানে তো একটা সেনাদল রয়েছে। কেন তারা এই ঝামেলা সঙ্গে সঙ্গে খতম করে ফেলেনি ?'

কাসপিয়াস ধীর ভাবে গ্রাকাসের দিকে চাইল। 'কাপুয়ায় মাত্র এক কোহর্ট সৈন্য ছিল।'

'এক কোহর্ট ! যথেষ্ট। কয়েকটা হতচ্ছাড়া গ্লাডিয়েটারকে শায়েস্তা করতে ক'টা সেনাবাহিনীর দরকার হয় ?'

'কাপুয়ায় সত্যিই কী ঘটেছে তুমি যেমন জানো আমিও তেমনি জানি।'

'না, আমি জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। এবং আমার অনুমান এই, নগররক্ষী সেনানায়ক ওখানকার প্রত্যেকটা আখড়াদারের পয়সা খায়। যার ফলে, বিশটা সৈনিক এখানে, দশটা সৈনিক ওখানে। শহরে মোট ছিল কজন ?'

'আড়াইশ। যা ছিল তা ছিল। গ্রাকাস, এখন উচিত-অনুচিতের বিচার করে লাভ নেই। গ্লাডিয়েটারদের হাতে সেনাদল পরাস্ত হয়েছে। এইটেই বড় উদ্বেগজনক, গ্রাকাস। আমাদের মনে হয়, রোমের নগররক্ষী কোহর্টদের এখনই পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।'

'ক'টা কোহর্ট ?'

'কমপক্ষে ছ'টা—অন্তত তিনহাজার সৈনিক।'

'কখন ?'

'এখনই।'

গ্রাকাস মাথা নাড়ল। এদের কাছ থেকে আর কী সে আশা করতে পারে ? সে যা বলতে চায় মনে মনে চিন্তা করে নিল। ভাল করে নিজের বক্তব্য বিচার করল। দাস-মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সে যা জানে এবং জেনেছে, সব পর্যালোচনা করল।

'না, পাঠাবেন না।'

ওদের বিরুদ্ধতা করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তারা জানতে চাইল, আপত্তির কারণ কী ?

'কারণ নগররক্ষী সেনাদলের ওপর আমার আস্থা নেই। আপাতত গোলামগুলোকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। আগে ওদের নিজেদের মধ্যে কিছুটা গোলযোগ দেখা দিক। নগররক্ষী কোহর্টদের এখন পাঠাবেন না।'

'তবে কাদের পাঠাব ?'

'অভিযাত্রী বাহিনীর একটাকে ফিরিয়ে আনুন।'

'স্পেন থেকে ? তাহলে পম্পে'র কী হবে ?'

'পম্পে মরুক, চুলোয় যাক সে। আচ্ছা—স্পেনকে ঘাঁটাতে হবে না। সিসেলপাইন গল থেকে তৃতীয় বাহিনী আনান। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। এরা কতকগুলো গোলাম বই তো নয়, হাতে গোনা যায়। আপনারা যদি গুরুত্ব না দেন, এদের দ্বারা কিছুই হবে না জানবেন।'

এই ভাবে তারা তর্ক করে চলল। তর্ক চলল গ্রাকাসের স্মৃতিতে। আরেকবার গ্রাকাস সেই তর্কের জাল বিস্তার করল, আরেকবার হেরে গেল। দেখতে পেল, দাসবিদ্রোহের ভয়ে বিবর্ণ তারা ছয় কোহর্ট নগররক্ষীকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গ্রাকাস ঘুমিয়ে পড়ল অল্পক্ষণের জন্যে। ভোর না হতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। এ তার বরাবরের অভ্যাস, স্থান কাল যাই হোক না, তার এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। প্রাতঃকালীন পানীয় ও ফল আহার করতে সে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল।

৩

দিবালোক মানুষের আতঙ্ক ও উদ্বেগকে প্রশমিত করে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তা যেন শান্তিমন্ত্র, ক্ষতস্থানে যেন প্রলেপ। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই, সবক্ষেত্রে নয় ; কারণ এমন শ্রেণীর মানুষও আছে যাদের কাছে দিবালোক অবাঞ্ছিত। বন্দী মানুষ রাতকে আলিঙ্গন করে, রাত্রি যেন তার আবরণ, এই আবরণ তাকে রক্ষা করে, সান্ত্বনা দেয়, এর কাছেই সে পায় স্নেহস্পর্শ। ফাঁসীর আসামীকে দিবালোক উৎফুল্ল করে না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দিবালোক রাতের ক্লেদ ধুয়ে মুছে দেয়। মহৎ যারা, প্রতি প্রাতে নতুন করে মহত্তের আবরণ ধারণ করে। কারণ রাতের অন্ধকারে মহৎ ব্যক্তিরাও সাধারণের পর্যায়ে নেমে আসে,—কেউ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত থাকে, কেউ হয়ত একা বসে কাঁদে, কেউ বা মৃত্যুভয়ে ও চারপাশের অন্ধকারের চেয়ে গভীরতর অন্ধকারের ভয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা মহৎ ব্যক্তি। তুষারধবল টোগার আবরণে গ্রাকাস যেভাবে অলিন্দে বসে রয়েছে তার মস্ত মাংসল মুখখানা আত্মনির্ভরতায় প্রফুল্ল, তা যেন আদর্শ রোমান সেনেটরের একটা প্রতিচ্ছবি। তখন ও পরে একথা বহু বহুবার বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রী সেনেটে যারা একত্রিত হয়েছিল আইনগত বিতর্কে তাঁদের মত বিজ্ঞ মহৎ ও আদর্শ ব্যক্তির একত্র সমাবেশ এর পরে আর কখনো ঘটেনি। গ্রাকাসকে দেখে একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। একথা সত্য, তার জন্মে কৌলীন্যের ছাপ ছিল না, তার ধমনীতে প্রবাহিত রক্তধারার উৎস সম্পর্কে হয়ত সন্দেহের অবকাশ ছিল, কিন্তু সে ছিল বিত্তবান ব্যক্তি এবং প্রজাতন্ত্র এ-বিষয়ে ছিল উদার, মানুষকে বিচার করতে বংশগত মর্যাদার মত অর্জিত মর্যাদাও ছিল সমান বিবেচ্য। বিধাতা যদি কাউকে অর্থভাগ্যে ভাগ্যবান করেন, তা তার সহজাত গুণাবলীর প্রকৃষ্টতারই পরিচায়ক ; এতৎসত্ত্বেও কেউ যদি প্রমাণ চায়, চার দিকে তাকালেই দেখতে পাবে, কত বেশী লোক গরীব এবং কত কম লোক ধনী।

গ্রাকাস ওখানে উপবিষ্ট থাকাকালীন ভিলা সালারিয়ার অপরাপর অতিথিবৃন্দও সেখানে আগমন করল। সে-রাত্রে ওখানে যারা সমবেত হয়েছিল, কী নারী, কী পুরুষ, তারা প্রত্যেকেই অদ্ভুত। তারা কিন্তু এই ভেবে পরিতৃপ্ত, যে তারা মহামহিম, দেশের কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি। এর ফলে পরস্পরের প্রতি তাদের ব্যবহার বেশ সহজ। অবশ্য এন্টোনিয়াস কেইয়াসের প্রতি তাদের আস্থার ভাব সবচেয়ে বেশি, কারণ এন্টোনিয়াস কখনো এমন ভুল করে না যাতে তার বাগিচায় সমাগত অতিথিদের স্বাতন্ত্র্য কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু

সাধারণভাবে রোমের গ্রাম্যজীবনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলা খুব স্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ মেলামেশাটাই স্বাভাবিক। একথা সত্য, ওদের মধ্যে এমন দু'জন আছে যাদের দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনী বলা যেতে পারে, এমন এক তরুণী আছে যে সর্বযুগের বিখ্যাত বারাঙ্গনা বলে পরিগণিত হবে, এমন এক তরুণ আছে যে সারাজীবন ধরে ধীর মস্তিষ্কে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চালিয়ে এমন বিখ্যাত হয়ে উঠবে যে আগামী কয়েক শতকে তার খ্যাতি অম্লান থাকবে, আরো এক তরুণ আছে যার অধোগতি তুলনাহীন বলেই খ্যাতিলাভ করবে। কিন্তু প্রায় সর্বদাই ভিলা সালারিয়ায় এই ধরণের লোকের সমাবেশ ঘটে থাকে।

এই সকালটায় তারা গ্রাকাসকে ঘিরে বসল। তাদের মধ্যে একমাত্র গ্রাকাসই ছিল টোগায় আবৃত। প্রধান নগরপালের স্থির গাম্ভীর্য নিয়ে সে বসে রয়েছে, সুগন্ধি পানীয় তার পাশে, আলস্যভরে একটা আপেল টুকরো টুকরো করে কাটছে আর এখানে ওখানে এক আধটা কথা দয়া করে দান করছে। সুসজ্জিত পুরুষ ও সুরঞ্জিত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে, তাদের সুন্দর ও সুষ্ঠু কেশবিন্যাস, ওষ্ঠে ও গণ্ডে রঙের পারিপাট্য লক্ষ্য করে সে মনে মনে বলে, 'এরা নিজেদের বেশ সামলিয়ে নিতে পারে।' এটা ওটা নিয়ে তারা কথাবার্তা কইতে থাকে, নিয়মিত চেষ্টায় অর্জিত বেশ চতুর কথাবার্তা। তারা ভাস্কর্য সম্পর্কে কিছু বললে সিসেরো যে সরকার পক্ষ অবলম্বন করবে, এই স্বাভাবিক :

'গ্রীকদের কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এমন কী তারা করেছে যে মিশরীয়রা হাজার বছর আগে করেনি ? উভয় ক্ষেত্রেই দেখি একটা জাতিগত অধোগতি। দুটো জাতই নেতৃত্ব করার বা বিকশিত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছিল। তাদের ভাস্কর্যে এই জাতিগত অপকর্ষ ধরা পড়ে। রোমান শিল্পী আর কিছু না করুক অন্তত যা আছে তাই ফুটিয়ে তোলে।'

'কিন্তু যা আছে তাও তো বিরক্তিকর হতে পারে,' হেলেনা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে। হেলেনা যৌবনের অধিকার জাহির করল, এর ওপর সে বিদুষী এবং নারী। গ্রাকাস যে চারুকলার সূক্ষ্ম ব্যাপারে নিজেকে অজ্ঞ বলবে, সবাই তাই ভেবেছিল। তবু সে জানিয়ে দিল, 'আমি জানি আমার কী ভালো লাগে।' গ্রাকাসের শিল্পকলা সম্পর্কে জ্ঞান মোটেই কম ছিল না। সে মিশরীয় শিল্পবস্তু সওদা করে, কারণ তা তার মনে একপ্রকারের সাড়া জাগায়। চারুকলা সম্পর্কে বরঞ্চ ক্রাসাসের কোনো স্থির ধারণা ছিল না। ভাবলে অবাক লাগে কত কম বিষয়ে তার মতামত দৃঢ় নিশ্চিত, তবু সেনাপতি হিসেবে সে ছিল বিচক্ষণ। তবু কিন্তু সিসেরোর এইপ্রকার দৃঢ় অভিমত সে মেনে নিল না। জাতীয় অধঃপতন সম্পর্কে বড় বড় বুলি আওড়ানো সহজ, এই তথাকথিত অধঃপতিতদের সঙ্গে লড়াই করতে হলে বুঝত।

'আমি কিন্তু গ্রীক ভাস্কর্য পছন্দ করি,' এন্টোনিয়াস কেইয়াস মন্তব্য করল। 'বেশ সস্তা আর রঙটা ধুয়ে গেলে দেখতেও ভালো লাগে। অবশ্য, সাধারণত যা নজরে পড়ে তা পুরনো, রঙ-টঙ তাতে কিছু থাকেও না। বাগানে সেগুলো কিন্তু দেখায় ভালো। বাগানের জন্যে ওইগুলো আমার পছন্দসই।'

'তাহলে স্পার্টাকাসের স্মৃতিস্তম্ভগুলোও আপনি তো কিনে নিতে পারতেন—অবশ্য বন্ধুবর ক্রাসাস সেগুলো ধ্বংস করে ফেলার আগে,' সিসেরো হাসতে হাসতে বলে।

'স্মৃতিস্তম্ভ? সে কি?' হেলেনা জিজ্ঞাসা করে।

'সেগুলোকে ভেঙে ফেলতে হয়েছে,' ক্রাসাস নির্বিকারভাবে বলে।

'কিন্তু কিসের স্মৃতিস্তম্ভ?'

সিসেরো সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'হয়ত আমি ভুল বলছি না, গ্রাকাসই সেগুলোকে ধ্বংস করার হুকুমনামায় সই করেছিলেন।'

'আপনি কি কখনো ভুল করতে পারেন, সত্যি কি না—বলুন না?' গ্রাকাস বলল 'যা বলেছেন ঠিকই।' তারপর হেলেনাকে বোঝাবার চেষ্টায় বলল, 'ভিসুভিয়াস পাহাড়ের পুব গায়ে আগ্নেয় পাথর কুঁদে প্রকাণ্ড দুটো স্মৃতিস্তম্ভ স্পার্টাকাস প্রতিষ্ঠা করে। আমি অবশ্য তা চোখে দেখিনি, কিন্তু সেগুলোকে ধ্বংস করার হুকুমনামায় আমিই সই করি।'

'কী করে তা পারলেন?' হেলেনা যেন দাবি করে।

'কেনই বা পারব না? আবর্জনা যদি আবর্জনার কোনো প্রতীক তোলে তা সাফ করে ফেলতে হবে বৈকি!'

'সেগুলো দেখতে কেমন ছিল?' ক্লডিয়া এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করল।

গ্রাকাস মাথা নাড়ল, তার মুখে বিষণ্ন হাসির রেখা। আশ্চর্য, যে কোনো বিষয় নিয়েই আলাপ শুরু হোক না, কীভাবে গোলামদের ও তাদের নেতার ভৌতিক উপস্থিতি সে-আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। 'আমি সেগুলো দেখি নি, ক্রাসাস দেখেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করো।'

'আমার কাছ থেকে শিল্পীর মতামত পাবে না,' ক্রাসাস বলল। 'এইটুকু বলতে পারি, তাদের মধ্যে যা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, তা আসলে সেই রকমই। ওই ধরণের স্মারক ছিল দুটো। প্রথমটা একটা গোলামের মূর্তি, কমপক্ষে পঞ্চাশফুট লম্বা। পা-দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, শেকল ছিঁড়ে ফেলছে আর শেকলের ছিন্ন অংশগুলো তার সর্বাঙ্গে ঝুলছে। এক হাত দিয়ে একটা বাচ্চা শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, আরেকটা হাত আলুলায়িত, তাতে স্পেনীয় তরবারি। এই হল এক নম্বর, ইচ্ছে করলে তোমরা একে অতিকায় বলতে পারো। আমার চোখে তো এটা মনে হয়েছিল বেশ সুগঠিত, তবে আমি তো আগেই বলেছি আমি শিল্পরসিক নই। কিন্তু মূর্তিটা বেশ সাদাসিধেভাবে গড়া এবং মানুষটাকে ও তার হাতের বাচ্চাটাকে এমন নিখুঁত ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে শেকলের ঘষা লেগে স্বভাবতঃ যে ঘায়ের ও কালশিটার দাগ পড়ে তা পর্যন্ত রয়েছে। আমার মনে আছে তরুণ গাইয়াস টানেরিয়া আমায় দেখিয়েছিল গোলামটার প্রকাণ্ড কাঁধের পেশীবহুল গঠন এবং হাতের ফুলে-ওঠা শিরাগুলো, ঠিক যেমন হালচাষীদের থাকে। জানো তো স্পার্টাকাসের দলে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রীক ছিল, আর গ্রীকরা এ-ধরনের জিনিস গড়তে ওস্তাদ। এটাতে রঙ লাগানোর সুযোগ ওরা পায়নি, কিংবা হয়ত তেমন রঙই জোটেনি। মোটের ওপর এটা দেখে এথেন্স'এর কোনো কোনো প্রাচীন রঙ-চটে যাওয়া খোদাইকাজের কথা মনে পড়ে যায়। আমি এ-বিষয়ে কেইয়াসের সঙ্গে একমত যে রঙ না থাকলেই যেন ভাল লাগে বেশী, তাতে খরচও অবশ্য কম পড়ে।'

'অপর স্মারকমূর্তিগুলো অত দীর্ঘ ছিল না, কোনোটাই বিশফুটের বেশী উঁচু হবে না, তবে সেগুলোও সুন্দর তৈরি। তিনটে গ্লাডিয়েটারের মূর্তি, একজন থ্রেশীয়ান, একজন

গল, আরেকজন আফ্রিকান। মজার ব্যাপার, আফ্রিকানটা কালো পাথরের গড়া ; অপর মূর্তিদুটো সাদা। আফ্রিকানটা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, অপর দুজনের চেয়ে সে একটু বেশী দীর্ঘকায়, দুহাত দিয়ে তার সড়কিটা ধরে রয়েছে। তার একদিকে ছুরি-হাতে থ্রেশীয়ান, অপরদিকে তলোয়ার-হাতে গল'টা। মূর্তিগুলো গড়া হয়েছিল ভালোই, দেখলেই বোঝা যেত তারা লড়াই করছে, তাদের পায়ে হাতে বড় বড় কাটা দাগ। তাদের পেছনে একটি নারীমূর্তি—অত্যন্ত গর্বভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকে বলে ভেরিনিয়ার আদর্শে এটা নাকি তৈরি। নারীমূর্তির একহাতে একটা কর্নিক, আরেকহাতে একটা খন্তা। সত্যি কথা বলতে কি, ওগুলোর তাৎপর্য কী, আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি।'

'ভেরিনিয়া ?' গ্রাকাস মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

কিসের জন্যে আপনাদের ওগুলোকে ধ্বংস করতে হয়েছিল ?' হেলেনা প্রশ্ন করে।

'তুমিই কি পারতে ওদের স্মারকমূর্তিগুলো দাঁড় করিয়ে রাখতে ?' গ্রাকাস ফিরে প্রশ্ন করে। 'পারতে কি ওগুলোকে ওইভাবে রেখে দিতে ? সবাই ওগুলোকে দেখিয়ে যখন বলত, গোলামরা কী করেছিল এই দেখো, তখন কি সইতে পারতে ?'

'রোমের তেমন শক্তি আছে যাতে ওইগুলোকে ওইভাবে রেখে দিলে, এমনকি ওগুলোকে যদি কেউ আঙুল দিয়ে দেখায়ও, তার কিছু এসে যায় না,' হেলেনা গম্ভীরভাবে জবাব দেয়।

'চমৎকার,' সিসেরো হেলানাকে তারিফ করে, কিন্তু ক্রাসাসের মনে পড়ে গেল সেই সময়কার কথা যখন তার সেনাবাহিনীর দশহাজার শ্রেষ্ঠ সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে রয়েছে আর গোলামেরা চলে যাচ্ছে যেন ক্রুদ্ধ সিংহ, যাকে শুধু বিরক্ত করা যায় কিন্তু আহত করা যায় না।

'ভেরিনিয়ার মূর্তিটা দেখতে কেমন ছিল ?' গ্রাকাস প্রশ্ন করল, এমনভাবে করে যাতে মনে হয় প্রশ্নটা নেহাত কথার ছলে বলা।

'ভালোভাবে মনে আনতে পারি কিনা জানি না। তবে যতদূর মনে পড়ে মূর্তিটা অনেকটা জার্মান কিংবা গল মেয়েদের মত, তাদেরই মত দীর্ঘ কেশ, ঢিলাঢালা অঙ্গাবরণ, আর সবও তাদের মত। চুল বিনুনি করে বাঁধা, জার্মান ও গল মেয়েরা যেমন বাঁধে। দেহের উর্ধ্বভাগ নিখুঁত—সুন্দর সুগঠিত দেহ। আজকাল বাজারে যেসব জার্মান মেয়ে আসে তাদের মধ্যে ওইরকম দু'একটা মাঝে মাঝে নজরে পড়ে, তাদের অবশ্য চাহিদা খুব। মূর্তিটা ঠিক ভেরিনিয়ার না অন্য কারো তা জানি না। স্পার্টাকাস-সম্পর্কিত আর সব ব্যাপারের মতো এ-ব্যাপারেও আমাদের বিশেষ কিছুই জানা নেই। অবশ্য তার সম্পর্কে যা কিছু রটেছে তা যদি পুরোপুরি মেনে নিতে চান সে আলাদা কথা। ভেরিনিয়া সম্পর্কে আমার যা কিছু জানা, তা ওই বুড়ো ল্যানিস্টা বাটিয়েটাসের কাছ থেকে এবং তাও যৎসামান্য। শুধু এইটুকু জানতে পেরেছি, এই প্রসঙ্গ উঠতেই তার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না এবং জিভে জল এসে গেল। অতএব বলা যেতে পারে ভেরিনিয়া নিশ্চয় সুন্দরী ছিল—'

'এবং সেটাকেও আপনি ধ্বংস করেছেন !' হেলেনা বলল।

ক্রাসাস মাথা নেড়ে সায় দিল। সহজে উত্তেজিত হবার লোক সে নয়। হেলেনাকে সে বলল, 'ভদ্রে, আমি একজন সৈনিক এবং সেনেটের আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। দাসসংগ্রামটা একটা সামান্য ঘটনা, অনেককেই এমন মন্তব্য করতে শুনেছি। এটা যে এভাবে

দেখা হবে, খুবই স্বাভাবিক, কারণ কতকগুলো গোলাম নিয়ে আমাদের যা নাজেহাল হতে হয়েছে, দুনিয়ার কাছে তা যদি বলা হয় রোমের ইজ্জৎ সামান্যই বাড়বে। কিন্তু এখানে, আমাদের অন্তরঙ্গ ও যথার্থ বন্ধু এন্টোনিয়াস কেইয়াসের বাসভবনের এই অলিন্দে আমরা যে-কয়জন সমবেত হয়েছি তাদের সামনে আজগুবি উপকথার অংশটা নির্বিঘ্নে ছেঁটে দেওয়া চলতে পারে। আজ পর্যন্ত অনেকেই রোম ধ্বংসের সংকল্প নিয়েছে, কিন্তু স্পার্টাকাসের মতো আর কেউ সে-সংকল্পকে প্রায় সার্থক করে তোলে নি। আর কেউ রোমকে এমন মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে নি। ভেবো না আমি নিজস্ব কৃতিত্ব জাহির করার জন্যে এসব বলছি। আমার জায়গায় পম্পে আসুক, যে-ই নেতৃত্ব করুক, আসল কথা দাসদমনে কৃতিত্ব সামান্যই। কিন্তু সত্য যা, তা সত্যই। আজ এই শাস্তির স্মারকগুলো যদি অপ্রীতিকর বলে মনে হয়, তাহলে একবার ভেবে দেখো, যখন আমার চোখের সামনে রোমের শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হতে দেখলাম তখন আমার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল। তাই, পাহাড় কুঁদে গোলামেরা যেসব মূর্তি গড়েছিল তা ধ্বংস করতে দ্বিধা বোধ করিনি। দ্বিধা তো দূরের কথা, একটু তৃপ্তিই পেয়েছিলাম। আমরা মূর্তিগুলোকে এমনভাবে ধ্বংস করেছি যাতে সেগুলোর কোনো চিহ্ন না থাকে, একেবারে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। এমনিভাবেই আমরা নিশ্চিহ্ন করেছি স্পার্টাকাসকে ও তার সেনাবাহিনীকে। এই ভাবেই, যথাসময়ে-এবং প্রয়োজন বোধেই—সে যা করেছে এবং কি করে তা করেছে তার স্মৃতি পর্যন্ত আমরা বিলুপ্ত করব। আমি সাদাসিধে লোক, তেমন চালাক চতুর নই, কিন্তু এইটুকু আমি ঠিক জানি। বস্তুজগতের নিয়মই হচ্ছে কতক লোক শাসন করবে এবং কতক লোক সেবা করবে। দেবতাদের এই বিধান। এ-বিধান তাই ফলবেই।'

ক্রাসাসের একটা মস্ত গুণ ছিল নিজে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে আর সবাইকে উত্তেজিত করতে পারত। তার সুন্দর বলিষ্ঠ সামরিক দেহগঠন তার বক্তব্যকে জোরালো করে তুলত। তার মধ্যে প্রজাতন্ত্রী রোমের প্রতীক ব্রোঞ্জের বাজপাখিটা প্রায় পুরোপুরি প্রতিবিম্বিত ছিল।

গ্রাকাস নিমীলিত আঁখিপাতার আড়াল থেকে ক্রাসাসকে লক্ষ্য করছে। গ্রাকাস ওখানে উপবিষ্ট থেকে লক্ষ্য করছে তাদের প্রত্যেককে, লক্ষ্য করছে শীর্ণমুখ হিংস্র সিসেরোকে, বিলাসী তরুণ কেইয়াসকে, হেলেনাকে, নীরব ক্লিষ্ট, কিছুটা উপহাস্য জুলিয়াকে, ক্লডিয়াকে, কৃশ ও পরিতৃপ্ত এন্টোনিয়াস কেইয়াসকে এবং ক্রাসাসকে—প্রত্যেককে সে লক্ষ্য করছে, প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। আবার তার মনে পড়ে গেল, সে সেনেট ত্যাগ করে চলে আসার পর সেনেটররা কীভাবে তার পশ্চাদানুসরণ করে এসেছিল। অবশ্য সেই হল সূচনা ছয় কোহর্ট সৈন্য পাঠানোর। সেই সূচনার কথা লোকে ভুলে যাবে এবং ক্রাসাসের কথামত, শেষের কথাও। যদি না শেষ এখনো অনাগত থাকে,—হয়ত এখনো শেষের শেষ হয়নি।

৪

প্রথমে সেনেট স্থির করে দাসবিদ্রোহ দমন করার জন্যে নগররক্ষী সেনাদল থেকে ছয় কোহর্ট তৎক্ষণাৎ কাপুয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। গ্রাকাস এতে আপত্তি করে। গ্রাকাসের

আপত্তি অগ্রাহ্য করে এই সিদ্ধান্ত যে বহাল রাখা হয় তার পেছনে অন্তত একটা উদ্দেশ্য ছিল, গ্রাকাসকে বিনীত হতে শিক্ষা দেওয়া। পরবর্তী ঘটনার আলোয় এই আনুগত্যের শিক্ষা-প্রয়াসটা গ্রাকাসের মনে কিছুটা তিক্ত আনন্দের সঞ্চার করেছিল।

নগররক্ষী সেনাদলের এক একটি কোহর্ট-এ থাকত পাঁচশ ষাটজন সৈনিক—অভিযাত্রী বাহিনীর মতই তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, তফাতের মধ্যে এদের অস্ত্রশস্ত্র আরো ভালো ও আরো দামী। এরা নগররক্ষী এবং বাসের পক্ষে নগর সুখকর স্থান। অভিযাত্রী-বাহিনীকে যেতে হয় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, অনেক ক্ষেত্রে তারা ফেরেই না, বিদেশেই জীবনান্ত হয় ; বহু ক্ষেত্রে যদিও বা ফেরে, পাঁচ দশ কিংবা পনের বছর পরে। একমুষ্টি খাদ্যের জোরে অভিযাত্রিকদের সারাদিন পথ চলতে হয়, ঘর্মাক্ত দেহে তাদের কাজ করতে হয়, তারা জঙ্গল কেটে পথ গড়ে, নগর পত্তন করে, সময়ে সময়ে মহানগরী রোম তাদের কাছে শুধুমাত্র স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়। অথচ নগররক্ষী কোহর্টরা দেশের যা কিছু সেরা তাই ভোগ করতে অভ্যস্ত ; নারী, সুরা, খেলাধূলা, তাদের ভোগের জন্যে সবকিছুই ছিল অপর্যাপ্ত। নগররক্ষী কোহর্ট'এর অন্তর্ভুক্ত একজন সামান্য সৈনিকও রাজনীতির অংশ বলে বিবেচিত হত ; তার করতলে অর্থের তালি সবসময়েই বাজত। এদের মধ্যে অনেকেরই অবসর যাপনের জন্যে নগরের মধ্যে ভালো ভালো বাসাবাড়ি ভাড়া নেওয়া থাকত, এমনও ছিল যাদের বাঁদীর সংখ্যা ছিল ছয়জন। নগররক্ষী এক সৈনিক সম্পর্কে গল্প শোনা যায়, সে নাকি রোমের এক বস্তিবাড়িতে চোদ্দজন বাঁদীকে রেখে তাদের দিয়ে বাচ্চা পয়দা করাত আর সেই বাচ্চাগুলোকে ছ'বছর বয়স হলে বাজারে বেচে আসত। এইভাবে সে নাকি বেশ লাভজনক ব্যবসা ফেঁদেছিল। এই ধরনের আরো অনেক গল্প শোনা যায়।

নগর-কোহর্টদের উর্দিগুলো দেখতে ছিল সুন্দর। কোহর্ট'এর অধিনায়কতা করত সম্রান্ত বংশের যুবকেরা, এই সামরিক বৃত্তি তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা সহজলভ্য করার উপায়মাত্র। তাদের অবশ্য মনোগত ইচ্ছা থাকত জীবিকাসংস্থানের উপায়টা রঙ্গালয়, এরেনা ও ভোজনাগার থেকে হাঁটাপথের মধ্যেই যেন থাকে। এই অধিনায়কদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী কেইয়াসের বন্ধু। কেইয়াসেরও দু-একবার এরকম একটা চাকরি নেবার কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ইচ্ছা ত্যাগ করেছে, কারণ তার সহজাত প্রতিভার সঙ্গে এই ধরনের কাজ খাপ খায়নি। তার-ধাতস্থ না হলেও ভদ্র-যুবকদের মধ্যে এই ধরনের অধিনায়কতা নিয়ে, বিশেষ করে সাধারণ উৎসব উপলক্ষে এই সেনাদলকে যখন কুচকাওয়াজ করার জন্যে তলব করা হত তখন সেরা উর্দি-পরা কোহর্টকে কে পরিচালনা করবে সেই নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ রেষারেষি চলত। অভিযাত্রিকদের নোংরা ঘর্মাক্ত চর্মবাসের পরিবর্তে নগররক্ষীরা পরত হরিণের চামড়ায় তৈরী নরম রঙিন সাজ। প্রতিটি দলের ছিল আলাদা রঙ এবং সাধারণত প্রত্যেকের শিরস্ত্রাণে থাকত পালকের সাজ। 'হিউমেরালিয়া' অর্থাৎ যে-লৌহজালিকা কাঁধ থেকে সামনে নেমে এসে বক্ষ-কবচের সঙ্গে যুক্ত থাকে, অনেক সময় রুপার বা সোনার পাতে মোড়া থাকত। একটা কোহর্ট ছিল সম্পূর্ণ পেতলের সাজে সজ্জিত। প্রতিটি কোহর্টের বিশিষ্ট ধরনের জুতো, প্রায়ই তা হত হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুপোর ঘণ্টিতে অলংকৃত। ধাতব আবরণে পা ঢেকে একদিনে মাইলের পর মাইল পথ চলা অসম্ভব বলে যে-জঙ্ঘাত্রাণ অভিযাত্রিক বাহিনী বহুদিন হল পরিহার

করেছে, তাই নাগরিক কোহর্টদের অর্ধাংশ তখনো ব্যবহার করে চলেছে। এছাড়া প্রতিটি কোহর্টের ঢালের সম্মুখভাগে আলাদা ধরণের নকশা অঙ্কিত থাকত। সারা ইতালিতে তাদের অস্ত্রের ও বর্মের তুলনা ছিল না।

কোহর্টগুলোর শিক্ষার যে কোনো ত্রুটি ছিল, তাও নয়। এই সময়ে তারা প্রতিদিন নিয়মিত কুচকাওয়াজ অভ্যাস করত। সাধারণত ভোরবেলা ছিল তাদের কুচকাওয়াজেরা সময়। 'ভালিস মুরশিয়া' নামে একটা নিচু জমিতে 'সার্কাস ম্যাক্সিমাস' বলে যে চর্যাভূমি ছিল, সেইটেই ছিল কুচকাওয়াজের জন্যে নির্দিষ্ট। সামরিক বাদ্যের তালে তালে তাদের অঙ্গসঞ্চালনের দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। যে কোনো সকালে 'সার্কাস'-এর চারপাশের পর্বতগাত্র রোমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে ভরে যেত, এই সামরিক দৃশ্য তাদের ঈর্ষায় ও আনন্দে ভরিয়ে তুলত।

কিন্তু আসল কথা কোহর্ট ও অভিযাত্রী বাহিনী এক নয়, ক্ষুধার্ত ও অসহিষ্ণু বেকারের দঙ্গলকে দমন করা কিংবা নগরের অলিগলিতে রাজনীতিক দাঙ্গাবাজি শাসন করা এক কথা, আর স্পেনীয়দের গলদের জার্মানদের থ্রেশীয়ানদের ইহুদীদের কিংবা আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো, আরেক কথা। তথাপি ব্যাপারটা মুষ্টিমেয় কয়েকটা গোলামের বিক্ষোভ বই তো কিছুই নয় এবং সব ত্রুটি সত্ত্বেও নগররক্ষীদের ছ'টা কোহর্ট মানে সাড়ে তিনহাজারেরও বেশি রোমান সৈনিক। এমন কি গ্রাকাসও তা কিছু পরিমাণে স্বীকার করে। নগরপ্রাচীর থেকে একদিনে যতদূরে যাওয়া যায়, কোহর্টরা তার বেশী দূরে যাক, নীতির দিক থেকে গ্রাকাস তা চায়নি। কিন্তু মোট কোহর্টের সংখ্যা ছিল সাতাশ এবং গ্রাকাসেরও ধারণায় ছিল যাদের পাঠানো হচ্ছে তারা কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম। তার আপত্তির আসল কারণ ছিল গভীর এক আশঙ্কা। এরা তো চাষী সৈনিক নয়, শহরে লালিতপালিত এই নগররক্ষীদের মধ্যে রাজনীতিক দলাদলিই প্রবল। সৈনিক হয়ে এতে যারা যোগ দিয়েছে তারা রোমের কলঙ্ক, কর্মহীন হৃদয়হীন কতকগুলো পরগাছা, সমাজের তারা আবর্জনা, তাদের জীবন কাটে মধ্যবর্তী সেই নারক প্রদেশে, যার নিচের তলায় অগণিত গোলামবাহিনী সমগ্র সমাজদেহটা ধারণ করে রয়েছে আর যার ওপরতলায় মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠী। রোমের শ্রমজীবীদের থেকে তারা সংখ্যায় বেশী, শ্রমজীবীদের সঙ্গে ক্রমক্ষীয়মান কারিগর ও দোকানীদের সংখ্যা যোগ করলেও তাদের সংখ্যায় পৌঁছয় না। এদের দিন কাটে পথেঘাটে কিংবা এরেনায় ঘুরে ঘুরে, খয়রাতির ওপরে বেঁচে থাকে, জুয়া খেলে, বাজি ধরে, প্রতি নির্বাচনে নিজেদের ভোট বিক্রয় করে, মানুষ করার দায়িত্ব এড়াবার জন্যে নিজেদের সদ্যজাত সন্তানকে গলাটিপে মারে, স্নানাগারগুলোয় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায় এবং আকাশছোঁয়া বস্তিবাড়িগুলোর নোংরা খুপরির মত ঘরে বাস করে। এরাই নগর কোহর্টগুলোয় সৈন্যের চাহিদা মেটায়।

যেদিন সেনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তার পরের দিন ভোরবেলায় ছ'টা কোহর্ট যাত্রা করল। এই সেনাদলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হল ভারিনিয়াস গ্লাবরুস নামে এক তরুণ সেনেটরকে। তার হাতে রাষ্ট্রদূতের দণ্ড দিয়ে তাকে সরাসরি সেনেটের প্রতিভূ করে পাঠানো হল। বহুবর্ষের সামরিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তির কোনো অভাব ছিল না রোমে; কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্বে রোম খানিকটা কাহিল হয়ে পড়ে, তাই

সেনেট নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বাইরের কোনো ব্যক্তির হাতে সামরিক ক্ষমতা ন্যস্ত করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিল। ভারিনিয়াস গ্লাবরুস অপদার্থ, হয়ত নির্বোধও, কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে ছিল নির্ভরযোগ্য।

তখন তার বয়স উনচল্লিশ, মাতুলকুলে অনেক নামজাদা পরিবারের সঙ্গে ছিল তার আত্মীয়তা। খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার ছিল না ; সে এবং তার পরিবারের সবাই এই নতুন কার্যভারে খুশিই হল ; তারা ভাবল, এই সুযোগে তার বেশ একটু সুনামও হবে অথচ অনিশ্চয়তার কোনো ঝুঁকি নেই। সেনেটের দিক থেকেও, তাকে মনোনীত করে সেনেটের গরিষ্ঠ দল নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করল এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা বৃহৎ অংশের উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হল। তার অধস্তন উপনায়করা সামরিক বিধি-বিধান অনুযায়ী যা কর্তব্য তাই করে যাবে ; সামান্য যে-কয়টি বিষয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, সে-সম্পর্কে তাকে বিশদ ও সুচিন্তিত নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হল। নির্দেশ অনুযায়ী সে তার লোকজনকে কাপুয়ায় নিয়ে যাবে স্বাভাবিক কদমে, তার মানে দিনে বিশ মাইল গতিতে। সমস্ত পথটা আপ্পিয়ান সড়ক বরাবর, এতে সুবিধা হল খাদ্য ও পানীয় গাড়িতে যেতে পারবে, অবশ্য সাধারণ অভিযাত্রিকদের তা নিয়ে যেতে হয় পিঠে বেঁধে। তারা অবস্থান করবে কাপুয়ার নগরপ্রাচীরের বাইরে। শহরে একদিনের বেশি থাকবে না এবং ওরই মধ্যে দাসবিদ্রোহ আরো কতটা বিস্তৃত হল সে-বিষয়ে খবরাখবর নেবে এবং বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনা তৈরি করবে। অতঃপর সেনেটের কাছে তার পরিকল্পনা পেশ করবে এবং সেনেটের অনুমোদনের জন্যে অপেক্ষা না করে পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকবে। গোলামদের সম্পর্কে সে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং বিদ্রোহের নেতাদের ধরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তাদের এবং আরো যত বেশি বিদ্রোহীদের বন্দী করা সম্ভব সবাইকে বিচার ও দণ্ডের জন্যে রোমে পাঠিয়ে দেবে। কাপুয়ার শাসন পরিষদ যদি কিছু শাস্তির স্মারকের জন্য অনুরোধ করে, তাহলে কাপুয়ার বাইরে দশজন গোলামকে সে ক্রুশবিদ্ধ করতে পারবে, অবশ্য ঐ সংখ্যা যদি মোট বন্দিসংখ্যার অর্ধেকের কম হয়। সেনেটের স্পষ্ট হুকুমনামা অনুযায়ী গোলামদের ওপর সমস্ত স্বত্বাধিকার সেনেটে বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে এবং ভারিনিয়াসকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হল, তাদের ওপর কোনো দাবিদাওয়া সে যেন গ্রাহ্য না করে, যদিও পরে মামলার সনদ গৃহীত হবে এবং দাবি-নির্ধারক সংসদে পেশ করা হবে।

বিদ্রোহের নেতা কে তা ঘুণাক্ষরে জানবার আগেই এইসব ব্যবস্থা হল। তখনো পর্যন্ত স্পার্টাকাসের নাম কেউ শোনেনি, এবং বাটিয়েটাসের আখড়ায় কীভাবে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় সে-বিষয়েও স্পষ্ট কারো ধারণা ছিল না। নগর-কোহর্টগুলো ভোর না হতেই কুচকাওয়াজের জন্য জড়ো হল, তবে কোহর্টগুলোকে সন্নিবিষ্ট করা নিয়ে উপনায়কদের মধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায় কিছু দেরি হয়ে গেল। তারা যখন যাত্রা করল তখন বেলা বেশ বেড়ে গেছে। তুরীভেরী যোগে সামরিক বাদ্য সারা শহরে ব্যাপ্ত হল। তারা নগরদ্বারে উপস্থিত হতে দেখা গেল তাদের বিদায় দিতে বেশ বড় রকমের ভিড় জড়ো হয়েছে।

গ্রাকাস এসব ভোলেনি, তার ভালোমতই মনে আছে। আরো দুজন সেনেটরের সঙ্গে সেও যোগ দিয়েছিল নগরদ্বারের জনসমাবেশে। তার মনে পড়ল, কোহর্টরা যখন কদম

কদম পা ফেলে চলেছে, কী সুন্দর সে দৃশ্য। সামরিক বাদ্য বাজছে, পতাকা উড়ছে, গর্বভরে নিশান দুলছে, সৈনিকদের পায়ের তালে সপুচ্ছ শিরস্ত্রাণগুলো কাঁপছে, আর ভারিনিয়াস একটা সুন্দর সাদা ঘোড়ায় চলেছে সেনাদলের পুরোভাগে, তার বক্ষপটে পেতলের উজ্জ্বল কবচ, যেতে যেতে দুধারের হর্ষোৎফুল্ল জনতাকে হাত তুলে অভিবাদন করছে। সুশিক্ষিত সৈনিকদের কুচকাওয়াজ যেমন মনোমুগ্ধকর দুনিয়ায় তেমন আর কিছুই নেই। বাস্তবিক গ্রাকাসের সব স্পষ্ট মনে আছে।

৫

অতএব সেনেট স্পার্টাকাসের নাম জানল। গ্রাকাসের মনে ছিল, প্রথম কখন এই নাম সে উচ্চারিত হতে শোনে। সম্ভবতঃ তখনই প্রথম এই নাম উচ্চারিত হয়। কাপুয়া থেকে রোমে সেনেটের কাছে দ্রুতগামী দূত মারফৎ ভারিনিয়াস যে-বিবরণী পেশ করে, তাতে এই সম্পর্কে নিতান্ত মামুলি মন্তব্য করা হয় ; এই নামের ওপর সে কোনোই গুরুত্ব আরোপ করে না। মোটকথা ভারিনিয়াসের বিবরণীটা খুব একটা উদ্দীপনা জাগাবার মত ছিল না। প্রথামত তার সূচনায় ছিল, 'মহামহিম সেনেটের প্রীত্যর্থে বশংবদের নিবেদন এই,' তারপরে তাতে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয় আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে যাবার সময়কার কয়েকটি ঘটনা এবং কাপুয়া থেকে যা যা খবর যোগাড় করা গিয়েছিল তাই। পথযাত্রার সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যে-তিনটি কোহর্ট ব্রোঞ্জের পদাবরণ পরেছিল তাদের পায়ের পাতা কেটে গিয়ে বিশ্রী ঘা দেখা দেয়। তাদের দুরবস্থায় ভারিনিয়াস স্থির করে ধাতব আবরণ থেকে ওদের মুক্তি দেওয়াই সমীচীন এবং পরিত্যক্ত বর্মগুলো নিয়ে একখানা গাড়ি রোমে ফিরে যাক। কোহর্ট তিনটির অধিনায়কেরা ভাবে, এর দ্বারা তাদের সামরিক সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে এবং তাদের লোকেদের অপমান করা হচ্ছে ; সমস্ত ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যায় পায়ে লাগানোর একটু প্রলেপ পেলেই। ভারিনিয়াস তাদের কাছে নতি স্বীকার করে, তার ফলে একশ'র বেশী লোককে কাপুয়ায় রেখে যেতে হবে কর্তব্যপালনে অপারগ বলে। আরো কয়েকশ' খোঁড়াচ্ছে, তা সত্ত্বেও দাসদের বিরুদ্ধে অভিযানে তারা যোগ দিতে পারবে বলেই মনে হয়।

(গ্রাকাস অভিযান কথাটার ব্যবহার শুনে চোখ টিপে হাসে।)

বিদ্রোহের বিবরণী দিতে গিয়ে ভারিনিয়াস দোটানায় পড়ে। একদিকে, যা ঘটেছে যথাযথ তাই বিবৃত করলে ঘটনার তেমন গুরুত্ব থাকে না, অন্যদিকে, এটাকে আত্মোন্নতির একটা সুযোগ হিসেবে দেখলে, তিলকে তাল করে দেখাতে হয়। বাটিয়েটাসের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বিদ্রোহের পটভূমি রচনা করে সে তারপর মন্তব্য করে, 'মনে হয় এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে দুজন, স্পার্টাকাস নামে এক থ্রেশীয়ান এবং ক্রিকসাস নামে এক গল।' এরা দুজনেই গ্লাডিয়েটার, কিন্তু মোট কতজন গ্লাডিয়েটার যে লিপ্ত ছিল বিবরণী থেকে তা জানা অসম্ভব। যে-তিনটি বাগিচায় আগুন লাগানো হয়, ভারিনিয়াস তার বিশদ উল্লেখ করে। এইসব বাগিচার গোলামদের প্রভুভক্তি সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না,

তবে তারাও যে দাসবিদ্রোহীদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়, তা নেহাত মৃত্যুভয়ে। যারা যোগ দেয় নি তাদের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়।

(গ্রাকাস মাথা নাড়ে। একমাত্র এইভাবেই ব্যাপারটাকে সাজানো চলে।)

দুজন বাগিচামালিক কাপুয়ায় আশ্রয়গ্রহণের চেষ্টা করেছিল কিন্তু গ্লাডিয়েটাররা তাদের মাঝপথে গতিরোধ করে এবং হত্যা করে। তাদের সঙ্গে যেসব গোলাম ছিল, বিদ্রোহে যোগদান করতে তাদের বাধ্য করা হয়। এরা ছাড়াও ঐ অঞ্চলের কিছুসংখ্যক বিক্ষুব্ধ ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের দলপুষ্ট করেছে। ভারিনিয়াস তার বিবরণীর সঙ্গে গোলামদের তথাকথিত অত্যাচারের একটা দীর্ঘ তালিকা এবং সাক্ষী দ্বারা সমর্থিত ও পৃথকভাবে গৃহীত তিনটি জবানবন্দীও দিয়ে দিয়েছিল। এই জবানবন্দীগুলোয় গোলামদের আরো অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল।

উপসংহারে সে বলে, যতদূর সে জানতে পেরেছে গোলামরা ভিসুভিয়াস পর্বতের বন্ধুর ও বন্য পার্বত্যগাত্রে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। সে স্থির করেছে অনতিবিলম্বে সেখানে যাত্রা করবে এবং সেনেটের ইচ্ছানুযায়ী তাদের ওপর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

সেনেট তার বিবরণী গ্রহণ ও অনুমোদন করল। এছাড়া সেনেটে একটি প্রস্তাব পেশ করা হল এবং তাও গৃহীত হল। প্রস্তাবটি, প্রায় আশিজন পলাতক গোলাম সম্পর্কে। খনিতে চালান করার উদ্দেশ্যে তাদের ধরে রাখা হয়েছিল ; প্রস্তাবে স্থির হল, তাদের শাস্তির স্মারক হিসেবে ব্যবহার করা হোক, 'যার ফলে শহরাঞ্চলে যত গোলাম আছে তারা সাবধান হয়ে যাবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারবে।' ঐ দিনই সার্কাস ম্যাকসিমাস'এ ঘোড়দৌড়ের সামরিক বিরতির সময় এই হতভাগ্যদের ক্রুশবিদ্ধ করা হল। তারা যখন ক্রুশে ঝুলছিল সেই সময়ে 'আরিস্টনিস' নামে সর্বজনপ্রিয় চমৎকার একটি পার্থিয়ন ঘোড়া নিউবিয়া থেকে সদ্যাগত 'চারস' নামে একটা ঘোটকীর কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যায়, তার ফলে রোমের জুয়াড়ীদের মধ্যে একটা বড় অংশ সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু পরবর্তী ছয়দিনে ভারিনিয়াস অথবা নগর-কোহর্টদের কাছ থেকে কোনোই খবর এল না। এর পরে পরেই যে-খবরটুকু এসে পৌঁছল তাও সামান্য। নগর-কোহর্টরা গোলামদের হাতে পরাস্ত হয়েছে। বিবরণী সংক্ষিপ্ত, তথ্যবিহীন। সেনেট ও সমগ্র শহর দারুণ উদ্বেগের মধ্যে পরবর্তী চব্বিশঘন্টা অপেক্ষা করে রইল। সবার মুখে নতুন দাসবিদ্রোহের কথা, কিন্তু কেউই সে-সম্পর্কে কিছু জানে না। তবুও, সমগ্র শহরটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রইল।

৬

রুদ্ধকক্ষে সেনেটের পূর্ণ অধিবেশন বসেছে, বাইরে উদ্বিগ্ন জনতা বৃদ্ধি পেতে পেতে ক্রমশ এমন হল, সেনেট-সংলগ্ন চত্বর পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং তার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি রাস্তায় যানবাহন চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠল। সর্বত্র নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল, কারণ সেনেট নগর-কোহর্টদের বিস্তারিত কাহিনী জেনেছে।

খুব বেশী হলেও একটি দুটি আসন শূন্য ছিল। সেই অধিবেশনের কথা মনে হতে গ্রাকাস ভাবল, এইরকম সময়ে এইরকম তিক্ত অভিজ্ঞতার সংকট মুহূর্তে সেনেটের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটে। যারা বৃদ্ধ, টোগায় সর্বাঙ্গ ঢেকে যারা নীরবে বসে রয়েছে, তাদের চোখ দেখলেই বোঝা যায় পরিণতি সম্পর্কে তারা প্রস্তুত এবং অস্থির আতঙ্কে পীড়িত নয়। যারা অপেক্ষাকৃত তরুণ তাদের মুখের ভাব কঠিন ও ক্রুদ্ধ। কিন্তু তারা প্রত্যেকে রোমান সেনেটের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাকাস এদের প্রতি তার বিদ্বেষকে সাময়িকভাবে পরিহার করতে রাজী ছিল। সে জানে এই লোকগুলোকে ; জানে কী সস্তায় ও অসদুপায়ে তারা সেনেটের আসন ক্রয় করেছে এবং রাজনীতির কী নোংরামিতে তারা লিপ্ত। সে জানে এখানে উপস্থিত প্রত্যেকটি ব্যক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে তার নিজস্ব নোংরামি ও আবর্জনার স্তূপ জড়ো করে রেখেছে ; তবু কিন্তু তাদের সঙ্গে একাসনে বসার সুযোগ পেয়ে গ্রাকাসের মন গর্বে ও আনন্দে ভরে উঠল।

এখন কিন্তু তার ব্যক্তিগত জয়ের দরুণ সে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারল না। আর সবাই যে-সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তার থেকে নিজের ব্যক্তিগত জয়কে পৃথক করে দেখা তার পক্ষে সম্ভব হল না। অতঃপর তাকেই সকলে 'সেনেটের ইন-কুইজিটর' মনোনয়ন করল, মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গে সে সবার দুঃখের অংশভাগী হয়ে নিজের সামান্য জয়কে দূরে সরিয়ে রাখল। তাদের সামনে সে উঠে দাঁড়াল, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে-আসা একজন রোমান সৈনিক, এই শহরেরই রাস্তাঘাটে লালিতপালিত একজন রোমান সৈনিক, অথচ জীবনে এই প্রথম মহিমান্বিত সেনেটের সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পেল। লোকটির মুখ শীর্ণ, চোখদুটি কালিমালিপ্ত, চাহনি ভীত সন্ত্রস্ত, একটা চোখ সংকুচিত, বিব্রতবোধে জিভ দিয়ে বার বার ঠোঁটদুটো লেহন করছে। প্রথামত সে সেনেটে এসেছে নিরস্ত্র অথচ বর্মসজ্জিত হয়ে। দাড়িগোঁফ কামিয়ে কিছুটা পরিচ্ছন্ন হয়েছে বটে তবে তার একহাতে তখনো রক্তমাখা পটি বাঁধা এবং চেহারায় ক্লান্তি পরিস্ফুট। অপরে যা করত না গ্রাকাস তাই করল। আনুষ্ঠানিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার আগে সে একজন অনুচরকে দিয়ে মদ আনাল এবং সৈনিকের পাশে একটা ছোট চারপায়ায় তা রাখতে বলল। লোকটা স্পষ্টতই দুর্বল এবং গ্রাকাস চায় না সে অজ্ঞান হয়ে ওইখানেই মুখ থুবড়িয়ে পড়ে। তাতে কারো সুরাহা হবে না। সেনেট-প্রতিনিধির নিদর্শন, হাতির দাঁতের ক্ষুদ্র দণ্ডটা লোকটা দুহাতে ধরেছিল। সাধারণের ধারণা ওই দণ্ডটুকুর ক্ষমতা অভিযাত্রী বাহিনীর চেয়েও বেশী, ওই হচ্ছে সেনেটের বাহু, সেনেটের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতীক।

'ওটা আমাকে দিতে পারো,' এই বলে গ্রাকাস আরম্ভ করল।

সৈনিকটা প্রথমে তার কথার মর্ম ঠিক বুঝতে পারেনি। গ্রাকাস তার হাত থেকে দণ্ডটা নিয়ে সামনের বেদীর ওপর রেখে দিল ; যখন রাখছে তখন তার মনে হল কে যেন তার গলাটা টিপে ধরছে, বোধ করল বুকের কাছটায় যেন কনকন করে উঠল। মানুষের প্রতি তার বিরাগ থাকতে পারে, মানুষ ভালমন্দে মেশানো, কিন্তু ওই ক্ষুদ্র দণ্ডটি, যা তার জীবনের গৌরব, তার সমস্ত শক্তি ও মর্যাদার উৎস এবং মাত্র ক'দিন আগে ভারিনিয়াসের হাতে যা তুলে দেওয়া হয়েছিল, ওর প্রতি তার বিরাগ বিন্দুমাত্র নেই।

এবার সে সৈনিকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'প্রথমে তোমার নাম?'

'আরালাস পোরথাস।'

'পোরথাস?'

'আরালাস পোরথাস,' সৈনিকটি আবার বলল।

একজন সেনেটর কানের পাশে হাত রেখে বলে উঠল, 'জোরে, আরো একটু জোরে বলানো যায় না? কিছুই শোনা যাচ্ছে না।'

'জোরে বলো,' গ্রাকাস বলল, 'এখানে কোনো ভয় নেই। মনে রেখো, তুমি দাঁড়িয়ে আছো পবিত্র সেনেট ভবনে, অমর দেবতাদের স্মরণ করে যা কিছু সত্য বলে জানো, বলো। দ্বিধা করো না।'

সৈনিকটি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ল।

'একটু সুরা পান করে নাও,' গ্রাকাস বলল।

সৈনিকটি এর ওর মুখের দিকে তাকায়, দেখল, সাদা পোশাক-পরা সারি সারি গম্ভীর সব মানুষ খোদাইকরা মূর্তির মত মর্মরাসনে সমাসীন, তারপর কম্পিত হস্তে পাত্রে মদ ঢালতে লাগল, ঢালতে ঢালতে তা উপছিয়ে পড়ল, তারপর এক চুমুকে তা নিঃশেষ করল, নিঃশেষ করে জিভ দিয়ে আবার তার ঠোঁটদুটো লেহন করতে লাগল।

'তোমার বয়স কত?' গ্রাকাস প্রশ্ন করে।

'পঁচিশ বছর।'

'জন্মস্থান কোথায়?'

'এইখানে—এই শহরাঞ্চলেই।'

'কোনো পেশা আছে?'

লোকটা মাথা নাড়ল।

'আমি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর চাই। অন্ততপক্ষে হাঁ কি না বলবে। আরো বিশদভাবে যদি জবাব দিতে পারো, তাই দেবে।'

'না—যুদ্ধ করা ছাড়া আমার আর কোনো পেশা নেই,' সৈনিক বলল।

'তুমি কোন দলভুক্ত ছিলে?'

'তৃতীয় কোহর্টে।'

'কতদিন হল তুমি তৃতীয় কোহর্টের অন্তর্ভুক্ত?'

'দু'বছর দু-মাস।'

'তার আগে?'

'খয়রাতীতে দিন চলত।'

'তৃতীয় কোহর্টে তোমাদের সেনাপতি কে ছিল?'

'সিলভিয়াস কেইয়াস সালভারিয়াস।'

'তুমি যে-শতকে ছিলে তার?'

'মারিয়াস গ্রাকাস আলভিও।'

'আচ্ছা বেশ, আরালাস পোরথাস। এবার আমি এবং এখানে সমাগত মহামান্য সেনেটরমণ্ডলী তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই, তোমার কোহর্ট অন্য আরো পাঁচটি কোহর্টের সঙ্গে কাপুয়া থেকে দক্ষিণে যাত্রা করার পর ঠিক কী ঘটেছিল। সোজাসুজি স্পষ্টভাষায়

যা জানো, বলো। যা বলবে তার কিছুই তোমার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে না। এখানে, এই পবিত্র সেনেটভবনে তোমার কোনো অনিষ্টের ভয় নেই।'

তা সত্ত্বেও সুসম্বদ্ধভাবে কথা বলা সৈনিকটির পক্ষে সহজ হয়নি। কয়েক বছর পরে এক বাসন্তী প্রভাতে ভিলা সালারিয়ার অলিন্দে উপবিষ্ট গ্রাকাসের স্মৃতিপটে সৈনিকের কথাগুলি যে আর্ত ও অশুভ দৃশ্যাবলী জাগিয়ে তুলল, কথাগুলির থেকেও তা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষতর। ভারিনিয়াস গ্লাবরুসের নেতৃত্বে যে-সেনাবাহিনী দক্ষিণে যাত্রা করে তারা প্রসন্নও ছিল না, পরিতৃপ্তও না। আবহাওয়া অস্বাভাবিক গরম হয়ে ওঠে এবং নগর-কোহর্টরা একাদিক্রমে দীর্ঘপথ পর্যটনে অনভ্যস্ত থাকায় কাহিল হয়ে পড়ে। যদিও অভিযাত্রিকেরা পথচলার সময় যে-পরিমাণ বোঝা বহন করে থাকে তার থেকে জনাপিছু কুড়িপাউন্ড কম বোঝা তারা বহন করছিল, তা সত্ত্বেও মোট ভার তাদের খুব কম ছিল না, শিরস্ত্রাণ বর্ম ঢাল তলোয়ার বর্শা—অন্তত এইগুলো তো ছিল। ধাতব পদার্থগুলো গরম হয়ে ওঠে এবং শরীরের যে যে অংশে তার ঘর্ষণ লাগে সেখানেই ক্ষত দেখা দেয়। তারা আরো আবিষ্কার করে, সার্কাস ম্যাকসিমাস'এ কুচকাওয়াজের সময় নরম ও সুদৃশ্য যে-জুতোগুলোকে গর্বের বস্তু বলে মনে হত, পথে প্রান্তরে চলার সময় তার তেমন উপযোগিতা নেই। বিকেলের দিকে প্রবল বর্ষণে তারা দারুণভাবে ভেজে এবং সন্ধ্যে হয়ে আসতে তাদের মন বিমিয়ে ওঠে ও তারা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

বাস্তবিক গ্রাকাসের কল্পনায় তারা চমৎকার ধরা পড়ল। গ্রাকাস মানসচক্ষে দেখল, সেনাদলের দীর্ঘ সারি এবার আপ্পিয়ান মহাপথ ছেড়ে ধূলিধূসর গরুর গাড়ির পথ ধরে কায়ক্লেশে চলেছে, তাদের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণে সিক্ত পুচ্ছগুলো আটকে গেছে, তারা এত ক্লান্ত যে অনুযোগ করার মতও গলার জোর নেই। প্রায় এই সময় তাদের হাতে চারটে ক্ষেত-গোলাম নিহত হয়—তাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, একজন নারী।

'তাদের খুন করলে কেন?' গ্রাকাস বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'আমাদের মনে হয়েছিল ওই অঞ্চলের প্রতিটি গোলাম আমাদের বিরোধী।'

'তারা যদি তোমাদের বিরোধীই হবে, তবে সেনাবাহিনী চলে যাচ্ছে দেখবার জন্যে তারা পাহাড় থেকে রাস্তায়ই বা নেমে এসেছিল কেন?'

'আমি তা জানি না। দ্বিতীয় কোহর্টের লোকেরা এই কাণ্ড করে। তারা দল ভেঙে মেয়েটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরুষ কজন মেয়েটাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে, তাই বর্শায় বিঁধিয়ে তাদের মারা হয়। পুরুষ ক'টাকে খতম করতে মাত্র এক মিনিট সময় লাগে। আমি সেখানে গিয়ে দেখি—'

'তার মানে তোমরাও দল ভেঙেছিলে?' গ্রাকাস জানতে চায়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সমগ্র বাহিনীই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভিড় করে ঘিরে দাঁড়ালাম—আমরা মানে আমাদের মধ্যে যারা ঘটনাস্থলের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলাম। সবাই মিলে মেয়েটার জামাকাপড় টেনে খুলে ফেলল। মেয়েটাকে মাটির ওপর ঠেসে ধরল। তারপর একের পর এক, তারা—'

'এ সম্পর্কে আর বিস্তারিতভাবে কিছু বলতে হবে না,' গ্রাকাস তাড়াতাড়ি বাধা দিল 'তোমাদের ওপরওয়ালারা বাধা দেয়নি?'

'আজ্ঞে, না।'

'তুমি বলতে চাও তারা বিনা বাধায় এ-ব্যাপার ঘটতে দিয়েছিল?'

সৈনিকটি জবাব না দিয়ে একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আমি চাই তুমি সত্য জবাব দেবে। আমি চাই না সত্য কথা বলতে তুমি ভয় পাবে।'

'ওপরওয়ালারা বাধা দেয়নি।'

'মেয়েটাকে কীভাবে খুন করা হল?'

'ওরা তার ওপর যা করেছিল, তারই ফলে সে মারা যায়,' আস্তে আস্তে সৈনিকটি বলল। সবাই তাকে বলল তার বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতে। এবার তার কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই গেল না।

সে-রাত্রে কীভাবে ছাউনি পাতা হয়েছিল তার বিবরণও সে পেশ করল। দুটো কোহর্ট তাদের তাঁবু ফেলেইনি। রাতটা গরম ছিল এবং সৈন্যরা খোলামাঠেই শুয়েছিল। এখানে আবার তার বক্তব্যে সে বাধা পেল।

'তোমাদের সেনাধ্যক্ষ শিবির স্থাপনার কোনো চেষ্টা করেছিলেন? জানো কি, তিনি চেষ্টা করেছিলেন, না, করেননি?'

রোমান সেনামহলের গর্বের বিষয়, অভিযাত্রীবাহিনীকে এক রাত্রের জন্যেও যদি কোথাও অবস্থান করতে হয়, সুরক্ষিত শিবির স্থাপন না করে তারা থাকে না—অন্তত কাঠের খুঁটি বা মাটির দেয়াল দিয়ে প্রাকার, পরিখা, সীমানানির্ধারক কীলক,—মোটকথা ছোটখাটো একটা দুর্গ বা নগর পত্তন করতে যেমনটি দরকার, সে-সবেরই ব্যবস্থা সেখানে থাকে।

'লোকেরা যা বলাবলি করেছে আমি শুধু তাই জানি।'

'তাই আমাদের বলো।'

'তারা বলছিল, ভারিনিয়াস গ্লাবরুস তাই চেয়েছিলেন কিন্তু উপাধ্যক্ষরা আপত্তি করেন। লোকেরা আরো বলছিল, সবাই একমত হলেও তা সম্ভব হত না, কারণ আমাদের সঙ্গে কোনো পূর্তবিশারদ ছিল না। এই ব্যাপারে যা পরিকল্পনা হয়েছিল তা নাকি অর্থহীন, বাজে। তারা বলছিল—আমাকে মাপ করবেন, মহামহিম—'

'নির্ভয়ে বলো, তারা কী বলছিল।'

'আজ্ঞে, তারা বলছিল, যেভাবে ব্যাপারটার পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মানে মাথা কিছু নেই। কিন্তু ওপরওয়ালারা যুক্তি দিলেন, কয়েকটা গোলাম, তাদের কাছ থেকে আবার বিপদের সম্ভাবনা কি? তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আমি শুনলাম ওপরওয়ালারা বলাবলি করছেন, ভারিনিয়াস গ্লাবরুস যদি সুরক্ষিত শিবিরই চান, সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের হাঁটিয়ে আনলেন কেন? লোকেরাও ওই বলছিল। সারা পথে এইটুকুই কষ্টকর হয়ে ওঠে। প্রথম তো রাস্তা ধুলোয় ভর্তি, ধুলোর চোটে আমরা নিঃশ্বাসই নিতে পারছিলাম না, তারপর এলো মুষলধারে বৃষ্টি। সবাই বলাবলি করছিল, ওপরওয়ালাদের আর কি, তারা তো ঘোড়ায় চেপে চলেছে, হাঁটতে হাঁটতে আমরাই নাকাল হচ্ছি। যুক্তি দেখানো হল, এখন আমাদের সঙ্গে গাড়ি রয়েছে, তাতেই আমাদের মালপত্র চলেছে, সুতরাং যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে গাড়ি রয়েছে ততক্ষণ যতটা সম্ভব আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।'

'তোমরা তখন কোথায় ছিলে?'

'পাহাড়টার কাছাকাছি—'

সত্যিই, ওই আতঙ্কগ্রস্ত বেরসিক সৈনিকটার সাদাসিধা বিবৃতি থেকে যা জানা যায় তার থেকে অনেক ভালোভাবে গ্রাকাসের মনে ছবির পর ছবি ভেসে উঠছিল। এই ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রাকাসের মনে এমন স্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে যে সে প্রায় ধরে নিতে পারত, সে নিজ চোখে তা দেখেছে। কাঁচা রাস্তাটা সংকীর্ণ হতে হতে ক্রমশ শকটের চক্রপথে পরিণত হল। ল্যাটিফুন্ডিয়ার সুন্দর সুন্দর ক্ষেতখামারের জায়গায় দেখা দিল গাছগাছড়ার জঙ্গল এবং আগ্নেয় গিরিগহ্বরের চারপাশে নিঃসঙ্গ আগাছার মত সব গিরিচূড়া। সবার ওপর ভিসুভিয়াসের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। কোহর্ট ছ'টা রাস্তা ছেড়ে একমাইলের ওপর চলে এসেছে। মালবোঝাই শকটগুলো চক্রপথের প্রান্তে এসে থেমে রয়েছে। লোকগুলো নির্জীব ও ক্লান্ত। তাদের একটু আগে মেরুদণ্ডের মত প্রকাণ্ড একটা শৈলশিরা, তারই নিচে ছোট একটু খোলা জায়গা, সে-জায়গাটুকু ভেদ করে একটা স্রোতধারা বয়ে চলেছে, কোমল ঘাস ও কত রকমের ফুলে জায়গাটা ভরে রয়েছে। এদিকে রাত্রি সমাসন্ন।

তারা ওইখানেই ছাউনি ফেলল এবং গড়বন্দী করার ব্যাপারে ভারিনিয়াস তার কর্মচারীদের কথাই মেনে নিল। গ্রাকাসের মানসচক্ষে তাও স্পষ্ট প্রতিভাত হল। উপাধ্যক্ষরা তাকে বোঝাচ্ছে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তিনহাজারের বেশী রোমান সৈন্য তাদের সঙ্গে রয়েছে। তাদের ওপর আক্রমণের কী সম্ভাবনা থাকতে পারে? আর আক্রমণ হলেও, বিপদ কিসের? বিদ্রোহের শুরুতেই তো গ্লাডিয়েটারদের সংখ্যা দু'শ'র বেশী ছিল না; তার মধ্যে আবার অনেকেই মারা পড়েছে। এদিকে সৈন্যরা অত্যন্ত ক্লান্ত। কেউ কেউ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল এবং শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোল। কয়েকটি কোহর্ট তাঁবু দিয়ে ছাউনি তুলল এবং সামরিক রীতি অনুযায়ী শিবিরমধ্যস্থ পথঘাট তৈরির চেষ্টা করল। বেশীর ভাগ কোহর্টই রান্নার জন্যে আগুন ধরাতে লেগে গেল। কেউ কেউ আবার তাও করল না, যেহেতু মালবাহী শকটগুলোয় প্রচুর রুটি মজুত ছিল। পাহাড়ের আড়ালে সামরিক ছাউনির এই ছিল প্রকৃত ছবি। ছাউনির ঠিক মধ্যস্থলে ভারিনিয়াসের তাঁবু, সেখানে তার নিজস্ব পতাকা এবং সেনেটের নিশানা প্রোথিত করল। কাপুয়ার লোকেরা বিরাট ঝুড়ি বোঝাই করে নানারকম সুন্দর সুন্দর খাদ্য তৈরি করে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। সম্ভবতঃ ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের নিয়ে এবার সে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে বসবে। হয়ত প্রাকার পরিখাদি তৈরি করার হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেয়েছে বলে সে নিশ্চিন্তই হয়েছে। যাই হোক না, এটা অন্তত দুনিয়ার দুরূহতম অভিযান নয়, এর থেকে যদি সম্মান ও কিছু পরিমাণ সুযশ লাভ হয়, মন্দ কি? আর এই প্রাপ্তিযোগ রোম থেকে মাত্র কয়েকদিনের পথযাত্রার ফল।

এইভাবে যে-মানসদৃষ্টি তাকে পশুলোক থেকে মানবলোকে উন্নীত করেছে এবং পশুস্তর থেকে পৃথক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই স্মৃতির সাহায্যে গ্রাকাসের চিন্তায় প্রারম্ভিক ঘটনার চিত্রাবলী একে একে জেগে উঠল। স্মৃতি মানুষের হর্ষ ও বিষাদের কারণ। গ্রাকাস গা এলিয়ে বসে সকালের রোদ পোহাচ্ছে, তার দৃষ্টি প্রাতঃকালীন পানীয়ের পাত্রে নিবদ্ধ, তার কানে বাজছে হতভাগ্য সেই সৈনিকের দূরাগত কণ্ঠস্বর, যে ফিরে এসেছে সেনেট-প্রতিভূর প্রতীক-দণ্ড হাতে নিয়ে। ছবির পর ছবি ভিড় করে আসছে। কয়েক ঘন্টার

মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে, অথচ আভাসেও তা জানে না, কী তাদের অবস্থা, কেমন করে বোঝানো যায়? ভারিনিয়াস গ্লাবরুস কি স্পার্টাকাসের নাম কখনো শুনেছে? সম্ভবতঃ না।

'মনে আছে কীভাবে রাত হল, আকাশে তারাগুলো সব ফুটে উঠল,' মর্মরমূর্তির মত সেনেটরদের উদ্দেশে সৈনিকটা বলল।

নির্বোধের সহজ সুন্দর উক্তি। রাত হল। ভারিনিয়াস গ্লাবরুস পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয় তখন তার বৃহৎ পটমণ্ডপে বসে মদ্যপানে এবং পক্ষীশাবকের মধুসিঞ্চিত মাংস আস্বাদনে নিরত ছিল। সে-রাতে নিশ্চয় বেশ ভালো ভালো কথাবার্তা হয়েছিল, যাকে বলে চতুর আলাপন। দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নাসিক সমাজের কয়েকজন ভদ্রসন্তান এখানে একত্রিত ; তাদের আলাপের সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারত? আজ, চারবছর পরে গ্রাকাস মনে করতে চেষ্টা করে, সেসময়ে রঙ্গালয়ে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, এরেনায় জনপ্রিয় বিষয় কী ছিল? এটা কি পাকুভিয়াস'এর নাটক 'আরমোরাম ইউডিসিয়াম' অভিনয়ের অব্যবহিত পরেকার ঘটনা নয়? এবং সেই অভিনয়েই তো ফ্লাভিয়াস গালিস মুখ্যাংশে এমন গান গেয়েছিল যা নাকি অভূতপূর্ব? (কিংবা এটা কি নিছক অতিরঞ্জন যে, কোনো অংশ এমনভাবে গীত বা অভিনীত হয়েছে অতীতে যার তুলনা মেলে না?) হয়ত এইসব বিষয়েই আলাপ হচ্ছিল, হয়ত মদের ঝোঁকে নগর-কোহর্টের যুবকেরা চিৎকার করে বলেছিল :

'মন যদি চাঙ্গা থাকে কিসের তবে ভয়?'

হয়ত তাদের উল্লাসধ্বনি সমস্ত ছাউনিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্মৃতি কল্পনার পাখায় উড়ে চলে। নিশ্চয় তখন ছাউনির কোথাও লেশমাত্র ক্লান্তি ছিল না। যারা তাঁবু তোলেনি নগর-কোহর্টের সেইসব লোকেরা হয়ত চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে রুটি চিবোচ্ছিল আর আকাশের তারা দেখছিল। এইভাবে ঘুম নেমে এল, নেমে এল ধীরে ধীরে তিনহাজার কয়েকশ' রোমান সৈনিকের চোখে ; তারা যাত্রা করেছিল দক্ষিণে ভিসুভিয়াস পর্বতের দিকে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল গোলামদের শিক্ষা দেওয়া, মনিবদের গায়ে হাত তুললে মার্জনা নেই....

গ্রাকাস 'সেনেটর ইনকুইজিটর'। তার কাজ প্রশ্ন করা। সৈনিকটির উত্তরের ফাঁকে ফাঁকে সমগ্র সেনেটভবনে এমন স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করছিল যে, সেসময়ে একটা মাছি উড়ে গেলেও তার পাখার শব্দ শোনা যেত।

'তুমি ঘুমিয়েছিলে?' গ্রাকাস প্রশ্ন করল।

'ঘুমিয়েছিলাম,' জবাব আসে ভয়বিহ্বল সৈনিকটির কাছ থেকে, সাক্ষ্য দিতে একা যে ফিরে এসেছে।

'কিসে তোমার ঘুম ভাঙল?'

এই প্রশ্নে সৈনিকটি কথার খেই হারিয়ে ফেলল, কী বলবে ভেবে পেল না। তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, এবং গ্রাকাসের মনে হল, লোকটা বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কিন্তু সে অজ্ঞান হল না, উপরন্তু এখন সে যা বলল তা যেমন সঠিক তেমনি স্পষ্ট, অথচ বিন্দুমাত্র আবেগ নেই। সে যা ঘটতে দেখেছে, বলল, তা এই :

'আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। একজনের আর্তনাদ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার

মনে হয়েছিল একজনেরই কান্না শুনতে পেয়েছি, কিন্তু জেগে উঠে বুঝলাম অনেক লোকের বিকট আর্তনাদে আকাশ ছেয়ে গেছে, আকাশে বাতাসে আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি জেগে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে শুলাম। আমি উপুড় হয়ে শুই বলেই চিত হলাম। আমার ঠিক পাশেই শুয়েছিল কালিয়াস, ওর ওই একটাই নাম, ছেলেবেলা থেকেই ওর বাপ মা নেই, কিন্তু সে ছিল আমার প্রাণের বন্ধু, আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার ডানপাশটা রক্ষার ভার ছিল তার, তাই আমরা পাশাপাশি শুয়েছিলাম। যখন আমি চিত হয়ে শুয়েছি আমার ডান হাতের কবজিটা ভিজে নরম ও গরম গরম কিসের মধ্যে চলে গেল। তাকিয়ে দেখি সেটা কালিয়াসের গলা, কিন্তু গলাটা একেবারে কাটা। আর্তনাদ তখনো একটানা চলেইছে। রক্তাক্ত অবস্থায় আমি উঠে বসলাম। তখনো আমি জানি না, এ-রক্ত আমার কি না, কিন্তু চাঁদের আলোয় আমার চারদিকে দেখলাম সব মরে রয়েছে; যে যেখানে ঘুমোচ্ছিল সেখানেই পড়ে রয়েছে, আর সারা ছাউনিটা গোলামে ভরে গিয়েছে, তাদের হাতে ক্ষুরের মত ধারালো সব ছোরা। চাঁদের আলোয় সেগুলো চক্‌চক্ করছে আর ক্রমাগত ওঠানামা করছে। এইভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় অন্তত আমাদের অর্ধেক মারা পড়ে। যেই কেউ দাঁড়িয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তারা মেরে ফেলেছে। এখানে ওখানে কয়েকজন সৈনিক ছোট ছোট দলে লড়তে চেষ্টা করেছিল কিন্তু বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। জীবনে এমন ভয়ংকর কাণ্ড কখনো দেখিনি। উঃ, আর গোলামগুলো একটুও থামছে না, সমানে মেরে চলেছে। তারপর আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, আমিও চিৎকার শুরু করে দিলাম। একথা বলতে আমার লজ্জা নেই। আমি তলোয়ারটা হাতে নিয়ে ছাউনির মধ্যে দিয়ে দৌড় দিলাম। একটা গোলামকে তলোয়ার বিঁধিয়ে দিই, মনে হয়, সে মারাও পড়ে; কিন্তু মাঠটার ধারে এসে দেখি সমস্ত ছাউনিটা ঘিরে বর্শার একটা ব্যূহ, একটুও ফাঁক নেই, আর বর্শা যারা ধরে রয়েছে তারা বেশীর ভাগই মেয়ে, কিন্তু তেমন মেয়ে কখনো চোখেও দেখিনি, কল্পনাও করি নি, ভয়ংকর বন্যজন্তুর মত রাতের হাওয়ায় তাদের এলোচুল উড়ছে, মুখ হাঁ করে রয়েছে আর সেই হাঁ-মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে বীভৎস একটা হিংস্র চিৎকার। যে-আর্তনাদ শুনেছিলাম তার মধ্যে এটাও মিশেছিল। একজন সৈনিক আমার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে বর্শাগুলোর ওপর পড়ল, সে ভাবতেই পারেনি মেয়েরা বর্শা বেঁধাতে পারবে, কিন্তু তারা তা পারল, তাদের হাত থেকে কেউ নিস্তার পায়নি। এমন কি আহত হয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে যারা এসেছে তাদেরও বর্শাবিদ্ধ করতে ওরা কুণ্ঠিত হয়নি। আমি তাদের কাছ অবধি ছুটে গেলাম, ওরা আমার হাতে বর্শা বিঁধিয়ে দিল, আমি বর্শাটা ছাড়িয়ে আবার ছাউনির দিকে ছুটে চলে এলাম, তারপর রক্তগঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়ে সেখানেই শুয়ে রইলাম। শায়িত অবস্থায় আর্তনাদ ছাড়া আমার কানে আর কিছু আসছিল না। কতক্ষণ ওইভাবে ছিলাম জানি না। বেশীক্ষণ বলে মনে হয় না। নিজেকে বললাম, ওঠো লড়াই করো, লড়াই করে মরো। তবু অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর আর্তনাদটা যেন কমে এল, তারপর কয়েকটা হাত আমায় চেপে ধরল, আমায় টেনে তুলল। আমি তাদের ওপর তলোয়ার চালাতাম কিন্তু ঘা মেরে তারা আমার হাত থেকে তলোয়ারটা ফেলে দিল, আমার হাতেও তেমন জোর ছিল না, বর্শার ক্ষতটার দরুন দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। গোলামরা আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রইল, আমার গলা লক্ষ্য

করে একটা ছোরা উঠে এল, বুঝলাম আমার সময় শেষ হয়ে আসছে, আমিও মরব। কিন্তু কে একজন বলে উঠল, 'থামো'। ছোরাটা অমনি থেমে গেল, থামল আমার গলা থেকে এক ইঞ্চি দূরে এসে। তারপর একটা গোলাম এগিয়ে এল, তারো হাতে একটা থ্রেশীয় ছোরা। সে আর সবাইকে বলল, 'দাঁড়াও। মনে হয় ও-ই একা বেঁচে আছে।' তারা ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আমার জানও অপেক্ষায় রইল। তারপর একটা গোলাম, মাথায় লাল চুল, এসে হাজির হল। সবাই মিলে কী সব আলোচনা করল। আমি একা বেঁচে ছিলাম। সেইজন্যে তারা আমাকে মারেনি। আমি একা বেঁচে ছিলাম, আর সবাই মরে গিয়েছিল। তারা আমাকে ছাউনির ভেতর দিয়ে নিয়ে গেল, যেতে যেতে দেখলাম সব কোহর্টগুলো মরে রয়েছে। যেখানে তারা শুয়েছিল বেশিরভাগ সেখানেই মারা পড়েছে। তাদের ঘুম আর ভাঙল না। সেনেট প্রতিভূ ভারিনিয়াস গ্লাবরুসের মণ্ডপে তারা আমাকে নিয়ে গেল, সেখানে দেখলাম সেনেট-প্রতিভূও নিহত। মৃত অবস্থায় তিনি তাঁর কৌচে শুয়ে রয়েছেন। কোহর্টের কোনো কোনো কর্মচারীও মণ্ডপে ছিলেন, তাঁরাও মারা পড়েছেন। সবাই মরে গিয়েছিল। তারপর তারা আমার হাতের ক্ষতটা বেঁধে দিল। কয়েকটা গোলামকে আমার পাহারায় রেখে গেল। এখন আকাশ ক্রমশ ফরসা হয়ে আসছে, হাওয়ায় ভোরের আভাস দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তখন কোহর্টগুলোর মধ্যে কোনোটাই আর বেঁচে নেই।'

বিনা আবেগে সৈনিকটা বলে গেল, অবিচলিতভাবে ঘটনাগুলো বলে গেল বটে কিন্তু সবসময়ে তার চোখটা কুঁচকে যাচ্ছিল। তার সামনে মর্মরমূর্তির মত যে-সারি সারি সেনেটররা বসেছিল, একবারো সে তাদের দিকে চায়নি।

'কী করে জানলে যে তারা সবাই মারা গেছে?' গ্রাকাস জানতে চাইল।

'তারা ভোর পর্যন্ত আমাকে মণ্ডপের মধ্যে আটকে রাখল। মণ্ডপের পার্শ্বপটগুলো গুটিয়ে রাখা হয়েছিল, খোলা মাঠের সবটাই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কান্নার শব্দ তখন থেমে গেছে কিন্তু আমার মাথার মধ্যে তা থামেনি। চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম মাঠের ওপর গাদা গাদা লাশ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। বাতাসে রক্তের ও মৃত্যুর গন্ধ। বর্শা দিয়ে যে-মেয়েরা ব্যূহ তৈরি করেছিল, তারা তখন অনেকেই নেই। তারা অন্য কোথাও গিয়েছিল, কোথায় তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু রক্তের গন্ধের মধ্যেই মাংস সেঁকার গন্ধ পাচ্ছিলাম। মেয়েরা হয়ত প্রাতরাশের জন্যে মাংস রান্না করছিল। এর ভেতরে মানুষ খেতে পারে ভাবতে আমার গা গুলিয়ে উঠল। আমি বমি করতে শুরু করলাম। গোলামেরা আমাকে মণ্ডপের বাইরে টেনে নিয়ে গেল, যতক্ষণ বমি হল, আমাকে বাইরেই রাখল। তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। দেখতে পেলাম গোলামেরা ছোট ছোট দলে ছাউনির ভেতর ঘোরাফেরা করছে। লাশগুলোর গা থেকে তারা সব খুলে ফেলেছে। এখানে ওখানে তারা আমাদের তাঁবুগুলো বিছিয়ে রেখেছিল। সমস্ত জায়গাটায় এইরকম সাদা সাদা ছোপ দেখতে পেলাম। লাশগুলোর গায়ে যা কিছু ছিল, পোশাক, বর্ম, জুতো তারা সব খুলে নিল। বিছানো তাঁবুগুলোর ওপরে স্তূপাকার করে সেগুলো রাখতে লাগল। তলোয়ার, বর্ম ও বর্শাগুলো নদীর জলে ধুয়ে নিয়ে এল। নদীটা মণ্ডপের কাছ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, রক্তমাখা অস্ত্র ও বর্মগুলো ধোয়ার ফলে তার জল কালচিটে রঙের হয়ে গেল। তারপর অস্ত্রগুলোকে শুকিয়ে নিয়ে, চর্বির পাত্র বের করে

ভালো করে চর্বি মাখালো। মণ্ডপের কয়েক পা দূরে একটা তাঁবু বিছিয়ে রাখা হয়েছিল, তলোয়ারগুলো সেখানে জড়ো করা হচ্ছিল, হাজার হাজার তলোয়ার—'

গ্রাকাস জিজ্ঞাসা করল, 'সেখানে কজন গোলাম ছিল ?'

'সাতশ আটশ' তো বটেই, হাজারও হতে পারে। আমি ঠিক জানি না। 'দশজন করে ছোট ছোট দলে তারা কাজ করছিল। অসম্ভব খাটছিল তারা। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমাদের মালটানা গাড়িগুলোকে টেনে আনল, তারপর লাশগুলো থেকে যা পেয়েছিল সব তাতে বোঝাই করে সেগুলোকে চালিয়ে নিয়ে চলে গেল। তারা যখন কাজ করছিল ঝুড়িতে করে রান্নামাংস নিয়ে কয়েকজন মেয়ে ফিরে এল। দলগুলো এক একবার থেমে খেয়ে নিচ্ছিল। আমাদের যা রুটির বরাদ্দ ছিল, তাও তারা সাবাড় করল।'

'লাশগুলোকে তারা কী করল ?'

'কিছুই না। যেখানে ছিল সেখানেই সেগুলোকে ফেলে রেখে দিল। লাশগুলো থেকে সব খুলে নেবার পর তারা এমনভাবে ঘোরাফেরা করছিল যেন ওখানে ওগুলো নেই। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে খালি মড়া আর মড়া। মাটির ওপরটা যেন মড়ার কার্পেট, মাটিটাও রক্তে ভেজা। এবার সূর্য উঠল। এমন বীভৎস দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। এখন দেখতে পেলাম মাঠটার এককোণে কয়েকজন গোলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর সবার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। তারা দলে ছ'জন ছিল। তাদের মধ্যে একজন কালো আফ্রিকান। তারা সবাই গ্লাডিয়েটার।'

'কী করে জানলে ?'

'মণ্ডপের মধ্যে আমি যেখানে, সেখানে তারা যখন এল, তাদের দেখেই চিনলাম তারা গ্লাডিয়েটার। মাথার চুলগুলো কদমছাঁট করা, শরীরময় কাটার দাগ। গ্লাডিয়েটারকে চেনা মোটেই শক্ত নয়। একজনের একটা কানই নেই। একজনের মাথার চুল লাল। কিন্তু তাদের দলপতি একজন থ্রেশীয়ান। তার নাকটা ভাঙা, চোখদুটো মিশকালো, যখন তাকায় চোখের মণিগুলো একটুও নড়ে না, চোখের পাতাও পড়ে না—'

এবার সেনেটরদের মধ্যে একটা পরিবর্তন এল, বুঝতে পারার মত নয়, তবু তা এল। তাদের শোনার ধরণটা পালটে গেল। আরো উৎকর্ণ হয়ে, ঘৃণা ও উত্তেজনার সঙ্গে এবার তারা শুনতে লাগল। এই মুহূর্তটা গ্রাকাসের অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে, কারণ এই মুহূর্ত স্পার্টাকাসের জন্ম-মুহূর্ত, এই মুহূর্তে সে শূন্য থেকে আবির্ভূত হল বিশ্বজগৎকে নাড়া দেবার জন্যে। অপর লোকেদের পূর্ববৃত্তান্ত থাকে, অতীত থাকে, আরম্ভ থাকে। দেশ ঘর ভিটে সবকিছু থাকে—কিন্তু স্পার্টাকাসের কিছুই ছিল না। তার জন্ম এক সৈনিকের মুখের কথায় যাকে কেবল এই উদ্দেশ্যেই স্পার্টাকাস বাঁচিয়ে রেখেছিল, উদ্দেশ্য—যাতে সে সেনেটে ফিরে গিয়ে বলে লোকটা কী রকম। লোকটা দৈত্যের মত নয়, বন্য বা ভয়ঙ্কর কিছুও নয়, লোকটা শুধুমাত্র গোলাম ; কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু সৈনিকের নজরে পড়েছিল যা সে বিশদভাবে বলার প্রয়োজন বোধ করল।

'—মুখখানা দেখেই মেষের কথা মনে পড়ে। তার পরণে ছিল একটা খাটো জামা, পেতলের ভারি একটা কোমরবন্ধ এবং হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা জুতো। মাথার বা গায়ে কোনো যুদ্ধসাজ ছিল না। কোমরবন্ধে একটা ছোরা গোঁজা ছিল, অস্ত্র বলতে শুধুমাত্র এই। গায়ের

জামাটায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। তার মুখটা এমন যে একবার দেখলে ভোলা যায় না। তাকে দেখে আমার ভয় লাগল। আর কাউকে আমি ভয় করিনি কিন্তু তাকে আমি ভয় করলাম।' সৈনিকটা আরো বলতে পারত, বলতে পারত স্বপ্নে ওই মুখখানা দেখে ঘেমে স্নান করে কতবার সে জেগে উঠেছে, জেগেও তার চোখের সামনে দেখেছে রোদে-পোড়া ভাঙা নাক চেপ্টা মুখটা আর ওই কালো কালো চোখদুটো, কিন্তু এত বিস্তারিত খবর সেনেটের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। তার স্বপ্ন সম্পর্কে সেনেটের কোনো কৌতূহল নেই।

'তুমি কি করে জানলে সে থ্রেশীয়ান?'

'তার কথার টানে বুঝলাম। সে ভালোভাবে ল্যাটিন বলতে পারে না, আর অন্য থ্রেশীয়ানদেরও আমি বলতে শুনেছি। আর যারা ছিল, তাদের মধ্যে আরো একজন থ্রেশীয়ান ছিল, বাকি সবাই বোধ হয় জাতিতে গল। তারা শুধু একবার আমার দিকে তাকাল, একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তাতেই আমার মনে হল আর সবার মত আমিও মরে গেছি। তারা আমার দিকে চেয়ে মণ্ডপের অপর পাশে চলে গেল। মণ্ডপ থেকে লাশগুলোকে নিয়ে গিয়ে বাইরে অন্যান্য সৈনিকদের লাশের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রথমে তারা ভারিনিয়াস গ্লাবরুসকে উলঙ্গ করে সাজসজ্জা সমেত তাঁর যা কিছু জিনিসপত্র ছিল সব তাঁর কৌচের ওপর স্তূপাকার করে রেখে দিয়েছিল। তাঁর আসাসোঁটাটাও সেখানে রাখা ছিল। গোলামগুলো ফিরে এসে কৌচটা ঘিরে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেনানায়কের সাজসজ্জা জিনিসপত্র দেখতে লাগল। তারা তলোয়ারটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর হাতে হাতে সেটা চালান করে দিল আর সবার দেখার জন্যে। তলোয়ারের খাপটা ছিল হাতির দাঁতের, সুন্দর কারুকাজ করা। তারা সেটাও দেখল, দেখে কৌচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর তারা আসাসোঁটাটাও পরীক্ষা করল। নাক ভাঙা লোকটা—তার নাম স্পার্টাকাস—আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর আসাসোঁটাটা তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'রোমান, এটা কী তুমি জানো?' 'মহামহিম সেনেটের বাহু,' উত্তরে আমি বললাম। তারা আমার কথার অর্থ বুঝতে পারল না। আমাকে বুঝিয়ে দিতে হল। স্পার্টাকাস ও লাল-চুলো গলটা কৌচে গিয়ে বসল। আর সবাই দাঁড়িয়ে রইল। স্পার্টাকাস হাঁটুতে কনুই ভর করে গালে হাত দিয়ে বসল আর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমার মনে হচ্ছিল একটা সাপ যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমার বোঝানো যখন শেষ হল, তারা কিছুই বলল না, স্পার্টাকাস কেবল একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়েই রইল। এদিকে আমি গলগল করে ঘামছি। আমি ভাবলাম এবারে ওরা আমায় খুন করবে। এরপর সে আমাকে নিজের নাম বলল। 'আমার নাম স্পার্টাকাস', সে বলল, 'রোমান, আমার নামটা মনে রেখো।' তারপর আবার তারা একদৃষ্টে আমায় দেখতে লাগল। তারপর স্পার্টাকাস বলল, 'রোমান, গতকাল তোমরা তিনজন গোলামকে বধ করেছিলে কেন? তারা তো তোমাদের কোনো অনিষ্ট করে নি? সেনাবাহিনীর মিছিল দেখতে তারা রাস্তায় নেমে এসেছিল। রোমের মেয়েরা কি এতই সাধ্বী যে বিরাট একটা বাহিনীকে হতভাগ্য এক বাঁদীর ওপর বলাৎকার করতে হয়? রোমান, তোমরা কেন এমন কাজ করেছ?' কী ঘটেছিল আমি তাকে বলার চেষ্টা করলাম। আমি বললাম, দ্বিতীয় কোহর্টের সৈন্যরা তাকে ধর্ষণ করেছে এবং গোলাম তিনটেকে মেরেছে। আমি বললাম, আমি তৃতীয় কোহর্টে ছিলাম,

এর মধ্যে আমি ছিলাম না, বাঁদীটাকে আমি কিছু করি নি। জানি না তারা কী করে এ-বিষয়ে জানতে পারল, কারণ গোলাম তিনটেকে যখন মারা হয় তখন তো মনে হয়েছিল আশেপাশে কেউ নেই। কিন্তু আমরা যা যা করেছি সবই দেখলাম ওরা জানে। আমরা কখন কাপুয়ায় এসেছি, কখন কাপুয়া ত্যাগ করেছি, সব ওরা জানে। ঐ মিশকালো নিষ্পলক সাপের মত চোখদুটো সব জানে। তার কণ্ঠস্বর জানান দিল, সে সব জানে। সে একবারো জোরে কথা কয় নি। একটা ছোট ছেলের সঙ্গে যেভাবে লোকে কথা কয় সে আমার সঙ্গে সেইভাবে কথা কইল, কিন্তু কথার মোহে সে আমায় ভোলাতে পারেনি। সে একজন খুনী। তার চোখ দেখলেই বোঝা যায়। সবার চোখ ওইরকম। সবাই খুনী। আমি ওই ধরনের গ্লাডিয়েটারদের জানি। গ্লাডিয়েটাররা খুনী হয়ে ওঠে। গ্লাডিয়েটাররা ছাড়া আর কেউ সে-রাত্রে ওইভাবে খুন করতে পারত না। আমি গ্লাডিয়েটারদের জানি যারা—'

গ্রাকাস বাধা দিল। লোকটা নিজের কথায় নিজেই মেতে উঠেছে, যেন ঘোরের মধ্যে বকে চলেছে। গ্রাকাস বেশ একটু ধমকের সুরে তাকে বলল, 'তুমি কী জানো, তা জানতে আমরা উদ্‌গ্রীব নই। তোমার ও গোলামদের মধ্যে কী ঘটেছিল, আমরা তাই জানতে চাই।'

'যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই,' সৈনিকটি বলতে আরম্ভ করল, কিন্তু ওই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল। এতক্ষণে সে সম্বিত ফিরে পেল, প্রবল-প্রতাপ রোমের মহামহিম সেনেটে সমাসীন ভদ্রমণ্ডলীকে সে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে কেঁপে উঠল, তারপর বলল :

'তারপর তারা আমাকে নিয়ে কী করবে তাই জানার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। স্পার্টাকাস আসাটা হাতে নিয়ে সেখানেই বসে রইল। আসাটায় হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। প্রথমে আমি বুঝতে পারি নি সে কী বলতে বা বোঝাতে চায়। 'সৈনিক, এটা ধরো,' সে বলল, 'রোমান, নাও এটা ধরো।' আমি নিলাম। 'এবার তুমিও মহামহিম সেনেটের বাহু হলে,' সে বলল। মনে হল না সে রাগ করে বলছে। তার কণ্ঠস্বর শান্ত। সে যা বলে চলেছে তা যেন সহজ সত্য—মানে, তার মতে সহজ সত্য। সে যা চায় তাই সে বলে গেল। আমার করার কিছু ছিল না। নইলে ওই পবিত্র দণ্ডটা স্পর্শ করার আগে আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। আমি কখনো ওটা স্পর্শ করতাম না। আমি একজন রোমান, আমি রোমের নাগরিক—'

'এজন্যে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না,' গ্রাকাস তাকে ভরসা দিয়ে বলল, 'যা বলছ বলে যাও।'

'এবার তুমি মহামহিম সেনেটের বাহু হলে,' স্পার্টাকাস আবার বলল। 'সেনেটের বাহু দীর্ঘ, আর সেই দীর্ঘ বাহুর শেষ প্রান্তে এখন একমাত্র তুমিই টিকে আছ।' দণ্ডটা আমি ওর হাত থেকে নিয়ে নিজের হাতে রাখলাম, তখনো সে একইভাবে স্থিরদৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। তারপর আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'রোমান, তুমি কি নাগরিক?' আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, আমি নাগরিক। সে মাথা নেড়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'এইবার তুমি প্রতিভূ হলে। তোমাকে আমি একটি বাণী দেব। মহামহিম সেনেটের কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবে। একটা কথাও যেন বাদ না যায়—যেমনটি শুনবে ঠিক তেমনটি তাদের কাছে পৌঁছিয়ে

[illegible]।' এই বলে সে থামল।' সৈনিকটাও চুপ করে গেল, সেনেট প্রতীক্ষা করতে থাকল। গ্রাকাসও প্রতীক্ষায় রইল। একটা গোলামের বাণীর জন্যে প্রশ্ন করার স্পৃহা তার ছিল না। তবু তা বলাতেই হবে। শূন্য থেকে স্পার্টাকাসের আবির্ভাব—কিন্তু এই মুহূর্তে সেনেটকক্ষের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গ্রাকাস এই মুহূর্তে তাকে দেখলে, ঠিক এই রূপ পরে আরো কতবার সে দেখেছে, যদিও রক্তমাংসের মানুষ স্পার্টাকাসকে সে জীবনে কখনো দেখেনি।

শেষ পর্যন্ত গ্রাকাস সৈনিকটিকে বলতে বলল।

'আমি পারব না।'

'সেনেট তোমায় বলতে আদেশ করছে।'

'কথাগুলো একটা গোলামের। আমার জিভ যেন খসে যায় যদি—'

'খুব হয়েছে,' গ্রাকাস বলল। 'এবার বলো গোলামটা আমাদের কাছে তোমায় কী বলতে বলেছিল ?'

অগত্যা স্পার্টাকাস যা বলেছিল সৈনিকটি তাই বলল। এতবছর পরে গ্রাকাসের যতদূর মনে পড়ে, স্পার্টাকাস যা বলেছিল তা অনেকটা এই ঃ এই কথাগুলো মনে করতে গিয়ে গ্রাকাসের চোখের সামনে ভেসে আসে সেনাধ্যক্ষের শিবিরের একটা ছবি। বিবস্ত্র শবাকীর্ণ প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোমান সেনাধ্যক্ষের উজ্জ্বল নীল ও পীত রেখাঙ্কিত বিরাট পটমণ্ডপ, সেনাধ্যক্ষের বিলাসশয্যায় দাস-স্পার্টাকাস আসীন, তার সহযোদ্ধা গ্লাডিয়েটাররা তাকে ঘিরে রয়েছে এবং তার সামনে ভীত আহত জীবিতাবশেষ এক রোমান সৈনিক, দুজন ক্রীতদাস তাকে ধরে রয়েছে, আর সে এহাত থেকে ওহাতে নিচ্ছে সেনেটের বাহু, প্রতাপের প্রতীক, প্রতিভূ দণ্ডটি।

(স্পার্টাকাস বলেছিল) 'সেনেটে ফিরে যাও, ফিরে গিয়ে হাতির দাঁতের এই আসাটা তাদের দিও। আমি তোমাকে প্রতিভূ করলাম। ফিরে গিয়ে তাদের বোলো এখানে কী দেখে গেলে। বোলো, তারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যে-সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল, আমরা তাদের খতম করেছি। তাদের বোলো, আমরা গোলাম—তারা যাদের বলে 'ইনস্ট্রুমেণ্টুম ভোকালে', কথা কয় এমন যন্ত্র। বোলো তাদের, আমরা কী কথা কই। আমরা বলি, দুনিয়া আর তাদের সইতে পারছে না, সইতে পারছে না তোমাদের ওই অপদার্থ সেনেটকে আর অপদার্থ রোমকে। আমাদের হাড়মাস নিংড়ে তোমরা যে-ধনদৌলত জমা করেছ দুনিয়া আর পারছে না তা সইতে। দুনিয়া সইতে পারছে না তোমাদের চাবুকের গান। মহামহিম রোমানরা ওই একটা গানই জানে। কিন্তু আমরা ও-গান আর শুনতে চাই না। গোড়াতে সব মানুষ এক ছিল, তারা শান্তিতে বাস করত, যা কিছু তাদের ছিল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। কিন্তু এখন মানুষ দুরকমের, গোলাম আর মনিব। কিন্তু তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় আমরা অনেক অনেক গুণ বেশী। তোমাদের চেয়ে আমরা শক্তিতেও বড়, মানুষও ভালো। মানুষের মধ্যে যা কিছু ভালো তা আমাদেরই আছে। আমরা আমাদের মেয়েদের ভালোবাসি, তাদের পাশে দাঁড়াই, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসাথে লড়াই করি। কিন্তু তোমরা তোমাদের মেয়েদের বেশ্যা বানাও আর আমাদের মেয়েদের জানোয়ার করে ছাড়ো। আমাদের সন্তানদের আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে আমরা কাঁদি, ভেড়ার

পালের মধ্যে তাদের আমরা লুকিয়ে রাখি, আরো দুদণ্ড যাতে কাছে পাই। কিন্তু তোমরা গরু-ভেড়ার মত বাচ্চার আবাদ করো। আমাদের মেয়েদের দিয়ে তোমরা বাচ্চা পয়দা করো, তারপর গোলামবাজারে নিয়ে গিয়ে তাদের বেচে আসো যে চড়া দাম হাঁকে তার কাছে। পুরুষগুলোকে তোমরা কুত্তা বানাও, তাদের এরেনায় পাঠিয়ে দাও যাতে তোমাদের একটু আনন্দ দিতে তারা খুনোখুনি করে মরে ; আমরা একজন আরেকজনকে খুন করছি দেখতে দেখতে তোমাদের রোমান ভদ্রমহিলারা কোলের কুকুরটাকে আদর করে দামী দামী খাবার খাওয়াতে থাকে। তোমরা কী জঘন্য, জীবনটাকে কী কদর্য করে তুলেছ। মানুষের সব স্বপ্ন, তার হাতের শ্রম, তার মাথার ঘাম, তোমাদের কাছে ঠাট্টার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের নিজেদের নাগরিকেরা খয়রাতিতে বাঁচে আর সার্কাসে এরেনায় দিন গুজরাণ করে। মানুষের জীবনটা তোমাদের কাছে উপহাসের জিনিস, তার সব মূল্য তোমরা নিঃশেষে শুষে নিয়েছ। তোমরা বধ করার জন্যেই বধ করো, রক্ত বইতে দেখলে মজা পাও। কচি কচি শিশুদের খনিতে জুতে দিয়ে কয়েকমাসের মধ্যে তাদের খাটিয়ে মেরে ফেল। সারা দুনিয়া লুট করে তোমরা তোমাদের জাঁকজমক গড়ে তুলেছ। এবার তা খতম হল। তোমার বোলো, তাদের দিন শেষ হয়েছে। যন্ত্র এই কথা বলে। বোলো তোমার সেনেটকে, শায়েস্তা করতে পাঠায় যেন তাদের ফৌজ, এবারের মত তারাও আর ফিরবে না, আমরা তাদেরও খতম করব আর তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিজেদের কাজে লাগাব। এই যন্ত্রের কথা সারা দুনিয়া শুনবে, দুনিয়ার যেখানে যত গোলাম আছে সবাইকে ডেকে আমরা চিৎকার করে বলব, ওঠো জাগো, শেকল ছিঁড়ে ফেলো। আমরা যাব ইতালির ভেতর দিয়ে, যেখান দিয়ে যাবো গোলামি-মানুষ আমাদের দলে এসে ভিড়বে। তারপর, একদিন পৌঁছোব আমরা তোমাদের অমরাবতী রোমে। সেদিন আর তা অমর থাকবে না। বোলো একথা তোমার সেনেটকে। আরো বোলো,আমরা কবে আসছি তাদের জানিয়ে দেব। তারপর রোমের পাঁচিলগুলো ধুলোয় মিশিয়ে দেব। তারপর যেখানে তোমাদের সেনেট বসে আমরা সেই বাড়িতে যাবো, সেখান থেকে, প্রতাপের উচ্চাসন থেকে সেনেটরদের টেনে নামিয়ে আনব, ছিঁড়ে ফেলব তাদের পোশাক পরিচ্ছদ যাতে তারা উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে পারে, আর সেইরকম বিচার পায় আমরা যেমন তাদের কাছে পেয়ে এসেছি। আমরা কিন্তু তাদের প্রতি সুবিচারই করব, বিচারে তাদের যা পাওনা তা পুরোমাত্রায় আমরা মিটিয়ে দেব। তাদের প্রতিটি অন্যায় তাদের সামনে তুলে ধরা হবে এবং তার পুরোপুরি জবাবদিহি তাদের করতে হবে। একথা তাদের জানিয়ে দিও, যাতে তারা তৈরি হওয়ার ও নিজেদের পরীক্ষা করার সুযোগ পায়। তাদের সাক্ষী দিতে ডাকা হবে এবং আমাদের স্মৃতিতে অনেক ঘটনা জমে আছে। তারপর, বিচারের পালা শেষ হলে, আমরা আরো ভালো ভালো শহর গড়ব, সুন্দর পরিচ্ছন্ন সব শহর, পাঁচিল দিয়ে তা ঘেরা থাকবে না, মানুষ মাত্রেই সেখানে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে। সেনেটের উদ্দেশে এই আমার বক্তব্য। এই কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিও। তাদের বোলো, স্পার্টাকাস নামে একটা গোলাম এই বাণী দিয়েছে....'

অনেকদিন আগেকার ঘটনা তবু গ্রাকাসের যতদূর মনে পড়ে সৈনিকটি এই কিংবা এই ধরনের কিছু বলেছিল এবং পাথরের মত মুখ কঠিন করে সেনেটও তাই শুনেছিল।

বাস্তবিক এ অনেকদিন আগেকার কথা। এত আগেকার কথা যে তার বেশীর ভাগ এর মধ্যে সবাই ভুলে গেছে। স্পার্টাকাসের কথাগুলো লেখাও নেই কোথাও, কয়েকটি লোকের স্মৃতিতে ছাড়া তার অস্তিত্বই নেই। এমন কি সেনেটের নথিপত্র থেকেও ওই কথাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। ঠিকই হয়েছে। ঠিক তো বটেই—যেমন ঠিক হয়েছিল গোলামদের প্রতিষ্ঠিত সেই স্মারকমূর্তিগুলোকে চুরমার করে পাথরের খোয়ায় পরিণত করা। যদিও ক্রাসাস বুদ্ধিতে কিছুটা স্থূল তবুও সে তা বুঝেছিল। বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ হতে হলে কিছুটা নির্বোধ হওয়া দরকার। অবশ্য স্পার্টাকাসের মত হলে অন্যকথা, কারণ স্পার্টাকাসও ছিল একজন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ। কিংবা সেও কি নির্বোধ ছিল ? ওই কথাগুলো কি নির্বোধের কথার মত ? তাহলে কী করে একটা নির্বোধ দীর্ঘ চারবছর ধরে রোমের শক্তিকে প্রতিহত করে এসেছে, কী প্রকারে একটার পর একটা রোমান বাহিনীকে নির্মূল করে ইতালিকে সেনাবাহিনীর কবরখানায় পরিণত করেছে ? তাহলে কেমন করে তা সম্ভব হল ? লোকে বলে সে মৃত, কিন্তু আরো অনেকে বলে মৃতও মরে না। তবে, ওই যে ছায়ামূর্তি গ্রাকাসের দিকে এগিয়ে আসছে, ও কি তারই জীবন্ত প্রতিকৃতি—বিরাটকায় এক বিরাট পুরুষ অথচ অনেকটা তারই মত, সেই ভাঙা নাক, সেই কালো চোখ, মাথায় ভর্তি সেই কোঁকড়া চুলের রাশ ? মৃতেরা কি চলতে পারে ?

৭

এণ্টোনিয়াস কেইয়াস হাসতে হাসতে বলল, 'দেখো, দেখো, বুড়ো গ্রাকাসের দিকে চেয়ে দেখো।' প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞের বিরাট মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তা সত্ত্বেও সুবাসিত জলপূর্ণ পানপাত্রটা সে এমনভাবে ধরে রয়েছে যে একফোঁটা জল পড়ে যাচ্ছে না।

'ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা করো না,' জুলিয়া প্রতিবাদের সুরে বলে।

'গ্রাকাসকে নিয়ে কে ঠাট্টা করছে ? কেউ করে নি, জুলিয়া,' সিসেরো বলল। 'ওইরকম ভারিক্কিভাব আনতে আমায় তো সারাজীবন সাধনা করতে হবে।'

'তা সত্ত্বেও সর্বদাই বেশ বড় রকমের ফাঁক থেকে যাবে,' হেলেনা ভাবে।

গ্রাকাস চোখ মিটমিট করে জেগে বসল। 'আমি কি ঘুমোচ্ছিলাম ?' সে জুলিয়ার দিকে ফিরে কথা কইল। গ্রাকাসের স্বকীয়তা এখানেই। 'আমায় মাপ কোরো। আমি দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম।'

'ভাল ভাল স্বপ্ন ?'

'পুরণো দিনের যত ঘটনা। মানুষ স্মৃতিশক্তি লাভ করে ধন্য হয়েছে, আমার মনে হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইজন্যেই তার জীবন বিষিয়ে ওঠে। আমার মনে বড়ো বেশি স্মৃতি জমে রয়েছে।'

'অন্য কারো চেয়ে বেশি নয়,' ক্রাসাস বলল। 'আমাদের প্রত্যেককে স্মৃতির বোঝা বইতে হচ্ছে এবং তা সমান অপ্রীতিকর।'

'কেন, প্রীতিকর কিছু কি নেই?' ক্লডিয়া জিজ্ঞাসা করে।

গ্রাকাস জড়ানো গলায় বলল, 'আমার স্মরণে তুমি সূর্যালোকের মত, আমরণ আমায় আলোয় ভরে দেবে। আমার মতো একটা বুড়োকে একথা বলতে দাও।'

'একজন যুবাকেও সে তা বলতে দেবে,' এণ্টোনিয়াস কেইয়াস হাসতে হাসতে বলে। 'হ্যাঁ, আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন ক্রাসাস আমাদের বলছিলেন—'

'স্পার্টাকাস ছাড়া আমাদের কি আর কোনো কথা নেই?' জুলিয়া চেঁচিয়ে উঠল। 'রাজনীতি আর যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া আর কি কিছু নেই? আমার অসহ্য লাগে ওই এক কথা—'

'জুলিয়া,' এণ্টোনিয়াস কেইয়াস তাকে বাধা দিল।

জুলিয়া চুপ করে গেল, যা বলতে চাইছিল তাড়াতাড়ি তা চেপে ফেলে স্বামীর মুখের দিকে চাইল। এণ্টোনিয়াস তার সঙ্গে এমনভাবে কথা কইল যেন সে অবাধ্য শিশু।

'জুলিয়া ক্রাসাস আমাদের অতিথি। অন্য উপায়ে আমাদের পক্ষে যা জানা সম্ভব নয় ক্রাসাসের মুখ থেকে আমরা যদি তা শুনতে পাই এখানকার সবাই তাতে খুশি হবেন। আমার মনে হয়, জুলিয়া, তোমারও ভাল লাগবে যদি তুমি একটু মন দিয়ে শোন।'

জুলিয়া ঠোঁট চেপে ধরল, তার চোখদুটো লাল হয়ে জলে ভরে উঠেছে।

সে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায় কিন্তু ক্রাসাস বিনীতভাবে তার কাছে মার্জনা চেয়ে বলল, 'এ-প্রসঙ্গ তোমারও যেমন অসহ্য মনে হয়, আমারও তেমনি, জুলিয়া। আমায় মাপ কোরো।'

'আমার মনে হয় জুলিয়া শুনতে চায়, তাই না জুলিয়া?' এণ্টোনিয়াস কেইয়াস বলল। 'জুলিয়া তুমি শুনতে চাও না?'

'হ্যাঁ,' জুলিয়া অস্ফুটকণ্ঠে জবাব দিল। 'আপনি বলে যান, ক্রাসাস।'

'না না থাক—'

'আমি বোকার মত অভদ্র ব্যবহার করেছি,' জুলিয়া যেন পাঠ মুখস্থ বলার মত বলে, 'অনুগ্রহ করে আপনি বলুন।'

পরিস্থিতিটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয়ে যাচ্ছে দেখে গ্রাকাস কথা কইল। আলোচনার মোড়টা জুলিয়া থেকে ক্রাসাসের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সে বলল, 'সেনাপতি মশায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়টা আমার বিশ্বাস আমি বুঝতে পেরেছি। তিনি আপনাদের বোঝাতে চাইছিলেন, গোলামরা পর পর যুদ্ধে জিতেছিল তার একমাত্র কারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে তাদের মায়াদয়া কিছু ছিল না। ক্রাসাস, আমি ঠিক বলি নি?'

'এর চেয়ে বেঠিক বলা বোধহয় আপনার পক্ষে সম্ভবই হত না,' হেলেনা হাসতে হাসতে বলল।

গ্রাকাস খোঁচাটা মেনে নিল, এমনকি সিসেরোকেও সহ্য করল যখন সেই তরুণ বলল, 'গ্রাকাস, আমার বরাবরই মনে হয়েছে প্রচারে আপনার মত বিচক্ষণ যে কেউ দায়ে পড়েই এরকম বিশ্বাস করবে।'

'কিছুটা বটে,' গ্রাকাস মেনে নিয়ে বলে, 'রোম মহান যেহেতু রোম টিকে আছে। স্পার্টাকাস নগণ্য যেহেতু শাস্তির ওই স্মারকগুলো ছাড়া স্পার্টাকাসের অস্তিত্বই নেই। এই দিকটা বিবেচনা করে দেখার মত। ক্রাসাস, আপনি কি আমার সঙ্গে একমত নন?'

সেনাপতি মহাশয় মাথা নেড়ে সায় দিলেন। 'তা সত্ত্বেও,' সিসেরো বলল, 'পাঁচ পাঁচটা যুদ্ধে স্পার্টাকাস জয়ী হয়েছে। আর এই যুদ্ধগুলো তো সেরকম নয় যাতে সে অভিযাত্রী বাহিনীকে শুধু হটিয়ে দিয়েছে—তেমনো নয় যাতে তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। আমি বলতে চাই, পাঁচ পাঁচবার খাস রোমান বাহিনীকে সে এমনভাবে ধ্বংস করেছে যে পৃথিবী থেকে তাদের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ধ্বংস করে তাদেরই অস্ত্রশস্ত্র সে আত্মসাৎ করেছে। ক্রাসাস বলতে চাইছিলেন স্পার্টাকাস রণকৌশল সম্পর্কে তত বিচক্ষণ ছিল না। আসলে সে ছিল ভাগ্যবান—কিংবা হতভাগ্য, যেমনভাবে আপনারা দেখবেন,—কারণ বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে সে নিজের সহযোগী হিসাবে পেয়েছিল। তারা ছিল অপরাজেয় কারণ পরাজয়বরণের বিলাসিতা তাদের পোষাত না। ক্রাসাস, আপনি এই কথা বলতে চাইছিলেন না?'

'কিছুটা,' সেনাপতি সায় দিয়ে বলল। জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসল। 'জুলিয়া, আমার বক্তব্য একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি, তা তোমার আরো ভালো লাগবে। কিছুটা যুদ্ধ, কিছুটা রাজনীতি, ভেরিনিয়া সম্পর্কেও কিছুটা থাকবে। জানো তো, ভেরিনিয়া স্পার্টাকাসের রমণী।'

'জানি,' মৃদুকণ্ঠে জুলিয়া উত্তর দিল। সে গ্রাকাসের দিকে চাইল, সে-চাহনিতে ছিল স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতা। 'আমি জানি', গ্রাকাস আপনমনে ভাবল। 'আমি জানি, জুলিয়া। আমাদের দুজনের অবস্থাই কিছুটা করুণ, কিছুটা উপহাস্য, একমাত্র পার্থক্য এই, আমি পুরুষ, আর তুমি নারী। তুমি নিজেকে জাঁকালো করে তুলতে পারো নি। কিন্তু মূলতঃ আমরা দুজনেই এক, আমাদের জীবন ভরে রয়েছে সেই একই বিয়োগান্ত শূন্যতা। আমরা দুজনেই বিদেহীকে ভালোবাসি কারণ কোনোদিনই আমরা জানলাম না মানুষকে কী করে ভালবাসতে হয় কিংবা মানুষ কী করে ভালোবাসে।'

'আমার বরাবরই ধারণা,' ক্লডিয়া একটু অপ্রত্যাশিত ভাবে বলল, 'ওই মেয়েটা কারো মনের কল্পনা।'

'কেন বলতো?'

'ওরকম মেয়ে হয় না,' ক্লডিয়া মুখের ওপর বলে দিল।

'না। হয়ত তাই। কী সত্যি, কী মিথ্যা, বলা কঠিন। আমি নিজে যোগ দিয়েছি এমন একটা যুদ্ধের বিবরণী পড়ছিলাম, কিন্তু যা পড়লাম তার সঙ্গে সত্যি যা ঘটেছিল তার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই নেই। এই রকমই হয়। ভেরিনিয়ার সত্যতা সম্পর্কে আমি জোর করে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আমার তা বিশ্বাস করার যথেষ্টই কারণ আছে। হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস ভেরিনিয়া সত্য।'

তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। হেলেনা তাকে নিরীক্ষণ করে সহসা বুঝতে পারল, ক্রাসাস কী সুন্দর। অলিন্দে উপবিষ্ট ক্রাসাসের সুন্দর বলিষ্ঠ মুখখানায় সকালের আলো এসে পড়েছে; হেলেনার মনে পড়ে যায় সুদূর অতীতের রোম প্রজাতন্ত্রের প্রথম যুগের কথা। কিন্তু কোনো এক কারণে এই চিন্তাটা হেলেনার কাছে সুখকর লাগে না। সে আড়চোখে তার ভাইয়ের দিকে তাকায়। কেইয়াসের ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টি সেনাপতির উপর নিবদ্ধ। আর কেউ তা লক্ষ্য করল না। ক্রাসাস সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে; তার

মৃদু কণ্ঠ ও বলার আন্তরিক ভঙ্গি সবার মন টেনে রেখেছে, এমন কি সিসেরোও তাকে নতুন চোখে দেখছে। এবং গ্রাকাসের নজরে আগেই যা ধরা পড়েছিল, সে আবার তা লক্ষ্য করল, ক্রাসাসের এমন একটা গুণ আছে যার দ্বারা নিজে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে অপরকে সে উত্তেজিত করতে পারে।

'আমার বলার আগে সাধারণভাবে একটা ভূমিকা করে নিই,' ক্রাসাস বলতে আরম্ভ করল। 'আপনারা জানেন, আমি যখন সেনাপতির ভার নিলাম তার আগে বেশ কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চলছিল। অসার্থক প্রয়াসে হাত দিতে এমনিতেই দ্বিধা হয় তার ওপর যুদ্ধ যখন গোলামদের বিরুদ্ধে, জয় হলেও তেমন কিছু গৌরব নেই এবং পরাজয় হলে অকথ্য লজ্জা। সিসেরো ঠিকই বলেছেন। স্পার্টাকাসের হাতে আমাদের পাঁচটা বাহিনী বিধ্বস্ত হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' গ্রাকাসের দিকে চেয়ে সে মাথা নাড়ল। 'আপনার প্রচার-কৌশলটা লোভনীয়, কিন্তু আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, অবস্থার যথাযথ পর্যবেক্ষণ আমার কর্তব্য ছিল?'

'তা তো বটেই।'

'বন্যাস্রোতের মত অজস্র গোলাম আমার নজরে পড়েনি। সত্যি কথা বলতে কি, এমন একবারো হয়নি যখন সংখ্যায় আমরা অধিক ছিলাম না। প্রথমেও তাই শেষেও তাই। সবার ধারণা, স্পার্টাকাসের অধীনে কমপক্ষে তিন লক্ষ লোক ছিল। তাই যদি থাকত, তাহলে আজ ইতালির সবচেয়ে রমণীয় পল্লিনিবাসে বসে এই মধুর প্রভাত যাপনের সুযোগ আমরা পেতাম না। স্পার্টাকাস রোম তো নিতই, পৃথিবীও দখল করত। অপরে এ-কথায় সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু স্পার্টাকাসের সঙ্গে আমি অজস্রবার লড়েছি, আমার সন্দেহ নেই। আমি তাকে জানি। আসলে কথা হচ্ছে, ইতালির গোলামরা সমগ্রভাবে তার সঙ্গে যোগ দেয়নি। তারা যদি তেমন ধাতুতে গড়া হত, আপনারা কি মনে করেন, আমরা এরকমভাবে এই বাগিচায় বসে থাকতে পারতাম, যেখানে সংখ্যায় তারা আমাদের একশ' গুণ বেশী? অবশ্য অনেকেই তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কিন্তু কখনই তার অধীনে পঁয়তাল্লিশ হাজারের বেশী লোক থাকেনি। এই সংখ্যাও পৌঁছয় যখন তার প্রতাপ সর্বাধিক। তার অশ্বারোহী সেনা ছিল না; হানিবলের যেমন ছিল। তা সত্ত্বেও সে রোমকে এমন কাবু করেছিল যা হানিবলের সাধ্যের অতীত, আর এ-রোম এত শক্তিশালী যে হানিবলের মত শত্রুকে নির্মূল করতে একটা অভিযানই এর পক্ষে যথেষ্ট। তা নয়, আসলে স্পার্টাকাসের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কেবলমাত্র তারাই, যারা শ্রেষ্ঠ, যারা বেপরোয়া, যারা দুর্ধর্ষ।

'এই তথ্যটুকু আমাকে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। রোম আমাকে লজ্জা দিয়েছিল যখন দেখলাম এই গোলামদের ভয়ে ও বিভীষিকায় সারা রোম তটস্থ হয়ে রয়েছে। প্রকৃত অবস্থাটা জানার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হলাম। ঠিক কিসের সঙ্গে লড়াই করছি, আমার শত্রু কী ধরণের, তাদের সৈন্য-সামন্তই বা কী রকম, এসব আমি জানতে চাইলাম। জানতে চাইলাম, দুনিয়ায় যারা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে সুবিদিত, যারা জার্মান স্পেনীয় ইহুদী—সবার সঙ্গে যুদ্ধ করে সবাইকে পরাস্ত করেছে, কেন তারা এই গোলামদের দেখামাত্র ঢাল তলোয়ার ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায়। তখন আমি সিসেলপাইন গল'এ শিবির স্থাপনা করেছি,

ভালো করে না ভেবে স্পার্টাকাস এই শিবির আক্রমণ করবে না, জানতাম। সেখান থেকেই আমি অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করলাম। গুণ বলতে আমার তেমন কিছু নেই, কিন্তু যে-ক'টি আছে তার মধ্যে একটি, পুরোপুরি জেনে কাজ করা। অন্তত শ'খানেক লোকের সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করতে হয় এবং প্রায় হাজারখানেক নথিপত্র পড়তে হয়। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে একজন ছিল, তার নাম বাটিয়েটাস, একটা ল্যানিস্ট্যা। তা ছাড়া স্পার্টাকাসের সঙ্গে লড়েছে এমন অজস্র সৈনিক ও সেনাবিভাগের কর্মচারীও ছিল যে-কাহিনীটা আমি বলছি তা তাদেরই একজনের কাছ থেকে শোনা। এটা সত্য বলেই বিশ্বাস করি।'

এণ্টোনিয়াস কেইয়াস মন্তব্য করল, 'কাহিনীটা যদি ভূমিকার মত দীর্ঘ হয়, আহারপর্বটা তাহলে এখানেই সেরে নেওয়া যাক।' পরিচারকেরা এরই মধ্যে মিশরীয় তরমুজ, আঙুর ও তার সঙ্গে সকালবেলাকার হালকা সুরা আনতে আরম্ভ করেছে। বারান্দাটা বেশ ঠাণ্ডা ও সুখপ্রদ, যারা আজ বেরিয়ে পড়বে ঠিক করেছে, তাদেরও তাই ওঠবার তাড়া নেই।

'দীর্ঘতর। তবে ধনবানের ইচ্ছাকে গ্রাহ্য করাই—'

'থামবেন না, বলে যান,' গ্রাকাস তাড়া দিয়ে বলল।

'আমারও তাই ইচ্ছা। জুলিয়ার উদ্দেশেই এই কাহিনী। জুলিয়া, তোমার যদি অনুমতি হয় তো বলি।'

জুলিয়া মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। গ্রাকাস ভাবে, 'লোকটার অন্তর্দৃষ্টি আছে, এ-সন্দেহ কেউ করে না। তবে ওর মতলবটা কী?'

'স্পার্টাকাস যখন দ্বিতীয়বার রোমান বাহিনীকে ধ্বংস করে, এ-কাহিনী সেই সময়কার। প্রথমবার তো নগরকোহর্টদের ব্যাপার, আমার বিশ্বাস বন্ধুবর গ্রাকাসের সে-কথা ভালভাবেই স্মরণ আছে—অবশ্য আমাদের সবারই আছে,' ক্রাসাস বলল, বলার ধরণটা ব্যঙ্গাত্মক। 'ওদের পর, সেনেট স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে পাঠায় পাবলিয়াসকে। একটা পুরো অভিযাত্রী বাহিনী, যতদূর মনে হয়, বাহিনীটা বেশ বড় দরের। সেটা ছিল তৃতীয় বাহিনী, তাই নয় গ্রাকাস?'

'পুরোপুরি জানবার স্পৃহা আপনারই গুণ, আমার নয়।'

'আমার বিশ্বাস, আমি ঠিকই বলেছি। তাছাড়া যতদূর মনে পড়ছে, অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে নগররক্ষী কিছু অশ্বারোহী সেনাও গিয়েছিল—সবশুদ্ধ প্রায় সাত হাজার লোক।' জুলিয়াকে সম্বোধন করে বলল, 'জুলিয়া, দয়া করে একটা কথা মনে রেখো, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপার এমন কিছু রহস্যজনক নয়। টাকা রোজগার করতে বা এক টুকরো কাপড় বুনতে যতটুকু মেধার দরকার হয়, ভাল একটা সেনাপতি হতে তাও লাগে না। লড়াই যাদের পেশা তারা বড় একটা চালাক হয় না। এর কারণ অবশ্য সহজবোধ্য। স্পার্টাকাস বেশ চালাক ছিল। যুদ্ধ চালনার কয়েকটা সহজ নিয়ম সে বুঝত, তেমনি রোমান সেনাবাহিনীর কোথায় শক্তি কোথায় দুর্বলতা, তারো হদিশ সে জানত। সে ছাড়া খুব কম লোকই তা জেনেছে। হানিবল জেনেছিল। আর যারা, তারা সংখ্যায় নগণ্য। আমার বলতে দ্বিধা হচ্ছে, আমাদের শ্রদ্ধেয় সহযোদ্ধা 'পম্পে'ও তা জানেন না।'

'আমাদের কি উচ্চস্তরের এইসব গোপন তথ্য শুনতে হবে,' সিসেরো প্রশ্ন করল।

'এসব তথ্য উচ্চস্তরেরও নয়, তেমন কিছু গোপনও নয়। জুলিয়াকে বোঝানোর জন্যে আমি সেগুলো আরেকবার বলছি, মনে হয় এগুলো পুরুষবুদ্ধির অনধিগম্য। প্রথম নিয়ম হচ্ছে, জীবনরক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজন না হলে সেনাবাহিনীকে কখনো খণ্ডিত কোরো না। দ্বিতীয় নিয়ম, যুদ্ধ করার যদি উদ্দেশ্য থাকে, আক্রমণ করো, আর তা যদি না করো যুদ্ধ পরিহার করো। তৃতীয় নিয়ম, যুদ্ধের স্থান ও কাল নিজেরা স্থির করবে, শত্রুকে তা স্থির করার সুযোগ দেবে না। চতুর্থ নিয়ম, যেমন করে পারো পরিবেষ্টিত হওয়া রোধ করো। শেষ নিয়ম হচ্ছে, শত্রুর দুর্বলতম জায়গায় আঘাত করে তাদের ধ্বংস করো।'

সিসেরো মন্তব্য করল, 'যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কের যে-কোনো প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকে এ-ধরনের 'অ আ ক খ' পাওয়া যেতে পারে। এতে কোনো গভীর চিন্তার প্রমাণ পাওয়া গেল না, অবশ্য আমার একথা বলায় যদি ধৃষ্টতা না হয়। এ তো নিতান্তই সহজ।'

'হয়ত তাই। তবে একটা কথা আপনাকে নিশ্চিতভাবে জানাতে পারি। অত সহজ কোনো কিছুই অগভীর নয়, জানবেন।'

'বাকিটা এবার জানাবেন কি,' গ্রাকাস বলল, 'রোমান সামরিক শক্তির জোরই বা কোথায়, দুর্বলতাই বা কোথায়?'

'এও ওই রকমই সহজ, এবং আমি ঠিক জানি, সিসেরোর মত ভিন্নরকম হবেই।'

'আমি বিশ্ববিখ্যাত এক সেনানায়কের চরণাশ্রিত শিক্ষার্থী মাত্র', সিসেরো হালকাভাবে বলল।

ক্রাসাস মাথা নেড়ে বলল, 'সত্যি কিন্তু তা নয়। দুটো বিষয়ে অধ্যবসায় ও প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন ব্যতিরেকে সব মানুষেরই ব্যুৎপত্তি ঘটতে পারে, সবারই তাই ধারণা। বই লেখা আর সৈন্য পরিচালনা করা। কথাগুলো খুব যুক্তিহীন নয়, যেহেতু এই দুই বিষয়েই বিপুল সংখ্যক নির্বোধকে দেখেই তা বোঝা যায়। অবশ্য আমিও এদের মধ্যে একজন।' এইটুকু বলে সে সবার মুখ বন্ধ করে দিল।

'কথার মত কথা হয়েছে,' হেলেনা বলল।

মাথা নত করে ক্রাসাস হেলেনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল। নারীজাতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল কিন্তু তাদের বিষয়ে কৌতূহল ছিল না; অন্তত হেলেনার অভিমত তাই। ক্রাসাস বলে চলল, 'আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তিই বলুন আর দুর্বলতাই বলুন, একটি মাত্র কথায় তা বোঝানো যায়—নিয়মানুবর্তিতা। সারা পৃথিবীতে আমাদের সেনাবাহিনী সবচেয়ে নিয়মনিষ্ঠ—সম্ভবত একমাত্র নিয়মনিষ্ঠ সেনাবাহিনী। একটা ভাল অভিযাত্রীবাহিনী তার অন্তর্ভুক্ত সৈনিকদের দিনে পাঁচ ঘন্টা এবং সপ্তাহে সাতদিন কুচকাওয়াজ করায়। কুচকাওয়াজ যুদ্ধের কতকগুলো সম্ভাব্য অবস্থার জন্যে তৈরি করে দেয়, কিন্তু সব অবস্থার জন্যে পারে না। নিয়মনিষ্ঠাটা কিছু পরিমাণে যান্ত্রিক। যখন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নিয়মনিষ্ঠার তখনই হয় অগ্নিপরীক্ষা। তা ছাড়া আমাদের সেনাবাহিনী আক্রমণ-বিশারদ; আক্রমণেই তার যা কিছু পটুতা, তাই তার অস্ত্রশস্ত্রও পুরোপুরি আক্রমণাত্মক। এই জন্যেই কোথাও রাত্রি অতিবাহিত করতে হলে আমাদের সেনাবাহিনীকে দুর্গপ্রাকার বেষ্টিত শিবির রচনা করতে হয়। তাই আমাদের সেনাবাহিনীকে আক্রমণের একমাত্র সুযোগ রাত্রিকাল। রোমান সামরিক কৌশলের প্রথম ধাপ যুদ্ধক্ষেত্র নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী নির্ধারিত করা।

কিন্তু স্পার্টাকাস কদাচিৎ আমাদের সে-বিলাসিতার সুযোগ দিয়েছে। এবং এই অতীব সহজ নীতিগুলো পাবলিয়াস তৃতীয় বাহিনীর দক্ষিণাভিযানের সময় অমান্য করেছিল। অমান্য করার কারণ সহজবোধ্য। কারণ স্পার্টাকাসের প্রতি তার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য।'

এন্টোনিয়াস কেইয়াসের দুটি কন্যা এই সময় বারান্দায় এসে আর সবার সঙ্গে যোগ দিল। হাসির বন্যা ছুটিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে তারা দৌড়িয়ে এসে জুলিয়ার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্রাসাসের শেষ কথা ক'টি তাদের কানে গেল।

'তুমি স্পার্টাকাসকে চেন?' জ্যেষ্ঠাটি জিজ্ঞাসা করল। 'তাকে দেখেছ?'

'না সোনা, আমি তাকে দেখিনি,' মৃদু হেসে ক্রাসাস উত্তর দিল। 'তবে তাকে আমি ভক্তি করি।'

গ্রাকাস গম্ভীরভাবে একটা আপেল ছাড়াতে ছাড়াতে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ক্রাসাসকে লক্ষ্য করতে লাগল। ক্রাসাসকে সে পছন্দ করে না। সে ভেবে দেখল, এমন কোনো সামরিক ব্যক্তিকে তার মনে পড়ে না যার প্রতি তার বিন্দুমাত্র প্রীতি বা অনুরাগ আছে। আপেলের সম্পূর্ণ খোসাটা সে তুলে ধরল। তাই দেখে মেয়েদুটি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। তারা সেটা লাফিয়ে ধরতে যেতেই গ্রাকাস হাতটা সরিয়ে নিয়ে তাদের বলল মনে মনে একটা কিছু ইচ্ছা করতে। 'এইবার খোসাটা দিয়ে তোমাদের ইচ্ছাটাকে মুড়ে রাখো। জানো তো, আপেলের মধ্যে সব জ্ঞান ঠাসা থাকে?'

'সময় সময় কীটও থাকে,' জুলিয়া মন্তব্য করে। 'ক্রাসাস, কথা ছিল আমরা ভেরিনিয়ার কাহিনী শুনব।'

'তার সঙ্গে সাক্ষাতের আর দেরি নেই। তার জন্যে শুধু একটু ভূমিকা রচনা করছি। তখনো পর্যন্ত স্পার্টাকাস ভিসুভিয়াস অঞ্চলেই অবস্থান করছে। পাবলিয়াস নির্বোধের মত তার সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে খণ্ডিত করে এই দুর্গম অঞ্চলে স্পার্টাকাসকে সন্ধান করতে থাকে। প্রত্যেক ভাগে সৈন্যসংখ্যা ছিল দু'হাজারের বেশী। পৃথক পৃথক তিনটি লড়াইয়ে স্পার্টাকাস তার সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। প্রতিবারই ছিল তার এক কৌশল। সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে, সৈন্যরা যেখানে প্রয়োজনমত সন্নিবিষ্ট হতে অপারগ, সেখানে সে তাদের আক্রমণ করে ধ্বংস করে। একটিমাত্র ক্ষেত্রে একটা পুরো কোহর্ট অশ্বারোহী এবং একটা পদাতিক কোহর্টের শ্রেষ্ঠাংশ কোনোক্রমে দলছাড়া হয়ে বেরিয়ে যায়, পদাতিকেরা ঘোড়ার লেজ ধরে ঝুলতে থাকে এবং ঘোড়াগুলো দিশেহারা হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। গোলামদের লড়াইয়ের পদ্ধতি জানা থাকলে বুঝতে পারবে, এই ধরণের সামান্য ঘটনায় তারা নিজেদের বিচলিত হতে দেয় না। হাতের কাছে যা থাকে তাতেই তারা সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে। এক্ষেত্রেও তাই হল। এদিকে অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলিয়ে আট ন'শ সৈনিক বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলল এবং শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল গোলামদের নারী ও শিশুরা যে-শিবিরে অবস্থান করছিল সেখানে। যদিও শিবির বললাম—আসলে সেটা ছোটখাটো একটা গ্রাম। তার চারদিকে পরিখা, মাটির তৈরি প্রাকার, তার ওপর কাঠের থামের বেষ্টনী। আমার মনে হয় আমাদের অনেক সৈনিক দলত্যাগ করে স্পার্টাকাসের সঙ্গে ভিড়েছিল, সেই কারণেই এই নির্মাণপদ্ধতি আমাদের শিবিরের মত। ভেতরের কুঁটিরগুলো পর্যন্ত পথের দুধারে সুবিন্যস্ত। এখন হয়েছে

কি, এই শিবিরের প্রধান ফটকটা খোলা ছিল, তার বাইরে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছিল এবং কয়েকজন নারী তাই লক্ষ্য করছিল। আপনাদের নিশ্চয় বোঝাতে হবে না, সৈন্যরা পরাস্ত হয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সংযমের কোনো বালাই নেই। আর আমিও তো এখানে বিচার করতে বসিনি, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে গোলামদের যারা হত্যা করে তারা ন্যায় করে না, অন্যায় করে। তবে কদর্যকে ঘৃণা করার যুক্তির অভাব নেই এবং সৈন্যরা ঘৃণায় ফেটে পড়েছিল। তারা ওখানে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অশ্বারোহীরা শিশুদের এমনভাবে বর্শাবিদ্ধ করল যেন তারা খরগোসের বাচ্চা। প্রথম ধাক্কায় তারা কয়েকজন নারীকেও হত্যা করল, কিন্তু আর সবাই তাদের লড়াই করে হটিয়ে দিল। তারপর গ্রামের সব মেয়েরা ছোরা বর্শা তলোয়ার হাতে তোরণদ্বারে বেরিয়ে এল। আমার জানা নেই সৈনিকদের মনে কী ছিল—ঘৃণা ও প্রতিহিংসা ছাড়া আরো কিছু ছিল কিনা। আমার ধারণা, তারা কয়েকজন নারীকে হত্যা করে বাকি সবাইকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল। আপনাদের হয়ত মনে আছে সেই সময় গোলামদের সম্পর্কে সারা দেশের মনোভাব কী রকম তিক্ত হয়ে ওঠে। স্পার্টাকাসের বিদ্রোহের আগে, কেউ যদি তার বাঁদীকে হত্যা করত, সে মাথা উঁচু করে রাস্তায় বার হতে পারত না। কাজটা কমবেশী গর্হিত বলেই বিবেচিত হত। আর যদি প্রমাণ হত হত্যাকারী বিনা কারণে হত্যা করেছে, তার দণ্ড হত মোটা জরিমানা। বছর তিনেক হল এই আইনের রদবদল হয়েছে, তাই নয় গ্রাকাস ?'

'হ্যাঁ, তাই,' গ্রাকাস অনিচ্ছায় উত্তর দিল। 'কিন্তু যে-কাহিনীটা বলছিলেন, তাই বলুন। তা ভেরিনিয়া সম্পর্কে।'

'ও,' মনে হল মুহূর্তের জন্যে ক্রাসাস তার বক্তব্যের সূত্র হারিয়ে ফেলেছে। জুলিয়ার দৃষ্টি তাকে অতিক্রম করে দূর প্রান্তরে নিমগ্ন। হঠাৎ তার সন্তানদের সে বলল, 'এবার উঠে পড়ো। যাও—খেলতে যাও।'

'আপনি কি বলতে চান মেয়েরা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ?' ক্লডিয়া জানতে চাইল।

'আমার বক্তব্য তাই,' ক্রাসাস মাথা নেড়ে বলল। 'ফটকের সামনে ভীষণ যুদ্ধ হল। হ্যাঁ, মেয়েরাই সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। সৈন্যরাও উন্মাদের মত লড়াই করল, তারা ভুলে গেল মেয়েদের সঙ্গে লড়ছে। শুনেছি, প্রায় একঘন্টা যুদ্ধ চলেছিল। শোনা যায়, মেয়েদের নেতৃত্ব করেছিল সুবর্ণকেশা এক দুর্ধর্ষ রমণী যাকে মনে করা হয় ভেরিনিয়া। সে ছিল সর্বত্র। তার পরনের পোশাকআশাক ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে নাকি বর্শা হাতে লড়াই করছিল উলঙ্গ অবস্থায়। উগ্রচণ্ডার মত—'

'আমি এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না,' গ্রাকাস বাধা দিয়ে বলল।

'বিশ্বাস করতে না চাইলে, করবেন না,' ক্রাসাস সায় দিয়ে বলে। ক্রাসাস বুঝতে পারে তার কাহিনী একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। 'আমি শুধু জুলিয়াকে শোনাবার জন্যে বলছিলাম।'

'শুধু আমাকে কেন ?' জুলিয়া জানতে চায়।

ক্রাসাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হেলেনা বলে, 'দয়া করে গল্পটা শেষ করুন, সত্যি হোক, মিথ্যে হোক শেষ করুন। এর একটা শেষ আছে তো, না নেই ?'

'চিরাচরিত শেষ। সব যুদ্ধের মূলত একই শেষ। হয় তুমি জিতবে, না হয় হারবে।

আমরা এ-যুদ্ধে হেরেছিলাম। কিছু গোলাম ফিরে আসে। তাদের ও মেয়েদের কবল থেকে কয়েকজন মাত্র অশ্বারোহী পালাতে পেরেছিল। তারাই এই বিবরণ দেয়।'

'কিন্তু ভেরিনিয়া মারা পড়েনি?'

'যদি সে ভেরিনিয়া হয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই মরেনি। বারবার তার আবির্ভাব ঘটেছে।'

'সে কি এখনো বেঁচে আছে?' ক্লডিয়া জিজ্ঞাসা করল।

'সে কি এখনো বেঁচে আছে?' ক্রাসাস প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করল, 'তাতে কিছু এসে যায় না, যায় কি?'

এবার গ্রাকাস উঠে দাঁড়াল, তার টোগাটা নিজস্ব ভঙ্গিতে কাঁধের উপর ছুঁড়ে ফেলে চলে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই নিস্তব্ধ, তারপর সিসেরো জিজ্ঞাসা করল, 'বৃদ্ধকে কী এত অতিষ্ঠ করল?'

'ভগবান জানেন।'

'আপনি একথা বললেন কেন, ভেরিনিয়া এখন বেঁচে থাক না থাক তাকে কিছু এসে যায় না?' হেলেনা জানতে চাইল।

'যেহেতু সব চুকে গেছে, যায় নি কি?' ক্রাসাস সোজাসুজি বলল: 'স্পার্টাকাস মরে গেছে। আর ভেরিনিয়া একটা বাঁদী বই তো নয়। রোমের বাজারে এরকম বাঁদী অজস্র রয়েছে। ভেরিনিয়া ও তার মতো হাজারে হাজারে সেখানে ভিড় করছে।' হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর রাগে ভারী হয়ে উঠল।

এন্টোনিয়াস সবার কাছে অনুমতি নিয়ে গ্রাকাসের সন্ধানে উঠে গেল। সে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। উদ্বিগ্ন হয়েছিল এই ভেবে, রাজনীতি ক্ষেত্রে গ্রাকাস ও ক্রাসাসের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথচ প্রায় বিনা কারণে তারা পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না। এর আগে সে কখনো গ্রাকাসকে এরকম ব্যবহার করতে দেখেনি। সে অবাক হয়ে ভাবে, জুলিয়াকে নিয়ে নয়ত? না, তা নয়—অন্তত ওই নারীসঙ্গরহিত মেদবহুল বৃদ্ধ গ্রাকাসের পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। গ্রাকাস অনেক কিছুই, কিন্তু যৌনব্যাপারে এন্টোনিয়াস কেইয়াস তাকে নপুংসক ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু ক্রাসাস? সে রোমের যে-কোনো নারীকে ইচ্ছা করলেই পেতে পারে, তা সে বাঁদীই হোক, ভদ্রঘরের মেয়েই হোক, সে-ই বা কেন এই দীনদুঃখী জুলিয়া সম্পর্কে এত ব্যাকুল হবে? ঈশ্বর সাক্ষী, ওদের দুজনের মধ্যে যে কেউ জুলিয়াকে চাইলে, জুলিয়াকে সে স্বচ্ছন্দে পেতে পারে, সেই সঙ্গে তার থাকা-খাওয়াও মিলে যাবে। এন্টোনিয়াস আর কিছুতেই এত সুখী হবে না।

গ্রাকাসকে সে পেল লতাবিতানে। চিন্তামগ্ন হয়ে সে বসেছিল। বৃদ্ধ বন্ধুর কাছে সে এগিয়ে গিয়ে ধীরে গা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'কী খবর, শরীর ঠিক আছে তো?'

গ্রাকাস শান্তকণ্ঠে বলল, 'এমন একদিন আসবে যখন এই দুনিয়াটা আমার ও ক্রাসাসের পক্ষে অত্যন্ত ছোট ঠেকবে।'

ষষ্ঠ খণ্ড

ভিলা সালারিয়ার সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কতকাংশের কাপুয়া যাত্রার বিবরণী, সেই মনোরমা নগরীর কিছু বর্ণনা এবং যাত্রীদল শেষ গ্লাডিয়েটারকে কীভাবে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখল তার বৃত্তান্ত।

,,,

একই দিনে বিদায় নিয়ে সিসেরো ও গ্রাকাস রোমের পথে যাত্রা করল। ক্রাসাস ও তরুণ কেইয়াসের দলবল এন্টোনিয়াসের বিশেষ অনুরোধে আরো একদিন ভিলা সালারিয়ায় রয়ে গেল। স্থির হল তারা পরের দিন ভোরে যাত্রা করবে যাতে সারা দিনটা পথে কাটাতে পারে। ক্রাসাস আগেই কেইয়াসের কাছে প্রস্তাব করেছিল তারা একত্রে যাবে। হেলেনা ও ক্লডিয়া খুশীই হল, বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতির সহযাত্রী হওয়ার প্রস্তাবে খুশী হওয়াই স্বাভাবিক।

সূর্যোদয়ের পর বাগিচা ছেড়ে তারা যাত্রা করল। চারটে শিবিকা, তার সঙ্গে অসংখ্য অনুচর ও ভারবাহকেরা যখন রাস্তা দিয়ে চলেছে, মনে হল যেন একটা শোভাযাত্রা। আপ্পিয়ান মহাপথে পৌঁছবার পর দশজন অভিযাত্রিকের এক রক্ষীদল ক্রাসাসের অনুগমন করল। দাসবিদ্রোহের সূত্রপাত যে-কাপুয়ায় সেইখানেই তার পরিসমাপ্তি ঘটা করে উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছে। সেই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েই ক্রাসাস কাপুয়ায় চলেছে। স্পার্টাকাস পরাস্ত ও নিহত হবার পর বন্দীদের মধ্যে থেকে একশজন গ্লাডিয়েটারকে বাছাই করা হয়, বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদেরই মল্লক্রীড়া চলেছে। এই মল্লক্রীড়াকে বলা হয় 'মুনেরা সিনে মিসিওনে' বা শতঘ্নক্রীড়া, এর বৈশিষ্ট্য—মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে সংখ্যা ক্রমশ কমে কমে শেষ পর্যন্ত একজনে অবশিষ্ট থাকে। একজোড়ের লড়াইয়ে যে টিকে থাকে আরেকজনের সঙ্গে তাকে লড়তে হয়। মৃত্যুর তাণ্ডব যেন থামতে চায় না।

'আমার মনে হয় আপনার তা দেখতে ভালো লাগবে,' কেইয়াস বলল।

চারটি শিবিকা পাশাপাশি চলেছিল, তার ফলে পথে যেতে যেতে তাদের কথাবার্তা কইতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। অপরদিক থেকে পথযাত্রী যারা আসছিল রক্ষীদল তাদের পথের ধারে সরিয়ে দিচ্ছিল, পথিকেরাও শোভাযাত্রার দৈর্ঘ্য ও জাঁকজমক দেখে মেনে নিচ্ছিল যে পথচলার প্রাথমিক অধিকার এদের থাকাই সঙ্গত।

কেইয়াস ও ক্রাসাস ছিল পাশাপাশি, ক্লডিয়া ক্রাসাসের ওপাশে এবং হেলেনা তার ভাইয়ের এপাশে। বয়সের জন্যেও বটে এবং এদের প্রতি বিশেষ ধরনের একটা সম্প্রীতি থাকার জন্যেও ক্রাসাস এদের দেখাশোনার ভার নিয়েছে। তার অনুচরেরা সুপটু এবং বন্ধু আপ্যায়নে ক্রাসাসের ক্লান্তি নেই। মহাপথ ধরে শিবিকাগুলি যখন চলেছে ক্রাসাস

সঙ্গীদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুধাবন করে কখনো পাঠিয়ে দিচ্ছে জুডিয়ার হিমশীতল সুগন্ধি সুরা কিংবা মিশরের রসাল আঙুর, কখনো তাদের তৃপ্তির জন্যে আতরসিঞ্চনে বাতাস আমোদিত করছে। সমাজে তার নিজস্ব শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের এই আপ্যায়ন, তাদের ঐহিক সুখসুবিধার প্রতি এই সজাগ দৃষ্টি কেবল ক্রাসাসের বিশেষত্ব নয়, অন্যান্য ধনকুবেরদেরও এই রীতি। ক্রাসাস এখন তাদের সঙ্গী, অভিভাবক ও পথচালক। কেইয়াসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, 'না, কেইয়াস, তোমার হয়ত অবাক লাগছে, কিন্তু সত্যি ইদানীং আমার খেলা দেখতে ইচ্ছেই করে না। কৃচিৎ কদাচিৎ দেখি। যদি খুব ভালো জোড় হয় আর খেলাও অসাধারণ হবার সম্ভাবনা থাকে! কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা আমার ভালো লাগার মতো নয়। কিন্তু তোমরা দেখতে চাও, আমায় আগে যদি জানাতে—'

'তুচ্ছ ব্যাপার, তাই বলিনি।'

'কিন্তু খেলার শেষে একজন তো টিকে থাকে,' ক্লডিয়া বলল।

'নাও থাকতে পারে, শেষ জোড়ের দুজনেই মারাত্মকভাবে জখম হতে পারে। তবে থাকার সম্ভাবনাই বেশী, থাকলে তাকে ফটকের সামনে স্মারক হিসাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। জানো বোধহয় কাপুয়ায় সাতটা ফটক আছে। শাস্তির স্মারকগুলো যখন পোঁতা হয়, সাতটি ফটকের সামনে সাতটি ক্রুশ দিয়ে শুরু করা হয়। আপ্পিয়ান ফটকের সামনে যে-লাশটা ঝুলছে, খেলার শেষে যে টিকে থাকবে সে তার জায়গা দখল করবে। কখনো কাপুয়ায় গেছ?' ক্লডিয়াকে সে প্রশ্ন করে।

'না, যাইনি।'

'তা হলে খুব ভালো লাগবে। অত্যন্ত সুন্দর শহর, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সারা দুনিয়ায় এর জোড়া নেই। মেঘমুক্ত দিনে নগরপ্রাচীরের উপর দাঁড়ালে উপসাগরের মনোরম দৃশ্য, আর দূরে ভিসুভিয়াসের ধবলচূড়া চোখ জুড়িয়ে দেয়। এই দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা চলে এমন কিছু আমার জানা নেই। সেখানে আমার ছোটখাটো একটা বাড়ি আছে, তোমরা সবাই যদি আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, আমি অত্যন্ত খুশী হব।'

কেইয়াস বুঝিয়ে বলে তার সম্পর্কে এক পিতামহ, নাম ফ্লাভিয়ান, তাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে, তাই এখন পূর্বসিদ্ধান্তের পরিবর্তন সঙ্গত হবে না।

'যাই হোক, আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে। প্রথম কয়েকদিন নানা ঝঞ্ঝাটে থাকতে হবে। সরকারি অভ্যর্থনা বক্তৃতা ভাষণ ইত্যাদির পর্ব চুকে গেলে আমরা কয়েকঘন্টা উপসাগরে প্রমোদতরীতে কাটাতে পারি,—আহা এমন আনন্দ আর কিছুতে নেই—একদিন বনবিহারেও যাওয়া যেতে পারে, আর আতরের কারখানায় একটা বিকেল তো কাটাতেই হবে! কাপুয়া ও আতর নির্যাস অভিন্ন। সেখানে একটা কারখানায় আমার কিছু অংশ আছে এবং নির্যাস প্রকরণ আমার জানাও আছে কিছুটা!' বদান্যতা দেখিয়ে ক্রাসাস তাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কোন আতর তোমাদের মনোমত? তোমাদের তা উপহার দিতে পারলে ধন্য বোধ করব।'

'আপনার অশেষ দয়া,' হেলেনা বলল।

'তাহলে বলেই ফেলি, এই দয়া দেখাতে আমার প্রায় কিছুই খরচ লাগে না, উপরন্তু পাই আমি ঢের বেশী। মোটকথা, কাপুয়াকে আমি ভালোবাসি এবং তার জন্যে সর্বদা

গর্ব বোধ করি। শহরটা বহু প্রাচীন। জানো বোধহয় পুরাণে আছে ইট্রাসকান'রা হাজার বছর আগে ইতালির এই অংশে বারোটি নগর প্রতিষ্ঠা করে—সেই নগরগুলিকে বলা হত স্বর্ণহারের দ্বাদশ রত্ন। তাদের একটির নাম ছিল 'ভোলটুরনুম', অনুমান করা হয় কাপুয়াই সেই নগর। অবশ্য এটা নিছক পুরাণের কথা। সাড়ে তিনশ' বছর আগে স্যামনাইটরা ইট্রাসকানদের কাছ থেকে শহরটা দখল করে এবং তার অধিকাংশই নতুন করে নির্মাণ করে। তাদের কাছ থেকে যখন আমাদের অধিকারে এল, আমরা নতুন প্রাচীর তুললাম এবং সর্বত্র নতুন নতুন রাস্তা পত্তন করলাম। এখন এই শহর রোমের চেয়ে অনেক মনোরম।'

এইভাবে তারা আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে চলল। এতক্ষণে শাস্তির স্মারকগুলো তাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে, সেগুলো তারা আর নজরই করছে না। কেবল হাওয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে যখন গলিত শবের দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, আতর সিঞ্চনে বাতাস সুরভিত করা হচ্ছে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় ক্রুশগুলোর দিকে তারা দৃষ্টিপাতই করে না। সাধারণ যানবাহনের চলাফেরা ছাড়া রাস্তায় কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। দু'রাত তারা পল্লীনিবাসে যাপন করে এবং একরাত এক পান্থশালায়। এইভাবে তারা নির্বিঘ্নে কাপুয়ায় এসে পৌঁছয়।

২

যশগৌরব ও সম্পদের চূড়ায় অধিষ্ঠিত কাপুয়া, দাসবিদ্রোহের রাহুমুক্ত কাপুয়া, উৎসবের আনন্দে মুখর। শুভ্র নগরপ্রাকার থেকে দ্বাদশশত ধ্বজপট আকাশে উড়ছে। বিখ্যাত সপ্তদ্বার উন্মুক্ত ও অবারিত, কারণ দেশে এখন পরিপূর্ণ শান্তি ; এবং উদ্বেগের আর কোনো হেতু নেই। এদের আগমনবার্তা আগেই পৌঁছিয়ে গিয়েছে এবং নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে তাদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন। তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরবাদকদল তুরী ভেরী করতাল সহ একশ' দশ প্রকারের বাদ্যনির্ঘোষে তাদের সম্বর্ধনা জানাল এবং রজত-বর্ম পরিহিত নগর কোহর্ট আপ্পিয়ান তোরণপথে তাদের সঙ্গে উত্তরণ করল। মহিলাদের কাছে এই ঘটা খুবই রোমাঞ্চকর মনে হল, এমনকি কেইয়াসও বাহ্যত যতই নির্বিকার ভাব দেখাক না কেন, ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত না হয়ে পারল না যখন তার সম্মানিত সঙ্গীর উদ্দেশে বিচিত্র ও অসাধারণ অভ্যর্থনার কিছু অংশ তাদেরও ওপর বর্ষিত হল। নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পরই তারা ক্রাসাসের সঙ্গ ত্যাগ করে তাদের আত্মীয়ের বাড়ির দিকে রওনা হল ; কিন্তু কয়েকঘন্টা যেতে না যেতেই সেনাপতির কাছ থেকে এল এক আমন্ত্রণ—কেইয়াস, তার ভগ্নী, বন্ধু ও পরিবারস্থ সকলে ওই দিন সন্ধ্যায় সরকারি ভোজসভায় যেন ক্রাসাসের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এত বড় সেনাপতির মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে বলে কেইয়াস রীতিমত গর্ব বোধ করে। আর ক্রাসাসও, ভোজসভার সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর লৌকিকতার মধ্যেও তাদের নানাভাবে আপ্যায়িত করে। সেনাপতির প্রতি সবিশেষ সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ যে-পঞ্চান্ন দফা আহার্য পরিবেশিত হয়েছিল, কেইয়াস,

হেলেনা ও ক্লডিয়া তার মধ্যে মাত্র সামান্য কয়টির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। প্রাচীন ইট্রাসকান ঐতিহ্যের ধারানুযায়ী বৈদেশিক প্রক্রিয়ায় কীটপতঙ্গ রন্ধনে কাপুয়ার খ্যাতি সুবিদিত ; কিন্তু কেইয়াস কিছুতেই পতঙ্গাহারে তেমন উৎসাহ পেল না, এমনকি মধুনিষিক্ত করে অথবা কুট্টিত চিঙ্গটসহ উপাদেয় পিষ্টকরূপেও না। সান্ধ্যসভার অন্যতম আকর্ষণ, নতুন একটি নৃত্য, ক্রাসাসের সম্মানার্থে তা বিশেষভাবে পরিকল্পিত। নৃত্যের বিষয়বস্তু হল অক্ষতযোনি রোমান কুমারীদের রক্তপিশাচ গোলামেরা ধর্ষণ করছে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই অনুষ্ঠান ঘন্টাখানেক ধরে চলল। অবশেষে গোলামেরা নিহত হবার পর বিরাট প্রকোষ্ঠ থেকে তুষারপাতের মত শ্বেতপুষ্প বর্ষিত হল।

হেলেনা লক্ষ্য করে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার সাথে সাথে ভোজসভায় উপস্থিত শতশত অতিথিদের মত্ততা যত বাড়তে থাকে, ক্রাসাস ততই মদ্যপানে বিরত হচ্ছে, এমনকি কাপুয়ার নামকরা শ্বেতসুরা, যা তার বিশ্ববিশ্রুত আতরের মত পরিশ্রুত, তাও সে স্পর্শমাত্র করে না। লালসা ও সংযমের অদ্ভুত সমন্বয় সে। হেলেনার সঙ্গে এখন ক্রাসাসের ঘন ঘন দৃষ্টিবিনিময় হচ্ছে। ক্রাসাসের দৃষ্টিতেও রয়েছে এই দুইভাবের সমন্বয়। অপরপক্ষে কেইয়াসের ও ক্লডিয়ার তখন বেশ মত্তাবস্থা।

ভোজসভা যখন সাঙ্গ হল তখন রাত অনেক, কিন্তু হেলেনার মাথায় তখন অদ্ভুত এক খেয়াল চাপল,—যেখানে দাসবিদ্রোহ শুরু হয়েছে লেন্টুলাস বাটিয়েটাসের সেই আখড়াটা তাকে দেখতে হবে ; ক্রাসাসকে সে জিজ্ঞাসা করে, তাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে সবকিছু সে দেখাতে ও বোঝাতে পারবে কি না। রাতটা স্নিগ্ধ ও সুন্দর, মলয়ের মন্দমধুর বীজন নগরীর চতুর্দিক থেকে বয়ে আনছে বসন্তের পুষ্পসৌরভ। পূর্ণিমা-চাঁদ আকাশে সদ্য উদিত হচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে তাদের পথ চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না।

তারা ফোরামের বহির্মণ্ডপে দাঁড়িয়েছিল, সেনানায়কের চারপাশে তখনো ভীড় জমে রয়েছে। হেলেনার পরিবারের লোকজন থেকে হেলেনা ও ক্লডিয়াকে কী কৌশলে যে আলাদা করা যায় সেও একটা প্রশ্ন। হেলেনা কিন্তু কেইয়াসকে তাদের রক্ষক হবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। এখন সে এমন মত্ত যে একটুতেই রাজী হয়ে গেল ; টলতে টলতে সে দাঁড়িয়ে ওঠে এবং ভক্তিগদ্‌গদ চোখে ক্রাসাসের দিকে তাকায়। সেনাপতি মহাশয় আনুষ্ঠানিক লৌকিকতাগুলো সংক্ষেপে সেরে নেন। কিছু পরে দেখা গেল শিবিকারূঢ় হয়ে তারা আপ্পিয়ান তোরণাভিমুখে চলেছে। দ্বাররক্ষীরা সেনানায়ককে অভিবাদন করল, সেনানায়ক তাদের সঙ্গে একটু রসিকতা করে কিছু রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করল। তাদের কাছে সে পথের নির্দেশও জানতে চাইল।

'তাহলে আপনি কখনো সেখানে যাননি।' হেলেনা জিজ্ঞাসা করে।

'না, জায়গাটা আমি চোখে দেখিনি।'

'কী আশ্চর্য,' হেলেনা মন্তব্য করে। 'আমি আপনি হলে জায়গাটা অন্তত দেখতে চাইতাম, বিশেষ করে যখন এই জায়গাটা কেন্দ্র করে আপনার জীবনের সঙ্গে স্পার্টাকাসের জীবন এমনভাবে জড়িয়ে গেছে।'

'আমার জীবনের সঙ্গে স্পার্টাকাসের মৃত্যু,' ক্রাসাস অবিচলিতভাবে বলে। নৃপতির

'জায়গাটায় এখন আর তেমন কিছু নেই,' প্রধানদ্বারী তাদের বলল। 'এককালে এটা

বুড়ো ল্যানিস্টার বিরাট সম্পত্তি ছিল। সে তো এর দৌলতেই কোটিপতি হতে পারত। কিন্তু দাঙ্গা বাধার পরই তার কপাল ভাঙল। তারপরে নিজের গোলামের হাতে সে খুন হতে জায়গাটা নিয়ে মামলা বাধল। তখন থেকে মামলা মোকদ্দমা লেগেই আছে। আর যে-কটা বড় বড় আখড়া ছিল সব শহরের ভেতরে চলে এসেছে। দুটো তো বস্তীবাড়িতে গিয়ে উঠেছে।'

ক্লডিয়া হাই তোলে। কেইয়াস শিবিকার মধ্যে ঘুমে অচেতন।

'এই বিদ্রোহের ওপর ফ্লাকিয়াস মোনাইয়া এক ইতিহাস লিখেছেন', প্রধানদ্বারী সানন্দে বলে চলে, 'তাতে তিনি বলেছেন বাটিয়েটাসের আখড়াটা ছিল শহরের মাঝখানে। যারা বেড়াতে আসে আমরা তাদের সেখানেই নিয়ে যাই। একজন ঐতিহাসিকের কথার কাছে আমার কথার কী দাম! কিন্তু বিশ্বাস করুন, বাটিয়েটাসের আখড়া কাছেই, খুঁজে বের করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। ছোট নদীটার পাশ দিয়ে ওই যে-সরু পথটা গেছে, ওই পথটা ধরে চলে যান। চাঁদের আলোয় তো দিন হয়ে গেছে। এরেনাটা ঠিক নজরে পড়বে। বসবার কাঠের মঞ্চটা বাইরে থেকেই দেখতে পাবেন।'

তারা যখন কথা কইছে কোদাল ও শাবল হাতে একদল গোলাম তোরণপথে এগিয়ে এল। তাদের সঙ্গে একটা মই ও একটা ঝুড়ি। বিরাট ক্রুশটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা সেইখানে গেল। সমস্ত শাস্তির স্মারকগুলোর মধ্যে এইটেই ছিল প্রথম এবং এর তাৎপর্যও আর সবের চেয়ে বেশী। রোমগামী পথে যে ছয়হাজার ক্রুশ প্রোথিত করা হয়, এর থেকেই হয় তার সূত্রপাত। ক্রুশটার ওপর মইটা লাগাতেই এক ঝাঁক কাক রাগতভাবে ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল।

'ওরা করছে কী?' ক্লডিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল।

'একটা কুত্তাকে কেটে নামাচ্ছে যাতে ওর জায়গায় আরেকটা কুত্তাকে চাপানো যায়,' প্রধান দ্বারপাল লঘুভাবে বলল। 'মুনেরা' থেকে যে-ব্যাটা টিকে থাকবে, কাল সকাল হলেই যথোচিতভাবে তাকে সৎকার করতে হবে। তার সঙ্গে স্পার্টাকাসের দলের শেষ গোলাম মরবে।'

ক্লডিয়া শিউরে ওঠে। 'আপনাদের সঙ্গে আমি যাবো না ভাবছি,' সে ক্রাসাসকে বলল।

'বাড়ি যেতে চাও তো যেতে পারো। দুজন লোককে কি এই মহিলার সঙ্গে দিতে পারবে?' ক্রাসাস প্রধানদ্বারীকে জিজ্ঞাসা করল।

কেইয়াস কিন্তু নিশ্চিন্তে নাসিকা গর্জন করতে করতে ওদের সঙ্গেই চলল। হেলেনা হেঁটে যেতে চাইল, ক্রাসাস তাকে সঙ্গদান করতে শিবিকা থেকে নেমে এল। শিবিকাগুলো আগে আগে যেতে থাকে, আর জ্যোৎস্নালোকে তাদের অনুসরণ করে ধনকুবের সেনানায়ক ও তার তরুণী সঙ্গিনী। তারা যখন ক্রুশটা পার হয়ে যাচ্ছে গোলামগুলো সেখান থেকে হাত ধরাধরি করে একটা শব নামাচ্ছে। ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যে-লোকটা এখানে মরেছে এ তারই রোদেপোড়া পাখিতে ঠোকরানো গলিত অবশেষ। আর সবাই ক্রুশটার গোড়াটা খুঁড়ছিল এবং কাঠের খোঁটা পুঁতে ক্রুশটাকে সোজা ও শক্ত করে দাঁড় করাচ্ছিল।

'কোনো কিছুতেই তুমি উতলা হও না, তাই না?' ক্রাসাস হেলেনাকে জিজ্ঞাসা করে।

'এতে উতলা হবই বা কেন?'

ক্রাসাস ঘাড় নেড়ে বলে, 'এটা দোষের বলে আমি ও-কথা বলিনি। জানো, এই গুণটা আমি পছন্দ করি।'

'মেয়ের পক্ষে মেয়ে না হওয়া?'

ক্রাসাস তার জবাব না দিয়ে বলে, 'যে-জগতে আমি বাস করি তাকেই আমি স্বীকার করে নিই। তাছাড়া অন্য কোনো জগতের অস্তিত্ব আমার জানা নেই। তোমার আছে?'

হেলেনা কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে জানায়, না। দুজনে চলতে থাকে। আখড়াটা বেশি দূরে নয়। চারদিককার প্রাকৃতিক দৃশ্য দিনের বেলাতেই মনোরম, রাত্রে চাঁদের আলোয় তা রূপকথার রাজ্যে পরিণত হয়েছে। একটু পরেই তাদের নজরে পড়ে এরেনাটার প্রাচীরবেষ্টনী। ক্রাসাস শিবিকাবাহকদের বলে দিল, যতক্ষণ সে না ফেরে তারা শিবিকাগুলো নামিয়ে রেখে যেন তার পাশে অপেক্ষা করে। এই বলে সে হেলেনার সঙ্গে এগিয়ে গেল।

জায়গাটা ছোট, নির্জন শূন্যতায় তার বাইরের জাঁকটা প্রকট হয়ে উঠেছে। আখড়ার লৌহবেষ্টনী থেকে অধিকাংশ লোহাই চুরি গেছে। তক্তাগুলোয় এর মধ্যে পচ ধরতে শুরু করেছে এবং এরেনার প্রাচীরের অর্ধেকটা ধ্বসে পড়েছে। ক্রাসাস হেলেনাকে সঙ্গে নিয়ে বালুকাভূমিতে এসে দাঁড়াল, সেখান থেকে দৃষ্টি পড়ল বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট চাতালটা। এরেনাটা মনে হচ্ছে অত্যন্ত ছোট্ট ও জীর্ণ, কিন্তু বালুকণাগুলো চাঁদের আলোয় রূপার মত ঝকঝক্ করছে।

'আমার ভাইকে এখানকার কথা বলতে শুনেছি,' হেলেনা বলল। 'কিন্তু এত বাড়িয়ে বলেছে, দেখছি, সেই তুলনায় কিছুই নয়।'

শবাকীর্ণ রণাঙ্গন, রক্তাক্ত যুদ্ধ ও রক্ত-মন্থন-করা অন্তহীন অভিযানগুলোকে ক্রাসাস এই জীর্ণ ও ক্ষুদ্রায়তন আখড়াটার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াস করে কিন্তু পারে না। তার কাছে এটা নিরর্থক, তার মনে এটা কোনোই রেখাপাত করে না।

'আমি ওই চাতালটার যাবো,' হেলেনা বলল।

'যথা ইচ্ছা। কিন্তু সাবধানে। তক্তাগুলো পলকা হতে পারে।'

এককালে বাটিয়েটাসের গর্ব ও আনন্দের বস্তু সেই মঞ্চাসনটায় তারা গিয়ে উঠল। ডোরাকাটা চাঁদোয়াটা শতচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলছে এবং গদির জীর্ণাবশেষ থেকে ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। হেলেনা একটি কৌচে গিয়ে বসল, ক্রাসাস তার পাশেই আসন গ্রহণ করল। হেলেনা বলল, 'আমার সম্পর্কে আপনার মনে কোনো ভাব জাগে না?'

'আমার মনে হয় তুমি খুব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী তরুণী।'

'আর, মহামহিম সেনাপতিমশায়,' হেলেনা শান্তকণ্ঠে বলে, 'আমার মনে হয় আপনি একটা শুয়োর।' ক্রাসাস নত হয়ে তার কাছে যেতেই হেলেনা তার মুখের উপর থুতু ফেলে দিল। অস্পষ্ট আলোতেও হেলেনা দেখতে পেল রাগে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। এই হচ্ছে সেনানায়কের আসল রূপ ; এই যে-আবেগ চোখেমুখে ফুটে উঠছে, এ-আবেগ কখনো তার কথায় প্রকাশ পায়নি। ক্রাসাস হেলেনাকে সজোরে আঘাত করল, তার ফলে হেলেনা সামনের জীর্ণ বেষ্টনীটার উপর ছিটকে পড়ল এবং বেষ্টনীটা চিড় খেয়ে গেল। সেইখানে সে পড়ে রইল, তার শরীরের অর্ধেকটা বাইরের দিকে ঝুলছে, সেখান থেকে কুড়িফুট নিচে এরেনার অঙ্গন। সামলিয়ে নিয়ে হেলেনা আবার উঠে দাঁড়ায়,—সেনানায়ক

কিন্তু স্থির নিশ্চল। বুনো বেড়ালের মত হেলেনা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং উন্মাদের মত আঁচড়াতে কামড়াতে শুরু করল। ক্রাসাস তার হাতের কবজিদুটো জোরে চেপে ধরে নিজের থেকে দূরে তাকে সরিয়ে রাখে। ক্রাসাস এখন তাকে লক্ষ্য করে মৃদু মৃদু হাসছে, হাসতে হাসতেই বলল, 'প্রেয়সী, আদত জিনিস অন্যরকম, আমি তা জানি।'

হেলেনার ক্রোধোন্মত্ততা সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল, সে কাঁদতে আরম্ভ করল। আদুরে দুলালীর মত সে কাঁদতে থাকে, তারই মধ্যে ক্রাসাস প্রেম নিবেদন করে চলে। হেলেনা তাতে বাধাও দেয় না, আগ্রহও দেখায় না। আবেগ ও উত্তেজনাবিহীন সংগমের শেষে ক্রাসাস বলল, 'এই কি তুমি চাইছিলে?'

হেলেনা জবাব দেয় না। বেশবাস ঠিক করে মুখময় লিপ্ত ওষ্ঠরাগ এবং গালের উপর গড়িয়ে পড়া অঞ্জন মুছে ফেলল। শিবিকায় ফেরার পথে সে আগে আগে যেয়ে নীরবে নিজের শিবিকায় উঠে বসে। ক্রাসাস পায়ে হেঁটে চলেছে। শিবিকাবাহকেরা ছোট পথটা ধরে কাপুয়ার দিকে ফিরে চলল। কেইয়াস নিদ্রামগ্ন। এখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, চাঁদের আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। ধরণীর বুকে নতুন আলোর ছোঁওয়া লাগছে, শীঘ্রই এক পাণ্ডুর ছায়ায় দিবালোকের সঙ্গে চন্দ্রালোক মিশে যাবে। কী এক অজানা কারণে ক্রাসাসের অন্তর প্রাণশক্তিতে উদ্বেল হয়ে উঠল। তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল কদাচিৎ অনুভূত প্রাণ ও জীবনীশক্তির অপরিমেয় একটা প্রাচুর্যবোধ। তার মনে পড়ে যায় পুরাণের কথা—দেবতার অংশ নিয়ে মানবজাতির মধ্যে কয়েকজন ভাগ্যবান নারীগর্ভে জন্মলাভ করে—সে প্রায় বিশ্বাস করে এই পুরাকথা। মনে মনে ভাবে, সেও কি তাদের মধ্যে অন্যতম নয়? ভেবে দেখো, তার ভাগ্য কী সুপ্রসন্ন। কেন তবে সে সেই ভাগ্যবানদের একজন হতে পারবে না?

চলতে চলতে সে হেলেনার শিবিকার পার্শ্ববর্তী হল। হেলেনা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আদত জিনিস অন্যরকম, এ-কথা বলার আগে তুমি কী ভেবেছিলে? আমি কি আদত নই? কেন এমন ভয়ংকর কথা বললে?'

'কথাটা কি এতই ভয়ংকর?'

'নিজেই জানো কী ভয়ংকর কথা। আদত জিনিস কী?'

'এক নারী।'

'কোন নারী?'

ক্রাসাসের কপালে চিন্তারেখা ফুটে ওঠে, মাথা ঝাঁকি দিয়ে চিন্তা দূর করতে চায়। আত্মগৌরব বজায় রাখার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে, বেশ কিছুটা সফলও হয়। আপ্পিয়ান তোরণদ্বারে পৌঁছিয়ে হেলেনার শিবিকা ছেড়ে সে প্রধানদ্বারীর কাছে গেল। তখনো সে নিজেকে দেবতার বরপুত্র ভাবার চেষ্টা করছে। প্রধানদ্বারীকে প্রায় রুক্ষভাবেই বলল, 'এই মহিলাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে কিছু লোক দিয়ে দিন।'

প্রধানদ্বারী যথাআজ্ঞা ব্যবস্থা করল। একটা শুভেচ্ছা পর্যন্ত না জানিয়ে হেলেনাকে সে বিদায় দিল। তোরণের নিচে অন্ধকার ছায়ার আড়ালে ক্রাসাস চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রধানদ্বারী ও প্রহরারত অন্যান্য রক্ষীরা কৌতূহলভরে তাকে লক্ষ্য করে। ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে, 'এখন সময় কত?'

'শেষ প্রহর প্রায় শেষ হয়ে এল। আপনি কি ক্লান্ত বোধ করছেন?'

'না, না, ক্লান্তি কিসের,' ক্রাসাস বলল। 'আমি মোটেই ক্লান্ত নই।' তার কণ্ঠস্বর এতক্ষণে একটু নরম হয়েছে। 'অনেকদিন হল এইরকম রাত জেগে কাটাই নি।'

'রাতগুলো যেন কাটতে চায় না,' প্রধানদ্বারী বলে চলে। 'এখন থেকে আধঘন্টা পরে এ-জায়গার চেহারাই পালটে যাবে। কত ধাঁচের লোক আসতে থাকবে,—সবজীর ব্যাপারী, জেলে, গরু নিয়ে গয়লা, আরো কত। ফটকটায় ভিড় লেগেই থাকে। আজ সকালে আবার গ্লাডিয়েটারটাকে ওখানে ঝোলোনো হবে।' এই বলে সে ক্রুশটার দিকে ইঙ্গিত করল। ভোরের আবছা আলোয় ক্রুশটা ধূসর অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত দেখাচ্ছে।

'খুব কি ভীড় হবে?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে।

'প্রথম দিকটায় তেমন হবে না, তবে বেলা যত বাড়তে থাকবে ভীড়ও বাড়বে। একটা মানুষকে ক্রুশে লটকানো হচ্ছে, এ দেখার অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে, স্বীকার করতেই হবে। আজ দুপুর নাগাদ, এই ফটকটায় ও আশেপাশে পাঁচিলে তিলধারণের জায়গা থাকবে না। আপনি ভাবছেন হয়ত একবার দেখলেই তো যথেষ্ট; কিন্তু তা হয় না।'

'লোকটা কে?'

'তা তো আমি বলতে পারব না। শুধু জানি একটা গ্লাডিয়েটার। বোধ করি সেরা গোছের কেউ। হতভাগার জন্যে আমার প্রায় আফসোস হচ্ছে।'

'দ্বারপাল, দরদটা আপাতত তুলে রাখুন,' ক্রাসাস তাকে বলে।

'না, না, আমি তা ভেবে বলিনি। আমি বলতে চাইছিলাম, মুনেরা'র শেষ লোকটার জন্যে মনটা একটু খচখচ করে।'

'করবে, যদি অঙ্কশাস্ত্রের সম্ভাব্যতার ওপর আস্থা রাখেন। ওদের মুনেরা বহু আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। এবং আরম্ভ হয়েছে যখন শেষ একজন থাকবেই।'

'তা তো বটেই।'

শেষ প্রহরও অতিক্রান্ত হল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দণ্ড শুরু হল। চাঁদ মিলিয়ে গেছে, আকাশটা দেখাচ্ছে ঘোলাটে দুধের মত। ভোরের কুয়াশা সবকিছুর উপর পড়েছে আলগাভাবে, কেবল পড়েনি উত্তরগামী অন্তহীন মহাপথের কালো রেখাটার উপর। ক্রমস্বচ্ছ আকাশপটে ক্রুশটা তার উলঙ্গ দৈর্ঘ্যটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বদিগন্তের লাল আভা সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে। ক্রাসাস খুশীই হল সে রাতটা জেগে কাটাবে স্থির করেছিল বলে। তার এখনকার মনের অবস্থায় ভোরের তিক্তমধুর আস্বাদটা লোভনীয় এবং ভালোই লাগছে। প্রভাতের দুঃখ ও গৌরব সবসময় মিশে থাকে।

এইসময় বছর এগারো বয়সের একটা ছেলে একটি পাত্র হাতে এগিয়ে এল। প্রধানদ্বারী শুভেচ্ছা জানিয়ে তার কাছ থেকে পাত্রটি নিয়ে নিল।

'আমার ছেলে,' ক্রাসাসকে সে বুঝিয়ে বলে। 'রোজ সকালে ও আমার জন্যে গরম মদ নিয়ে আসে। আপনি কি ওকে একটু শুভেচ্ছা জানাবেন? ও তাতে ধন্য হয়ে যাবে। যখন বড় হবে, এটুকু ওর মনে থাকবে। ওর পারিবারিক নাম লিচটাস আর ওর নিজের নাম মারিয়াস। হুজুর, আমি জানি আপনার কাছে এই অনুগ্রহ চাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু যদি দয়া করেন আমি আর ও দুজনেই ধন্য হব।'

'জয় হোক মারিয়াস লিচটাস,' ক্রাসাস বলল।

'আমি আপনাকে জানি,' ছোট ছেলেটি বলল। 'আপনি তো সেনাপতি। কাল আপনাকে দেখেছি। কোথায় আপনার সেই সোনার সাজটা?'

'সেটা সোনার নয়, পেতলের। সেটা খুলে ফেলেছি, খুব অস্বস্তি লাগে কিনা।'

'আমি যখন ওরকম একটা পাবো, কখনো আমি তা খুলব না।'

ক্রাসাস ভাবল, 'এমনিভাবেই রোম বেঁচে আছে, রোমের গৌরব, তার ঐতিহ্য এইভাবেই চিরদিন অম্লান থাকবে।' এই দৃশ্য তাকে গভীরভাবে নাড়া দিল, কেন, তা সে জানে না। প্রধানদ্বারী তাকে পানপাত্রটা দিতে আসে।

'হুজুর, একটু পান করবেন?'

ক্রাসাস মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করে। এই সময় দূরে ঢক্কানিনাদ শোনা গেল। প্রধানদ্বারী ছেলেটির হাতে পানপাত্রটি দিয়ে চিৎকার করে নির্দেশ দিল রক্ষীদলকে প্রস্তুত হতে। ঢালগুলো পাশে দাঁড় করিয়ে, ভারী বর্শাগুলো সোজা উর্ধ্বমুখী করে উন্মুক্ত তোরণদ্বারের দুইপার্শ্বে রক্ষীদল দাঁড়িয়ে পড়ল। এইভাবে অস্ত্রশস্ত্র ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। ক্রাসাস এতে বিরক্ত হল, তার সন্দেহ হল সে ওখানে উপস্থিত না থাকলে অস্ত্র নিয়ে কুচকাওয়াজের এই কায়দা দেখানোর হয়ত দরকার হত না। ঢক্কাধ্বনি স্পষ্টতর হল। একটু পরেই তোরণ থেকে শহরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত প্রসারিত প্রশস্ত রাজপথটায় সামরিক বাদকদলের প্রথম সারিটা দেখা গেল। সূর্যের আলো এখন দীর্ঘতর হর্ম্যগুলির শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছে, প্রায় একই সময়ে কিছুলোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তারা সামরিক বাদ্য অনুসরণ করে তোরণের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রথম সারিতে ছ'টা ভেরী চারটে তূরী; তারপর ছ'জন সৈনিক; তাদের পিছনে গ্লাডিয়েটারটা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও হাতদুটো পিছনে বাঁধা; তারপর দ্বাদশ সৈনিকের আরো একটা দল। একটিমাত্র লোকের জন্যে পাহারার মাত্রা একটু অধিক, আর লোকটাকে দেখলেও মনে হয় না তেমন বিপজ্জনক কিংবা শক্তিমান। পরে, লোকটা আরো কাছে আসতে ক্রাসাস তার ধারণা বদলায়; বিপজ্জনক—নিশ্চয়ই তাই, এইরকম লোকেরাই বিপজ্জনক হয়। ওর মুখটা নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যায়। সাধারণ রোমানের মুখে যে-খোলাখুলি সরলভাব দেখা যায় ওর মুখে তা একেবারেই নেই। ওর মুখটা বাজপাখির মত, তীক্ষ্ণ খগনাসা, চোয়ালের উঁচু হাড়দুটোর উপর চামড়াটা টান টান হয়ে আছে, ঠোঁটদুটো পাতলা, চোখের মণিদুটো সবুজ, বেড়ালের চোখের মত ঘৃণায় ভরপুর। ওর মুখটাও ঘৃণায় ভরা, তবে তার প্রকাশ নেই, জানোয়ারদের যেমন থাকে না, মুখটা যেন মুখোশ। বিরাটকায় নয় তবে তার পেশীগুলো চামড়ার চাবুকের মত। সদ্য আঘাতের চিহ্ন তার সারা দেহে মাত্র দুটি, একটা বুকের উপরদিকে এবং একটা পাশে, কিন্তু কোনোটাই খুব গভীর নয়। ক্ষতগুলোর উপর চাপ হয়ে রক্ত জমে রয়েছে। তবু ক্ষতগুলোর নিচে এবং তার সারা অঙ্গে অসংখ্য কাটা দাগ, ক্ষতচিহ্ন দিয়ে যেন ছক কাটা হয়েছে। তার একটা হাতে একটা আঙুল নেই এবং একটা কান মাথার খুলি ঘেঁষে চেঁচে বেরিয়ে গেছে।

যে সামরিক কর্মচারীটি এই দলটি পরিচালনা করছিল সে ক্রাসাসকে দেখতে পেয়েই অস্ত্র উত্তোলন করে তার সেনাদলকে ইশারা করল থামতে, তারপর নিজে এগিয়ে এসে

সেনাপতিকে অভিবাদন করল। স্পষ্টতই এই ক্ষণটির গুরুত্ববোধে সে সচেতন।

'আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনি আপনাকে এখানে দেখতে পাবো, এতবড় সম্মান ও সুযোগ আমার হবে,' সে বলল।

'এও একটা শুভসংযোগ,' ক্রাসাস মাথা নাড়াতে নাড়তে বলে। সেও বুঝেছে দাসবাহিনীর শেষ সৈনিকের সঙ্গে নিজের এই সময়োচিত যোগাযোগটা উড়িয়ে দেবার নয়। 'ওকে কি এখনই ক্রুশে চাপাবেন?'

'আমাকে তো তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

'লোকটা কে? মানে ওই গ্লাডিয়েটারটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা এরেনার একটা পাকা হাত। ওর সর্বাঙ্গে দেখছি কাটাদাগ। কিন্তু জানেন কি, লোকটা কে?'

'আমরা সামান্যই জানি। লোকটা ওদের সেনাদলের একটা কর্মচারী, ওর অধীনে ছিল একটা কোহর্ট, সম্ভবতঃ আরো বেশী সৈন্য। ওকে দেখে মনে হয় ইহুদী। বাটিয়েটাসের কিছুসংখ্যক ইহুদী ছিল, সময় সময় তারা থ্রেশীয়ানদের থেকেও ভাল 'সিকা' খেলত। বাটিয়েটাস ডেভিড নামে এক ইহুদী সম্পর্কে সাক্ষী দিয়েছিল, স্পার্টাকাসের সঙ্গে সেও নাকি দাঙ্গার একজন নেতা ছিল। এ সেও হতে পারে, নাও হতে পারে। মুনেরায় যোগ দেবার জন্যে ওকে এখানে ধরে আনার পর থেকে ও একটা কথাও বলেনি। লোকটা আশ্চর্য ভালো লড়াই করেছে, আহা—অমন ছুরির কাজ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। লড়াই করেছে পাঁচটা জোড়ে, অথচ দেখুন সারা দেহে মাত্র দুটো ক্ষত। তিনটে জোড়ের লড়াই আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং এর চেয়ে ভালো ছুরি চালানো কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। লোকটা জানত শেষ পর্যন্ত তাকে ক্রুশে ঝুলতে হবে, অথচ এমনভাবে লড়াই করল যেন জিতলে সে মুক্তি পাবে। এ-ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'পারলেন না—সত্যি, জীবনটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার।'

'যা বলেছেন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

'ও যদি ইহুদী ডেভিড হয়,' ক্রাসাস চিন্তিতভাবে বলে, 'তাহলে বলতেই হবে বিধাতার এ এক অদ্ভুত বিচার। ওর সঙ্গে একবার কথা কইতে পারি?'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়। কিন্তু মনে হয় না ওর কাছ থেকে কিছু বের করতে পারবেন। লোকটা গোমড়ামুখো নির্বাক একটা জানোয়ার।'

'চেষ্টা করে দেখাই যাক না।'

এবারে তারা গেল গ্লাডিয়েটারটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ঘিরে ক্রমশ এখন ভিড় বাড়ছে। সৈনিকদের ভিড় ঠেলে রাখতে হচ্ছে। বেশ একটু ঘটা করে কর্মচারীটি ঘোষণা করল, 'গ্লাডিয়েটার, তুই যে-সম্মান পাচ্ছিস আর কারো বরাতে তো জোটেনি। ইনিই হচ্ছেন প্রধান সেনাপতি মারকাস লিসিনিয়াস ক্রাসাস, ইনি দয়া করে তোর সঙ্গে কথা কইবেন।'

নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে জনতা উল্লাস করে উঠল, কিন্তু গোলামটার উপর এ সবের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হল সে কানে বোধহয় শুনতে পায় না। স্থির নিশ্চল হয়ে সে সোজা সামনের দিকে চেয়ে থাকে। সবুজ মরকত মণির মত তার চোখদুটো শুধু জ্বলজ্বল করে, তার মুখে আর কোনো চিহ্ন বা স্পন্দন নেই।

'গ্লাডিয়েটার, আমি তোর চেনা,' ক্রাসাস বলে। 'আমার দিকে তাকা।'

উলঙ্গ গ্লাডিয়েটারটা তবুও নড়ে না। এবারে সামরিক কর্মচারীটি এগিয়ে আসে এবং খালি হাতে সজোরে তার মুখে চপেটাঘাত করে।

'শুয়োরের বাচ্চা, দেখছিস না কে তোর সঙ্গে কথা কইছেন?'

আবার সে আঘাত করল। গ্লাডিয়েটার আঘাত থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টামাত্রও করে না। ক্রাসাস বুঝতে পারে এই উপায়ে তার লাভ হবে সামান্যই।

'থাক, অনেক হয়েছে,' ক্রাসাস কর্মচারীটিকে বলল। 'ওকে একা থাকতে দিন, আপনাদের যা করার তাই করুন।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু ও কথাই কয়নি। হতে পারে, কথা কইতে পারে না। এমনকি নিজের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গেও ওকে কেউ কথা কইতে দেখেনি।'

'এ নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই,' ক্রাসাস বলে।

ক্রাসাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দলটা তোরণ পার হয়ে ক্রুশটার কাছে এসে দাঁড়াল। তোরণপথে এখন দলে দলে লোক যেতে আরম্ভ করেছে, তোরণের বাইরের রাস্তায় তারা ছড়িয়ে পড়ছে, কারণ সেখান থেকে অবাধে তারা সবকিছু দেখতে পারবে। ক্রাসাস ভীড়ের মধ্য দিয়ে ক্রুশটার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়, গোলামটা কী করে তাই দেখার কৌতূহল চেষ্টা সত্ত্বেও সে দমন করতে পারে না। লোকটার এই পাথরের মত নীরবতা স্পর্ধিত অহংকারের মতো; ক্রুশে আরোহণের সময় লোকটা কী করে, ক্রাসাস তাই ভাবতে থাকে। ক্রাসাস আজ পর্যন্ত এমন একজনকেও দেখে নি—তা সে যত শক্তই হোক—নীরবে যে ক্রুশে আরোহণ করেছে।

দাঁড়ানো অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ করতে সৈন্যরা সিদ্ধহস্ত। দক্ষতার সঙ্গে তারা তাড়াতাড়ি কাজে লেগে গেল। গোলামটা তখনো বাঁধা রয়েছে, তার হাতের তলা দিয়ে একটা দড়ি চালিয়ে দেওয়া হল। দড়িটার দুটো অংশ টেনে সমান করে নেওয়া হল। যে-মইটা গতরাত্রে গোলামগুলো ওখানে রেখে গিয়েছিল, সেটাকে দাঁড় করান হল ক্রুশটার পিছনদিকে। দড়িটার দুটো প্রান্ত ক্রুশটার দুইবাহুর উপর দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হল এবং প্রতিটি প্রান্ত এক একজন সৈনিক ভাল করে ধরল; তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গ্লাডিয়েটারটাকে ক্রুশটার মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানে তুলে ফেলল। এবার আরেকজন সৈনিক মইটায় উঠে গ্লাডিয়েটারটাকে উপরে তুলতে সাহায্য করে আর নিচের ওরা দড়ি ধরে টানতে থাকে। এবারে দুটো কাঠের সংযোগস্থলের ঠিক নিচেই গ্লাডিয়েটারটার ঘাড়টা এসে ঠেকেছে। মইয়ের উপরকার সৈনিকটি ক্রুশের একটা বাহুর উপর লাফিয়ে ওঠে। আরেকজন একটা হাতুড়ি ও কয়েকটা লম্বা লম্বা লোহার গজাল নিয়ে মই বেয়ে উঠে আসে এবং ক্রুশটার অন্য বাহুটায় পা ঝুলিয়ে বসে।

ইত্যবসরে ক্রাসাস কৌতূহলভরে গ্লাডিয়েটারটাকে লক্ষ্য করতে থাকে। ক্রুশের রুক্ষ কাঠের উপর দিয়ে যখন তাকে হিঁচড়ে তোলা হল, যদিও তখন তার উলঙ্গ দেহটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল, তার মুখের ভাবের কোনো বিকৃতিই দেখা যায়নি, যেমন দেখা যায়নি দড়িটা যখন তার বুকে কেটে বসেছিল তখন। প্রথম সৈনিকটা তার বুকের উপর এবং বগলের তলা দিয়ে একটা দড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ক্রুশের সংযোগস্থলের উপরে যখন বেঁধে দিচ্ছিল,

তখনো সে নির্জীব নিস্পন্দ ভাবে ঝুলছে। তারপর প্রথম দড়িটা টেনে মাটিতে নামিয়ে নেওয়া হল। তারপর যে-বন্ধনী দিয়ে তার হাতদুটো এক করে বাঁধা ছিল সেটাকে কেটে ফেলা হল এবং দুপাশ থেকে দুজন সৈনিক হাতদুটো টেনে তুলে দড়ি দিয়ে ক্রুশের দুই বাহুর সঙ্গে কবজি দুটো বেঁধে দিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয় সৈনিক হাতের মুঠিটা জোর করে খুলে তার উপর গজাল রেখে হাতুড়ির এক বাড়িতে সেটাকে কাঠের মধ্যে চালিয়ে দেয়, গ্লাডিয়েটারের মধ্যে যন্ত্রণার কোনো আভাসই দেখা দেয়নি। কিন্তু তখনো সে কথাও কয়নি, চিৎকারও করেনি, শুধু তার মুখটা যন্ত্রণায় কুঞ্চিত হল এবং শরীরটা ঘন ঘন মোচড় দিয়ে উঠল। আরো তিনটে ঘা দিতে গজালটা কাঠের ভিতর পাঁচ ইঞ্চি ঢুকে গেল, শেষ বাড়িতে গজালের মাথাটা বেঁকিয়ে দেওয়া হল যাতে হাতটা কোনোক্রমে বেরিয়ে না আসতে পারে। তারপর অন্য হাতটার উপরও চলল একই প্রক্রিয়া ; আরেকবার গ্লাডিয়েটার যন্ত্রণায় মুচড়িয়ে উঠল, গজালটা যখন মাংসপেশি ও তন্তুগুলো ভেদ করল, আরেকবার তার মুখ কুঞ্চিত হল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে একটু আওয়াজ বের হল না, যদিও চোখ দিয়ে জল গড়াল এবং হাঁ মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ল।

তার বুকটা যে-দড়িটায় বাঁধা ছিল সেটাও এখন কেটে ফেলা হল। এর ফলে সম্পূর্ণভাবে সে হাতের উপর ঝুলতে থাকে। গজালের উপর অত্যধিক ভার লাঘবের জন্য একমাত্র কবজির বন্ধনী দুটো ছাড়া আর কিছু রইল না। সৈনিকেরা মই থেকে নেমে এল, মইটাও সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া হল এবং জনতা—যার সংখ্যা এর মধ্যে কয়েক শতয় দাঁড়িয়েছে—সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করার কৃতিত্বের জন্যে বাহবা দিতে লাগল।.....

অতঃপর গ্লাডিয়েটার অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

'অমন হয়,' সামরিক কর্মচারীটি ক্রাসাসকে বুঝিয়ে বলে। 'হঠাৎ গজালের ঘা খেয়ে অমন হয়। কিন্তু আবার জ্ঞান ফিরে আসে, তারপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ বা ত্রিশ ঘন্টার আগে আবার অজ্ঞান হয় না ; একটা গল'কে জানি, চারদিন পর্যন্ত তার টনটনে জ্ঞান ছিল। তার গলার আওয়াজ চলে গিয়েছিল। আর্তনাদ করতে পারত না কিন্তু তবুও অজ্ঞান হয়নি। সেটার মত আর দেখিনি। কিন্তু সেও, হাতের মধ্যে গজাল চালানোর সময় চিৎকার করে উঠেছিল। উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে!' একটা জলের পাত্র খুলে ঢক্‌ঢক্ করে নিজে পান করল, তারপর ক্রাসাসের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'গোলাপজল—নেবেন?'

'ধন্যবাদ,' ক্রাসাস বলল। হঠাৎ তার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় এবং সে ক্লান্ত বোধ করে। পাত্রটার যতটুকু জল অবশিষ্ট ছিল সে নিঃশেষে পান করল। ভিড় তখনো বাড়ছে ; তাদের দিকে ইঙ্গিত করে ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে, 'ওরা কি সারাদিন থাকবে?'

'বেশীর ভাগই থাকবে ওর জ্ঞান ফিরে আসা পর্যন্ত। তখন ও কী করে তাই দেখতে ওদের আগ্রহ। জ্ঞান ফিরে এলে ওরা বেশ মজার কাণ্ড করে। অনেকেই মায়ের জন্যে কাঁদতে থাকে। গোলামদের সম্পর্কে নিশ্চয় এ-ধরণের ধারণা কেউ করে না, আপনিই বলুন?' ক্রাসাস কিছু না বলে ঘাড় নাড়ে। 'আমাকে ঐ রাস্তাটা পরিষ্কার করতে হবে,' কর্মচারীটা বলে চলে। 'লোকগুলো রাস্তা আটক করে রেখেছে। রাস্তার খানিকটা তো

ছেড়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু এদের সে-আক্কেলটুকুও নেই। এরা সবাই সমান। ভীড়ের কখনো যদি কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞান থাকে।' সে দুজন সৈনিককে পাঠাল রাস্তার খানিকটা সাফ করে দেবার জন্যে যাতে যানবাহন চলাচল অব্যাহত থাকে।

'জানি না, আমার উচিত হবে কিনা—' ক্রাসাসকে সে বলে। 'মানে, কিছু যদি মনে না করেন, একটা বিষয়ে একটু বিরক্ত করতে পারি কি? অবশ্য আমার কোনো স্বার্থ নেই তবু আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, একটু আগে আপনি যে বললেন, লোকটা যদি ইহুদী ডেভিড হয় তবে বিধাতার এ এক অদ্ভুত বিচার, তা কী ভেবে বলেছিলেন। ঠিক এই কথা ক'টা না হলেও, এই রকমের কিছু—'

'বলেছিলাম নাকি,' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে। 'কী ভেবে যে বলেছিলাম, কেনই যে বলেছিলাম, কিছুই আমার মনে নেই।' একটা পর্ব শেষ হল, অতীতের অনেকটাই এখন অতলে তলিয়ে যাবে। তা যাক, দাসবিদ্রোহ দমনের গৌরব সামান্যই। জয়গর্ব ও সম্মানের গৌরবমুকুট আর সবার প্রাপ্য; তার জন্য শুধু বরাদ্দ ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করার পৈশাচিক পরিতৃপ্তি। মৃত্যু, হত্যা ও নিপীড়ন—এ আর সে সইতে পারছে না। কিন্তু উপায় কি, এসব এড়িয়ে সে যাবেই বা কোথায়। দিনে দিনে তারা এমন একটা সমাজব্যবস্থা কায়েম করে চলেছে জীবন যেখানে মৃত্যুনির্ভর। মৃত্যুনির্ভরতা ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে। কী পরিমাণের দিক থেকে, কী নিপুণতার দিক থেকে, নরহত্যাকে এমন শিল্পপর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে যে, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মিলবে না,—কিন্তু কোথায় এর শেষ হবে, কবে, সেদিন কতদূরে? একটা ঘটনার কথা তার মনে পড়ে যায়। তখন সবে সে রোমের পরাস্ত ও ভগ্নোদ্যম সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার নিয়েছে। তিনটি সেনাদলের ভার সে ন্যস্ত করেছিল তার আবাল্য সুহৃদ ও সঙ্গী পিলিকো মামিয়াসের উপর। মামিয়াস এর আগে দুটো বড় বড় অভিযানে যোগদান করেছিল। তার উপর ক্রাসাসের নির্দেশ ছিল, স্পার্টাকাসকে বিভ্রান্ত করে, তার সেনাবাহিনীর কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করতে পারে কিনা তার চেষ্টা করা। মামিয়াস ভুল করল এবং স্পার্টাকাসের জালে আটকা পড়ল। ফলে, তার তিনটি সেনাদল হঠাৎ গোলামদের সামনে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত পালাল। রোমান সেনাবাহিনীর পক্ষে এত বড় লজ্জাকর ঘটনা আর ঘটেনি। তার মনে পড়ল মামিয়াসকে কী অকথ্য ভাষায় সে তিরস্কার করেছিল; তার মনে পড়ল কী বলে তাকে গালাগালি দিয়েছিল, মনে পড়ল কাপুরুষ বলে তাকে অভিযুক্ত করেছিল। মামিয়াসের মত লোককে এর চেয়ে বেশী কিছু করা যায় না। সেনাদল সম্পর্কে অবশ্য অন্য কথা। সপ্তম বাহিনীর পাঁচহাজার লোককে সারবন্দি করে দাঁড় করানো হল এবং প্রতি দশম ব্যক্তিকে বের করে এনে কাপুরুষতার অভিযোগে হত্যা করা হল। মামিয়াস পরে তাকে বলেছিল, 'এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে হত্যা করলে ছিল ভালো!'

এখন এত পরিষ্কার এত স্পষ্টভাবে তার সে-কথা মনে পড়ছে—কারণ এই মামিয়াস ও প্রাক্তন কনসাল মারকাস সেরভিয়াসই তার কাছে গোলাম-বিদ্বেষের উগ্রতম প্রতীক। গল্পটা আরেকবার তার মনে ভেসে উঠল। কিন্তু গোলামপক্ষের সব গল্পের মতই এর কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা, তা নির্ণয় করা যায় না। স্পার্টাকাসের প্রিয়সঙ্গী ক্রিকসাস নামে একটা গল'এর মৃত্যুর জন্যে মারকাস সেরভিয়াস কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল। ক্রিকসাসকে

বিচ্ছিন্ন করে ঘিরে ফেলা হয় এবং সেনাবাহিনীসমেত সে নিশ্চিহ্ন হয়। তাই, অনেক পরে যখন সেরভিয়াস ও মামিয়াস স্পার্টাকাস কর্তৃক বন্দী হল এবং গোলামদের আদালতে তাদের বিচার হল, শোনা যায় ডেভিড নামে একটা ইহুদী তাদের মৃত্যুপদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক করে। এও হতে পারে, ডেভিড নামে ইহুদীটা তাদের মৃত্যুপদ্ধতির বিপক্ষে বিতর্ক করে। ক্রাসাস নিশ্চিতভাবে জানে না। তারা গ্লাডিয়েটারদের মত জোড়ের লড়াইয়ে মারা যায়। রোম সেনাবাহিনীর এই দুই মধ্যবয়সী অধিনায়কদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছুরি দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর সাময়িকভাবে তৈরি একটা এরেনার মধ্যে খুনোখুনি করে মরার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই একটিবার মাত্র স্পার্টাকাস এই রকম কাণ্ড করেছিল। কিন্তু ক্রাসাস কখনো তা ভোলেনি এবং তাকে ক্ষমাও করেনি।

তবু ক্রুশের তলায় দাঁড়িয়ে সে এই কাহিনী সামরিক কর্মচারীটিকে বলতে পারে না, এ তাকে বলা যায় না। 'আমি কী ভেবে বলেছিলাম মনে নেই,' ক্রাসাস তাই বলল, 'যাই হোক তা এমন কিছু নয়।'

ক্রাসাস ক্লান্ত বোধ করছিল। ঠিক করল বাড়িতে ফিরে গিয়ে ঘুমোবে।

৩

আসল কথা হচ্ছে, শেষ গ্লাডিয়েটারকে ক্রুশবিদ্ধ করাতে সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর দিক থেকে যথাযথ বিচার হল কি হল না, ক্রাসাস তা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামায়নি। তার বিচারবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে; তার প্রতিহিংসাবৃত্তিও ভোঁতা হয়ে গেছে এবং মৃত্যুও তার কাছে নতুনত্ববর্জিত। রোম প্রজাতন্ত্রের আরো অনেক উন্নত পরিবারের ছেলেমেয়েদের মত শিশুকালে তারো মন অতীতের বীরত্বগাথায় ভরে ছিল। সে তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসেছে, 'রোমের মানুষ মানবজাতির মধ্যে শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, কার্যক্ষেত্রেও তাই।' বিশ্বাস করেছে, রোম-রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় অনুশাসন সর্ব মানুষের সেবায় নিয়োজিত এবং সব অনুশাসনই ন্যায়সঙ্গত। সে ঠিকমত বলতে পারবে না, ঠিক কোন ক্ষণ থেকে তার বিশ্বাসে ভাঁটা পড়েছে—যদিও কখনো তা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়নি। তার অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় যেন একটু মোহ রয়ে গেছে; তা সত্ত্বেও যে-মানুষটা এককালে কীরকম স্পষ্টভাষায় ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারত, আজ সে একেবারেই তা পারে না। দশবছর আগেকার কথা। সে নিজচোখে দেখেছে বিরুদ্ধপক্ষের নেতারা তার পিতা ও ভ্রাতাকে সুস্থমস্তিষ্কে হত্যা করল এবং ন্যায়দণ্ড ঘাতকদের উপর নেমে এল না। তার গোলমাল হয়ে গেল, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়। এই হতবুদ্ধিতা কমা তো দূরের কথা বেড়েই চলল। একমাত্র ক্ষমতা ও সম্পদের ভিত্তিতে এর একটা মানদণ্ড খাড়া করতে পেরেছে। যে কোনো দিক থেকে দেখা যাক, ন্যায়ের একমাত্র অর্থ ক্ষমতা ও সম্পদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। সংশ্লিষ্ট নৈতিক দিকটার গুরুত্বও ক্রমশ অন্তর্হিত হল। তাই যখন সে শেষ গ্লাডিয়েটারটাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখল, বিধাতার অমোঘ বিধান বলে সে খুব একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করল না। আসলে সে কিছুই বোধ করেনি। তার মনে কোনো সাড়াই জাগেনি।

তবু গ্লাডিয়েটারটার মনে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নগুলো তখনো টিকে ছিল—যন্ত্রণা আঘাত ও অবসাদসঞ্জাত অচৈতন্যের মধ্যে বিলীন হয়েছিল এই প্রশ্নগুলো। তারা জড়িয়ে ছিল স্মৃতির অসংখ্য সুতোর সঙ্গে। হয়ত সেগুলো উদ্ধার করা যেত ; মর্মান্তিক যন্ত্রণার অন্ধ-করা তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যে থেকেও সেগুলো আলাদা করা যেত। ক্রাসাস যে-ঘটনার উল্লেখ করল তার স্মৃতি স্পষ্ট ও সঠিকভাবে তার মনের কোণে কোনো এক স্থানে সংরক্ষিত ছিল।

ক্রাসাসের কাছে যেমন গ্লাডিয়েটারদের কাছে তেমনি, এটা ছিল ন্যায়-বিচারের প্রশ্ন। ক্রীতদাসদের যারা মর্মান্তিক ঘৃণা করে এসেছে এবং তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে যারা সামান্যই অবহিত ছিল, পরবর্তী কালে তারা যখন গোলামদের কার্যকলাপের ইতিহাস রচনা করল, সে-ইতিহাসে এই কথাই লেখা রইল, গোলামরা রোমান বন্দীদের গ্লাডিয়েটারদের মত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং তাদের পরস্পরকে বধ করতে বাধ্য ক'রে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি করে। অতএব ধরে নেওয়া হল—মনিবরা যেমন সর্বদাই ধরে নিয়েছে—যে, নিপীড়িত যারা তারা যদি ক্ষমতা হাতে পায়, তার প্রয়োগে তারা পীড়নকারীদেরই অনুসরণ করবে।

আর, ক্রুশবিদ্ধ ওই মানুষটার স্মৃতিতে যা ছিল, তা এই। গ্লাডিয়েটারি হত্যাকাণ্ড বলতে যা বোঝায় তা কখনই সংঘটিত হয়নি। একবার মাত্র হয়েছিল যখন স্পার্টাকাস ঘৃণা ও আক্রোশের বশে দুজন রোমান অভিজাতকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'আমরা যা করতাম তোমাদেরও তাই করতে হবে। যাও, ছুরি হাতে উলঙ্গ হয়ে বালির উপর দাঁড়িয়ে লড়োগে যাও। বুঝতে পারবে রোমের গৌরব রক্ষা করতে আর তার নাগরিকদের খুশী করতে আমরা কীভাবে মরেছি।'

ইহুদীটা তখন সেখানে বসে, নীরবে সে শুনছিল। রোমান দুজনকে নিয়ে যাবার পর স্পার্টাকাস তার দিকে ফিরে তাকাল, ইহুদীটা তখনো কিছু বলেনি। তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, প্রীতির একটা নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছিল। কাপুয়া থেকে গ্লাডিয়েটারদের ক্ষুদ্র দলটা পালিয়ে যাবার পর অনেক বছর কেটে গেছে, অনেক যুদ্ধ হয়ে গেছে, সেই প্রথম দলের অনেকেই আর নেই। ক'জন আছে গুণে দেখা হয়, যে-ক'জন অবশিষ্ট ছিল, তারা তখন প্রত্যেকেই বিপুল দাসবাহিনীর নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত, তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়।

স্পার্টাকাস ইহুদীটার দিকে তাকালো, তার কাছ থেকে জানতে চায়, 'আমি কি ভুল করেছি, না ঠিক করেছি।'

'ওদের কাছে যা ঠিক আমাদের কাছে তা কখনই ঠিক নয়।'

'ওরা খুনোখুনি ক'রে মরুক !'

'তোমার যদি তাই ইচ্ছে, তাই হোক। খুনোখুনি করেই মরুক। কিন্তু এতে আমাদেরই আঘাত লাগবে বেশী। এই ঘটনা পোকার মত আমাদের ভেতরে ভেতরে কুরতে থাকবে। তুমিও গ্লাডিয়েটার, আমিও গ্লাডিয়েটার। কতদিন আগে আমরা বলেছিলাম, পৃথিবীর বুক থেকে জোড়ের লড়াইয়ের স্মৃতি পর্যন্ত আমরা ধুয়ে মুছে দেব ?'

'তা আমরা দেব। কিন্তু এই দুটোকে লড়তেই হবে...'

স্মৃতি যা ছিল তা এই, ক্রুশবিদ্ধ একটা মানুষের মনের গহনে স্মৃতির একটা টুকরো।

ক্রাসাস তার চোখদুটো নিরীক্ষণ করেছে, ক্রাসাস তাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখেছে। একটা চক্রের পরিসমাপ্তি ঘটল। ক্রাসাস ঘুমোতে গেল, সারা রাত সে জেগেছে, তার ফলে স্বভাবতঃই সে ক্লান্ত। গ্লাডিয়েটারটা ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলতে থাকে।

৪

প্রায় ঘন্টাখানেক পরে গ্লাডিয়েটারের চেতনা আবার ফিরে আসে। যন্ত্রণা যেন একটা পথ, চৈতন্য সেই আর্তপথ বেয়ে নেমে নেমে আসছে। তার সমস্ত অনুভব ও অনুভূতিগুলোকে যদি ঢাকের চামড়ার মতো টান টান করে বেঁধে রাখা হয়, সেই ঢাকের ওপর এখন ঘা পড়ছে। অসহ্য এই ঢক্কানিনাদ, এক-একবার তার সংবিৎ ফিরে আসছে শুধু যন্ত্রণাবোধে জেগে ওঠার জন্যে। তার যন্ত্রণার জগতে অবিমিশ্র শুধুই যন্ত্রণা, যন্ত্রণাই সে-জগৎ। তার ছয় সহস্র সাথীদের মধ্যে সে-ই শেষ ব্যক্তি, তাঁরাও তারই মত যন্ত্রণা ভোগ করে গেছে ; কিন্তু তার নিজের যন্ত্রণা এত প্রকাণ্ড যে তাকে ভোগ করা বা অপরের সঙ্গে ভাগ করা চলে না। সে চোখ মেলল, কিন্তু তার চোখের সামনে যন্ত্রণার একটা লাল পর্দা তার ও পৃথিবীর মাঝখানে ব্যবধান রচনা করে রেখেছে। যন্ত্রণায় পাক খাওয়া সে যেন একটা কৃমিকীট, একটা শুঁয়াপোকা, গুটিপোকা, একটা শূককীট।

একসঙ্গে তার সংবিৎ ফিরে আসে না। আসে তরঙ্গের পর তরঙ্গে। শকটের মধ্যে রথটাই সে ভালোভাবে জানে। উৎক্ষেপিত টলটলায়মান একটা রথে চড়ে সে যেন চেতনার রাজ্যে ফিরে আসছে। সে এখন পার্বত্য প্রদেশের একটা কিশোর বালক, বড় বড় লোকেরা, দূরাগত গণ্যমান্য লোকেরা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সুসভ্য লোকেরা, কখনো সখনো তার সামনে দিয়ে রথে চেপে চলে যায়। একটিবার চাপবে বলে পাথুরে পার্বত্য পথ দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়য় আর অনুনয়ের সুরে বলে, 'বাবুগো, ও বাবু, একটিবার চাপতে দাও !' তাদের কেউ তার ভাষা বোঝে না ; কিন্তু কখনো কখনো তারা তাকে ও তার বন্ধুদের পিছনের পাদানিতে বসতে দেয়। বড় বড় লোকেরা কী ভালো ! কোনো কোনো সময়ে তারা তাকে ও তার বন্ধুদের মিষ্টি খেতে দেয়। একমাথা কালো কালো চুল, রোদে পোড়া বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে পাদানি ধরে ঝুলতে দেখে তারা হেসে লুটিয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ সময়ে তারা ঘোড়াগুলোকে জোরে চাবুক লাগায়, তারা ছুট দিতেই হঠাৎ ধাক্কায় বাচ্চাগুলো মাটির উপর ছিটকে পড়ে। কেউ জানে না পশ্চিমের বড় বড় লোকেরা কখন আসবে। তাদের মধ্যে ভালো খারাপ দুই-ই আছে, কিন্তু রথ থেকে পড়ে গেলে ভীষণ লাগে।

তারপরেই সে বুঝতে পারে সে গালিলীর পার্বত্য প্রদেশের একটা শিশু নয়, সে একজন পরিণত পুরুষ, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঝুলছে। তার এই বোধ খণ্ডিত, শরীরের কোনো কোনো অংশে সীমাবদ্ধ, কারণ তার অস্তিত্বের সামগ্রিক বোধ তার আর নেই। তার বোধ ফিরে এল তার হাত দুটোর মধ্যে, সেখানকার শিরা উপশিরাগুলো যেন উত্তপ্ত লোহার তার, উষ্ণ রক্তধারা হাতের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার কাঁধের উপরকার কুঞ্চিত পেশীপিণ্ডটার উপর। তার বোধ জাগল উদরে, সেখানে তার পাকস্থলী ও অন্ত্র অসম্ভব যন্ত্রণায় ও আকর্ষণে দলা বেঁধে যাচ্ছে।

যে-জনতা তাকে দেখছে তারা যেন ছোট ছোট তরঙ্গ, কিছু সত্য কিছু স্বপ্ন। তার দৃষ্টি আর পুরোপুরি স্বাভাবিক নেই। ঠিকমত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সে পারছে না, তার চোখের সামনের মানুষগুলো একে আরেকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বাঁকা কাঁচের মধ্যে প্রতিচ্ছবি যেমন মিলিয়ে যায়। জনতা এদিকে বুঝতে পারে গ্লাডিয়েটারের সংবিৎ ফিরে আসছে। আগ্রহভরে তারা তাকে লক্ষ্য করতে থাকে। এটা যদি শুধুমাত্র একটা ক্রুশে ঝোলানো পর্ব হত, তাহলে এর কোনোই অভিনবত্ব থাকত না। ক্রুশবিদ্ধ করা রোমের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। চারযুগ আগে রোম যখন কারথেজ অধিকার করে, বিজিতদের কাছে যে-শ্রেষ্ঠ সম্পদ দুটি তারা আত্মসাৎ করে, তার একটি বাগিচাপ্রথা, আরেকটি ক্রুশবিদ্ধ করার পদ্ধতি। ক্রুশে আবদ্ধ ঝুলন্ত মানুষের দৃশ্যটা রোমের কেমন ভাল লেগে গেল। এখন লোকে ভুলেই গেছে এর উৎপত্তি কারথেজে, এখন এ সভ্যতার একটা বিশ্বজাগতিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। যেখানেই রোমের মহাপথ গিয়েছে সেখানেই তা নিয়ে গিয়েছে এই ক্রুশ, এই বাগিচাপ্রথা, এই জোড়ের লড়াই, শৃঙ্খলিত মানুষের প্রতি এই অপরিমেয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং মানুষের রক্ত জল করে তাল তাল সোনা নিষ্কাশনের দুর্নিবার অভিযান।

কিন্তু শ্রেষ্ঠও চিরকাল শ্রেষ্ঠ থাকে না, সেরা মদও অধিক পানে নিরস হয়ে যায় এবং একের উন্মাদনা সহস্রের উন্মাদনায় হারিয়ে যায়। আরেকজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, কেবলমাত্র এইটুকুর জন্য এই জনতার সমাবেশ হত না ; এখানে তারা দেখছে এক বীরের মৃত্যু, দেখছে, সর্বকালের এক মহান গ্লাডিয়েটারকে, স্পার্টাকাসের এক সহচরকে, দেখছে শতঘ্ন পর্বোত্তীর্ণ এক শক্তিধর গ্লাডিযেটারকে। গ্লাডিয়েটারটার চরিত্রে সর্বদা একটা বৈপরীত্য থেকেই গেছে, একদিকে সে বধ্য গোলাম, অধমের অধম, লড়াই করার একটা পুতুল মাত্র—অন্যদিকে রক্তস্নাত যুদ্ধক্ষেত্রের সে মৃত্যুত্তীর্ণ বীর।

তাই তারা সবাই বেরিয়ে এসেছে গ্লাডিয়েটারের মৃত্যু দেখতে, কী ভাবে সে সর্বমানবের সেই চিরন্তন রহস্যকে অভ্যর্থনা জানায়, আরো দেখতে, তার হাতের মধ্য দিয়ে গজাল চালিয়ে দেবার সময় সে কী করে। লোকটা অদ্ভুত, আত্মগত স্তব্ধতায় সমাহিত। তারা দেখতে এসেছিল এই স্তব্ধতা ভাঙবে কিনা, গজাল প্রবিষ্ট করা সত্ত্বেও যখন ভাঙল না, তারা অপেক্ষা করে রইল যখন সে আবার চোখ মেলবে তখন তা ভাঙে কিনা দেখতে।

তা ভাঙল। যখন সে তাদের দিকে শেষবারের মত তাকাল, তাদের প্রতিচ্ছায়াগুলো তার চোখের সামনে আর ভাসল না, সে চিৎকার করে উঠল, যন্ত্রণামথিত এক মর্মান্তিক আর্তনাদ।

স্পষ্টতই তার কথা কেউ বুঝল না। ওই আর্তচিৎকারে কী সে বলল, তাই নিয়ে নানা জটলা হল। সে কথা বলবে কি বলবে না, তাই নিয়ে কেউ কেউ বাজি ধরেছিল ; রাগারাগি চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল সে যা বলল তা কোনো কথা, না, শুধু একটা গোঙানি, কিংবা কোনো বিদেশী ভাষায় বলা কথা, তাই নিয়ে। বাজির অর্থ কোথাও দেওয়া হল, কোথাও হল না। কেউ কেউ বলল, সে দেবতাদের ডেকেছে ; অপরেরা বলল, সে মায়ের জন্য কেঁদেছে।

আসলে, দুটোর একটাও সে করেনি। আসলে সে চিৎকার করে বলেছিল, 'স্পার্টাকাস, স্পার্টাকাস, কেন আমরা হেরে গেলাম ?'

স্পার্টাকাসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ইতিহাসের আবর্জনায় পরিণত হবার পর যে-ছ' হাজার গোলামকে বন্দি করা হয়েছিল, কোনো অলৌকিক উপায়ে তাদের মন ও মেধাগুলো খুলে ফেলে যদি মানচিত্রে পর্যবসিত করা যেত, যাতে করে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে নানা জটিল জাল ও গ্রন্থিপথে তাদের অতীতে পরিক্রমণ করা সম্ভব হত,—যদি ছ'হাজার মানবজীবনের মানচিত্র রেখাঙ্কিত করা যেত, হয়ত দেখা যেত অনেকেরই অতীত প্রায় একই রকম। সেই দিক থেকে তাদের অন্তিম যন্ত্রণাও খুব অন্যরকমের হয়নি। তারা সবাই ছিল এক যন্ত্রণার অংশীদার, একের যন্ত্রণা আরেকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। স্বর্গে ঈশ্বর বা দেবতারা কেউ যদি থাকত আর বৃষ্টিধারা যদি হত তাদের চোখের জল, তাহলে নিশ্চয় দিনের পর দিন, কতদিন ধরে সেই অশ্রুজলের বৃষ্টিধারা অঝোরে ঝরে যেত। কিন্তু তা ঝরল না, তার বদলে প্রখর খরায় তাদের দুঃখদীর্ণ জীবনের সব কান্না শুকিয়ে গেল, পাখীরা তাদের রক্তাক্ত দেহ থেকে মাংস খুবলিয়ে নিল, তারা মরে গেল।

এ মৃত্যুপথের শেষ পথিক ; আর সবার যোগফল। তার মনে সমগ্র একটা মানবজীবন সমাহৃত রয়েছে, কিন্তু এমন যন্ত্রণায় মানুষ চিন্তা করতে পারে না, স্মৃতি বিভীষিকার মত বুকে চেপে ধরে। যেমন যেমন তার স্মৃতিগুলো ভেসে উঠছে ঠিক তেমনি করে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, তা হবে কেবলমাত্র যন্ত্রণার প্রতিফলন। কিন্তু তার স্মৃতির সূত্রগুলো দিয়ে একটা কাহিনী গড়ে তোলা চলে এবং স্মৃতিগুলোকে সাজিয়ে একটা ছকে আনা যায়—এবং তা যদি যায়, সেই ছকটা আর সবার ছকের থেকে খুব বেশী আলাদা হবে না।

তার জীবনে ছিল চারটি যুগ। প্রথম যুগ ছিল না-জানার যুগ। দ্বিতীয়টা ছিল জানার, এযুগে সে ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল, ঘৃণাই ছিল তার জীবনের ধর্ম। তৃতীয়টা ছিল আশার যুগ, এযুগে ঘৃণা হল তিরোহিত, এ যুগে সে সন্ধান পেল বিরাট এক ভালবাসার ও আত্মীয়তার তার সহমর্মী মানুষদের জন্য। চতুর্থ যুগ হতাশার যুগ।

না-জানার যুগে সে ছোট ছেলে, তখন তাকে ঘিরে ছিল অনাবিল সুখ ও আনন্দ সূর্যালোক-ছটার মতো। ক্রুশবিদ্ধ তার আর্ত মন যখন আকুল হচ্ছিল একটু শীতল আশ্রয়ের জন্যে, যন্ত্রণার কবল থেকে ক্ষণিক নিষ্কৃতির জন্যে, শৈশবের স্মৃতিতে সে পেল আকাঙ্ক্ষিত সেই স্নিগ্ধ শীতল আশ্রয়। তার শৈশবের সবুজ পাহাড়গুলো সুন্দর ও শীতল। পাহাড়ী নদীগুলো পাথরের উপর দিয়ে নেচে চলে, চিক্‌মিক্ করে তার জল। পাহাড়ের পিঠে চরে বেড়ায় কালো কালো ছাগশিশু। পাহাড়ের গা কেটে চাতাল সযত্ন সেবায় লালিত। সেখানে যব ফলে মুক্তার দানার মতো, আঙুর ফলে পদ্মরাগমণির মতো। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সে খেলা করে বেড়ায়, ছোট ছোট নদীগুলো পার হয়ে যায়, গালিলীর প্রকাণ্ড সুন্দর হ্রদে সে সাঁতার কাটে। বনের পশুর মতো সে সুস্থ ও স্বাধীন, তেমনই সে উদ্দাম ; তার জগৎ তার ভাইবোন ও বন্ধুদের নিয়ে, এ-জগতে সে স্বাধীন সুখী ও নিশ্চিন্ত।

সেই শৈশবেই সে ঈশ্বরকে জেনেছে, তার শিশুমনে ঈশ্বরের একটা পরিষ্কার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। সে পাহাড়ীদের ছেলে, তারা তাই ঈশ্বরকে এমন

এক শিখরচূড়ায় অধিষ্ঠিত করেছিল মানুষ যেখানে পৌছতে পারে না। মানুষের অনধিগম্য সর্বোচ্চ গিরিচূড়ায় ঈশ্বরের আলয়। ঈশ্বর সেখানে বসে থাকেন সম্পূর্ণ একা। ঈশ্বর এক, তাঁর কোনো দোসর নেই। ঈশ্বর বৃদ্ধ, তার বার্ধক্য বাড়ে না, তাঁর দাড়ি বুকের উপর এলিয়ে পড়ে আর তাঁর সাদা পোশাক হঠাৎ ধেয়ে-আসা আকাশের সাদা মেঘপুঞ্জের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়ানো। এ-ঈশ্বর ন্যায়নিষ্ঠ, ক্বচিৎ কখনো করুণাও করেন, কিন্তু দুষ্টের দমনে সদাই উদ্যত। ছোট ছেলেটি ঈশ্বরকে এমনি জেনেছিল। দিনে রাতে ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে ছেলেটি কখনো মুক্তি পায় না। সে যা কিছু করে ঈশ্বর দেখে। সে যা কিছু ভাবে ঈশ্বর জানে।

তার জাতের লোকেরা ধর্মভীরু, অতিমাত্রায় ধর্মভীরু। পোশাকের ভিতর-বাহির যেমন সুতোয় বোনা থাকে, তাদের জীবনও তেমনি ঈশ্বরে বোনা। গোচারণে যাবার সময় তারা লম্বা ডোরাকাটা এক ধরণের আলখাল্লা পরে, সেই আলখাল্লায় ঝোলানো প্রতিটি রেশমগুচ্ছ তাদের ঈশ্বরভীতির কোনো না কোনো অংশের প্রতীক। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ; যখন তারা আহারে বসে, তারা প্রার্থনা করে ; যখন তারা একপাত্র সুরা পান করে তখনো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ভোলে না ; এমনকি যখন তাদের দুর্দিন আসে, তখনো তারা ঈশ্বরের স্তুতি করে, যাতে তিনি না ভাবেন তাদের দম্ভ হয়েছে তাই তারা দুর্দিনকে চায় না।

সুতরাং বিচিত্র নয় সেদিনকার সেই কিশোর বালক, সেই শিশু আজ যখন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক এবং ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে ঝুলছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও ঈশ্বরবোধ তাকে পূর্ণ করে রাখবে। যখন সে শিশু ছিল ঈশ্বরকে সে ভয় করেছে এবং সে-ঈশ্বর ছিল ভীতিপ্রদই। কিন্তু সূর্যালোকের সেই অফুরন্ত প্লাবনে, পাহাড়ের ও পার্বত্য নদীর স্নিগ্ধ শীতলতায় শঙ্কার সুর ছিল ক্ষীণ। ছোট ছেলেটি হাসে, খেলে, গান গায়, দৌড়-ঝাঁপ করে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বড় বড় ছেলেরা কেমন করে কোমরবন্ধে রাখা তাদের গর্বের জিনিস 'চাবো' ছুঁড়ে মারে, 'চাবো' গালিলীয় ছুরি, ক্ষুরের মত ধারালো। কাঠ কেটে সে নিজের জন্য একটা তৈরি করে নিয়েছিল, আর প্রায়ই সে সেইটে নিয়ে ভাইদের ও বন্ধুদের সঙ্গে মিছিমিছি ছোরাখেলা করত।

সে ভালো খেললে বড় ছেলেরা ঈর্ষার সুরে মাথা নেড়ে বলত, 'বাচ্চা বাঁদরটা ঠিক যেন একটা গ্রেশীয়ান !' গ্রেশীয়ান বলতে বোঝাত যা কিছু খারাপ, আরো বোঝাত যুদ্ধ সম্পর্কে সব কিছু। অনেক অনেক দিন আগে এদেশে একদল বিদেশী লুঠেরা সৈন্য আসে, অনেক অনেক দিন ধরে লড়াই চলার পর তাদের নিশ্চিহ্ন করে বিতাড়িত করা হয়। এই লুঠেরাদের বলা হত গ্রেশীয়ান, ছোট ছেলেটি কিন্তু তাদের কাউকে দেখেনি।

সে ভাবত, সেদিন কবে আসবে যখন কোমরবন্ধে সেও ছুরি ঝোলাবে। তখন সবাই দেখবে গ্রেশীয়ানের মতই সে ভয়ংকর কিনা। অথচ সে কিন্তু খুব ভয়ংকর ছিল না, সে ছিল শান্তশিষ্ট, সুখের ভাগই ছিল তার বেশী।

এ ছিল না-জানার যুগ।

জীবনের দ্বিতীয় পর্বে, জানার যুগে, তার শৈশব হারিয়ে গেল ; অফুরন্ত সূর্যালোকের বদলে দেখা দিল হিমেল বাতাস। যথা সময়ে ঘৃণার আবরণে সে নিজেকে ঢেকে ফেলল।

এই আবরণ হল তার আশ্রয় ও আত্মরক্ষার উপায়। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় এই যুগের স্মৃতি তার মনের মধ্যে রক্তশলাকার মত তীব্র যন্ত্রণায় বিঁধতে থাকে। তার সে-যুগের ভাবনাগুলো উৎকট উদ্দাম ভয়ংকর। অবিন্যস্ত তার চিন্তাগুলো খাপছাড়াভাবে ছড়ানো। তার জীবনের সেই দ্বিতীয় যুগটা সে দেখতে পায় সম্মুখে দোলায়মান দর্শক সমাবেশের মধ্যে, তাদের মুখে চোখে, তাদের কল-কোলাহলে। উত্তরোত্তর যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে স্মৃতিপথ বেয়ে তার অস্তিত্ব ক্রমশ পিছু হটতে হটতে ফিরে যায় তার জীবনের দ্বিতীয় পর্বে, জানার যুগে।

সেই সময় জগৎ সংসার সম্পর্কে সে হল সচেতন এবং সেই চেতনায় তার শৈশবের মৃত্যু ঘটল। সে তার পিতাকে বুঝতে শিখল। তামাটে মুখ কাজে পেষা মানুষটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেটে মরে অথচ যা পায় তাতে কিছুই হয় না। দুঃখ কী সে জানল। তার মা মারা গেল, তারা সবাই তার জন্যে কাঁদল। জানল সে খাজনার কথা, তার বাবা যতই খেটে মরুক, পেয়াদার পেট কিছুতেই ভর্তি হবে না। অথচ জমি সেরা জমির মতই উর্বর। এবং সে জানল সেই বিরাট ব্যবধানের কথা গরীবদের থেকে যা বড়লোকদের আলাদা করে রাখে।

আগে যা শুনত এখনো তাই শোনে, তফাৎ হল এইটুকু সে যা শোনে তার অর্থ বোঝে, আগে সে শুনত কিছু বুঝত না। এখন বয়স্ক লোকেরা কথা কইবার সময়, তাকে তাদের কথা শুনতে দেয় তবে একটু দূর থেকে, আগে তারা তাকে জোর করে বাড়ির বাইরে খেলতে পাঠিয়ে দিত।

এছাড়াও তাকে একটা ছুরি দেওয়া হল, কিন্তু ছুরি আনন্দের বাহক হল না। একদিন সে তার বাবার সঙ্গে পুরো পাঁচমাইল হেঁটে গেল এক কামারের কাছে। সেখানে হাপরের পাশে তারা তিনঘন্টা বসে রইল। এদিকে কামার হাতুড়ি পিটিয়ে তার জন্যে ছুরি বানাতে থাকে। সর্বক্ষণ তার বাবা ও কামার আলাপ করে চলে দেশের দুঃখদুর্দশা আর গরীবদের দিন দিন কী হাল হচ্ছে, তাই নিয়ে। মনে হল, তার বাবা আর কামার দুজনেই উঠে পড়ে প্রমাণ করতে লেগেছে একজন আরেকজনের থেকে কত বেশী নিঃস্ব।

কামার বলে, 'ধরো, এই ছুরিটা। তোমার কাছ থেকে এর দাম পাব চার দিনারি। তার চারভাগের একভাগ মন্দিরের পেয়াদা খাজনা আদায় করতে এসে নিয়ে যাবে। চারভাগের একভাগ যাবে খাজনা মেটাতে। আমার রইল দু'দিনারি আমাকে যদি আরেকটা ছুরি বানাতে হয়, লোহা কিনতেই আমরা দু' দিনারি খরচ হয়ে যাবে। তাহলে আমার খাটুনির জন্যে রইল কী? হাতলের জন্যে যে শিংটা আমায় কিনতে হবে তার দামই বা কই? আর আমার পোষ্যগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে যে-খাদ্যের দরকার তার দামই বা পাই কোত্থেকে? কিন্তু চার দিনারি'র জায়গায় যদি পাঁচ দিনারি চাই, সব কিছুর দাম সঙ্গে সঙ্গে চড়ে যাবে। তাছাড়া আমার কাছ থেকে কেই বা কিনতে আসবে অন্য জায়গায় যদি এর চেয়ে সস্তায় পায়? তোমার উপর ভগবানের দয়া অনেক বেশি। মাটি থেকে তুমি তোমার খাবারটা তো পাও, অন্তুতপক্ষে ভরা পেটে সমসময়ে থাকতে পার।'

ছেলেটির বাবার অবশ্য অন্য যুক্তি ছিল। 'কখনো সখনো অন্তত কিছু নগদ পয়সা তুমি হাতে পাও। আমার হালটা কী, তাই শোনো। আমি যব বুনি, আমিই তা ভাঙি। আমি তা ঝুড়িতে বোঝাই করি, মুক্তোর মত যবের দানাগুলো চক্‌চক্ করতে থাকে। আমাদের

যব এত সুন্দর এত পুষ্টিকর হয়েছে বলে দেবতাকে আমরা পুজো দিই। গোলায় এমন মুক্তোর মত ঝুড়ি ঝুড়ি যব ভরা থাকলে কারো কিছু ভাবনা থাকে? কিন্তু তারপরই আসে মন্দিরের পেয়াদা। মন্দিরের জন্যে ফসলের চারভাগের একভাগ সে নিয়ে চলে যায়। তারপরেই পাইক আসে খাজনা আদায় করতে। খাজনা বাবদ সে নিয়ে যায় চারভাগের আরো একভাগ। আমি তার হাতে পায়ে ধরি। কত করে বলি, যা রইল তাতে কোনোরকমে গরুবাছুরগুলোর শীতকালটা চলবে। মুখের উপর বলে দেয়, গরুবাছুরগুলো খেয়ে নিজেরা চালাও। এমনই হাঁড়ির হাল হয়েও আমাদের চাষ করে যেতেই হবে। তাই যখন ক্ষুদ কুড়ো সব খতম হয়ে যায় আর বাচ্চারা ক্ষিধের জ্বালায় কাঁদতে থাকে, ধনুকের ছিলেটা লাগিয়ে আমরা ভাবতে থাকি পাহাড় অঞ্চলে যে-ক'টা খরগোশ ও হরিণ এখনো আছে তাই মারব কি না। কিন্তু শোধন না হলে সে-মাংস তো নোংরা। উচ্ছুগ্‌গু না করলে তা তো মুখে তোলা চলে না। তাই গত শীতে আমরা আমাদের রাব্বি'কে জেরুসালেম পাঠালাম মন্দিরে গিয়ে আমাদের আরজি পেশ করতে। আমাদের রাব্বি খুব ভালো লোক। আমাদের দুঃখে দুঃখী। কিন্তু মন্দিরের কাছারিতে তাকে পাঁচদিন থাকতে হল, তারপর পুরুতরা তার সঙ্গে দেখা করল। মেজাজ তিরিক্ষি করে তারা খাজনা কমানোর আরজি শুনল। ক্ষিধের জ্বালায় সে তখন মরে যাচ্ছে, অথচ একটুকরো রুটি পর্যন্ত তারা তাকে খেতে দেয়নি। তারা তাকে বলে দিল, কবে আমরা শুনব গালিলীয়দের কাঁদুনেপনা থেমেছে। তোমার চাষীরা সব কুঁড়ে। তারা পড়ে পড়ে রোদ পোহাতে পারে আর বিনা আয়াসে গিলতে পারে। তাদের আরো খাটতে, আরো বেশী করে যবের চাষ করতে বলো গিয়ে। তারা এই উপদেশ দিয়েছিল, কিন্তু একজন চাষী বেশী যব চাষ করবে যে, তার জমি কোথায় পাবে? যদিবা আমরা বাড়তি জমি পাই আর বেশী চাষ করি, জানো তখন কী হাল হবে?'

'জানি কী হাল হবে,' কামার বলল। 'শেষ অবধি তোমাদের ভাগে কিছুই থাকবে না। সব জায়গাতে একই হাল। গরীব যে সে আরো গরীব হতে থাকে, যে বড়লোক সে আরো বড়লোক হয়।'

ছেলেটি ছুরি আনতে গিয়ে এইসব শোনে, কিন্তু বাড়ি ফিরেও অন্য কিছু শোনে না। সন্ধ্যের সময় পাড়ার লোকেরা তার বাবার ছোট বাড়িটায় জমায়েত হয়। বাড়ি বলতে একখানি মাত্র কুঁড়েঘর। তারই মধ্যে তারা সবাই গাদাগাদি করে থাকে। সেই ঘরখানিতে সবাই মিলে বসে আর অনর্গল বলে চলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কী কষ্টকর হয়ে উঠেছে, কীভাবে তাদের নিংড়ে নিংড়ে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে—কতদিন আর এভাবে চলতে পারে, পাথর নিংড়ে কি কেউ রক্ত বের করতে পারে?

ক্রুশবিদ্ধ মানুষটার মনে ছবির পর ছবি ভেসে উঠছে। স্মৃতির এই ধারালো টুকরোগুলো তার আর্তির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তার এই কষ্টের মধ্যেও বাঁচার ইচ্ছা অটুট রয়েছে। তার যন্ত্রণা তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত সহ্যের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই ভেঙে পড়ছে ছোট ছোট সহনশীল যন্ত্রণার তরঙ্গে। ক্রুশে বিদ্ধ নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রীও বেঁচে থাকতে চায়। কী অদ্ভুত এই জীবনীশক্তি! কী অদ্ভুত এই জীবনের আবেগ! শুধুমাত্র জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষ কত কী-ই না করতে পারে।

কিন্তু কেন এমন হল, সে তা জানে না। ঈশ্বরকে সে ডাকে না কারণ ঈশ্বরে কোনো উত্তরও নেই, কৈফিয়তও নেই। এক কিংবা অনেক দেবতা কোনো কিছুতেই তার আর বিশ্বাস নেই। তার জীবনের দ্বিতীয় যুগে ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক বদলে যায়। ঈশ্বর শুধু বড়লোকের প্রার্থনায় সাড়া দেয়।

তাই সে ভগবানকে ডাকে না। বড়লোকদের ক্রুশে বিঁধে ঝুলতে হয় না, আর তার সারা জীবনটাই কাটল ক্রুশের উপরে। মনে হয় অনন্তকাল ধরে তার হাতে লৌহশলাকা প্রবিষ্ট রয়েছে। কিংবা আর কেউ ছিল? তার বাবাই কি ক্রুশবিদ্ধ ছিল? এবারে তার মন দুর্বল হয়ে পড়ছে; তার বুদ্ধিবৃত্তির সুন্দর সঠিক ও সুশৃঙ্খল অভিব্যক্তি অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। যখন মনে করতে চাইল তার বাবা কীভাবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল, বাবার সঙ্গে সে নিজেকে গুলিয়ে ফেলল। কেমন করে তা ঘটেছিল তাই মনে করার জন্যে তার দুর্বল বেদনার্ত মস্তিষ্কের পরতে পরতে সে সন্ধান করল। মনে পড়ল সেই সময়কার কথা যখন খাজনা আদায় করতে পেয়াদা এল এবং খালি হাতে ফিরে গেল। তার মনে পড়ে গেল সেই সময়কার কথা যখন মন্দির থেকে পুরোহিতরা এল এবং তাদেরও খালি হাতে বিতাড়িত করা হল।

এরপরে এল গর্ব করার একটা সংক্ষিপ্ত অবসর। তাদের মহানায়ক মাকাবি জুডাসের ছবি স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করে ওঠে। পুরোহিতরা প্রথম যখন তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাল পাহাড়ী কিষানেরা ছুরি আর তীরধনুক দিয়ে সেই বাহিনীকে নির্মূল করল। সেও সেই লড়াইয়ে ছিল। মাত্র চৌদ্দ বছরের বালক, তবুও সে ছুরি চালিয়েছে, তার বাবার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে এবং জয়ের আনন্দ উপভোগ করেছে।

কিন্তু এই জয়ের আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হল না। গালিলীয়ার বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে ধেয়ে এল বিরাট সাঁজোয়া বাহিনী, আর সৈন্য প্রেরণ অব্যাহত রাখতে মন্দিরের কোষাগারে সঞ্চিত সোনার পরিমাণ ছিল অতলস্পর্শী। ছুরি আর নগ্ন দেহ মাত্র সম্বল চাষীরা এই বিরাট বাহিনীর সঙ্গে যুঝতে পারল না। চাষীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দুহাজার লোক বন্দী হল। বন্দীদের মধ্যে থেকে ন'শ লোককে বাছাই করা হল ক্রুশে চাপানোর জন্যে। এই ছিল সভ্যজগতের ধারা, পশ্চিমী সভ্যতার ধারা। জপমালার অক্ষের মত সারা পাহাড়ের গায়ে ক্রুশগুলো যখন সাজানো হয়েছে, মন্দিরের পুরোহিতেরা তাই দেখতে এলেন এবং তাঁদের সঙ্গে এলেন রোমান উপদেষ্টারা আর বালক ডেভিড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল তার বাবাকে একটা ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, দেখল হাতের উপর তার বাবা ঝুলতে থাকল যতদিন পর্যন্ত না পাখীরা তার মাংস খুবলিয়ে খেয়ে গেল।

এখন সে নিজেই ক্রুশে ঝুলছে। যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি শেষও হল। কী ভীষণ ক্লান্ত সে! কী অপরিমেয় তার যন্ত্রণা আর দুঃখ! ক্রুশের উপর দিয়ে সময় যত বয়ে চলেছে—এ-সময় সাধারণ মানুষের সংজ্ঞার সময় নয়, কারণ ক্রুশের মানুষ আর মানুষ থাকে না—সে অনর্গল নিজেকে প্রশ্ন করে চলেছে, কী অর্থ এ-জীবনের যার আবির্ভাব শূন্য থেকে, তিরোভাবও শূন্যে! যে-অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় জীবনকে সে এতকাল আঁকড়ে ছিল ক্রমশ তা শিথিল হয়ে আসছে। এই প্রথম সে মরতে চাইল।

(স্পার্টাকাস তাকে কী বলেছিল? গ্লাডিয়েটার, জীবনকে ভালবাসো। সব প্রশ্নের উত্তর

ওরই মধ্যে মিলবে। কিন্তু স্পার্টাকাস মৃত আর সে জীবিত।)

এখন সে অবসন্ন, ক্লান্ত। যন্ত্রণার সঙ্গে অবসাদ পাল্লা দিচ্ছে, তাই তার অবিন্যস্ত স্মৃতিগুলো অবসাদের রূপ নিয়ে দেখা দিল। বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর তাকে ও তার মতো আরো সাতশ ছেলেকে কাঁধে কাঁধে শিকল দিয়ে বেঁধে উত্তর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কতদিন ধরে তারা হেঁটেছিল ! পাহাড় মরু প্রান্তর পার হয়ে তারা চলেছে তো চলেইছে ; অবশেষে মনে হল গালিলীর সবুজ পাহাড়গুলো স্বর্গের স্বপ্ন। মনিবের পর মনিব বদল হল কিন্তু চাবুক একই রইল। সবশেষে তারা এল এমন এক দেশে যেখানকার পাহাড়গুলো গালিলীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের থেকে অনেক অনেক উঁচু আর সেই পাহাড়ের চূড়াগুলো কী শীত, কী গ্রীষ্ম সবসময়েই বরফে ঢাকা।

সেখানে তাকে পাঠান হল মাটির নিচে তামা খোদাই করে আনতে। দু'বছর সে খাটল তামার খনিতে। তার সঙ্গে দুটি ভাই ছিল, তারা মারা গেল, সে কিন্তু বেঁচে রইল। ইস্পাত আর চামড়ার চাবুকের মত ছিল তার শরীর। আর সবাই কাহিল হয়ে পড়ল ; তাদের দাঁত খসে পড়ল ; কিংবা তারা অসুখে ভুগে বমি করতে করতে মরে গেল। সে কিন্তু টিকে রইল। এবং পুরো দু'বছর খনিতে খাটল।

তারপর সে পালায়। গহন পার্বত্য অঞ্চলে সে পালিয়ে যায়। তখনো তার গলায় গোলামির গলাবন্ধটা ঝুলছে। পাহাড়ের সরল আদিবাসীরা সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে। তারা তাকে আশ্রয় দেয়, তার গলাবন্ধটা সরিয়ে ফেলে এবং তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গী করে নেয়। সারা শীতকালটা সে তাদের সঙ্গে কাটায়। তারা ছিল গরীব, তাদের মনটা ছিল দরদী, শিকার করে ও মাছ ধরে তারা জীবন যাপন করত। চাষ আবাদ প্রায় তারা করতই না। সে তাদের ভাষা আয়ত্ত করে নেয়। তারা তাকে বলে তাদেরই মধ্যে থেকে যেতে এবং তাদের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে। কিন্তু তার মন কাঁদতে থাকে গালিলীর জন্যে এবং বসন্তকাল আসতেই সে দক্ষিণমুখো পাড়ি দেয়। কিন্তু একদল পারসিক বণিকের হাতে সে ধরা পড়ে, তারাও আবার তাকে বেচে দেয় পশ্চিমযাত্রী এক দাসকাফেলার কাছে। টায়ার শহরে এক নিলামে তাকে চড়ান হল, সেখান থেকে তার দেশ প্রায় চোখে দেখা যায়। কী ভীষণ সে মুষড়ে পড়েছিল। হতাশায় দুঃখে সে কত কান্নাই কাঁদল, তার ঘর-বাড়ি আত্মীয়স্বজন যারা তাকে কত ভালবাসে, কত নিবিড়ভাবে কাছে পেতে চায়, তাদের কত কাছে এসেও মুক্তি কতদূরে। এক ফিনিশীয় বণিক তাকে কিনে নেয় এবং সিসিলির বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যরত এক জাহাজের দাঁড়ের সঙ্গে তাকে যুতে দেওয়া হয়। পুরো একবছর ভ্যাপসা ভিজে অন্ধকার আর নোংরার মধ্যে বসে সে দাঁড় টানে।

তারপর জাহাজটা গিয়ে পড়ল গ্রীক জলদস্যুদের হাতে। তাকে যখন উপরের পাটাতনে টেনে আনা হল, পেঁচার মত সে চোখ মিটমিট করছে। দুর্ধর্ষ গ্রীক নাবিকেরা জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে পরীক্ষা করল। ফিনিশীয় বণিক ও তার দলবলকে সাবাড় করতে তাদের বেশী সময় লাগেনি ; খড়ের গোছার মত তাদের জলে ফেলে দেওয়া হল। কিন্তু তাকে ও অন্যান্য গোলামদের তারা পরীক্ষা করে। প্রত্যেককে তারা ভূমধ্যসাগরীয় আরমাইক কথ্যভাষায় প্রশ্ন করে, 'লড়াই করতে পারিস ? না, শুধু দাঁড় টানতে পারিস ?'

দাঁড়ীদের বসার জায়গা, সেখানকার গুমসুটে অন্ধকার আর জাহাজের নোংরা তলানি

সে যমের মত ভয় করে, তাই সে উত্তরে বলে, 'লড়াই করতে পারি। একটা সুযোগ পেলেই দেখিয়ে দিতে পারি।' তখন তার যা অবস্থা একা একটা সেনাদলের সঙ্গে সে লড়াই করতে পারে যদি জাহাজের নিচে দাঁড় ধরে তাকে কুঁজো হয়ে বসে থাকতে না হয়। তাই তারা তাকে জাহাজের পাটাতনের উপর থাকার সুযোগ দিল এবং সমুদ্রে পাড়ি দেবার যাবতীয় বিদ্যা তাকে শিখিয়ে দিল,—কী করে পাল তুলতে হয়, কী করে গুন টানতে হয়, ত্রিশফুট হালটা কেমন করে ধরতে হয়, কেমন করে কাছিতে পাক লাগাতে হয় এবং রাতের নক্ষত্র দেখে পথ চিনতে হয়। অবশ্য এ শিক্ষা মারধোর গালিগালাজ ব্যতিরেকে হয়নি। একটা মস্ত রোমান নৌকোর সঙ্গে তাদের প্রথম সংঘর্ষে সে এমন দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছোরা চালায় যে তার ফলে ঐ দুর্ধর্ষ দুর্বৃত্তদের মধ্যে তার আসন নির্বিঘ্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তা সত্ত্বেও তার মনে সুখ নেই। সে এই লোকগুলোকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে, এরা খুনখারাপী ও নৃশংসতা ছাড়া আর কিছু জানে না। যে-সরলপ্রাণ চাষীদের মধ্যে তার শৈশব কেটেছে তাদের থেকে এরা কত আলাদা, যেন দিন আর রাত। এরা কোনো দেবতাকে বিশ্বাস করে না, এমনকি সমুদ্রের দেবতা পোসাইডেন'কেও না। যদিও তার নিজের বিশ্বাস আর অটুট নেই তবু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো যাদের সঙ্গে কেটেছে তারা তো বিশ্বাস করত। যখনই এরা তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, হত্যা রাহাজানি ও ধর্ষণ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

এই সময়েই নিজেকে ঢেকে রাখার জন্যে তার চারদিকে সে একটা কঠিন আবরণ গড়ে তোলে। এই আবরণই হয় তার আশ্রয়। তার ওই ভাবলেশহীন সবুজ চোখ আর তীক্ষ্ণ খগনাসা সমন্বিত মুখ থেকে যৌবনের সব চিহ্ন মিলিয়ে যায়। যখন এদের দলে যোগ দিয়েছে তখন তার বয়স পুরো আঠারো বছর নয়, কিন্তু চেহারা দেখলে বয়সের কিনারা করা যায় না এবং এরই মধ্যে তার মাথা ভর্তি খোঁচা খোঁচা কালোচুলের মাঝে মাঝে কিছু পাকাচুলও দেখা দিতে শুরু করেছে। আপন মনেই সে থাকে, কখনো কখনো পুরো এক সপ্তাহ সে কারো সঙ্গে কথাই কয় না। তারাও তাকে ঘাঁটায় না। ওর লড়াই করার ক্ষমতা তারা জানে। তারা ওকে ভয় করে।

তার দিন কাটত স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্নই ছিল তার নেশা, তার জীবনধারণের রসদ; স্বপ্ন—কোনো-না কোনো একদিন—সে-দিন কাছে হোক দূরে হোক—তারা পালেস্টাইনের উপকূল দিয়ে যাবেই। তখন সে জাহাজের ধার বেয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে তীরে গিয়ে উঠবে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে চলে যাবে তার সাধের গালিলীর পাহাড়ে। কিন্তু তিনবছর কেটে গেল। সে শুভদিন এল না। প্রথমে তারা হানা দিল আফ্রিকা উপকূলে, তারপর সমুদ্র পার হয়ে ইতালির উপকূলে গিয়ে পৌছল। স্পেনের উপকূলে তারা লড়াই করল, রোমানদের বিলাসভবনগুলো ভস্মীভূত করল এবং ধনরত্ন নারী সেখানে যা পেল তাই লুটে নিল। তারপর আবার তারা সমুদ্র পার হল এবং সারা শীতকালটা কাটাল হারকিউলিসের স্তম্ভ নামে পরিচিত পাহাড়দুটোর কাছে প্রাকারবেষ্টিত এক অরাজক শহরে। তারপর জিব্রালটার প্রণালীর মধ্য দিয়ে তারা বৃটেনে এল এবং জাহাজটা সেখানে নোঙর করে প্রয়োজনীয় মেরামতি ও ধোয়ামোছার কাজ সেরে নিল। তারপর তারা গেল আয়ারল্যাণ্ডে। সেখানে সস্তার কাঁচ ও কয়েকটুকরো কাপড়ের বিনিময়ে আইরিশ

আদিবাসীদের কাছ থেকে তারা আদায় করল সোনার অলংকার। তারপর গেল গল'এ এবং ফরাসী উপকূল বরাবর সর্বত্র। শেষকালে আবার তারা ফিরে এল আফ্রিকায়। এইভাবে তিনবছর কেটে গেল—এর মধ্যে একবারও তারা তার দেশের উপকূল ঘেঁষে গেল না। কিন্তু তার স্বপ্ন তার আশা তার নিত্যসঙ্গী হয়ে ইল আর সে হয়ে উঠল অমানুষিক রকমের কঠিন।

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সে অনেক কিছু শিখেছে। সে জেনেছে সমুদ্র এমন একটা পথ যেখানে জীবনের প্রবাহ অব্যাহত বয়ে চলে, মানুষের শরীরে যেমন রক্ত বয় তেমনি। সে শিখেছে পৃথিবী বিরাট ও সীমাহীন। শিখেছে, যেখানেই যাও না কেন সেখানেই আছে তার স্বজাতির মত সাধারণ গরীব লোক যারা নিজেদের বা নিজেদের বাচ্চাকাচ্চাদের টিকিয়ে রাখার জন্যে মাটি খুঁটে যা দু'চার দানা যোগাড় করে তার বেশীর ভাগই রাজা বা সর্দার বা ডাকাত কেড়েকুড়ে নিয়ে যায়। এবং সে আরো শিখল, সবার উপরে এক সর্দার, এক রাজা, এক ডাকাত আছে, তার নাম রোম।

শেষকালে তারা ঘায়েল হল এক রোমান যুদ্ধজাহাজের কাছে। যারা বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে তাকে ও আরো চৌদ্দজন খালাসীকে অস্ট্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া হল ফাঁসী দেবার জন্যে। মনে হল তার সংক্ষিপ্ত জীবনের পরমায়ু এবার বুঝি ফুরিয়ে এল, কিন্তু তা হল না। শেষমুহূর্তে লেণ্টুলাস বাটিয়েটাসের এক দালাল কাপুয়ার আখড়ার জন্যে তাকে কিনে নিয়ে গেল।.....

গ্লাডিয়েটারের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব এমনিধারা, এই তার জানার ও ঘৃণার যুগ। এই যুগ শেষ হয় কাপুয়ায়। সেখান থেকে সে জানতে পায়, সভ্যতার ও সংস্কৃতির চরম নিদর্শন, মানুষে মানুষে খুনোখুনি করতে শেখানো, তাই দেখে যাতে রোমান বিলাসীবাবুরা আনন্দ পান আর তাই দেখিয়ে ল্যানিস্টা নামে একটা মোটা নোংরা বদ লোক যাতে বড়লোক হতে পারে। সে গ্লাডিয়েটার হল। কদমছাঁট করে তার মাথার চুল ছেঁটে দেওয়া হল। হাতে ছুরি নিয়ে সে এরেনায় গেল, সেখানে যাদের সে হত্যা করল তারা তার ঘৃণার পাত্র নয়, তারই মত ভাগ্যহত গোলাম।

এইখানেই জানার সঙ্গে যুক্ত হল ঘৃণা। সে একটা ঘৃণার আধারে পরিণত হল। দিনে দিনে সে-আধার পূর্ণ হল। তার কয়েদখানার বিকট শূন্যতায় ও নৈরাশ্যে সে বাস করে একা। নিজের মধ্যে নিজেকে সে গুটিয়ে আনে। ভগবানে আর তার বিশ্বাস নেই এবং যখনই তার বাপপিতামহদের ভগবানের কথা ভেবেছে তার মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। একবার সে নিজের মনেই বলেছিল, 'পাহাড়ের ওই বুড়ো বদমাসটাকে নিয়ে একবার যদি এরেনায় নামতে পারতাম। মানুষের যত হতাশার যত চোখের জলের জন্যে সে দায়ী, সুদে আসলে তাকে তার হিসেব চুকিয়ে দিতাম। নিয়ে আসুক সে তার বাজ আর বিদ্যুৎ। আমার একটা ছুরি ছাড়া আর কিছু লাগবে না। তাকে খতম করার পক্ষে তাই আমার যথেষ্ট। রাগ আর আক্রোশ কাকে বলে আমি তাকে শিখিয়ে দিতাম।'

একবার সে স্বপ্ন দেখেছিল, ভগবানের সিংহাসনের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার ভয় করছে না। 'তুমি আমার কী করবে?' ঠাট্টার সুরে সে চিৎকার করে বলছে। 'একুশ বছর ধরে আমি বেঁচে আছি, দুনিয়া আমায় যা করেছে তার বেশী তুমি কী করবে?

আমি দেখেছি আমার বাবাকে ক্রুশে বিঁধে মরতে। ইঁদুরের মত খনির ভেতরে ঢুকে আমি খেটেছি। খনির ভেতর দু'বছর আমি কাটিয়ে এসেছি। একবছর জাহাজের খোলে নোংরা তলানি জলের মধ্যে আমি বাস করেছি। আমার পায়ের ওপর দিয়ে তখন ইঁদুর ছুটোছুটি করত। তিনবছর আমি চোর হয়ে থেকেছি আর দেশের স্বপ্ন দেখেছি আর এখন আমি ভাড়াটে খুনী, অপরের জন্যে মানুষ খুন করি। তুমি জাহান্নামে যাও, কী করতে পারো তুমি আমার ?'

জীবনের দ্বিতীয় যুগে সে এই হয়েছিল, এবং এই সময়ে কাপুয়ার আখড়ায় আমদানি হল এক থ্রেশীয়ান গোলাম। অদ্ভুত সেই লোকটা। শান্ত তার কণ্ঠস্বর, নাকটা তার ভাঙা, আর চোখদুটো গভীর কালো। গ্লাডিয়েটার এইভাবেই স্পার্টাকাসকে প্রথম জানল।

৬

একবার, এর অনেক অনেক দিন পরে, একজন রোমান গোলামকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। পুরো চব্বিশঘণ্টা সে ক্রুশে ঝুলে থাকে, তারপর সম্রাট নিজে তার দণ্ড মকুফ করেন। সেই ব্যক্তি কোনো প্রকারে আবার বেঁচে ওঠে। ক্রুশে অবস্থানকালে সে কী বোধ করেছিল তার বিবরণ সে লিখে যায়। এই বিবরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ সময় সম্পর্কে তার মন্তব্য। সে লিখেছিল, 'ক্রুশে অবস্থানের সময় শুধু দুটো জিনিসের অস্তিত্ব থাকে, যন্ত্রণা আর অনন্তকাল। সবাই বলে আমি মাত্র চব্বিশঘণ্টা ক্রুশে ছিলাম। কিন্তু আমার তো মনে হয় পৃথিবীর আয়ুস্কালের থেকেও দীর্ঘকাল আমি সেখানে ছিলাম। কালই যদি না থাকে প্রতিটি মুহূর্তই তো অনন্ত।'

যন্ত্রণাক্ষুব্ধ সৃষ্টিছাড়া এই 'অনন্তে' গ্লাডিয়েটারের মনটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল এবং সুসম্বদ্ধ চিন্তাশক্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হল। স্মৃতিগুলো রূপ নিয়ে এসে দাঁড়াল। বিগত জীবনের অনেকখানিই সে আবার নতুন করে বাঁচল। সে আবার স্পার্টাকাসের সঙ্গে কথা কইল। যে-অংশগুলোকে জীবন-নামধেয় এই অর্থহীন আবর্জনা-স্তূপ থেকে সে ফিরে পেতে চায়, ফিরে পেতে চায় মহাকালের বন্যাস্রোতে নামগোত্রহীন এক গোলামের ভেসে-যাওয়া তুচ্ছ জীবন থেকে, সেইগুলিরই সে পুনরাভিনয় করে চলল।

(সে স্পার্টাকাসকে দেখছে। তাকে লক্ষ্য করছে। সে যেন একটা বেড়াল, তার সবুজ চোখদুটো দেখে আরো বেশী তাই মনে হয়। সবাই জানে বেড়ালে কী ভাবে চলে, সবসময় একটা টান টান আড়ষ্ট ভাব নিয়ে। ঠিক তেমনি করে গ্লাডিয়েটারটা হাঁটে, দেখে মনে হয়, যদি ওকে শূন্য ছুঁড়ে দাও, সে স্বচ্ছন্দে তার পাদুটোর উপর ভর করে মাটিতে নেমে আসবে। কদাচিৎ কোনো লোকের দিকে সে সামনাসামনি তাকায় ; যদিও আড়চোখে সে সব লক্ষ্য করে। অমনি করে সে স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করছে, দিনের পর দিন লক্ষ্য করছে। এমন কি নিজেকেও সে বোঝাতে পারে না স্পার্টাকাসের মধ্যে এমন কী আছে যা তাকে এত বেশী আকর্ষণ করছে। এতে কিন্তু রহস্য কিছুই নেই। সে পুরোপুরি আড়ষ্ট, স্পার্টাকাস পুরোপুরি শিথিল। সে কারো সঙ্গে কথা কয় না। স্পার্টাকাস সবার সঙ্গে কথা কয় এবং

সবাই তার কাছে এসে নিজেদের সমস্যা জানায়। স্পার্টাকাস গ্লাডিয়েটারদের এই আখড়ায় কি যেন একটা চারিয়ে দিচ্ছে। স্পার্টাকাস আখড়াটাকে ধ্বংস করছে।

এই ইহুদী ছাড়া আর সবাই স্পার্টাকাসের কাছে আসে। স্পার্টাকাস তাই অবাক হয়। তারপর একদিন কসরত শিক্ষার মাঝখানে একটু বিরামের সময় ইহুদীর কাছে গিয়ে সে নিজে কথা কয়।

'তুমি কি ভাই গ্রীক বলো?' সে তাকে জিজ্ঞাসা করে।

সবুজ চোখদুটো তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হঠাৎ স্পার্টাকাস বুঝতে পারে এর বয়স নিতান্ত অল্প, একটা বালক বললেও চলে। একটা মুখোশের আড়ালে সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। সে মানুষটাকে দেখছে না, দেখছে মুখোশটাকে।

ইহুদী নিজের মনে বলে, 'গ্রীক—আমি কি গ্রীক'এ কথা কই। আমার মনে হয় আমি সব ভাষাতেই কথা কই। হিব্রু, আরমাইক, গ্রীক, ল্যাটিন, পৃথিবীর আরো অনেক দেশর আরো অনেক ভাষায় আমি কথা কইতে পারি। কিন্তু যে কোনো ভাষাই হোক আমি কথা কইব কেন? কিসের জন্য?'

খুব শান্তভাবে স্পার্টাকাস তাকে বুঝিয়ে বলে, 'আমার কাছ থেকে একটা কথা, তারপর তোমার কাছ থেকে আর একটা কথা, এই তো রীতি। আমরা অনেক মানুষ। আমরা তো একা নই। যখন একা থাকো তখন তাই কষ্টের সীমা থাকে না। বাস্তবিক একা থাকা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু এখানে তো আমরা একা নই। আমরা যা তার জন্যে আমাদের লজ্জার কী আছে? আমরা কি ভীষণ কিছু করেছি যার ফলে আমরা এখানে এসেছি? আমার মনে হয় না আমরা তেমন কোনো ভীষণ কাজ করেছি। অনেক বেশী ভীষণ কাজ তারা করে যারা রোমানদের আনন্দ দিতে আমাদের হাতে ছুরি গুঁজে দিয়ে খুন করতে বলে। তাই আমাদের লজ্জিত হওয়া বা পরস্পরকে ঘৃণা করা উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষের সামান্য কিছু শক্তি, সামান্য আশা সামান্য ভালবাসা থাকেই। ওগুলো বীজের মত, সব মানুষের মধ্যেই থাকে। কিন্তু কেউ যদি সেগুলোকে নিজের মধ্যেই রেখে দেয়, দেখতে দেখতে সেগুলো শুকিয়ে মরে যায়। তারপর ভগবান ছাড়া সেই হতভাগাকে রক্ষা করার আর কেউ থাকে না কারণ সে তো কিছুই আর পাবে না, তার বেঁচে থাকারও আর কোনো মূল্য নেই। অপরপক্ষে সে যদি তার শক্তি তার আশা, তার ভালবাসা আর সবাইকে বিলিয়ে দেয়, এসব সে এত পাবে যে বিলিয়েও শেষ করতে পারবে না। কখনো এতে তার অভাব হবে না। তখনই বেঁচে থাকা তার সার্থক হবে। আরেকটা কথা, গ্লাডিয়েটার, আমায় বিশ্বাস কর, দুনিয়ায় জীবনের চেয়ে সেরা কিছু নেই। আমরা তা জানি। আমরা গোলাম। আমাদের থাকার মধ্যে আছে এই জীবন। তাই আমরা জানি এর কী দাম। রোমানদের আর এত জিনিস আছে যে জীবনটা তাদের কাছে তেমন কিছুই নয়। তারা জীবন নিয়ে তাই খেলা করে। কিন্তু আমাদের কাছে জীবনতো হালকা কিছু নয়, নয় বলেই আমরা নিজেদের কিছুতেই একা থাকতে দেব না। গ্লাডিয়েটার, তুমি বড় বেশী একা। আমার সঙ্গে একটু কথা কও।'

ইহুদী কিন্তু তেমনি নির্বাক, তার চোখমুখের কোনো পরিবর্তন নেই। তবু কিন্তু সে শুনছে। চুপ করে মন দিয়ে সে শোনে, তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চলে যেতে থাকে।

কিন্তু কয়েক পা যাবার পর সে থামে, মাথাটা অর্ধেক ঘোরায় এবং আড়চোখে স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করে। স্পার্টাকাসের মনে হয়, আগে ছিল না এমন কিছু এখন ওর মধ্যে এসেছে, হয়ত একটা বিদ্যুৎঝলক, একটু আবেদন, একটু ক্ষীণ আশা। হয়ত — হয়ত—)

যে-চারটি যুগে গ্লাডিয়েটারটির জীবন ভাগ করা যেত তার তৃতীয় পর্যায় এইখান থেকে শুরু হল। বলা যেতে পারে এই যুগ আশার যুগ; এই যুগে তার ঘৃণা গেল, এল অফুরন্ত প্রীতি ও ভালবাসা তার সাথী ও সঙ্গীদের প্রতি। কিন্তু তার এই পরিবর্তন অকস্মাৎও হয়নি, অবিলম্বেও হয়নি। একটু একটু করে সে শিখল একজন মানুষকে বিশ্বাস করতে এবং সেই মানুষটির মধ্য দিয়ে জীবনকে ভালবাসতে। স্পার্টাকাসের এই জীবনধর্ম, জীবনের প্রতি তার এই প্রগাঢ় অনুরাগ তাকে প্রথম থেকে আকৃষ্ট করেছিল। স্পার্টাকাস যেন জীবনের অধিকর্তা। জীবনকে সে শুধু উপভোগ করে বা ভালবাসে না। জীবন তাকে অভিভূত করে। স্পার্টাকাসের কাছে এ এমন একটা জিনিস যা নিয়ে সে কখনো কোনো প্রশ্ন বা সমালোচনা করেনি। কিছুটা পর্যন্ত মনে হত, স্পার্টাকাসের সঙ্গে সমস্ত জীবনশক্তির গোপন একটা চুক্তি হয়েছে।

স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করতে করতে গ্লাডিয়েটার ডেভিড শুরু করে তাকে অনুসরণ করতে। অনুসরণ করে প্রকাশ্যভাবে না, গোপনে গোপনে। যখনই সুযোগ আসে সে স্পার্টাকাসের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়,—এমনভাবে দাঁড়ায় যাতে পাঁচজনের নজরে না পড়ে। খেঁকশিয়ালের মত তার কান, ক্ষীণতম শব্দও সে শুনতে পায়। স্পার্টাকাসের প্রতিটি কথা সে মন দিয়ে শোনে। কথাগুলো মনে ধরে নিয়ে আপন মনে সে আওড়ায়। বুঝতে চেষ্টা করে, কথাগুলোর ভিতরে কী আছে। সর্বক্ষণ তার ভিতরে ভিতরে কী যেন একটা ঘটে যেতে থাকে। সে বদলায়; সে বেড়ে ওঠে। অনেকটা একইভাবে আখড়ার প্রতিটি গ্লাডিয়েটার একটু একটু করে বদলায়, একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। কিন্তু ডেভিডের পরিবর্তন যেন পুনর্জন্ম; যাদের থেকে সে এসেছে ঈশ্বর তাদের জীবনের পূরক। যখন সে ঈশ্বরকে হারাল তার জীবনে মস্ত একটা ফাঁক রয়ে গেল। সেই ফাঁকটা এখন সে মানুষ দিয়ে ভরাট করেছে। সে শিখছে মানুষকে ভালবাসতে। সে শিখছে মানুষের মহত্ত্বকে বুঝতে। সে বোঝে না, সে এমনিভাবে বদলাচ্ছে, কিন্তু তার বদল হল এমনিধারাই। আর সব গ্লাডিয়েটাররাও একই ধারায় কিছু পরিমাণে বদলে গেল।

ব্যাপারটা এমন নয় যা রোমের সেনেটরদের বা বাটিয়েটাসের বুদ্ধিগম্য হতে পারে। তাদের মতে বিদ্রোহ হঠাৎ ফেটে পড়ে। তা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না। তাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে বিদ্রোহের কোনো প্রস্তুতিও ছিল না। কোনো ভূমিকাও ছিল না, অতএব তাদের নথিভুক্ত করতে হল, বিদ্রোহ আকস্মিক। তাদের পক্ষে আর কিছু নথিভুক্ত করা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু ভূমিকা একটা ছিল, অতি সূক্ষ্ম ক্রমবর্ধমান সে ভূমিকা বিস্ময়কর। স্পার্টাকাসের মুখ থেকে প্রথম শোনা 'ওডিসি'র শ্লোক ডেভিড কখনো ভুলতে পারেনি। প্রাণমাতানো এ এক নতুন গান, অনেক সয়েছে অথচ কখনো মাথা নোয়ায়নি এমন এক বীরের গাথা। গাথার অনেক শ্লোক সে পুরোপুরি বুঝতে পারে। সে নিজেও যে জেনেছে দেশমায়ের কোল ছেড়ে দূরে বন্দী থাকার কষ্ট কী দুঃসহ। চপলা নিয়তির ছলাকলার সঙ্গে তারও যে পরিচয় ঘটেছে। সে ভালবেসেছিল গালিলীর এক পাহাড়ী মেয়েকে, সে-মেয়ের ঠোঁট

ছিল ডালিমের মত রাঙা, গাল ছিল পালকের মত নরম। সেই মেয়ের জন্যে সে গুমরে কেঁদেছে, তাকে আর সে পাবে না। কিন্তু এ কী অপূর্ব গান! আর কী আশ্চর্য, একজন গোলাম, গোলামের ছেলে গোলাম, সারাজীবনে একবারও যে মুক্তির আস্বাদ জানেনি, এই চমৎকার গাথা অনর্গল মন থেকে বলে যেতে পারে। স্পার্টাকাসের মত এমন একটা মানুষ আর কি কেউ দেখেছে? দেখেছে কি, এমন শান্ত, এমন ধীর, এমন সংযত আরেকটা মানুষ!

মনে মনে সে স্পার্টাকাসকে ধীর বিজ্ঞ ওডিসিউস'এর সঙ্গে এক করে দেখে; সেই থেকে অন্তত তার কাছে ওরা দুজন এক হয়ে রইল। বাহ্যত যাই থাক, তার কিশোর মনে আদর্শের একটা ক্ষুধা ছিল, স্পার্টাকাসের মধ্যে সে পেল তার মনের মত নায়ককে, পেল তার জীবনের, তার বেঁচে-থাকার আদর্শকে। প্রথম প্রথম নিজের মনের এই গতিকে সে সন্দেহ করত। কাউকে বিশ্বাস কোরো না, কেউ তোমাকে নিরাশ করবে না, বহুবার সে নিজেকে এই কথা বলেছে। তাই সে অপেক্ষা করতে থাকে, লক্ষ্য করতে থাকে, আশা করে, স্পার্টাকাসকে স্পার্টাকাসের চেয়ে হেয় অবস্থায় দেখবে। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে স্পার্টাকাস স্পার্টাকাসের আসন থেকে নিচে কখনো নামবে না। তার এই বোধ শুধু স্পার্টাকাসেই থেমে রইল না, সে বুঝল কোনো মানুষই নিজের থেকে হেয় নয়। সে যে পুরোপুরি বুঝল, তা নয়; প্রতিটি ব্যক্তির প্রত্যেক মানুষের পৃথক সত্তায় যে-বিপুল বিস্ময় ও ঐশ্বর্য নিহিত আছে সেই বোধের একটু আভাস তার চেতনায় ভেসে উঠল।

তাই রোমের দুজন বিকৃতরুচি পায়ুকামীর খেয়াল চরিতার্থের জন্যে যে চারজন গ্লাডিয়েটার দুই জোড়ে আমৃত্যু লড়াই করবে ঠিক হল তাদের মধ্যে তাকেও যখন অন্তর্ভুক্ত করা হল, এমন এক সংঘাত, এমন ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সে সম্মুখীন হল যা তার জীবনে অভূতপূর্ব। এই সংঘর্ষ সম্পূর্ণ নতুন এবং এতে যখন সে জয়ী হল, আত্মরক্ষার যে-আবরণী দিয়ে সে এতদিন নিজেকে ঢেকে রেখেছিল, তা ভেদ করে সেই প্রথম সে আত্মপ্রকাশ করল। ক্রুশে আবদ্ধ থেকে আবার সে বাঁচছে সেই মুহূর্তটার মধ্যে। সে সেই মুহূর্তে ফিরে গেছে আবার নিজের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে এবং ক্রুশলগ্ন তার তৃষাশুষ্ক অধর থেকে চারবছর আগেকার বেদনার্ত সেই স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসছে।

(আমার মত হতভাগা দুনিয়ায় আর কেউ নেই—সে নিজের মনে বলছে—যার থেকে বেশী দুনিয়ায় আর কাকেও আমি ভালবাসি না, নিজহাতে তাকে খুন করতে হবে। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কিন্তু যে-দেবতার বা দেবতাদের মানুষকে পীড়ন করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই, তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে সঙ্গত আর কী আশা করা যেতে পারে? তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই এই। কিন্তু আমি তাদের খেয়াল মেটাব না। তাদের খুশী করতে আমি লড়ব না। দেবতারা ওই আতরমাখা রোমান হারামীগুলোর মতো, যারা এরেনায় বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকে মানুষের নাড়িভুঁড়িগুলো কখন বালিতে গড়িয়ে পড়বে। বলে রাখছি, এবার আমি ওই হারামীদের খুশী করব না। ওই হতচ্ছাড়া জঘন্য লোকগুলোর আর কিছুতে আনন্দ নেই; এবারে তারা জোড়ের লড়াই দেখার আনন্দ পাবে না। তারা দেখবে আমায় মরতে। কিন্তু একটা মানুষকে মরতে দেখে ওদের একটুও তৃপ্তি

হবে না। যে কোনো সময়ে তা তারা দেখতে পারে। কিন্তু স্পার্টাকাসের সঙ্গে আমি কিছুতে লড়ব না। তার আগে আমার নিজের ভাইকেও আমি খুন করতে রাজী। না, না, আমি কখনো তা করতে পারব না।

(কিন্তু তাতেই বা লাভ কি ? প্রথমে আমার সারা জীবনটা ছিল পাগলের মত তারপরে এখানকার জীবন, তাও তো দলবদ্ধ পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। স্পার্টাকাস আমায় কী দিয়েছে ? নিজেকে আমার এ প্রশ্ন করতে হবে এবং নিজেকেই এর জবাব দিতে হবে। আমাকেই এর জবাব দিতে হবে কারণ স্পার্টাকাস যা দিয়েছে তা সামান্য জিনিস নয়। তার কাছ থেকে আমি পেয়েছি জীবনের রহস্য। জীবনই জীবনের রহস্য। প্রত্যেকে কোনো এক পক্ষ বেছে নয়। হয় তুমি জীবনের পক্ষে, নয় তুমি মৃত্যুর পক্ষে। স্পার্টাকাস জীবনের পক্ষে আর সেইজন্যেই সে আমার সঙ্গে লড়াই করবে যদি তাকে তা করতেই হয়। শুধু শুধু সে মরবে না। একটা কথাও না বলে, একটা আঘাতও ফিরিয়ে না দিয়ে সে দেবে না ওদের তাকে মেরে ফেলতে। স্পার্টাকাস যদি তাই করে আমিও তাই করব। স্পার্টাকাসের সঙ্গে যদি লড়তে হয় লড়ব। তারপর জীবন আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নেবে। উঃ, কী ভীষণ সংকল্পে নিজেকে বাঁধলাম ! আমার চেয়ে হতভাগা কেউ কি হয়েছে ? কিন্তু এই একমাত্র পথ, একে মেনে নিতেই হবে। এছাড়া কোনো পথ নেই।)

আরেকবার এই চিন্তাগুলোর মধ্যে এবং এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সে বেঁচে উঠল। তার খেয়াল রইল না সে ক্রুশে মারা যাচ্ছে। খেয়াল রইল না, তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, স্পার্টাকাসের সঙ্গে তাকে তাই লড়তে হয়নি। টুকরো টুকরো করে, তার যন্ত্রণাদীর্ণ মন অতীতটা কুড়িয়ে এনে আবার তাতে জীবন সঞ্চার করল। আবার একবার খাবারঘরে গ্লাডিয়েটাররা তাদের তালিমদারদের হত্যা করল। আবার তারা বেরিয়ে এল কেউ খালি হাতে কেউ ছুরি নিয়ে, আবার তারা সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করল। আবার একবার গ্রামাঞ্চল দিয়ে তারা চলল এবং আশেপাশের বাগিচা থেকে গোলামেরা বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। আবার একবার নগর-কোহর্টদের ওপর রাত্রিকালে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নির্মূল করল এবং তাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল। এসবের ভিতর দিয়ে আবার সে বাঁচল। এ-বাঁচা সহজ স্বাভাবিক বাঁচা নয়, কালক্রমিক বা সুস্থ বাঁচাও নয়, এ যেন একটা অগ্নিপিণ্ড অতিক্রান্ত কালকে ভেদ করে চলেছে।

(সে বলছে, 'স্পার্টাকাস, স্পার্টাকাস ?' তাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এখন সমাপ্ত হয়েছে। গোলামেরা এখন একটা সেনাবাহিনী। তাদের দেখাচ্ছেও সেনাবাহিনীর মত। দশহাজার রোমানের অস্ত্রশস্ত্রে তারা সজ্জিত। একশ' ও পাঁচশ' যোদ্ধার দলে তাদের বাহিনী বিভক্ত। তাদের রাতের শিবির কাঠের দেয়াল ও গড়খাই ঘেরা দুর্গ, ঠিক যেমন রোমান অভিযাত্রীবাহিনী যুদ্ধযাত্রার সময় গড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা রোমান বর্শা ছোঁড়ার কসরত করে। তারা যা করেছে তার খ্যাতি ও ভীতি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। গোলামদের এমন কোনো কুঁড়ে নেই, এমন কোনো বস্তি নেই যেখানে স্পার্টাকাস নামে একজনের সম্পর্কে চুপিচুপি জটলা চলে না। সে নাকি দুনিয়াভর আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সত্যিই, সে তা করেছে। মহাশক্তিশালী সেনাবাহিনী তার অধীনে। শীঘ্রই সে রোমের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। প্রচণ্ড আক্রোশে রোমের প্রাচীরগুলো সে ধূলিসাৎ করে দেবে। সে যেখানেই

যায়, গোলামদের মুক্ত করে দেয়। আর যা-কিছু শত্রুধন সে কেড়ে নেয়, সাধারণ কোষাগারে সব জমা পড়ে—ঠিক যেমন পুরাকালে ছিল, সবকিছু গোষ্ঠীর অধিকারে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। তার সৈন্যদের নিজস্ব বলতে আছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, তাদের পিঠে ঝোলানো পোশাক-আশাক ও পায়ের জুতো জোড়া। স্পার্টাকাস এখন এই।

(সে বলে, 'স্পার্টাকাস?'

(একটু একটু করে ইহুদী ডেভিডের মুখে কথা ফুটেছে। ধীরে ধীরে থেমে থেমে সে কথা বলে। যাই হোক, কথা এখন সে বলে। এখন সে গোলামদের নায়কের সঙ্গে কথা কইছে।

('স্পার্টাকাস, আমি ভালো লড়তে পারি, পারি না?'

('ভালো, খুব ভালো পারো। সবার চেয়ে ভালো পারো। খুব ভালো লড়াই কর তুমি।'

(আর জানো—আমি ভীরু কাপুরুষ নই?'

('আমি তা অনেক আগে থেকেই জানি,' স্পার্টাকাস বলে। 'এমন গ্লাডিয়েটার কোথায় যে ভীরু কাপুরুষ?'

('আর আমি কখনো লড়াইয়ে পেছ পা হইনি।'

('জানি, তা কখনো হওনি।'

('আর যখন আমার কানটা এক কোপে কাটা পড়ল, আমি দাঁতে দাঁত চেপে রইলাম, অত যন্ত্রণায় একটুও চিৎকার করিনি।'

('যন্ত্রণায় চিৎকার করা লজ্জার নয়,' স্পার্টাকাস বলে। 'অনেক জোয়ান লোককেও যন্ত্রণায় চিৎকার করতে দেখেছি। অনেক জোয়ান লোককে দারুণ দুঃখে কাঁদতে দেখেছি। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।'

('কিন্তু তুমিও কাঁদো না, আমিও কাঁদি না। স্পার্টাকাস, একদিন আমি তোমার মত হব।'

('আমি যা তুমি তার থেকেও ভালো হবে। তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো যোদ্ধা।'

('না, তুমি যা আমি তার অর্ধেকও কখনো হতে পারব না। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি লড়াই করি ভালোই। আমি খুব চটপটে। ঠিক বেড়ালের মত। আঘাত আসছে বেড়ালেরা আগে থেকেই বুঝতে পারে। চামড়ার মধ্যে দিয়ে বেড়ালেরা দেখতে পায়। সময় সময় আমারও তাই মনে হয়। প্রায় সবসময় আঘাত আসছে আমি বুঝতে পারি। সেইজন্যে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। বলতে চাই, আমাকে তোমার পাশে রাখো। যখনই আমরা লড়াইয়ে যাবো, আমি যেন তোমার পাশে থাকতে পাই। তোমার গায়ে আঁচড়টি আমি লাগতে দেব না। আমরা যদি তোমাকে হারাই, আমরা সব হারাবো। আমরা তো আমাদের নিজেদের জন্য লড়াই করছি না। আমাদের লড়াই সারা দুনিয়ার জন্যে। সেইজন্যে যখনই আমরা লড়ব তখনই যেন আমি তোমার পাশে থাকতে পাই। বলো, থাকতে দেবে?'

('আমার পাশে থাকার চেয়ে তোমাকে যে অনেক জরুরী কাজ করতে হবে। সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্যে আমার লোক দরকার।'

('লোকেদের তোমাকে প্রয়োজন। আমি কি বেশী কিছু চাইছি?'

('ডেভিড, তুমি যা চাইছ, সামান্যই। আর তাও নিজের জন্যে নয়, আমার জন্যে।'

('তাহলে বলো, তুমিও তাই চাও।'

(স্পার্টাকাস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

('আমি বলছি, কখনো কেউ তোমার গায়ে আঁচড়টি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে নজরে রাখব। রাতদিন আমি তোমাকে নজরে রাখব।')

এইভাবে সে দাসনায়কের দক্ষিণহস্ত হয়ে দাঁড়াল। নিজের ক্ষুদ্র জীবনে রক্তপাত হানাহানি ও হাড়ভাঙা খাটুনি ছাড়া আর কিছু যে জানেনি, সে তার সামনে দেখল সোনার আলোর উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ। বিদ্রোহের ফল কী দাঁড়াবে তার মনে ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশই গোলাম, শীঘ্রই তারা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হবে। তারপর জাতিতে জাতিতে বিভেদ ঘুচে যাবে, লোপ পাবে শহর ও নগর, আবার 'স্বর্ণযুগের' আবির্ভাব হবে। প্রতি জাতির গল্পগাথায় পুরাকাহিনীতে শোনা যায় প্রাচীনকালের এক স্বর্ণযুগের কথা, যখন মানুষের মধ্যে না ছিল পাপ না ছিল হিংসা, যখন তারা একসাথে প্রীতি ও শান্তিতে মিলেমিশে বাস করত। স্পার্টাকাস ও তার দাসসেনার বিশ্বজয় করার পর আবার সে-যুগ ফিরে আসবে। অসংখ্য তুরী·ভেরি মন্দিরার নির্ঘোষ আর দুনিয়ার সব মানুষের মিলিত কণ্ঠের স্তবগান এ-যুগের আগমনী সূচনা করবে।

বিকারগ্রস্ত মনে সে এখন শুনতে পাচ্ছে সমস্বরিত সেই স্তবগান। সে শুনতে পেল উত্তাল তরঙ্গের মত বিশ্বমানবের কণ্ঠমূর্ছনা, সম্মিলিত এক মহাসঙ্গীত পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে.....

(ভেরিনিয়ার সঙ্গে ও একা রয়েছে। যখন ও ভেরিনিয়ার দিকে তাকায় বাস্তব জগৎটা যেন মিলিয়ে যায়, থাকে শুধু এই নারী যে স্পার্টাকাসের স্ত্রী। ডেভিডের কাছে তার রূপের তুলনা নাই, এমন আকাঙ্ক্ষার বস্তুও কিছু নেই। এই নারীর প্রতি তার ভালবাসা কীটের মত তাকে ভিতরে ভিতরে কুরে চলেছে। কতবার সে নিজেকে বুঝিয়েছে ;

(কী ঘৃণ্য, কী নীচ তুমি, তুমি স্পার্টাকাসের স্ত্রীকে ভালবাসো ! এ-জগতে যা কিছু তোমার আছে, সবকিছুর জন্যে তুমি স্পার্টাকাসের কাছে ঋণী। কী করে তার ঋণ শোধ করছ ? তার স্ত্রীকে ভালবেসে ? ছি ছি, কী পাপ, কী অন্যায় ! তুমি কথায় না জানালেও, হাবেভাবে না বোঝালেও এ-অন্যায় অন্যায়ই। তা ছাড়াও বেফয়দা এ-ভালবাসা। নিজের চেহারাটা দেখেছ কি ? একটা আয়না এনে ভালো করে দেখো। এমন একটা কুশ্রী মুখ আর কারো আছে,—বাজপাখির মুখের মত ছুঁচলো ও বন্য, তার ওপর একটা কান নেই, সেখানকার কাটা দাগটা কী বিকট !

(ভেরিনিয়া এখন তাকে বলছে, 'তুমি কী অদ্ভুত ছেলে, ডেভিড ! তোমার দেশ কোথায় ? তোমার দেশের সবাই কি তোমার মতো ? তোমার এই ছেলেমানুষ বয়েস, অথচ কখনো তুমি হাসো না, মুখ টিপেও না, এভাবে কী করে বাঁচবে !'

('ভেরিনিয়া, আমাকে ছেলে ছেলে বলবে না। আমি দেখিয়ে দিয়েছি ছেলের চেয়ে আমি অনেক বড়।'

('তাই নাকি, সত্যি ? কিন্তু যাই বলো, আমাকে ঠকাতে পারবে না। তুমি পুরোদস্তুর ছেলেমানুষ। এই বয়সে একটি মেয়ে সঙ্গী থাকলে বেশ মানানসই হত। সুন্দর সাঁঝেরবেলা

কেমন তার কোমর জড়িয়ে ধরে বেড়াতে যেতে। তাকে চুমু খেতে। একসঙ্গে হাসতে, আনন্দ করতে। মেয়েরা কি সব ফুরিয়ে গেছে, ডেভিড ?'

('আমার অনেক কাজ আছে। ওসব করার সময় নেই।'

('ভালোবাসবে তার সময় নেই ? ডেভিড ! ডেভিড ! এ কী কথা বললে ! তুমি কি পাগল হয়েছ !'

('কেউ যদি কাজে মন না দেয়', সে চটে গিয়ে জবাব দেয়, 'আমাদের দশা কী হবে ? তুমি কি মনে কর একটা সেনাবাহিনী চালানো ছেলেখেলা, এই হাজার হাজার লোকের রোজকার খোরাকির যোগাড় করা, এদের লড়াই করতে শেখানো—এ কি সহজ ব্যাপার ? দুনিয়ার সবচেয়ে বিরাট কাজের ভার আমাদের ওপর, আর তোমার ইচ্ছে, আমি এখন মেয়েদের দিকে কটাক্ষ করি।'

('কটাক্ষ করতে বলব কেন, ডেভিড, আমি তাদের ভালবাসতে বলছি।'

('তার সময় নেই আমার।'

('সময় নেই ! আচ্ছা স্পার্টাকাস যদি আমায় বলত আমার কাছে আসার মত সময় তার নেই, আমার কি রকম লাগত। বোধহয় আমি মরতে চাইতাম। সহজ সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ হওয়ার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। আমি জানি তোমরা মনে কর স্পার্টাকাস একজন অসাধারণ মানুষ। সে তা নয়। যদি সে তাই হ'ত তবে তাকে দিয়ে কোনো কিছুই হ'ত না। স্পার্টাকাসের মধ্যে বিরাট কোনো রহস্য নেই। আমি তা জানি। একজন নারী যখন একজন পুরুষকে ভালবাসে, সে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারে।'

(ডেভিড সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলে, 'তুমি ওকে খুব ভাসবাসো, তাই না ?'

('ছেলেমানুষের মত কী বলছ ? আমি তাকে ভালোবাসি কিনা ? জীবনের চাইতেও বেশী ভালোবাসি। যদি সে চায় তার জন্যে আমি মরতে পারি।'

('আমিও তার জন্যে মরতে পারি,' ডেভিড বলে।

('সে অন্যরকম। যখন তুমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকো কখনো সখনো আমি তোমায় লক্ষ্য করে দেখি। দেখেছি, সে-চাওয়া অন্যরকম। আমি ভালোবাসি কারণ সে পুরুষ। কারণ সে সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে ঘোরালো কিছু নেই। সে শান্ত সরল, কখনো সে আমাকে চড়া কথা বলেনি, গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা। কিছু কিছু লোক আছে নিজেদের দুঃখেই দুঃখী। কিন্তু স্পার্টাকাসের নিজের কোনো দুঃখও নেই, নিজের জন্যে অনুতাপও নেই। তার যত কষ্ট, যত দুঃখ, সব পরের জন্যে। কী করে তুমি একথা জিজ্ঞেস করতে পারলে, আমি তাকে ভালোবাসি কি না ? এখানকার সবাই কি জানে না, আমি তাকে কত ভালবাসি ?')

শেষ গ্লাডিয়েটার তার যন্ত্রণার মধ্যে কোনো কোনো সময়ে এইরকম স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে কোনো ঘটনা মনে আনতে পারছিল ; অন্য সময় তার স্মৃতি দুর্বার ও বীভৎস রূপ নিচ্ছিল। যুদ্ধের স্মৃতি দেখা দিল একটা বিকট বিভীষিকায়, রক্তাক্ত যন্ত্রণা, প্রচণ্ড কোলাহল, অসংখ্য উন্মত্ত মানুষের উদ্দাম তাণ্ডবের বিভীষিকা। বিদ্রোহের প্রথম দু'বৎসরের মধ্যেই কোনো না কোনো সময়ে তারা বুঝতে পেরেছিল রোমান জগতের গোলামেরা সমগ্রভাবে বিদ্রোহ

করবে না বা করতে পারবে না, বুঝতে পেরেছিল তারা তাদের সঙ্গে যোগ দেবে না। তারা তখন তাদের শক্তির শীর্ষে কিন্তু রোমের শক্তির মনে হত শেষ নেই।- তার মনে পড়ছে সে-সময়কার এক যুদ্ধের কথা। কী ভয়াবহ সে যুদ্ধ, কী প্রকাণ্ড ক্ষেত্র জুড়ে সে-যুদ্ধ চলেছিল, কী বিপুল সংখ্যক লোক সে-যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। মনে পড়ল, একটা পুরো দিন ও একটা পুরো রাত ধরে স্পার্টাকাস ও তার চারপাশের লোকেরা যুদ্ধের গতি কোনদিকে শুধু এইটুকুই আন্দাজ করতে পেরেছিল। গ্লাডিয়েটার যখন এই স্মৃতির মধ্যে দিয়ে চলেছে, কাপুয়াবাসীরা তখন তার ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা নিরীক্ষণ করছে। নিরীক্ষণ করছে তার দেহটা কিরকম দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, তার ঠোঁটের ধারে ধারে কেমন সাদা সাদা ফেনা জমে উঠছে, তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যন্ত্রণার আক্ষেপে কেমন পৃথকভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তারা তার গোঙানির শব্দ শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে।

'বেশীক্ষণ আর টিকে থাকবে না, বেশ ঘায়েল হয় আসছে।'

(একটা পাহাড়ের চূড়ায় তারা ঘাঁটি করেছে। একটা প্রকাণ্ড লম্বা পাহাড়। তার দুধারে ঢেউয়ের মত পাহাড়ের সারি নেমে গেছে। চূড়ার দুদিকে আধমাইল পর্যন্ত তাদের সুসজ্জিত পদাতিক বাহিনীকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিচে একটা ছোট উপত্যকা, তার মাঝখান দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে। নদীটা সামনে ও পিছনে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। উপত্যকার নিম্নদেশে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, ভারী ভারী পালান সমেত একপাল গরু সেখান বসে জাবর কাটছে। উপত্যকার অপরপাশে একখণ্ড জমিতে রোমানবাহিনী সন্নিবিষ্ট। স্পার্টাকাস তার সেনাবাহিনীর মধ্যস্থলে সেনাপতির শিবির সংস্থাপন করেছে। উচ্চভূমির উপর সেই শ্বেতমণ্ডপ থেকে সমস্ত অঞ্চলটা স্পষ্ট দেখা যায়। যথারীতি সেনাপতির শিবিরে কাজ শুরু হয়ে গেছে। এতদিনে কাজের একটা ছক বাঁধা হয়ে গেছে। কাগজ ও লেখবার সরঞ্জামসহ একজন কর্মাধ্যক্ষ বসে আছে। পঞ্চাশজন হরকরা আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রের যে-কোনো অংশে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়ে আসার জন্যে তারা প্রস্তুত। সংকেতদাতার জন্যে একটি ধ্বজদণ্ড প্রোথিত করা হয়েছে, নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকা হাতে সে দণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং এই প্রকাণ্ড পটমণ্ডপের মধ্যস্থলে দীর্ঘ এক টেবিলের উপরে যুদ্ধক্ষেত্রের এক বিরাট মানচিত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

(গোলামদের কার্যপদ্ধতি এই ধরনের এবং এর উদ্ভব হয়েছে ক্রমে ক্রমে, বিগত দু'বছরের রক্তক্ষয়ী অভিযানের মধ্য থেকে। ঠিক এইভাবেই উদ্ভব হয়েছে তাদের যুদ্ধকৌশল। এখন, টেবিলের চারপাশে সেনানায়কেরা দাঁড়িয়ে মানচিত্রটা নিরীক্ষণ করছে এবং প্রতিপক্ষের সৈন্যশক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সংবাদ আদান-প্রদান করছে। টেবিলের চারপাশে আটজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একপ্রান্তে স্পার্টাকাস এবং তার পাশেই ডেভিড। প্রথম নজরে স্পার্টাকাসকে দেখলে, কোনো অপরিচিত লোক বলবে তার বয়স চল্লিশ। তার কোঁকড়ানো চুলগুলোর মাঝে মাঝে পক্ককেশ উঁকি মারছে। আগে থেকে শীর্ণকায় এবং নিদ্রার অভাবে চোখের কোণে কালো কালো রেখা পড়েছে।

(বাইরের কেউ তাকে দেখলে বলবে সে কালের কবলে পড়েছে। কাল তার কাঁধের উপর ভর করে তাকে চালিয়ে চলেছে....এ-দেখা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা, কারণ ক্বচিৎ কখনো, অনেক অনেক বৎসরের মধ্যে, অনেক অনেক শতাব্দীর মধ্যে, হয়ত একবার একটা মানুষ

উঠে দাঁড়িয়ে সারা জগৎকে ডেকে তোলে ; তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, বিশ্বজগৎ চক্রগতিতে ঘুরতে থাকে কিন্তু এই মানুষকে কেউ ভোলে না। কত অল্পদিন আগেকার কথা, এ-মানুষ ছিল সামান্য এক গোলাম ; আর এখন কে এমন আছে যে স্পার্টাকাসের নাম শোনেনি ? সে নিজে কিন্তু সময় পায়নি একটু থেমে ভালো করে ভেবে দেখার, তার কী পরিবর্তন ঘটেছে। আরো কম সময় পেয়েছে নিজের মানসিক জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করার—এই দু'বছরের মধ্যে তার অন্তর্লোকে কী এমন ঘটল যার ফলে দু'বছর আগেকার সেই মানুষটা আজকের মানুষে পরিণত হল। এখন তার অধীনে প্রায় পঞ্চাশহাজার সৈন্যের এক বিরাট সেনাবাহিনী, আর সে-বাহিনী হয়ত কোনো কোনো বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী।

(এই সেনা মুক্তি-সেনা, অত্যন্ত সহজ ও অকপট এর মুক্তির সংজ্ঞা। অতীতে ইতিহাসের পথ বেয়ে কত অসংখ্য সেনাদল এসেছে ; তাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল নিছক লুণ্ঠন অথবা দেশ ও দেশের ধনসম্পত্তি দখল, তারা যুদ্ধ করেছে জাতিগত স্বার্থে, ক্ষমতার লোভে কিংবা কোনো না কোনো অঞ্চল অধিকার করতে ; কিন্তু এই একমাত্র সেনাদল, মানুষের মুক্তিকল্পে, মানুষের মর্য্যদা রক্ষায় দৃঢ়পণ, এই একমাত্র সেনাদল কোনো দেশকে কোনো নগরকে নিজস্ব বলে দাবি করে না কারণ সব দেশের সব নগরের সব জাতির লোক এর সৈনিক, এই একমাত্র সেনাদল যার প্রতিটি সৈনিক দাসত্বের সাধারণ উত্তরাধিকারে এবং মানুষকে যারা দাসে পরিণত করে তাদের প্রতি সাধারণ ঘৃণায় এক। এ এমন এক সেনাবাহিনী চরম জয়ে যা অঙ্গীকৃত, কারণ পশ্চাদপসরণ করার কোনো পথ এর নেই, আশ্রয় বা বিশ্রাম দেবে এমন কোনো দেশও নেই। ইতিহাসের এ একটা গতি পরিবর্তনের মুহূর্ত, একটা সূচনা, একটা প্রকম্পিত জাগরণ, অস্ফুটভাষ একটা ইশারা, কালান্তরের একটা সংকেত। প্রলয়ংকর বজ্রবিদ্যুতের অগ্রদূত এ একটা আলোর ঝলক। এই সেনাদল সহসা উপলব্ধি করেছে যে-জয় তাদের লক্ষ্য তা দুনিয়ার ভোল পালটে দেবে, তাই, হয় তাদের দুনিয়ার ভোল পালটাতে হবে, নয় জয়ের আশা ছাড়তে হবে।

(মানচিত্রের সামনে চিন্তামগ্ন স্পার্টাকাসের মনে সম্ভবতঃ প্রশ্ন জাগছে, কী করে এই বাহিনী গঠিত হল। তার মনে পড়ছে মোটা ল্যানিস্টার আখড়া থেকে মুষ্টিমেয় গ্লাডিয়েটারদের পালানোর কথা। মনে হল, তারা প্রক্ষিপ্ত এক বর্শাফলক, অবরুদ্ধ জীবনসাগরে এনে দিয়েছে গতির আবেগ, দাসজগতের স্থাণুত্ব ও নির্বিবাদ প্রশান্তি নিমেষে চুরমার করে দিয়েছে। তার মনে পড়ে এই গোলামদের সৈনিক করে তুলতে, মিলিতভাবে তাদের কাজ ও চিন্তা করতে শেখাতে কী দারুণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারপর সে বুঝতে চেষ্টা করে এই গতিবেগ থেমে গেল কেন।

(কিন্তু এখন এই ধরনের চিন্তার যথেষ্ট সময় নেই। এখন তারা যুদ্ধে চলেছে। আশঙ্কায় তার মন ভারাক্রান্ত ; যুদ্ধের আগে প্রতিবারই এমন হয়। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে এই আতঙ্কের অনেকটা কেটে যাবে, কিন্তু আপাতত সে ভীত সন্ত্রস্ত। টেবিলের চারপাশে তার সঙ্গীদের মুখের দিকে সে তাকায়। ওদের মুখগুলো অত প্রশান্ত কেন ? ওরা কি তার ভয়ের অংশীদার নয় ? সে দেখে লালচুলো ক্রিকসাসকে। ওই গলটার নীল রঙের ছোট ছোট চোখদুটো কী গভীর, তার লাল মুখের মধ্যে চোখদুটো কী নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত।

লম্বা হলুদরঙের তার গোঁফজোড়া চিবুকের নিচে পর্যন্ত নেমে এসেছে। দেখছে তার বন্ধু, তার জাতভাই গান্নিকাসকে। দাসত্বের মধ্যে দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে। এরা ছাড়া রয়েছে কাসটাস, আর ফ্রাকসাস, কৃষ্ণকায় বৃষস্কন্ধ নোর্ডো, ঋজু তীক্ষ্ণবুদ্ধি মিশরী মোজার, আর কাছে ইহুদি ডেভিড—কাউকে মনে হচ্ছে না বিন্দুমাত্র বিচলিত। তাহলে তার এই ভয়ের কারণ কী?

(এবারে সে তাদের রুক্ষভাবে বলে, 'বন্ধুগণ—তাহলে আমরা কী করতে যাচ্ছি? আমরা কি সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপত্যকার ওধারকার সৈন্যদের সম্বন্ধে জল্পনাকল্পনা করেই কাটাব?'

('এ একটা বিরাট বাহিনী,' গান্নিকাস বলল। 'আমরা আজ পর্যন্ত যত সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়েছি কিংবা চোখে দেখেছি এর কাছে তারা তুচ্ছ। গোনা যায় না এত বিরাট, তবে দশটা অভিযাত্রীবাহিনীর নিশান আমরা চিনতে পেরেছি। গল থেকে ওরা আনিয়েছে সপ্তম ও অষ্টম বাহিনী, আফ্রিকা থেকে তিনটি ও স্পেন থেকে দুটো। আমি জন্মে এত বিরাট সেনাবাহিনী দেখিনি। উপত্যকার ওধারটা ছেয়ে কমসে কম সত্তর হাজার লোক নিশ্চয় আছে।'

(ভয় কিংবা দ্বিধা দেখলেই ক্রিকসাস আর চুপ করে থাকতে পারে না। ক্রিকসাসের হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে এতদিনে তারা দুনিয়া জয় করে ফেলত। তার মুখে শুধু একটিমাত্র বুলি—রোম চলো। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে লাভ কি, একেবারে ওদের ঘাঁটিটা জ্বালিয়ে ছাই করে দাও। এবারেও সে বলল, 'দেখ গান্নিকাস, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না, তোমার কাছে প্রতিটি সেনাদলই তো সবচেয়ে বিরাট, সবসময়ই তো যুদ্ধের পক্ষে সবচেয়ে সঙ্গীন। আমার কথা শোনো। আমি ওই সেনাবাহিনীর জন্যে এক কানাকড়িও পরোয়া করি না। আমার ওপর যদি ভার থাকত, আমি এই মুহূর্তে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম, এক সপ্তাহ বা একদিন বা একঘণ্টা পরে নয়-এক্ষণি।'

(গান্নিকাস তাকে ক্ষান্ত করার চেষ্টা করে। 'রোমানরা যদি তাদের সেনাবাহিনীকে দুদলে ভাগ করে ফেলে? আগেও তো করেছে, যদি এবারেও করে।'

('না, তারা তা করবে না,' স্পার্টাকাস বলে। 'আমি বলছি তারা তা করবে না। তারা তা করতে যাবে কেন? আমাদের সবশুদ্ধ তো এখানেই পেয়ে যাচ্ছে। তারা জানে আমরা এখানেই জমায়েত রয়েছি। কেন তারা তা করবে?'

(মিশরী মোজার তারপরে বলে, 'এইবারের জন্যে আমি ক্রিকসাসের সঙ্গে একমত। ওর সঙ্গে আমার মতের মিল হওয়া খুব একটা আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু এইবার তার কথাই ঠিক। উপত্যকার ওধারের সেনাবাহিনী সত্যিই বিরাট কিন্তু আগে হোক পরে হোক তাদের সঙ্গে আমাদের লড়তে তো হবেই; তাই, না হয় আগেই হল। আর অপেক্ষা করতে গেলে ওদের সঙ্গে আমরা পারব না, কারণ ওদের খাবারের অভাব নেই অথচ কয়েকদিন পরেই আমাদের ভাঁড়ার শূন্য হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমরা ঘাঁটি ছেড়ে গেলে, ওরা যে-সুযোগ চায় তাই পেয়ে যাবে।'

(স্পার্টাকাস তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার মতে ওদের সৈন্যসংখ্যা কত?'

('অসংখ্য—অন্তত সত্তরহাজার।'

('স্পার্টাকাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। 'সত্যিই বিরাট—সত্যিই অসংখ্য। কিন্তু আমার মনে হয় তুমিই ঠিক বলেছ। আমাদের এখনই লড়াই করা ছাড়া উপায় নেই।' কথাগুলো হালকাভাবে বলার চেষ্টা করলেও তার মনের অবস্থা মোটেই হালকা নয়।

(স্থির হয় তিনঘণ্টার মধ্যে তারা রোমানদের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করবে, কিন্তু তার আগেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন সেনানায়কেরা তাদের নিজ নিজ দলে ফিরে গেছে কি যায়নি—এমন সময় রোমানরা দাসবাহিনীর কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করে আক্রমণ করে। আক্রমণের কোনো জটিল কৌশল নেই, কোনো কসরত কায়দা নেই ; বর্শাফলকের মতো রোমানদের একটা বাহিনী দাসব্যূহের কেন্দ্রাভিমুখে ভেদ করে যায়, যেন প্রধান সেনাপতির শিবির লক্ষ্য করে একটা বর্শা ছুটে আসছে আর তার পশ্চাতে সমগ্র রোমান সেনাবাহিনী বন্যাস্রোতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ডেভিড স্পার্টাকাসের কাছছাড়া হয় না। কিন্তু সমস্ত অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সেনাপতির শিবির থেকে তারা পুরো একঘণ্টাও প্রতিরক্ষা পরিচালিত করতে পারেনি। তারপর লড়াই এসে পড়ে তাদের নিজেদের উপর। এরপর যা, তা একটা দুঃস্বপ্ন। পটমণ্ডপ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। যুদ্ধ যেন একটা সমুদ্র, তাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, আর স্পার্টাকাসকে ঘিরে যেন ঘূর্ণিঝড় উঠেছে।

(এই তো যুদ্ধ। এবারে ডেভিড জানবে একটা যুদ্ধে সে লড়েছে। এর কাছে আর সব যেন ছোট ছোট দাঙ্গা। স্পার্টাকাস আর বিরাট সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নয়। সৈনিকের ঢাল তলোয়ার হাতে একজন সামান্য মানুষ মাত্র, আর সে-মানুষ যুদ্ধ করছে যেন যমদূত। ডেভিডও ওইভাবে লড়ে চলেছে। ওরা দুজনে যেন একটা পাহাড়, আর চতুর্দিকে চলেছে যুদ্ধের মন্থন। কখনো তারা একা, জীবনরক্ষার জন্যে আপ্রাণ যুদ্ধ করছে, পরমুহূর্তেই একশ' লোক তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। ডেভিড স্পার্টাকাসের দিকে তাকায়, দেখে ঘাম আর রক্তের ভিতর থেকে থ্রেশীয়ানটা গজরাচ্ছে।

('উঃ, এ কী যুদ্ধ। সে চেঁচিয়ে বলে। ডেভিড, এ কী যুদ্ধ। এ-যুদ্ধ থেকে কি বেঁচে উঠতে পারব ? কে জানে ?

(যুদ্ধ করতে তার ভাল লাগে, ডেভিডের মনে হয়। লোকটা কী অদ্ভুত ! চেয়ে দেখো, যুদ্ধ করতে ও কী ভালোবাসে ! দেখো কীভাবে লড়ছে, ঠিক যেন রূপকথার বীরপুরুষ ! গাথায় যাদের কথা আছে, তাদেরই কারো মতো ও লড়ে চলেছে।

(ডেভিড জানে না, সে নিজেও ওইরকম লড়ছে। স্পার্টাকাসের গায় বর্শার একটু খোঁচা লাগার আগে সে নিজে মরবে, এই তার পণ। সে যেন একটা বেড়াল, একটুও ক্লান্তি নেই, যেন প্রকাণ্ড একটা বনবেড়াল, আর তার তলোয়ারটা যেন একটা থাবা। মুহূর্তের জন্যেও সে স্পার্টাকাসের কাছছাড়া হচ্ছে না। যেভাবে সবসময় সে স্পার্টাকাসের পাশে পাশে নিজেকে রাখছে, কেউ দেখলে মনে করবে তার সঙ্গে সে আটকে রয়েছে। যুদ্ধের সামান্যই সে দেখছে। সে শুধু দেখছে নিজের ও স্পার্টাকাসের ঠিক সামনাসামনি যতটুকু দেখা যায় ততটুকু, কিন্তু তাই যথেষ্ট। রোমানরা জানে স্পার্টাকাস এখানে, তারা ভুলে যায় অনেক বছর ধরে আয়ত্ত করা সৈনিকদের কেতাদুরস্ত সামরিক চালচলন। সেনানায়কদের তাড়া খেয়ে তারা হুড়মুড় করে এগিয়ে আসে, এলোপাথাড়ি লড়াই করতে করতে তারা থাবা বাড়ায় স্পার্টাকাসকে ধরতে, তাকে পেড়ে ফেলে বধ করতে, তারপর

দানবটার মুণ্ডুটা কেটে নিতে। তার এত কাছে যে ডেভিড শুনতে পায় কী অকথ্য ভাষায় তারা গালাগালি দিচ্ছে। যুদ্ধের কলরোল ছাপিয়ে তা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু গোলামেরাও জানে স্পার্টাকাস এখানে, অপরদিক থেকে তারাও ধেয়ে আসে যুদ্ধের এই কেন্দ্রস্থলে। স্পার্টাকাসের নাম নিয়ে তারা হেঁকে ওঠে। স্পার্টাকাসের নাম যেন পতাকা। সারা যুদ্ধক্ষেত্রে এই নাম পতাকার মত আন্দোলিত হতে থাকে। স্পার্টাকাস! অনেক মাইল দূর থেকে তুমি শুনতে পাবে এই আওয়াজ। পাঁচ মাইল দূরে প্রাচীরবেষ্টিত এক শহরে যুদ্ধের কোলাহল পৌঁছচ্ছে।

(কিন্তু ডেভিড কান দিয়ে শুনছে, মন দিয়ে নয়; যার সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং যা তার সামনে আছে এছাড়া আর কিছুতে তার খেয়াল নেই। যতই তার শক্তি কমে আসছে, তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, যুদ্ধ তত প্রচণ্ড হয়ে উঠছে। জানে না সে, এক ক্রোশ জায়গা জুড়ে এ-যুদ্ধ চলছে। জানে না সে ক্রিকসাস দুটো বাহিনীকে ছারখার করে দিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেছে। সে শুধু জানে তার হাতখানা, হাতেধরা তলোয়ারটা আর তার পার্শ্ববর্তী স্পার্টাকাসকে। এমনকি তার এ-খেয়ালও নেই, তারা যুদ্ধ করতে করতে পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকার জলাভূমিতে নেমে এসেছে। নরম কাদার মধ্যে যখন গোড়ালি পর্যন্ত বসে গেছে তখন তার খেয়াল হল। লড়াই করতে করতে নদীর মধ্যে চলে যায়। হাঁটু পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে থাকে, নদীর জল রক্তে লাল হয়ে যায়। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে, সারা আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। উপত্যকায় হাজার হাজার যারা ক্ষুব্ধ আক্রোশে সংগ্রাম করে চলেছে সূর্য যেন তাদের বিদায় জানিয়ে যাচ্ছে বিষণ্ণ এক-বিদায় সম্ভাষণ। অন্ধকার হয়ে আসতে যুদ্ধের তীব্রতা কমে আসে কিন্তু তা একেবারে থামে না। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় গোলামেরা নদীর রক্তাক্ত জলে মাথা ডুবিয়ে অনবরত জল পান করছে। বারে বারে পান করছে, পান না করলে তারা মরে যাবে।

(ভোর হবার সাথে সাথে রোমানদের আবার আক্রমণ শুরু হল। কেউ কি এই গোলামগুলোর মতো কোনো লোকের সঙ্গে লড়াই করেছে। যতই তাদের বধ কর না, চিৎকার করে হাঁক দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে অপরেরা এসে তাদের স্থান দখল করে নিচ্ছে। তারা লড়াই করে মানুষের মতো নয়, জানোয়ারের মতো, কারণ পেটের মধ্য দিয়ে তলোয়ার চালিয়ে দেবার পরও, মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার পরও, দাঁত দিয়ে এমন জোরে পা কামড়ে ধরে যে মুণ্ডুটা কেটে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত সে কামড় আলগা করা যায় না। আহত হলে অন্য মানুষেরা হামাগুড়ি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়ে, আর এরা আহত হওয়া সত্ত্বেও না মরা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। অন্য মানুষেরা সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়, আর এরা বেড়ালের মত অন্ধকারে যুদ্ধ করতে থাকে এবং কখনো বিশ্রাম করে না।

(এই সব দেখেশুনে রোমানদের মনে ধীরে ধীরে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয়ের বীজ বহুকাল আগে থেকেই তাদের মনে রয়েছে, এখন তা অঙ্কুরিত হচ্ছে। গোলামের ভয়। গোলামদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস কর, অথচ তাদের বিশ্বাস কর না। তারা তোমার ভিতরে আবার বাইরেও। প্রতিদিন তারা তোমায় হাসিমুখে সেবা করে, কিন্তু হাসির অন্তরালে থাকে ঘৃণা। তাদের একমাত্র চিন্তা তোমাদের খতম করা। তোমাদের প্রতি ঘৃণাতেই তারা

শক্তিমান হয়ে ওঠে। তারা অপেক্ষা করছে, বহুকাল ধরে অপেক্ষা করছে। তাদের ধৈর্যও যেমন, স্মৃতিও তেমনি, দুয়েরই শেষ নেই। এই ভয়ের বীজ রোমানদের ভিতরে সেই দিন বোনা হয়েছে যেদিন প্রথম তারা চিন্তা করতে শিখল, এখন সেই বীজ থেকে ফল ফলছে।

(তারা আর পারছে না, তারা ক্লান্ত। ভারি ঢালগুলো বইবে যে, এমন শক্তি নেই, তলোয়ার তুলতে হাত কাঁপছে। কিন্তু গোলামদের ক্লান্তি নেই। বিচারবুদ্ধি লোপ পেল। এখানে দশজন ওখানে একশ'জন রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। একশ' হাজারে পরিণত হয়, হাজার দশহাজারে, তারপরে হঠাৎ সমগ্র সেনাবাহিনীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রোমানেরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে থাকে। তাদের সমরনায়কেরা চেষ্টা করে তাদের থামাতে, তারা তাদের নায়কদের হত্যা করে আতঙ্কে আর্তনাদ করতে করতে, গোলামদের থেকে ছুটে পালায়। গোলামেরা তাদের পিছনে ধাওয়া করে আসে এবং পুরোপুরি তাদের ওপর শোধ তোলে। তার ফলে কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত ভূমি রোমানদের মৃতদেহে ছেয়ে যায়, পিছনে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে তারা মুখ থুবড়িয়ে পড়ে থাকে।

(ক্রিকসাস ও আর আর সবাই যখন স্পার্টাকাসের সন্ধান পায়, তখনো সে ইহুদীর পাশেই। স্পার্টাকাস মাটির উপরে আলম্বিত, নিহতদের মধ্যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এবং ইহুদী তলোয়ার হাতে তাকে পাহারা দিচ্ছে। 'ওকে ঘুমোতে দাও,' ইহুদী বলে। 'আমাদের বিরাট জয় হয়েছে। ওকে এখন ঘুমোতে দাও।

('কিন্তু সেই বিরাট জয়ের জন্যে দশহাজার গোলাম মারা গেল। এবং এর পরে আরো রোমান বাহিনী আসবে—আরো বিরাট সে বাহিনী।'

৭

যখন জানা গেল গ্লাডিয়েটারের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, তার সম্পর্কে কৌতূহলও নিভে এল। ন'ঘণ্টা পরে বিকেল নাগাদ দর্শক বলতে রইল মাত্র জনাকয়েক। ক্রুশে বিঁধিয়ে হত্যা করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ অদম্য। তারা ছাড়া আর রইল কয়েকটা নোংরা ভিখারি আর নিষ্কর্মা ভবঘুরে। অন্য কোথাও তারা অবাঞ্ছিত বলেই এখানে রয়ে গেল, তা না হলে কাপুয়ার মতো জায়গাতেও বিকেলের দিকে মনের মতো আমোদ-প্রমোদের অভাব কি ? অবশ্য কাপুয়ায় তখন ঘোড়দৌড় বন্ধ, কিন্তু চমৎকার এরেনা দুটোর একটাতে অন্তত কিছু না কিছু নিশ্চয় হচ্ছিল। বাইরে থেকে যারা বেড়াতে আসত তাদের কাছে শহরটা খুব পছন্দসই বলে বছরে অন্তত তিনশ দিন জোড়ের লড়াই দেখাবার ব্যবস্থা ছিল ; কাপুয়ার সম্পন্ন নাগরিকরা এ-নিয়ে গর্ব বোধ করত। তাছাড়া কাপুয়ায় সুন্দর একটি রঙ্গালয় ছিল। এবং বিরাট বিরাট গণিকালয়ের অভাব ছিল না। রোমের তুলনায় এখানকার গণিকালয়গুলি অধিকতর প্রকাশ্য। এমন কোনো দেশ নেই বা জাতি নেই যেখানকার মেয়েদের এখানে পাওয়া যেত না ; নগরীর যাতে সুযশ হয় সেই উদ্দেশ্যে তাদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। এছাড়াও ছিল সুশোভিত দোকান, আতরের বাজার, স্নানাগার এবং

মনোরম উপসাগরে নানা ধরনের জলক্রীড়া।

অতএব ক্রুশবিদ্ধ একটা মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটার ক্ষণিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বিচিত্র কি? সে যদি 'মুনোরা'জয়ী বীর না হ'ত দ্বিতীয়বার তার দিকে কেউ ফিরেও চাইত না; জয়ী হয়েও সে আর তেমন কৌতূহল জাগাচ্ছে না। 'কাপুয়াবাসী রোমের নাগরিকদের উদ্দেশে' এক পত্রে মুষ্টিমেয় ইহুদী সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় তিনজন সম্পন্ন বণিক জানিয়ে দেয় এ ব্যক্তির বিষয় তারা কিছুই জানে না এবং এর সম্পর্কে তাদের কোনো দায়িত্বও নেই। পত্রে তারা উল্লেখ করে তাদের স্বদেশে সর্বপ্রকার বিদ্রোহ ও বিদ্বেষ নির্মূল হয়েছে। তারা আরো বলে ছুন্নৎ থেকেই ইহুদীত্ব প্রমাণিত হয় না। মিশরীয় ফিনিশীয় ও পারসিকদের মধ্যে ছুন্নৎ বহুল প্রচলিত। তাছাড়া, যে-মহান শক্তি জগৎব্যাপী শান্তি সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা প্রবর্তিত করেছে তার প্রতিকূলতা করা ইহুদীদের স্বভাববিরুদ্ধ। এইভাবে সর্ব-জন পরিত্যক্ত হয়ে গ্লাডিয়েটার অনাদরে যন্ত্রণায় একাকী মৃত্যুপথে অগ্রসর হচ্ছে। সৈনিকরা তাকে দেখে আর মজা পাচ্ছে না, দর্শকদেরও উৎসাহ স্তিমিত। জরাজীর্ণ একটা বুড়ি শুধু তিন হাঁটু এক করে বসে ক্রুশটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। সৈনিকেরা নিছক একটু বৈচিত্র্য আমদানির জন্যে বুড়িটাকে বিরক্ত করতে শুরু করে।

'কি গো সুন্দরী,' ওদের একজন বলল, 'ঝুলন্ত লোকটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছ কী?'

'ওটাকে নামিয়ে এনে দেব?' আরেকজন জিজ্ঞাসা করে। 'হ্যাঁগা, কতদিন অমন একটা জোয়ান ছোকরাকে নিয়ে শোওনি?'

'অনেকদিন,' বুড়ি বিড়বিড় করে বলে।

'সত্যি, লোকটার কী ষাঁড়ের মত তাগদ, তোমার সঙ্গে বেশ মানাবে। কিন্তু বুড়ি, ঘোড়ার মত ওই তাগড়াই জোয়ানটাকে সামাল দিতে পারবে তো?'

'কথা বলার কী ছিরি,' বুড়ি বলে। 'তোমরা কেমনধারা লোক গা। এ কী কথার ধরন!'

'ভদ্রে, অপরাধ মার্জনা করুন,' সৈনিকেরা একে একে আভূমি নত হয়ে তাকে কুর্নিশ করল। আশেপাশে যে-ক'জন জটলা করছিল মজা দেখতে তারা ভিড় করে এল।

'তোদের মার্জনার আমি কানাকড়িও ধার ধারি না,' বুড়িটা বলে চলে। 'আমি নোংরা আর তোরা নর্দমার পোকা। ধুলেই আমি সাফ হতে পারব, তোরা পারবি না।'

খোঁচাটা ফিরে আসতে সৈনিকদের তেমন উপাদেয় লাগল না, তারা তাই কর্তৃত্ব জাহিরের প্রয়াস করল। তারা কঠিন হয়ে উঠল, রাগে তাদের চোখগুলো জ্বলে উঠল। একজন বুড়িকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'ব্যস, ব্যস, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বুড়ি, মুখ সামলিয়ে কথা বল।'

'আমার যা খুশী তাই বলব।'

'তাহলে যা, স্নান সেরে আয়। ফটকের সামনে বসে যেভাবে তাকিয়ে আছিস তাতে তোকে দেখতেই ভিড় জমে যাবে।'

'আমি দেখার জিনিস, অ্যাঁ না?' বুড়ি খিঁচিয়ে বলে। 'ভীষণ নোংরা একটা দেখার জিনিস, এঁ্যা? তোরা রোমানরা কেমন রে? দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার, তাই না?

রোমানরা রোজ চান করে না, এ আবার হয় নাকি? তোদের মত নিষ্কর্মার ধাড়িগুলো রোজ চান করে সকালে জুয়ো খেলে আর বিকেলে এরেনায় যায়। আহা, তোরা কী পরিষ্কার—'

'এই মাগী, চোপরাও! একদম মুখ বন্ধ!'

'এখনই হয়েছে কি! আরো শোন্। আমি চান করতে পাই না, আমি যে বাঁদী। গোলামদের জন্যে চানের ঘাট বন্ধ তাই তারা চান করে না। আমি তো একটা অথর্ব বুড়ি, আমায় তোরা করবি কী? কিছুই মুরোদ নেই। আমি একা এককোণে বসে রোদ পোয়াই, কারো সাতে পাঁচে থাকি না, তাও তোদের সয় না, কেমন? দিনে দুবার মনিবের বাড়ি যাই, খানকতক রুটি পাই। সাচ্ছা রুটি। খাস রোমের রুটি—গোলামের হাতে বোনা, গোলামের হাতে ভাঙা, গোলামের হাতে সেঁকা। রাস্তা দিয়ে যাই যখন, দুধারে কত কী দেখি, কিন্তু গোলামের হাতে তৈরি নয় এমন একটা কিছু কি নজরে পড়ে? তোরা কি ভাবিস তোদের আমি ভয় করি? তোদের মুখে থুতু দিই।'

এদিকে যখন এইসব চলছে, ক্রাসাস আপ্পিয়ান ফটকে আবার ফিরে এল। তার ভাল ঘুম হয়নি, রাতের অনিদ্রা দিনে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নিতে চাইলে সচরাচর যা হয় তাই হয়েছে। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করত ক্রুশের জায়গাটায় সে আবার ফিরে যাচ্ছে কেন, সে তেমন কোনো জবাব দিতে পারত না। কিন্তু কারণটা সে মনে মনে ভালোভাবেই জানে। এই শেষ গ্লাডিয়েটারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ক্রাসাসের জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্রাসাসকে কেউ ভুলবে না। একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বলেই নয়, সে-ই যে দাসবিদ্রোহ দমন করেছে, তাও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দাসবিদ্রোহ দমন করেছে—বলা যত সহজ, করা তত সহজ ছিল না। ক্রাসাস যতদিন বেঁচে থাকবে দাসবিদ্রোহের স্মৃতি থেকে কখনো তার মুক্তি নেই। সেই স্মৃতি তার চলাফেরায় তার নিদ্রায় জাগরণে নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবে। ক্রাসাসের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত স্পার্টাকাসকে সে বিদায় দিতে পারবে না।

তখনই স্পার্টাকাস ও ক্রাসাসের মধ্যে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটবে,—একমাত্র তখনই। তাই তার প্রতিপক্ষের যতটুকু জীবন্ত অবশেষ এখনো টিকে রয়েছে তাই দেখার জন্যে ক্রাসাস তোরণদ্বারে আবার ফিরে এল।

এখন নতুন এক দ্বারপালের উপর তোরণ রক্ষার ভার পড়েছে, কিন্তু সেনাপতিকে সে চেনে,—কাপুয়ার বেশীর ভাগ লোকই যেমন চেনে। আপ্যায়িত করতে গিয়ে সে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করল। এমন কি গ্লাডিয়েটারের মৃত্যু দেখতে এত কম লোক হাজির রয়েছে বলে সে ক্রাসাসের কাছে মাপও চেয়ে বসল।

'লোকটা খুব তাড়াতাড়ি মরছে,' সে বলল। 'আশ্চর্যের ব্যাপার! চেহারা দেখে তো মনে হয়েছিল লোকটা শক্ত, সহজে কাহিল হবার নয়, তিনদিন ওই অবস্থাতেই টিকে থাকবে। কিন্তু এখন দেখছি সকালের আগেই খতম হয়ে যাবে।'

'কী করে জানলেন?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে।

'দেখেই বলা যায়। অনেক ক্রুশে মরা আমি দেখেছি, সবার এক ধারা। গজালটা নাড়ি ফুটো করে না-গেলেই হল, তাহলে রক্তপাতে তারা চট করে মরে যায়। এটা থেকে

তেমন রক্তও গড়াচ্ছে না। তবে ওর আর বাঁচার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে না থাকলে আবার তাড়াতাড়ি মরে। আপনার নিশ্চয় মনে হচ্ছে না, লোকটা তাড়াতাড়ি মরবে, কি বলেন?'

'কিছুই বিচিত্র নয়', ক্রাসাস বলে।

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে। এসব দেখেশুনে আমার মনে হয়—'

ঠিক এই সময় সৈনিকেরা বুড়িটার গায়ে হাত দেয়। বুড়িটার কর্কশ চিৎকার ও ঝটাপটি সেনাপতি ও দ্বারপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রাসাস ওদিকে এগিয়ে যায় এবং এক নজরে সব বুঝতে পারে। সৈন্যদের সে তিরস্কার করে বলল, 'কী চমৎকার সব বীরপুরুষ! ছেড়ে দাও এই বৃদ্ধাকে।'

তার কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর তারা অগ্রাহ্য করতে পারল না। বুড়িটাকে তারা ছেড়ে দিল। তাদের মধ্যে একজন ক্রাসাসকে চিনতে পারে এবং চুপিচুপি আর সবাইকে জানিয়ে দেয়। তারপর দ্বারপাল তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে এখানে গণ্ডগোলের কারণ কী এবং তাদের কি আর কিছু করার নেই?

'তেড়িয়া হয়ে আমাদের যা তা বলে গালাগালি করছিল।'

কাছেই কে একজন হো হো করে হেসে উঠল।

'দূর হ' এখান থেকে, যত সব নচ্ছার,' দ্বারপাল নিস্কর্মাগুলোকে এক ধমক দিল। তারা কয়েক পা পিছিয়ে গেল কিন্তু বেশীদূর গেল না। বুড়িটা চোখ পাকিয়ে ক্রাসাসকে দেখতে লাগল।

'তাহলে মহামহিম সেনাপতি মশাই আমার রক্ষক,' বুড়ি বলল।

'কে তুই, বুড়ি?' ক্রাসাস জানতে চায়।

'মহাপুরুষ, আপনার সামনে কি আমি হাঁটু গেড়ে বসব, না, আপনার মুখে থুতু দেব?'

'দেখছেন, দেখছেন? আমি বলিনি?' সৈনিকটা চিৎকার করে উঠল।

'ঠিক আছে। বুড়ি, কী চাস তুই?' ক্রাসাস জিজ্ঞাসা করে।

'আমি শুধু চাই একটু একা থাকতে। একটা ভালোলোক মরছে তাই দেখতে এখানে এসেছিলাম। একেবারে একা একা ওর মরা উচিত নয়। তাই এখানে আমি বসে বসে ওর দিকে চেয়ে আছি—আর ও মরছে। ওকে আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি। জানাচ্ছি, ও কখনো মরবে না। স্পার্টাকাস কখনো মরেনি। স্পার্টাকাস বেঁচে আছে।'

'কী পাগলের মত বকছিস, বুড়ি?'

'মারকাস লিসিনিয়াস ক্রাসাস, তুমি কি জানো না, আমি কোন কথা বলছি? আমি বলছি স্পার্টাকাসের কথা। হ্যাঁ, আমি জানি, কেন তুমি এখানে এসেছ। আর কেউ জানে না। জানে না ওরা, কেন তুমি এসেছ। শুধু তুমি জানো আর আমি জানি, তাই না?'

দ্বারপাল সৈন্যদের হুকুম দিল বুড়িটাকে জোর করে ওখান থেকে ধরে নিয়ে যেতে। অসহ্য তার অকথ্য গালাগালি। কিন্তু ক্রাসাস এক তাড়া দিয়ে তাদের হটিয়ে দিল।

'আমি বলেছি না, ওকে ছেড়ে দিতে। আমার কাছে বীরত্ব জাহির করতে এস না। যদি এতই বীরপুরুষ হয়ে থাক, তাহলে গ্রীষ্মাবকাশের এই আরামের জায়গায় না রেখে কোনো অভিযাত্রী বাহিনীতে তোমাদের সবাইকে চালান করলে বোধহয় তোমরা খুশী হবে। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। এক বৃদ্ধা মহিলার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার সামর্থ্য

আমার আছে।'

'তুমি ভয় পেয়েছ,' বুড়িটা হাসতে হাসতে বলে।

'কিসের ভয়?'

'আমাদের, তাই নয়? তোমাদের সবার মনে এমনই ভয়! সেই জন্যেই তো তুমি এখানে এসেছ। এসেছ ওর মরা দেখতে। শেষ লোকটা যে মরল, তাতে আর যাতে সন্দেহ না থাকে। হায়, হায়, ক'টা গোলাম তোমার কী করেছে? এখনো তোমার ভয় কাটল না? ও মরে গেলেই কি সব শেষ হয়ে যাবে? মারকাস লিসিনিয়াস ক্রাসাস, এর শেষ কি কখনো হবে?'

'বুড়ি, তুই কে?'

'আমি একটা বাঁদী,' সে জবাব দেয়। এই অতিবৃদ্ধা এবার যেন শিশুর মত সরল হয়ে গেল। 'আমি এসেছিলাম আমাদের আপনার লোকের কাছে থাকতে, তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে। আমি এসেছিলাম তার জন্যে কাঁদতে। আর সবাই আসতে ভয় পেল। কাপুয়া ভর্তি আমাদের লোক, কিন্তু তারা ভয়েই সারা। স্পার্টাকাস আমাদের বলেছিল, উঠে দাঁড়াও, স্বাধীন হও! কিন্তু ভয়ে আমরা তা পারিনি। আমাদের এত শক্তি, কিন্তু তবু আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকি, পড়ে পড়ে মার খাই, পালিয়ে বেড়াই।' এবারে বুড়ির ফুলো ফুলো চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। কাতরভাবে বুড়ি এবার জিজ্ঞাসা করে, 'বলো, এবার আমার কী করবে?'

'কিছুই করব না, বুড়ি। ওখানে বসে যদি কাঁদতে চাস, কাঁদ।' একটা মুদ্রা ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিন্তিতমনে সে সেখান থেকে সরে আসে। ক্রুশটার কাছে থেমে মুমূর্ষু গ্লাডিয়েটারটাকে দেখতে দেখতে বৃদ্ধার কথাগুলো সে মনে মনে তলিয়ে দেখে।

৮

গ্লাডিয়েটারের জীবনে ছিল চারটে যুগ। শৈশব ছিল না-জানার যুগ, আনন্দে পরিপূর্ণ, যৌবনে এল জ্ঞান, সেই সঙ্গে এল দুঃখ আর ঘৃণা। আশার যুগ ছিল তখন যখন স্পার্টাকাসের সঙ্গে থেকে সে যুদ্ধ করেছে, নিরাশার যুগ এল যখন সে জানতে পারল তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। নিরাশার যুগের শেষ দৃশ্য তার বর্তমান অবস্থা। এখন সে মরছে।

সংগ্রাম ছিল তার অস্থিমজ্জা, কিন্তু এখন সে সংগ্রাম-বিমুখ। জীবন ছিল তার ক্রোধ ও প্রতিরোধের এক অগ্নিশিখা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গতির একটা গর্বিত দাবি। কেউ কেউ সহজেই মেনে নিতে পারে, কেউ কেউ তা পারে না। স্পার্টাকাসকে জানার আগে পর্যন্ত মেনে নেবার মতো কিছুই সে পায়নি। তারপর সে জেনেছে মানবজীবন মহার্ঘ, সে মেনে নিয়েছে জীবনের এই মূল্যবোধ। স্পার্টাকাসের জীবন শ্রদ্ধেয়, তা ছিল মহৎ, তার সঙ্গী মানুষেরাও মহৎ জীবন যাপন করে গেছে—কিন্তু এই মুহূর্তে ক্রুশের উপর মৃত্যুমুখে সে এখনো প্রশ্ন করছে, কেন তারা ব্যর্থ হল। তার অবশিষ্ট বিচারবুদ্ধির বিশৃঙ্খলায় এই প্রশ্ন উত্তরের সন্ধান করে ফিরছে কিন্তু কোনো উত্তর পায় না।

(যখন ক্রিকসাসের মৃত্যুসংবাদ এল সে তখন স্পার্টাকাসের কাছে। ক্রিকসাসের মৃত্যু তার জীবনেরই সঙ্গত সমাপ্তি। ক্রিকসাস একটা স্বপ্ন আঁকড়ে ছিল। স্পার্টাকাস জানত সে-স্বপ্ন কখন ভেঙে গেছে, কখন তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রিকসাসের স্বপ্ন, তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল রোমের ধ্বংসসাধন। কিন্তু এমন একটা মুহূর্ত এল যখন স্পার্টাকাস বুঝতে পারল রোম ধ্বংস করা তাদের পক্ষে অসাধ্য, বুঝতে পারল একমাত্র রোমই তাদের ধ্বংস করতে সক্ষম। এই হল শুরু, শেষ হল যখন বিশহাজার গোলাম ক্রিকসাসের অধীনে যাত্রা করল। এখন ক্রিকসাস মৃত, তার সেনাবাহিনীও নিশ্চিহ্ন। ক্রিকসাস মারা গেছে, সেই সঙ্গে মারা গেছে তার সঙ্গে যারা ছিল তারাও। দুর্ধর্ষ বিরাটকায় সেই লাল-মাথা গলটার প্রাণখোলা হাসি আর শোনা যাবে না, শোনা যাবে না তার গলা-ফাটানো চিৎকার। সে মৃত।

(এই খবর যখন আসে ডেভিড তখন স্পার্টাকাসের কাছে। একজন বার্তাবহ বেঁচে ফিরে এসেছে এই খবরটি নিয়ে। এই ধরনের বার্তাবহদের সর্বাঙ্গে মৃত্যুলিখন থাকে। স্পার্টাকাস একমনে শোনে। তারপর সে ডেভিডের দিকে তাকায়।

('শুনলে?' সে তাকে জিজ্ঞাসা করে।

('শুনেছি।'

('শুনেছ কি ক্রিকসাস মারা গেছে আর তার সঙ্গে সেনাবাহিনীর সবাই?'

('শুনেছি।'

('পৃথিবীতে এত মৃত্যু আছে? এত মৃত্যু?'

('পৃথিবীময় তো মৃত্যু। তোমাকে জানার আগে পৃথিবীতে তো শুধু মৃত্যুই ছিল।'

('এখন পৃথিবীতে শুধু মৃত্যুই আছে,' স্পার্টাকাস বলে। সে বদলে যায়। অন্যরকম হয়ে যায়। কখনো সে আগের মত হবে না। জীবনের সঙ্গে তার যে নিবিড় সম্পর্ক একটু আগে পর্যন্ত ছিল, নিউবিয়ার সোনার খনিতেও যা অটুট ছিল, উলঙ্গ অবস্থায় ছোরা হাতে এরেনায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ও যা অম্লান ছিল, সেই সম্পর্ক আর সে ফিরে পাবে না। তার কাছে এখন জীবন পরাহত, মৃত্যুই জয়ী। সে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখময় শূন্যতা, তার চোখদুটো শূন্যতায় ভরা, তারপর সেই শূন্যতা থেকে টপ্‌টপ্‌ করে ঝরে পড়ে অশ্রু, গড়িয়ে যায় তার প্রশস্ত তামাটে গালের উপর দিয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে কাঁদতে দেখা—ডেভিড সইতে পারছে না, তার বুক ফেটে যাচ্ছে। এ যে স্পার্টাকাস কাঁদছে। ইহুদীর মনে একটা চিন্তা খেলে যায়; স্পার্টাকাস সম্পর্কে কিছু শুনতে চাও?

(কারণ ওর দিকে তাকিয়ে কিছুই তো দেখতে পাবে না। ওকে দেখে কিছুই জানতে পাবে না। দেখবে শুধু তার ভাঙা চেপ্টা নাক, চওড়া মুখ, বাদামী রঙ আর আয়ত চোখ। এর থেকে তাকে জানবে কী করে? ও একটা নতুন মানুষ। লোকে বলে ও যেন পুরাকালের বীরপুরুষ; কিন্তু পুরাকালের বীরপুরুষদের সঙ্গে স্পার্টাকাসের মিল কোথায়? বীরপুরুষরা কি এমন পিতার ঔরসে জন্মেছে যার পিতা ছিল গোলাম? অথচ এই লোকটা কোথা থেকে এল? ঘৃণা বা ঈর্ষা না করে এ কী করে বাঁচতে পারে? মানুষের বিরক্তি থেকে তার মর্মজ্বালা থেকে মানুষকে চেনা যায়, কিন্তু এই এমন একটা মানুষ যার বিরক্তি নেই, মর্মজ্বালা নেই। এ এক মহৎ মানুষ। এ এমন মানুষ যে জীবনে কখনো অন্যায়

করেনি, এ তোমাদের থেকে আলাদা—আমাদের থেকেও আলাদা। আমরা যা সবে হচ্ছি, ও তাই ; কিন্তু ও যা আমাদের কেউই তা নয়। ও আমাদের ছেড়ে অনেক এগিয়ে গেছে। ওই মানুষটা এখন কাঁদছে।

('কেন তুমি কাঁদছ?' ডেভিড জানতে চায়। 'আমাদের অবস্থা এখন কী সঙ্গীন হয়ে উঠবে—কেন তুমি কাঁদছ? এবারে আমরা না মরা পর্যন্ত ওরা তো আমাদের শান্তি দেবে না।'

('তুমি কখনো কাঁদো না?' স্পার্টাকাস জিজ্ঞাসা করে।

('আমার বাবাকে যখন ক্রুশে বিঁধেছিল তখন কেঁদেছিলাম। সেই থেকে কখনো আর কাঁদিনি।'

('তুমি তোমার বাবার জন্যে কাঁদোনি,' স্পার্টাকাস বলে, 'আমিও ক্রিকসাসের জন্যে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি আমাদের জন্যে। কেন এমন হল? কোথায় আমাদের ত্রুটি ছিল? প্রথমদিকে আমার একেবারে সন্দেহ হয়নি? আমার সমস্ত জীবন একটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায় ছিল, যে-মুহূর্তে গোলামেরা বলিষ্ঠ হাতে অস্ত্র তুলে নেবে। তারপরে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভাবলাম চাবুকের যুগ গত হল। শুনলাম জগৎ জুড়ে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। তারপর এ কী, কেন আমরা ব্যর্থ হলাম? কেন, কেন আমরা ব্যর্থ হলাম? ক্রিকসাস, ভাই আমার, কেন তুমি মরলে? কেন তুমি অত রাগী, অত প্রচণ্ড ছিলে? এখন তুমি আর নেই, তোমার অমন সুন্দর লোকেরাও আর নেই।'

(ইহুদী বলে, 'যে মরেছে সে আর ফিরবে না। কান্না থামাও!'

(কিন্তু স্পার্টাকাস মাটিতে মুখ থুবড়িয়ে লুটিয়ে পড়ে, দলাপাকানো মাংসপিণ্ডের মত মাটিতে মুখ থুবড়িয়েই সে তারস্বরে কাঁদতে থাকে, 'ভেরিনিয়াকে পাঠিয়ে দাও। তাকে ডাকো। তাকে বলো, আমার ভয় করছে, আমার সর্বাঙ্গে মৃত্যু ছেয়ে আসছে।')

৯

মারা যাবার আগে গ্লাডিয়েটার ফিরে পেল মুহূর্তের অনাবিল স্বচ্ছতা। সে চোখ মেলল, দৃষ্টি পরিষ্কার ; অল্পক্ষণের জন্য সে কোনো যন্ত্রণাও বোধ করল না। পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে সে দেখতে পেল তার চারপাশের দৃশ্য। ওই তো চলে গেছে আপ্পিয়ান মহাপথ, রোমের বিরাট রাজপথ, রোমের গৌরব, রোমের ধমনী, সোজা উত্তরমুখী গিয়ে রোমের শহরাঞ্চলে মিশেছে। সামনে তার অপরপাশে, ওই তো নগরপ্রাচীর আর আপ্পিয়ান তোরণ। তারই নিচে নগরবাহিনীর গোটা বারো সৈনিক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই তো দ্বারপাল একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে রসিকতা করছে। ওইখানে রাস্তাটার ধারে কয়েকটা নিষ্কর্মা চুপচাপ বসে রয়েছে। রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল তেমন হচ্ছে না, কারণ বেলা পড়ে এসেছে এবং শহরের অধিকাংশ নাগরিক এখন স্নানাগারে। গ্লাডিয়েটারের দৃষ্টি রাস্তা ছাড়িয়ে আরো একটু উপরের দিকে উঠতে তার মনে হল যেন সে দেখতে পেল সুন্দর উপসাগরের একটু ফালি। সমুদ্র থেকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তার মুখে এই বাতাসের স্পর্শ প্রেয়সীর স্নিগ্ধ হাতের মতো।

সে দেখতে পেল রাস্তার ধারে ধারে সবুজ ঝোপ, তার পিছনেই দেবদারু গাছ এবং উত্তর দিকে ঢেউয়ের মতো পাহাড়ের সারি। দেখতে পেল গোলামেরা পালিয়ে গিয়ে যে-পাহাড়টার আড়ালে লুকোয় তার মেরুশিরাটা। সে দেখে বিকেলের নীল আকাশটা, সুন্দর নীল সেই আকাশ, অতৃপ্ত কামনার ব্যথার মত। চোখ নামিয়ে দেখে একটি মাত্র বুড়ি ক্রুশটার কয়েকহাত দূরে গুড়ি মেরে বসে রয়েছে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, আর তার চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে।

'কেন ও আমার জন্যে কাঁদছে,' গ্লাডিয়েটার নিজের মনে ভাবে। 'কে তুমি বৃদ্ধা, কেন তুমি ওখানে বসে আমার জন্যে কাঁদছ?'

সে জানে সে মরছে। তার মন স্বচ্ছ; সে জানে তার সময় হয়ে এসেছে, শীঘ্রই যে তার সব যন্ত্রণার, সব স্মৃতির অবসান ঘটবে, এর জন্যে সে কৃতজ্ঞতা বোধ করে। কৃতজ্ঞতা বোধ করে, অনিবার্য নিশ্চয়তার সঙ্গে সব মানুষ যে-চিরনিদ্রার প্রতীক্ষা করে তা সমাগত বলে। মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম বা প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষা তার আর নেই। তার মনে হল চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনদীপ নিমেষে ও অনায়াসে নিভে যাবে।

এবং সে দেখল ক্রাসাসকে। সে দেখল এবং দেখে চিনতে পারল। তাদের পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় হল। রোমান সেনাপতি দাঁড়িয়েছিল মর্মর মূর্তির মত ঋজু ও স্থির। তার সাদা টোগার পাটে পাটে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা। তার সুন্দর সুগঠিত রৌদ্রদগ্ধ মাথাটা যেন রোমের শক্তির, তার প্রতাপ ও গৌরবের প্রতীক।

'ক্রাসাস, তুমিও তাহলে এলে আমার মৃত্যু দেখতে।' গ্লাডিয়েটার ভাবল। 'তুমি এসেছ শেষ গোলামের ক্রুশে মৃত্যু দেখতে। দেখো, একটা গোলাম মরছে আর মরার আগে সে দেখে যাচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীকে।'

তারপর গ্লাডিয়েটারের মনে পড়ে আরেকবার যখন সে ক্রাসাসকে দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে এল স্পার্টাকাস। মনে পড়ল স্পার্টাকাসের তখনকার অবস্থা। তারা জানত, আর কোনো আশা নেই, কিছু আর করার নেই, জানত সেই যুদ্ধই শেষযুদ্ধ। ভেরিনিয়ার কাছ থেকে স্পার্টাকাসের শেষ বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। স্পার্টাকাসের কাছে থাকার জন্যে ভেরিনিয়ার সে কী কাকুতি-মিনতি, সে কী আকুল কান্না, তা সত্ত্বেও স্পার্টাকাস তাকে বিদায় জানিয়ে জোর করে পাঠিয়ে দিল। ভেরিনিয়া তখন সন্তানসম্ভবা। স্পার্টাকাসের আশা ছিল রোমানদের হাতে চরম বিপর্যয় নেমে আসার আগে সন্তানের জন্ম দেখে যাবে। কিন্তু ভেরিনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় সে-সন্তান তখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। ডেভিডকে সে বলে যায়, 'আমার বন্ধু, আমার চিরসাথী, আমার সন্তানকে দেখে যেতে পারলাম না। এই একমাত্র আপসোস রয়ে গেল। আপসোস করার আর কিছু নেই, কিছু না।'

তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে স্পার্টাকাসের কাছে তার সাদা ঘোড়াটা নিয়ে আসা হল। কী অপূর্ব সেই ঘোড়াটা! বরফের মত সাদা সুন্দর ঘোড়াটা পারস্য থেকে আনা। কী দৃপ্ত গর্বিত ভঙ্গি তার। এ-ঘোড়া স্পার্টাকাসকেই মানায়। স্পার্টাকাস সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। সত্যিই ঝেড়ে ফেলেছে। এ তার মুখোশ নয়। সত্যিই সে এখন জীবন্ত, প্রাণের আনন্দে, যৌবনের আবেগে দৃপ্ত ও উচ্ছ্বসিত। গত ছয়মাসে তার মাথার চুলগুলো

সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু সাদা চুলগুলো আর নজরে পড়ছে না, পড়ছে যৌবনোচ্ছল মুখখানা শুধু। ওই কুশ্রী মুখখানা কী সুন্দর! প্রত্যেকে দেখে কী সুন্দর ওই মুখখানি। তার দিকে চেয়ে সবাই মুগ্ধ হল, কারো মুখ থেকে কথা ফুটল না। তারপর তার কাছে সুন্দর ঘোড়াটি নিয়ে আসা হল।

'আমার প্রিয় বন্ধুরা, প্রিয় সঙ্গীরা। প্রথমে তোমাদের সকলকে এই অমূল্য দানের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' সে বলল। 'প্রথমে আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার মনপ্রাণ থেকে তোমাদের ধন্যবাদ জানাই।' তারপর তার তলোয়ারটা সে টেনে বার করল এবং অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘোড়াটার বুকে তা আমূল বসিয়ে দিয়ে চেপে রইল, আর জানোয়ারটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করতে লাগল। ঘোড়াটা গড়িয়ে পড়ে মরে যাবার পর তলোয়ারটা সে বের করে আনে। রক্তাক্ত তরবারি হাতে সে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে, ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক তারা তাকে দেখে। কিন্তু তার কোনোই পরিবর্তন হয়নি।

সে বলল, 'একটা ঘোড়া মারা গেল। একটা ঘোড়ার জন্যে তোমরা কি কাঁদবে? মানুষের জানের জন্যে আমাদের লড়াই, ঘোড়ার জানের জন্যে নয়। রোমানদের কাছে ঘোড়া খুব প্রিয়, কিন্তু মানুষ তাদের ঘৃণার পাত্র। এবারে দেখা যাবে, কে এই যুদ্ধক্ষেত্র হেঁটে পার হতে পারে, আমরা না রোমানরা। আমাকে যা দিয়েছিলে তার জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। আশ্চর্য সুন্দর ছিল তোমাদের এই দান। এর থেকে বোঝা যায় তোমরা আমাকে কত ভালবাস। কিন্তু তা বুঝতে আমার এ দানের দরকার নেই। আমার মনে কী আছে আমি জানি। তোমাদের প্রতি ভালোবাসায় আমার মনপ্রাণ ভরে রয়েছে। আমার প্রিয় সাথীরা, তোমাদের কত যে ভালোবাসি তা বুঝিয়ে বলার মতো কথা সারা দুনিয়ায় কোথাও নেই। জীবনে আমরা এক হয়েছিলাম। আজ যদি আমরা ব্যর্থও হই, আমরা এমন কিছু করে যাচ্ছি যা মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। চারবছর ধরে আমরা রোমের সঙ্গে লড়াই করেছি—দীর্ঘ চার বছর। কখনো কোনো রোমানবাহিনীর কাছে আমরা হঠে আসিনি। কখনো আমরা পালাইনি। আজও আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাব না। তোমরা কি চেয়েছিলে আমি ঘোড়ায় চেপে লড়াই করি? ঘোড়ায় চেপে রোমানরা লড়ুক। আমি আমার ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব। আজকের যুদ্ধে যদি আমরা জিততে পারি, আমাদের ঘোড়ার অভাব হবে না, তখন তাদের রথে নয়, লাঙলে জুতে দেব। আর যদি হারি, তাহলে, তাহলে—হারিই যদি ঘোড়ার আর কী দরকার।'

তারপর সবাইকে সে আলিঙ্গন করল। তার পুরনো সঙ্গীদের মধ্যে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে মুখচুম্বন করল। যখন ডেভিডের পালা এল, সে বলল, 'শ্রেষ্ঠ গ্লাডিয়েটার, আমার পরম বন্ধু, আজও কি তুমি আমার পাশে থাকবে?'

'সবসময়েই থাকব।'

ক্রুশে ঝুলতে ঝুলতে গ্লাডিয়েটার ক্রাসাসের দিকে চেয়ে ভাবে, 'একজন মানুষ আর কত পারে?' এখন তার আর কোনো অনুশোচনা নেই। সে স্পার্টাকাসের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছিল। সে যখন লড়ছিল তখন এই লোকটি, এই যে-বিখ্যাত সেনাপতি তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার ঘোড়াটাকে গোলামদের ব্যূহ ভেদ করে চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। স্পার্টাকাসের সঙ্গে একসাথে সে চিৎকার করে ওঠে, 'ক্রাসাস! এগিয়ে আয়! আমাদের

অভিনন্দন নিয়ে যা!'

একটা নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে ধরাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত সে লড়াই করে গিয়েছে। লড়েছিল সে ভালই। স্পার্টাকাসের মৃত্যু তাকে দেখতে হয় নি বলে সে খুশী। স্পার্টাকাস না হয়ে তাকেই যে ক্রুশের এই চরম লাঞ্ছনা ও অপমান সইতে হল, এর জন্যেও সে খুশী। এখন তার আর কোনো দুঃখ নেই, কোনো চিন্তা নেই, এমন কি ঠিক এই মুহূর্তে কোনো যন্ত্রণাও নেই। স্পার্টাকাসের শেষ অবস্থার আনন্দোচ্ছ্বাস এখন সে বুঝতে পারে। বোঝে, পরাজয় কোথাও নেই। এখন সে স্পার্টাকাসের মতো। কারণ স্পার্টাকাস জীবনের যে-গভীর রহস্য জানত, সে-ও তা জেনেছে। ক্রাসাসকে সে বলে যেতে চায়। কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল, ক্রাসাস ক্রুশের কাছে এগিয়ে এল। উর্দ্ধস্থিত মুমূর্ষু লোকটার দিকে চেয়ে ক্রাসাস সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু গ্লাডিয়েটারের মুখ থেকে একটা শব্দও নির্গত হল না। তারপরেই গ্লাডিয়েটারের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল; যতটুকু শক্তি ছিল তাও চলে গেল। গ্লাডিয়েটার মারা গেল।

ক্রাসাস ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না বুড়িটা তার পাশে এসে দাঁড়ায়। বুড়িটা বলল, 'ও মারা গেছে।'

'জানি,' ক্রাসাস জবাব দিল।

তারপর সে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে চলল—,তোরণ পার হয়ে, কাপুয়ার রাজপথ ধরে।

১০

সে-রাত্রে ক্রাসাস একাই নৈশভোজ সমাপন করল। যারা তার সঙ্গে দেখা করতে এল, কারো সঙ্গে দেখা করল না। পরিচারকদের নজরে পড়ে তার এই বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব। প্রায়ই তার এরকম ভাবান্তর ঘটে এবং পরিচারকদের তা জানা আছে। সাবধানে পা টিপে টিপে তারা চলাফেরা করতে থাকে। আহারের আগেই এক বোতল সুরার অধিকাংশ শেষ হয়ে গেল, আহারের সঙ্গে আরেক বোতল এবং আহার শেষে মিশর থেকে আমদানী সেখানকার খেজুররসের অত্যন্ত কড়া আরেক বোতল সুরা নিয়ে বসল। ভারাক্রান্ত মনে একা পান করতে করতে সে অত্যধিক মাতাল হয়ে পড়ল, এই মত্ততায় মিশে রইল নৈরাশ্য ও ধিক্কার। তখন সে কোনোক্রমে হাঁটতে পারছে, টলতে টলতে তার শয়নকক্ষে গিয়ে পৌছল; এবং পরিচারকদের সাহায্যে সেই রাত্রের মত শয্যাগ্রহণ করল।

মোটামুটি তার ঘুমটা বেশ ভালো ও গভীর হয়েছিল। সকালে শরীরটা ঝরঝরে বোধ করল; তার মাথাধরাও নেই এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এমন দুঃস্বপ্নের কথাও তার মনে নেই। দিনে দুবার স্নান করা তার নিয়মিত অভ্যাস, একবার ঘুম থেকে উঠেই, আরেকবার সন্ধ্যের দিকে নৈশভোজের আগে। অনেক ধনী রোমানদের মত রাজনৈতিক স্বার্থে সে-ও সপ্তাহে অন্তত দু'বার সাধারণ স্নানাগারে হাজিরা দেয়। কিন্তু প্রয়োজনের থেকে রাজনীতিই সে-ক্ষেত্রে প্রধান। এমন কি কাপুয়াতেও তার নিজস্ব একটি সুন্দর স্নানাগার ছিল, তাতে টালির তৈরী বারো ফুট দৈর্ঘ্যের চৌকো এক জলাধার মেঝের সমান করে মাটির নিচে

গাঁথা। এই জলাধারে ঠাণ্ডা ও গরমজল সরবরাহের ছিল অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা। যেখানেই সে থাকুক না কেন, তার জন্যে স্নানের ভালোমত ব্যবস্থা থাকা চাই-ই এবং যখন সে বাড়ি তৈরি করল তাতে জল সরবরাহের জন্যে নল লাগানো হল পিতলের ও রূপোর, কারণ তাতে মরচে ধরবে না।

স্নানের পর নাপিত ক্ষৌরী করে দিল। দিনের এই সময়টা তার ভালো লাগে। তার ভালো লাগে গণ্ডদেশে শাণিত ক্ষুরের কাছে এই আত্মসমর্পণ এবং তার ফলে বিপদ ও বিশ্বাস মেশানো শিশুর মত মনের অবস্থা। তারপর মুখের উপর গরম গামছা ও তারপর ধীরে ধীরে প্রলেপ ঘর্ষণ এবং শেষকালে মস্তকমর্দন। তার চুলের বড় গর্ব ছিল। সম্প্রতি তা উঠে যাচ্ছে বলে সে উদ্বিগ্ন।

সে পরিধান করল গভীর নীল রঙের একটা সাধারণ কোর্তা। রূপালি জরি দিয়ে তার ধারগুলোয় কাজ করা এবং অভ্যাসমত পায়ে দিল হাঁটু-পর্যন্ত ঢাকা সাদা হরিণের চামড়ার জুতো। যেহেতু এই জুতোগুলো ভালোভাবে পরিস্কার করা যায় না এবং যেহেতু দুতিনদিনের ব্যবহারেই কর্দমলিপ্ত হবার সম্ভাবনা, ক্রাসাসের তাই নিজস্ব একটা জুতো তৈরীর কারখানা ছিল, সেখানে চারজন গোলাম একজন ঠিকা কারিগরের তত্ত্বাবধানে কাজ করত। খরচ হলেও তা পুষিয়ে যেত। কারণ, গভীর নীল রঙের কোর্তা ও সাদা জুতো পরে বাস্তবিক তাকে সুন্দর দেখাত। আবহাওয়া ক্রমে গরম হয়ে উঠেছে বলে সে ঠিক করল আজ আর টোগাটা নেবে না এবং দু এক টুকরো রুটি ও কিছু ফল সহযোগে প্রাতরাশ সমাপ্ত করে সে একটি শিবিকায় চেপে রওনা হল তরুণতরুণী তিনজনের আবাসের দিকে। হেলেনার প্রতি তার ব্যবহারে সে কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন ছিল। যতই হোক, সে কথা দিয়েছিল কাপুয়ায় তাদের আপ্যায়ন করবে।

এই বাড়িতে এর আগেও সে দু-একবার এসেছে এবং হেলেনার খুল্লতাতের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয়ও আছে; সেইজন্যে প্রধানদ্বারী তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে গেল গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণে। সেখানে তখন পরিবারের সবাই ও তাদের অতিথিরা প্রাতরাশে নিরত। তাকে দেখামাত্র হেলেনার গালদুটো লাল হয়ে উঠল এবং তার সযত্নলালিত গাম্ভীর্যও একটু শিথিল হয়ে গেল। কেইয়াসকে দেখে মনে হল বাস্তবিক সে খুশী হয়েছে। সেনাপতি মহাশয় গৃহে পদার্পণ করায় খুড়ো-খুড়ী যে কতখানি কৃতার্থ হয়েছে তাদের হাবেভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। যথোচিত আপ্যায়নের জন্যে তারা কী যে করবে ঠিক পাচ্ছিল না। একমাত্র ক্লডিয়া তাকে দেখছিল বিরক্ত ও রুক্ষভাবে, তার চাউনিতে কিছুটা যেন বিদ্বেষও ছিল।

'তোমরা যদি আজ কিছু ঠিক করে না থাকো,' ক্রাসাস বলল, 'আমার সঙ্গে তবে এক আতর কারখানায় যেতে পার। কাপুয়ায় এসে আতর কারখানা না দেখে যাওয়া লজ্জার কথা। বিশেষতঃ আমাদের এই গরীব শহরের যা কিছু নামডাক তা যখন প্রধানতঃ গ্লাডিয়েটার ও আতরের জন্যেই।'

'অদ্ভুত সমন্বয় তো,' ক্লডিয়া একটু হেসে বলে।

'আমরা কিছুই ঠিক করিনি,' হেলেনা তাড়াতাড়ি বলল।

'ও বলতে চায়, আমাদের ঠিক আছে, কিন্তু যা ঠিক আছে তা স্থগিত রেখে আপনার

সঙ্গে যাওয়াতেই আমাদের আনন্দ হবে বেশী।'

কেইয়াস কটমট করে, প্রায় রাগতভাবে, তার বোনের দিকে তাকাল। ক্রাসাস বুঝিয়ে বলে, বয়স্ক ব্যক্তিরাও অবশ্য বাদ যাবেন না কিন্তু তাঁরাই সবিনয়ে তাঁদের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। আতরের কারখানা তাঁদের কাছে অভিনব কিছু নয়, গৃহকর্ত্রী আরো জানিয়ে দিলেন আতরের ভাপ একটু বেশী লাগলেই তাঁর মাথা ধরে।

একটু পরে তারা আতরের কারখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তাদের শিবিকাগুলো এল কাপুয়ার প্রাচীন অংশে। এখানে রাস্তাগুলো আরো সংকীর্ণ, বস্তিবাড়িগুলো আরো উঁচু। শহরে গৃহনির্মাণ সম্পর্কে যতটুকু বাধানিষেধ আছে, স্পষ্টতই এখানে তা পালিত হয় না, বস্তিবাড়িগুলো যেভাবে তলার পর তলা চাপিয়ে গেছে, ছোট ছেলেরা যেমন এলোমেলোভাবে কাঠের টুকরো সাজায়, তাতেই তা বোঝা যায়। অনেকক্ষেত্রে বাড়িগুলোর উপরের অংশগুলো ঠেকে যাবার মত হয়ে রয়েছে। কাঠের খুঁটি দিয়ে কোনোরকমে তাদের মধ্যে ব্যবধান বজায় রাখা হয়েছে। যদিও এখন সকাল, যদিও আকাশ পরিষ্কার নীল, এই রাস্তাগুলো কিন্তু আবছা অন্ধকার। তার উপর নোংরা ; বাড়িগুলো থেকে রাশি রাশি আবর্জনা রাস্তার ধারে ধারে স্তূপীকৃত। যতদিন না পচে ওখানেই ওগুলো জমে থাকে। আবর্জনার দুর্গন্ধের সঙ্গে আতরের মিষ্টি সুগন্ধ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে মিশেছে, ওরা যেতে যেতে তা বুঝতে পারে।

ক্রাসাস বলল, 'বুঝতে পারছ, কারখানাগুলো এখানে কেন। এই গন্ধটার এখানে সদ্ব্যবহার হয়।'

রাস্তাগুলোয় যেসব গোলাম চোখে পড়ে তারা কেউই গৃহস্থালীর সুসজ্জিত কেতাদুরস্ত গোলাম নয়, অথচ শহরের অন্যান্য অংশে তাদের এত বেশী দেখা যায়। শিবিকার সংখ্যাও এ-অংশে খুবই অল্প। নোংরা অর্ধোলঙ্গ শিশুরা নর্দমায় খেলা করছে। স্বল্পবাস মেয়েরা হয় রাস্তার ধারের দোকানে খাদ্য নিয়ে দর কষাকষি করছে নয়ত বস্তির দ্বারপ্রান্তে বসে বাচ্চাদের স্তন দিচ্ছে। অদ্ভুত সব বিজাতীয় ভাষায় কলরব শোনা যাচ্ছে এবং খোলা জানালা দিয়ে বিকট বিকট সব রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে।

'কী বীভৎস জায়গা!' হেলেনা বলল। 'আপনি কি বলতে চান নর্দমার এই নোংরা থেকে আতর তৈরি হয়?'

'বাস্তবিকই তাই হয়। পরিমাণ ও সৌরভের দিক থেকে দুনিয়ার আর কোনো শহর এমন আতর তৈরি করতে পারে না। এই যে লোকদের দেখছ এদের অধিকাংশই সিরীয় ও মিশরীয়, ইহুদী ও গ্রীকও কিছু কিছু আছে। কারখানাগুলো আমরা গোলাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিছু তাতে তেমন ফল হয়নি। গোলামকে তুমি জোর করে কাজ করাতে পার, কিন্তু তার তৈরী জিনিস নষ্ট না করার জন্যে তাকে জোর করতে পার না। নষ্ট হল তো তার বয়েই গেল। তার হাতে লাঙল, কাস্তে, কোদাল বা হাতুড়ি দিয়ে তুমি দেখতে পার সে কী করে, আর যাই করুক, ওই ধরনের যন্ত্র নষ্ট করা বেশ কঠিন। কিন্তু এর বদলে তাকে রেশম বা মিহি কাপড় বুনতে দাও, নিক্তির মাপজোপ ও সূক্ষ্ম বকযন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দাও, কারখানার কোনো কাজের ভার দাও, আর দেখতে হবে না, সে সব ভণ্ডুল করবেই। চাবুক মেরেও লাভ নেই ; যতই মারো না কেন, ভণ্ডুল

সে করবেই। বলতে পারো, দেশের মজুররা নেই কেন? কিন্তু তারা যে গতর খাটাবে তার তাগিদ কোথায় বলো? যে কোনো কাজের জন্যে, ধরো, অন্তত দশজন তো মেলে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন কেন কাজ করতে যাবে যখন বাকি ন'জন খয়রাতির দয়ায় অনেক ভালোভাবে থাকছে, আর জুয়া খেলে এরেনায় গিয়ে ও স্নানাগারে ফূর্তি করে দিন কাটাচ্ছে? তারা বরঞ্চ সৈন্যবাহিনীতে যাবে, কারণ কপালে থাকলে সেখানে দু'পয়সা জুটেও যেতে পারে, তবুও তো যত দিন যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর জন্যেও আমাদের অসভ্য বর্বরদের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। যতই বলো, যে-মজুরি আমরা দিতে পারি, তাতে ওরা কারখানার কাজ করতে যাবে না, তাদের সংঘগুলো আমরা ওইজন্যই ভেঙে দিলাম। ভেঙে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, না ভাঙলে আমাদের কারখানা তুলে দিতে হত। এখন তাই আমরা সিরীয় মিশরীয় গ্রীকদের ভাড়া করে আনছি। এমন কি এরাও কাজ করে ততদিন যতদিন পর্যন্ত কোনো মহল্লার ফোড়েদের কাছ থেকে নিজেদের নাগরিক অধিকার কিনে নেবার মত অর্থসংগতি না হয়। জানি না এর পরিণতি কী দাঁড়াবে। আপাতত তো দেখছি, কারখানাগুলো বন্ধই হচ্ছে, খুলছে না।'

এবারে তারা কারখানায় এসে হাজির হয়েছে। ছোটো একটা কাঠের বাড়ি, বড় বড় বস্তিবাড়িগুলোর মাঝখানে কদর্য ও বেমানান। জায়গাটা এক বর্গক্ষেত্র, যার এক-একটা দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় একশ' পঞ্চাশ ফুট। যেমন নোংরা তেমনি নড়বড়ে, দেয়ালে তক্তাগুলো প্রায়ই পচে গেছে, এখানে ওখানে একআধটা তক্তার পাত্তাই নেই। ছাদ ভেদ করে অসংখ্য চিমনির চোঙা মাথা ঠেলে উঠেছে। একধারে মাল বোঝাই করার একটা উঁচু বেদী। অনেকগুলো মালগাড়ি বেদীটার সামনে জমায়েত রয়েছে, গাছের ছাল, ফলের টুকরি ও মাটির নানা ধরনের পাত্রে সেগুলো পরিপূর্ণ।

ক্রাসাস তাদের শিবিকাগুলোকে কারখানার সামনের দিকটায় ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বলল। এখানে আসতে প্রশস্ত কাঠের দরজাগুলো হাট করে খুলে দেওয়া হল এবং কেইয়াস, ক্লডিয়া ও হেলেনা কারখানার ভিতরটা সম্পর্কে প্রথম একটা ধারণা পেল। বাড়িটা প্রকাণ্ড একটা আটচালার মত, মাঝে মাঝে কাঠের থাম্বা দিয়ে চালটা ধরে রাখা হয়েছে এবং চালটার অনেকাংশই খড়খড়ি লাগানো। তার ফলে হাওয়া আলো আসার তেমন অসুবিধা নেই। খোলা উনুনগুলোর আঁচে ও আলোয় সমস্ত ঘরটা গমগম করছে। লম্বা লম্বা টেবিলের উপরে অসংখ্য ছোট বড় নানা রকমের পাত্র, আর মস্ত মস্ত ভাঁটি থেকে পাকানো পাকানো অজস্র নল জায়গাটাকে উদ্ভট একটা স্বপ্নের মত করে তুলেছে। এবং এইসবের ভিতর থেকে সুগন্ধি তেলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে।

দর্শকদের মনে হল শত শত লোক কাজ করছে। বেঁটেখাটো বাদামী রঙের লোকগুলো, দাড়িগোঁফে মুখ ভর্তি, অনেকেরই সঙ্গে একটু কটিবাস ছাড়া আর কিছু নেই। ভাঁটিগুলোয় লক্ষ্য রাখছে, বিরাট বিরাট উনুনগুলোয় খোঁচা দিয়ে তাপ নিয়ন্ত্রণ করছে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের ছাল বা ফলের খোসাগুলো কুচি কুচি করে কাটছে। অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপোর চুঙ্গিতে আতর ভরছে; চামচ দিয়ে এই মূল্যবান পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা ঢালছে, আর প্রতিটি চুঙ্গির মুখ গরম মোম দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। আরো কয়েকজন ফলের খোসা ছাড়াচ্ছে এবং সাদা সাদা শূকর-চর্বির ফালি টুকরো টুকরো করছে।

এখানকার কর্মকর্তা এক রোমান। ক্রাসাস তাকে শুধু আভেলাস বলেই পরিচয় করিয়ে দিল, মর্যাদাজ্ঞাপক অন্য নাম তার নেই। আভেলাস সেনাপতিকে ও তার অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাল। সে-অভ্যর্থনায় পদলেহিতা লোলুপতা ও সতর্কতা সবই মেশানো ছিল। ক্রাসাসের কাছ থেকে কয়েকটি মুদ্রা বখশিশ পেয়ে সে সবাইকে খুশী করার জন্যে আরো বেশী ব্যগ্র হয়ে উঠল এবং একধার থেকে আরেকধারে তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে দেখাতে লাগল। মজুররা তাদের কাজ করেই চলল। তাদের মুখগুলো কঠিন, দৃঢ়সম্বদ্ধ ও বিরক্তিমিশ্রিত। যখন তারা আড়চোখে দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে তাদের মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না, ওখানকার সব জিনিসের মধ্যে মজুররা কেইয়াস, হেলেনা ও ক্লডিয়াকে সবচেয়ে বিস্মিত করল। তারা এর আগে এরকম লোক কখনো দেখেনি। এরা কি রকম যেন অন্যরকম। এদের দেখলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। এরা গোলামও নয়, রোমানও নয়। ইতালির এখানে ওখানে এক-আধটুকরো জমি আঁকড়ে যে-চাষিরা সংখ্যায় কমে কমে এখনো টিকে আছে, এরা তাদের মতও নয়। এরা অন্যধরনের লোক এবং এদের অনন্যতা অস্বস্তিকর।

ক্রাসাস বুঝিয়ে বলে, 'এই কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিস্রাবণ। এর জন্যে আমরা মিশরীয়দের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা কিন্তু পরিস্রুত করার এই কার্যপ্রণালী ব্যাপক উৎপাদনের ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারেনি। কোনো কিছু ব্যবস্থাবদ্ধ করতে হলে রোম ছাড়া গতি নেই।'

'কিন্তু এর থেকে অন্যরকম কিছু ছিল না?' কেইয়াস জিজ্ঞাসা করে।

'ছিল বৈকি। পুরাকালে সুগন্ধির জন্যে মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হত। তাও মাত্র ক'টি, কুন্দুরু, গন্ধবোল এবং স্বভাবতঃই কর্পূর। এই সবগুলোই ধুনো জাতীয় পদার্থ এবং গাছের ছাল থেকে আঠার আকারে বের হয়। শুনেছি পূর্বদেশে লোকেরা এইসব গাছের চাষ করে। তারা গাছের ছালে কোপ দিয়ে রাখে, তারপর আঠাটা নিয়মিত ফসলের মত সংগ্রহ করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এইসব সুগন্ধি ধূপের মত জ্বালানো হত। তারপর মিশরীয়রা ভাঁটি আবিষ্কার করল, তার থেকে আমরা শুধু মদ আর মাতলামির রসদই পাই না, আতরও পাই।'

সে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল খোসা ইত্যাদি কাটবার টেবিলে। সেখানে একজন মজুর লেবুর খোসা কাগজের মত পাতলা করে চিরছিল। ক্রাসাস সেই চেরা খোসার একটা টুকরো আলোর দিকে ধরল।

'যদি ভালো করে লক্ষ্য কর, তেলের ছোট ছোট কোষগুলো দেখতে পাবে। আর, খোসার কী সুগন্ধ নিশ্চয় তোমরা জানো। মূল্যবান নির্যাস আসে এইখানে থেকে। এ শুধু লেবুর বেলাতেই নয়, হাজার রকমের ফল ও গাছের ছালের বেলাতেও তাই। এবারে আমার সঙ্গে এস।'

সে তাদের একটা উনুনের পাশে নিয়ে গেল। সেখানে প্রকাণ্ড একটা পাত্রে খোসার টুকরোগুলো পাক করার ব্যবস্থা হচ্ছে। পাত্রটা উনুনের উপর চাপানোর পরই একটা ধাতব ঢাকনা দিয়ে তার মুখটা এঁটে দেওয়া হল। সেই ঢাকনিটা থেকে তামার নল বেরিয়ে এসেছে। নলটা পাক খেতে খেতে চলে গেছে একটা জলের ঝারির নিচে। নলের অপর

প্রান্তটি আরেকটি পাত্রে প্রবিষ্ট।

'এইটে হচ্ছে ভাঁটি,' ক্রাসাস বুঝিয়ে বলে। 'গাছের ছাল পাতা ফলের খোসা যাই হোক, আমরা এগুলোকে ফোটাতে থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত না তেলকোষগুলো ফেটে যায়। তারপর ভাপে ভাপে তা উঠে আসতে থাকে, জলের ঝাপটা দিয়ে এই ভাপটাকে আমরা তরল করি।' সে তাদের আরেকটা উনুনের ধারে নিয়ে গেল। সেখানে ভাঁটি থেকে ভাপ বের হচ্ছে। 'দেখছ, জলটাও বাষ্প হয়ে উঠে আসছে। এই যখন একপাত্র হবে, আমরা সেটা ঠাণ্ডা করব। তখন তেলটা উপরে উঠে আসবে। তেলই নির্যাস। খুব সাবধানে সেটাকে আলাদা করে ওই রূপোর চুঙ্গিগুলোতে পুরে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেটা পড়ে থাকে তা হচ্ছে সুন্দর সুগন্ধি খানিকটা জল, ইদানীং সকালের পানীয় হিসাবে এটার খুব চাহিদা বাড়ছে।'

'আপনি বলতে চান ওইটে আমরা পান করি,' ক্লডিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেসা করে।

'প্রায় তাই। এর সঙ্গে পরিস্রুত জল কিছুটা মেশানো হয়, কিন্তু আমি বলছি জলটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। তেলগুলো যেমন গন্ধের জন্যে নানা পরিমাপে নানা ভাবে মেশানো হয়, তেমনি মেশানো হয় এই জলগুলোয়, স্বাদের জন্যে। এখন যেমন আছে, এই অবস্থায় প্রসাধনের জন্যে এটা ব্যবহৃত হয়।'

তার নজরে পড়ল হেলেনা তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। হেলেনাকে তাই জিজ্ঞাসা করল, 'ভাবছ, আমি সত্যি কথা বলছি না?'

'না না। আমি শুধু এত পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। জীবনের সেই সব দিনকার কথা মনে পড়ে যখন কেমন করে কী তৈরি হয় অপরের কাছ থেকে শুনতাম। আমার মনে হত না কেউ কিছু জানে।'

'জানাই আমার ব্যবসা,' ক্রাসাস সহজভাবে উত্তর দিল। 'আমি খুবই ধনী। তার জন্যে আমি লজ্জিত নই। অনেকেই অবশ্য জানাতে লজ্জা বোধ করে। প্রচুর লোক আমাকে সুনজরে দেখে না, তার কারণ অর্থোপার্জনে আমি একনিষ্ঠ। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আরো ধনী হওয়াতে একটা আনন্দ আছে। আমি তাই উপভোগ করি। কিন্তু আমার সমশ্রেণীর আর সবার মতো বাগিচাকে আমি অর্থোপার্জনের উৎস বলে মনে করি না। তাই বোধহয়, যখন তারা আমার উপর যুদ্ধের ভার দিল, কোনো নগর জয় করার ভার আমায় দিল না। যেমন তারা পম্পে'কে দিয়েছে। আমাকে তারা দিল দাসবিদ্রোহ, তাতে লাভ বিশেষ কিছুই ছিল না। সেই জন্যে আমার কিছু ছোটখাটো রহস্য আছে, এই কারখানাটা তার মধ্যে অন্যতম। ওই রূপোর চুঙ্গিতে করা নির্যাসগুলো দেখছ, ওর প্রত্যেকটির দাম ওর দশগুণ ওজনের খাঁটি সোনা। একটা গোলাম তোমার খায়, খেয়ে মরে। কিন্তু এই মজুরেরা নিজেরাই সোনায় পরিণত হচ্ছে। এদের থাকাখাওয়ার ভাবনাও আমাকে ভাবতে হচ্ছে না।'

কেইয়াস ভেবেচিন্তে বলল, 'তবু তো স্পার্টাকাস যা করেছে ওরাও তা করতে পারত—'

'মজুরবিদ্রোহ?' ক্রাসাস মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। 'না না, তা কখনো হবে না। দেখতে পাচ্ছ ওরা গোলাম নয়। ওরা স্বাধীন। যখন খুশী ওরা আসতে যেতে পারে। ওরা কেন বিদ্রোহ করতে যাবে, বলো?' ক্রাসাস তার প্রকাণ্ড কারখানার চারপাশে তাকিয়ে

দেখল। 'না না, তা সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, দাস বিদ্রোহ চলাকালীন আমাদের কাজ একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকেনি। গোলামদের সঙ্গে এদের কোনো যোগ নেই।'

তবু, এই জায়গা থেকে আসার সময় কেইয়াসের দারুণ অস্বস্তি হচ্ছিল। দাড়িগোঁফওয়ালা নির্বাক অদ্ভুত এই লোকগুলো কী ক্ষিপ্রতা, কী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। এরা তার মন ভয়ে ও সংশয়ে ভরিয়ে তুলল। কিন্তু কেন, সে তা জানে না।

সপ্তম খণ্ড

রোম প্রত্যাবর্তনের পথে গ্রাকাস ও সিসেরো'র মধ্যে কথোপকথনের, অতঃপর স্পার্টাকাসের স্বপ্নের এবং সে-স্বপ্নকথা গ্রাকাসকে কীভাবে জানানো হয়েছিল তার বিবরণী।

’’

যেমন কেইয়াস ও ক্রাসাস মেয়ে দুজনকে সঙ্গে নিয়ে আপ্পিয়ান মহাপথ ধরে দক্ষিণে কাপুয়াভিমুখে যাত্রা করল, তেমনি সিসেরো ও গ্রাকাসও আরো একটু সকালে উত্তরে রোমের পথ ধরল। ভিলা সালারিয়া নগরী থেকে এক দিনের পথও নয়, পরবর্তী কালে তা রোমের উপকণ্ঠ বলেই বিবেচিত হত। অতএব সিসেরো ও গ্রাকাস ধীরে-সুস্থে চলল, তাদের শিবিকাগুলো রইল তাদের পাশে পাশে। সিসেরো নিজেকে একজন কর্তাব্যক্তি মনে করে এবং অপরের ওপর মাতব্বরি করতে ভালবাসে। রোমে তার সহযাত্রীর অসাধারণ প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তাকে সমীহ করে। আর সত্যি কথা বলতে কি, গ্রাকাসের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কাছে মাথা নত না করা যে কোনো লোকের পক্ষেই কষ্টকর।

যখন কোনো লোক জনসাধারণের প্রীতিলাভের জন্যে এবং তাদের সঙ্গে সর্বপ্রকার শত্রুতা বর্জন করে চলার জন্যে সাধনা করে, স্বভাবতঃই তার মধ্যে কিছু কিছু সামাজিক গুণাবলীর প্রাদুর্ভাব ঘটে, এবং গ্রাকাস কদাচিৎ এমন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে যার প্রীতিলাভে সে সক্ষম হয়নি। সিসেরো অবশ্য তার কাছে খুব প্রীতিপদ ব্যক্তি নয়। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে যারা কোনো নীতির তোয়াক্কা করে না, সিসেরো সেই ধূর্ত যুবকদের অন্যতম। গ্রাকাসও কম সুবিধাবাদী নয়, তবে সিসেরোর সঙ্গে তার পার্থক্য এই, সে নীতিকে শ্রদ্ধা করে চলে ; নীতিমাত্রই অসুবিধাজনক সে জানে। তাই পারতপক্ষে ওগুলোকে সে ঘাঁটায় না। সিসেরো নিজেকে মস্ত এক জড়বাদী বলে মনে করে এবং মানুষের মধ্যে সুন্দর সুকুমার কোনো কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাই বাস্তবজ্ঞানে সে গ্রাকাসের সমকক্ষ হতে পারে না। এরই ফলে ওই বুড়ো লোকটার কার্যকলাপ তার কাছে অত্যন্ত অসৎ বলে মনে হয়েছে এবং তাকে স্তম্ভিত করেছে। আসল কথা গ্রাকাস অন্য কারো চেয়ে বেশী অসৎ নয়। সে শুধু আত্মপ্রতারণার সঙ্গে একটু কঠিন হাতে লড়াই করেছে। তাও আত্মপ্রতারণা তার সিদ্ধির পথে অন্তরায় বলেই।

অপরপক্ষে সিসেরোকে যতটা সে ঘৃণা করতে পারত ততটা সে করে না। কিছু পরিমাণে সিসেরো তার কাছে হেঁয়ালী। দুনিয়ার ভোল পাল্টে যাচ্ছে ; গ্রাকাস জানে তার নিজের জীবদ্দশাতেই একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে ; শুধু রোমের নয়, সারা পৃথিবীর। সিসেরো

সেই কালান্তরের অগ্রদূত। সিসেরো এ-যুগের ক্রুর ও নিষ্ঠুর তরুণ সমাজের প্রতিভূ। গ্রাকাসও নিষ্ঠুরও কিন্তু তার নিষ্ঠুরতায় অন্তত একটু বেদনাবোধ, কার্যত না হলেও, অন্তত মনে মনে একটু করুণার ভাব মিশে থাকে। কিন্তু এই নব্য তরুণদের মনে দুঃখবেদনার কোনো স্থান নাই। তারা যেন নিশ্ছিদ্র একটা বর্ম দিয়ে নিজেদের ঢেকে রেখেছে। সামাজিক কারণে সিসেরোর প্রতি গ্রাকাসের কিছুটা ঈর্ষা থাকা বিচিত্র ছিল না, কারণ সিসেরো সুপণ্ডিত ও সদ্বংশজাত। কিন্তু ঈর্ষার আরেকটা কারণ ছিল তার এই অবিচল ঔদাসীন্য। সিসেরো যেখানটায় শক্তিমান, সেখানটায় সে নিজে দুর্বল বলে গ্রাকাস কিছু পরিমাণে সিসেরোকে ঈর্ষা করত। এইখানটায় তার চিন্তাগুলো পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে থাকে।

'আপনি কি ঘুমোচ্ছেন?' সিসেরো আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে। শিবিকার দোলায় তার নিজের বেশ আরাম লাগছিল ও ঝিমুনি আসছিল।

'না—বসে বসে ভাবছি।'

'রাষ্ট্রের নানা জটিল সমস্যা বুঝি?' সিসেরো হালকাভাবে জিজ্ঞাসা করল। সে স্থির নিশ্চিত বুড়ো ঘাগীটা কোনো নিরীহ সেনেটারের সর্বনাশ করার মতলব ভাঁজছে।

'না, তেমন কিছুই নয়। এই ভাবছিলাম একটা পুরনো গল্পের কথা। গল্পটা খুবই প্রাচীন, একটু বোকা বোকা গোছের, প্রাচীন গল্পমাত্রই যেমন হয়।'

'বলুন না?'

'জানি জানি, আপনার এ-গল্প ভালো লাগবে না।'

'পথ চলতে দৃশ্য ছাড়া আর সবই ভালো লাগে।'

'কিন্তু কি জানেন, গল্পটা নীতিবিষয়ক এবং নীতিবিষয়ক গল্পের মতো বিরক্তিকর আর কিছু নেই। আপনি কি মনে করেন আমাদের আধুনিক জীবনে এইসব হিতোপদেশের গল্পের কোনো স্থান আছে?'

'ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভালোই। আমার নিজের প্রিয় গল্পটা ছিল এমন একজনকে নিয়ে যে সম্ভবতঃ আপনার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। গ্রেকাইয়ের মা।'

'তার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই।'

'আমার বয়স তখন ছ'বছর। সাত বছর বয়সেই এর নৈতিক সার্থকতা সম্পর্কে আমার মনে প্রশ্ন জাগে।'

'সাত বছর বয়সেই এত পাকা হয়ে উঠেছিলেন,' গ্রাকাস হাসতে হাসতে বলে।

'তা যে হয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। আপনার মধ্যে আমার সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে, তা হচ্ছে আপনি কোনো বংশ প্রবর্তন করেননি।'

'তার কারণ মিতব্যয়িতা, গুণ নয়।'

'গল্পের কী হল?'

'ভয় হচ্ছে আপনার বয়স অত্যন্ত বেশী হয়ে গেছে।'

'বলেই দেখুন না,' সিসেরো বলল। 'আপনারা গল্প আমাকে কখনো নিরাশ করেনি।'

'নিরর্থক হলেও না?'

'কখনো তা নিরর্থক হয় না। তার অর্থ ধরার মত বুদ্ধি থাকলেই বোঝা যায়।'

'তাহলে গল্প শুরু করি,' গ্রাকাস হেসে আরম্ভ করল, 'গল্পের বিষয় এক মা আর তার

একমাত্র ছেলে। ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান সুন্দর, নিখুঁত চেহারা তার। মা ছেলেকে ভালবাসত মায়ের পক্ষে যতটা সম্ভব।'

'আমার মনে হয় আমি আমার নিজের মা'র নীরক্ত কামনাগুলো চরিতার্থ করার পথে অন্তরায় ছিলাম।'

'ধরা যাক, এ অনেকদিন আগেকার কথা যখন মানুষের সদ্‌গুণ থাকা অসম্ভব ছিল না। এই মা তার ছেলেকে ভালবাসত। ছেলেকে নিয়েই তার জগৎ, ছেলে তার চোখের মণি। সেই ছেলে প্রেমে পড়ল। সে এমন এক নারীকে ভালবাসল সে যেমন রূপসী তেমনি বদ। এবং যেহেতু সে অত্যধিক রূপসী, ধরে নেওয়া যেতে পারে সে অত্যধিক বদ। মেয়েটি অবশ্য ছেলেটির দিকে ফিরেও চাইল না। তাকে কাছে ডাকা বা তার দিকে চেয়ে একটু হাসা—কিছুই করল না।'

'এ-ধরনের মেয়েমানুষ আমি দেখেছি,' সিসেরো স্বীকার করে।

'অতএব ছেলেটি মেয়ের জন্যে শুকিয়ে যেতে থাকে। সুযোগ পেলেই সে মেয়েটিকে বলে, তার জন্যে কী অসাধ্য সাধন করবে, কত বিরাট রাজপ্রাসাদ গড়ে দেবে, কত ধনসম্পত্তি তার পায়ে এনে ঢেলে দেবে। কিন্তু এসবই কিছুটা আকাশ কুসুম, মেয়েটা তাই বলল। ওসবে তার রুচি নেই। এসবের বদলে সে চাইল সামান্য একটা উপহার, যা ছেলেটি ইচ্ছে করলেই দিতে পারে।'

'সামান্য একটা উপহার?' সিসেরো জিজ্ঞাসা করল।

গ্রাকাস বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলে। প্রশ্নটা সে একটু তলিয়ে দেখে। তারপর মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'নিতান্তই তুচ্ছ এক উপহার। মেয়েটি যুবকটিকে বলল তার মার হৃৎপিণ্ডটা এনে দিতে। এবং সে তাই করল। সে একটা ছুরি নিয়ে তার মার বুকে বসিয়ে দিল। তারপর হৃৎপিণ্ডটা কেটে বের করে আনল। তারপর যা করেছে তার ভয়ে ও উত্তেজনায় সে বনের ভেতর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল যেখানে সেই বদ অথচ রূপসী মেয়েটা বাস করত। দৌড়তে দৌড়তে একটা গাছের শিকড়ে পা আটকে যেতে সে পড়ে গেল। সে পড়ে যেতে হৃৎপিণ্ডটা তার হাত থেকে ছিটকে দূরে পড়ল। সে ছুটে গেল দুর্মূল্য হৃৎপিণ্ডটা তুলে নিতে কারণ তার বিনিময়ে সে মেয়েটার ভালোবাসা পাবে। তোলার জন্যে যেই সে নিচু হয়েছে, 'শুনতে পেল হৃৎপিণ্ডটা বলছে, বাছারে, বাছারে আমার, পড়ে গিয়ে কি খুব লেগেছে?' গ্রাকাস তার শিবিকায় হেলান দিয়ে বসল এবং দুহাতের আঙুলের অগ্রভাগ এক করে সেগুলোর দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল।

'এই?' সিসেরো জিজ্ঞাসা করল।

'এই। বলেছিলাম না, এ একটা হিতোপদেশের গল্প। কোনো অর্থই হয় না।'

'ক্ষমা? এটা নিশ্চয় রোমান গল্প নয়। আমরা রোমানরা ক্ষমার ব্যাপারে তেমন দড় নই। যাই হোক, এ মা গ্রেকাইয়ের মা না।'

'ক্ষমা নয়। ভালোবাসা!'

'ও!'

'আপনি ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন না?'

'সবকিছুর উর্ধ্বে? কখনই না। আর তা রোমান স্বভাব-সম্মতও নয়।'

'হা ভগবান ! সিসেরো, আপনি কি দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ রোমান অ-রোমান পর্যায়ে তালিকাভুক্ত করতে পারেন ?'

সিসেরো অবিচলিতভাবে বলল, 'বেশীর ভাগই।'

'কিন্তু সত্যিই তা বিশ্বাস করেন ?'

সিসেরো হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, করি না।'

'লোকটার রসবোধ নেই,' গ্রাকাস ভাবে। হাসছে কারণ ওর ধারণা এখন হাসা উচিত।' এবারে একটু গলা ছেড়েই বলল, 'আমি আপনাকে রাজনীতি ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিতে যাচ্ছিলাম।'

'তাই নাকি ?'

'অবশ্য আমি মনে করি না, আমার পরামর্শের ফলে আপনার ভালমন্দ কিছু এসে যাবে।'

'সে যাই হোক না, রাজনীতিতে আমার দ্বারা তেমন কোনো সুফল আপনি আশা করেন না, তাই না ?'

'না। আমি তা বলতে চাই না। আপনি কি কখনো রাজনীতির কথা চিন্তা করেছেন—ভেবে দেখেছেন রাজনীতি কী ?'

'আমার মতে অনেক কিছুই। তবে কোনোটাই বেশ পরিচ্ছন্ন নয়।'

'যে কোনো জিনিসের মতই তা পরিচ্ছন্ন বা নোংরা। রাজনীতি করে আমার জীবন কেটে গেল।' গ্রাকাস বলল, সেই সঙ্গে সে মনে মনে ভাবল, 'ও আমাকে পছন্দ করে না। ও আমাকে আঘাত করছে। আমিও ওকে আঘাত করছি। কেউ আমাকে যদি পছন্দ না করে তা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কেন এত কষ্টকর হয়ে ওঠে ?'

সিসেরো গ্রাকাসকে লক্ষ্য করে বলল, 'শুনেছি, আপনি খুব নাম মনে রাখতে পারেন ! সত্যি কি আপনি লক্ষ লোকের নাম মনে রাখতে পারেন ?'

'রাজনীতির এ আরেকটা ধোঁকা। আমি মাত্র কয়েকজন লোকের নাম জানি। লক্ষ লোকের নয়।'

'শুনেছি হানিবল তার সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের নাম জানত।'

'হ্যাঁ। স্পার্টাকাস সম্পর্কেও ওই রকম স্মৃতিশক্তি আমরা আরোপ করব। কেউ যদি জয়ী হয় সে যে আমাদের থেকে ভালো তাই জয়ী হয়েছে, এ-কথাটা আমরা মেনে নিতে পারি না। ইতিহাসের বড়ছোট মিথ্যাগুলোর ওপর আপনার এত টান কেন ?'

'এগুলো কি সবই মিথ্যা ?'

'প্রায় সবই,' গ্রাকাস বলে। 'ইতিহাস লোভ আর শঠতার ব্যাখ্যা ছাড়া কিছু নয়। আর কোনো ব্যাখ্যাই সমুচিত ব্যাখ্যা নয়। সেইজন্যেই রাজনীতি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম। পেছনে ফেলে-আসা ওই ভিলায় একজন বলছিলেন স্পার্টাকাসের সেনাবাহিনীতে রাজনীতি বলে কিছু ছিল না। কিন্তু সেখানে তা তো থাকতেই পারে না।'

সিসেরো মৃদু হেসে বলল, 'আপনি তো রাজনীতিজ্ঞ, আপনিই না হয় বলুন, রাজনীতিজ্ঞ কী ?'

'একজন জুয়াচোর,' গ্রাকাস এককথায় জবাব দিল।

'আপনি অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা।'

'এই আমার একমাত্র গুণ এবং অত্যন্ত মূল্যবান গুণ। রাজনীতিজ্ঞকে স্পষ্টভাষী দেখলে লোকে ভাবে সে সাধু। দেখছেন তো, আমরা সাধারণতন্ত্রে বাস করি। তার মানে অসংখ্য লোকের কিছুই নেই এবং কয়েকজনের অজস্র আছে। এবং যাদের অজস্র আছে তাদের রক্ষা করার নিরাপদ রাখার দায়িত্ব তাদের যাদের কিছুই নেই। শুধু তাই নয়। যাদের অজস্র আছে তাদের সম্পত্তি রক্ষা করা দরকার, অতএব আপনার আমার এবং আমাদের সদাশয় গৃহস্বামী এণ্টোনিয়াসের মত লোকদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় তাদের জীবন দিতে হবে যাদের কিছুই নেই। তাছাড়া আমাদের মত লোকদের অনেক গোলাম থাকে। এই গোলামেরা আমাদের প্রীতির চোখে দেখে না। আমরা যেন এ-ভুল না করি যে গোলামরা তাদের মনিবদের ভালোবাসে। তারা তা বাসে না এবং সেইজন্যই গোলামদের হাত থেকে গোলামরা আমাদের রক্ষা করবে না। সেইজন্যে গোলাম রাখতে পারে না এইরকম অনেক অনেক লোক আমরা যাতে গোলাম রাখতে পারি তার জন্যে জান কবুল করতে রাজি থাকতেই হবে। রোম আড়াই লক্ষ লোককে সেনাবাহিনীতে বহাল রেখেছে। এইসব সৈনিকদের বিদেশযাত্রায় হেঁটে হেঁটে পা ক্ষইয়ে ফেলতে, জঘন্য নোংরামির মধ্যে বাস করতে, রক্তের পাঁকে গড়াগড়ি দিতে রাজি হতেই হবে,—যেহেতু আমাদের নিরাপদে ও আরামে বাস করা দরকার এবং ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির প্রভূত বৃদ্ধি প্রয়োজন। যখন এই সেনাদল স্পার্টাকাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের এমন কিছুই ছিল না যা রক্ষা করার জন্যে তাদের কাছে যুদ্ধটা ছিল প্রয়োজন, তাদের তুলনায় গোলামদের তবু কিছু ছিল। তা সত্ত্বেও গোলামদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা হাজারে হাজারে প্রাণ দিল। এর চেয়ে আরো দূরে যাওয়া যায়। যে-চাষীরা সৈনিক হয়ে গোলামদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিল, তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ, বাগিচা পত্তনের ফলে তারা জমি থেকে উৎখাত হয়েছে। গোলামি বাগিচা তাদের ভূমিহীন সর্বহারার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে ; অথচ এই বাগিচাকে বহাল রাখার জন্যেই তারা মরল। এর থেকেই বলতে ইচ্ছে করে, সমস্ত ব্যাপারটার মূলে রয়ে গেছে প্রকাণ্ড একটা অসঙ্গতি। কারণ, ভেবে দেখুন সিসেরো, গোলামরা জিতলে আমাদের বীর রোমান সৈনিকদের ক্ষতি ছিল কী? বাস্তবিকপক্ষে গোলামরা তাদের ঠেলতে পারত না। কারণ জমি চাষ করতে তারাই যথেষ্ট নয়। সবার ভাগে প্রচুর জমি জুটত এবং আমাদের সৈনিকদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যা—একটা ছোট বাড়ি ও সেই সঙ্গে এক ফালি জমি—স্বচ্ছন্দে তারা পেয়ে যেত। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করতে ধেয়ে গেল, যাতে আমার মতো একটা মোটা বুড়োকে গদিওয়ালা শিবিকায় চাপিয়ে ষোলটা গোলাম কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আমি যা বললাম তার সত্যতা কি অস্বীকার করেন?'

'আমি মনে করি, আপনি যা বললেন তা যদি ফোরামে দাঁড়িয়ে সাধারণ কেউ চিৎকার করে বলত, তাকে আমরা ক্রুশে বিঁধিয়ে মারতাম।'

গ্রাকাস হাসতে হাসতে বলল, 'সিসেরো, সিসেরো, আপনি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? ক্রুশে বিঁধিয়ে মারার পক্ষে আমি বড় বেশী ভারি, মোটা আর বুড়ো। আচ্ছা, সত্যি কথা শুনতে এত ভয় পান কেন? অন্যের কাছে মিথ্যে বলার প্রয়োজন আছে, জানি। নিজেরাও

কি তাই বলে মিথ্যায় বিশ্বাস করব?'

'যদি তাই বলেন তবে তাই। মূল প্রশ্নটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন, একজন কি ঠিক আরেকজনের মত, মানুষে মানুষে কি কোনো পার্থক্য থাকে না? আপনার ক্ষুদ্র বক্তৃতার মধ্যে ওইখানেই একটু গলদ রয়ে গেছে। আপনি ধরে নিয়েছেন খোসার শুঁটির মত সব মানুষই এক ছাঁচে গড়া। আমি তা মানি না। উন্নত মেধার একদল মানুষ থাকে,—তাদের স্তর সাধারণের থেকে উঁচুতে। বিধাতার আশীর্বাদে না পরিবেশের প্রভাবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ওইরকম, বিচার্য বিষয় সেটা নয়। কিন্তু শাসন করার দায়িত্ব পালনে তারাই উপযুক্ত এবং উপযুক্ত বলেই শাসন কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে থাকে। আর বাকি সবাই যেহেতু গড্ডলিকার মত, গড্ডলিকার মত তারা ব্যবহারও করে থাকে। দেখছেন, আপনি যা পেশ করলেন তা আপনার মনোমত হতে পারে। কিন্তু তা বোঝানো সহজ নয়। সমাজের একটা ছবি আপনি ফুটিয়ে তুললেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা যদি আপনার ছবির মতই অযৌক্তিক হত, সমাজের সমস্ত কাঠামোটা একদিনেই ধ্বসে পড়ত। আপনি যেটুকু বোঝাতে পারলেন না তা হচ্ছে এই, অযৌক্তিক হেঁয়ালিটা কিসের জোরে আজ পর্যন্ত টিকে রয়েছে।'

'আমি বোঝাতে পারি,' গ্রাকাস মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। 'আমিই এটাকে টিকিয়ে রেখেছি।'

'আপনি? আপনার একক শক্তিতে?'

'সিসেরো, আপনি কি সত্যিই মনে করেন, আমি একটা গাড়ল? দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আমি বেঁচে আছি। এবং এখনো পর্যন্ত আমার উচ্চাসনে আমি অটল। আপনি আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজনীতিজ্ঞ কী? রাজনীতিজ্ঞ এই টলমলে বাড়িটাকে মজবুত রাখার একটা আস্তর। বিত্তবান নিজে এ-কাজ করতে পারে না। প্রথম কারণ, সে ভাবে আপনার মত এবং রোমান নাগরিকরা স্বভাবতই শুনতে চায় না তারা গড্ডলিকা ছাড়া কিছু নয়। তারা যে গড্ডলিকা নয়, কোনো একদিন আপনি তা জানতে পারবেন। দ্বিতীয় কারণ, নাগরিকদের সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। তার ওপর ভার দেওয়া হলে এ-কাঠামো একদিনেই ভেঙে পড়বে। তাই সে আমাদের মত লোকের শরণাপন্ন হয়। আমাদের বাদ দিয়ে সে বাঁচতেই পারে না। অযৌক্তিককে আমরাই যুক্তিযুক্ত করে তুলি। আমরা সাধারণ লোককে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই বড়লোকদের জন্যে জীবনদান করার মত পুণ্য আর কিছুতে নেই। আমরা বড়লোকদের বুঝিয়ে বলি, তারা তাদের অর্থের কিছুটা ছেড়ে দিক, তাহলে বাকিটা বজায় রাখতে পারবে। আমরা ভেলকিবাজি করি। যা ভেলকি দেখাই তার মধ্যে কোনো ফাঁক রাখি না। আমরা জনসাধারণকে বলি তোমরাই শক্তি। রোমের সব গৌরব সব ক্ষমতার মূলে রয়েছে তোমাদের দেওয়া ভোট। দুনিয়ার একমাত্র স্বাধীন গণশক্তি তোমরাই। তোমাদের স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান, তোমাদের সভ্যতার চেয়ে প্রশংসনীয় আর কিছু নেই। আর তা তোমাদেরই করায়ত্ত : তোমরা সর্বশক্তিমান। তখন তারা আমাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেয়। আমরা হারলে তারা কাঁদে। আমরা জিতলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে। এবং নিজেরা গোলাম নয় বলে তারা গর্ব বোধ করে এবং নিজেদের উচ্চস্তরের জীব বলে মনে করে। যত নিচেই তারা নামুক না, যদি তাদের নর্দমায় মাথা গুঁজে থাকতে হয়, যদি তাদের দিন কাটাতে হয় ঘোড়দৌড়ের ও

এরেনার সাধারণ আসনে বসে, যদি জন্মসাথেই নিজস্ব সন্তানদের গলাটিপে হত্যা করতে হয়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যদি তাদের রাষ্ট্রের খয়রাতির ওপর টিকে থাকতে হয় ও একদিনের জন্যেও কাজ করার সুযোগ না পায়, তাসত্ত্বেও তারা গোলাম নয়। তারা সমাজের আবর্জনা, কিন্তু যখনই তারা একটা গোলামকে দেখে তাদের অহংবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং শক্তির দম্ভে তাদের আর মাটিতে পা পড়ে না। তখন তারা বোঝে তারা রোমান নাগরিক, সারা জগতের ঈর্ষার পাত্র। সিসেরো, এই অদ্ভুত শিল্পকলা আমারই আয়ত্তে। অতএব রাজনীতিকে হেয়জ্ঞান করবেন না।'

২

এইসব আলোচনার ফলে গ্রাকাস সিসেরোর প্রীতিলাভ করল না। তাই যখন তারা রোমের প্রাচীরের কয়েক মাইল আগে বিরাটকায় প্রথম ক্রুশটার নিকটবর্তী হল সিসেরো চাঁদোয়ার তলায় তন্দ্রাবিষ্ট মোটা লোকটাকে দেখিয়ে গ্রাকাসের কাছে মন্তব্য করল, 'হাবেভাবে শিক্ষাদীক্ষায় স্পষ্টতই ও হচ্ছে একজন রাজনীতিজ্ঞ।'

'স্পষ্টতই তাই। আসলে আমারই এক পুরনো বন্ধু।' গ্রাকাস শিবিকাবাহকদের থামবার ইঙ্গিত করল এবং অতিকষ্টে শিবিকা থেকে বেরিয়ে এল। সিসেরোও তাকে অনুসরণ করল। হাত-পা সোজা করার একটু সুযোগ পেয়ে সে খুশীই হল। এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জলভরা কালো মেঘ উত্তরদিকের আকাশটা ছেয়ে আসছে। সিসেরো সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'আপনি যদি যেতে চান যেতে পারেন,' গ্রাকাস বলল। সিসেরোকে তোষামোদ করার ইচ্ছা তার আর নেই। তার মেজাজ বেশ চড়ে রয়েছে। ভিলা সালারিয়া'র ক'টা দিন তার মন বিষিয়ে দিয়েছে। সে নিজেই অবাক হয়ে ভাবল, কী এ? সে কি বুড়ো হচ্ছে এবং নির্ভরের অযোগ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

'একটু অপেক্ষাই করা যাক,' সিসেরো বলল। শিবিকার পাশে সে দাঁড়িয়ে দেখল, গ্রাকাস চাঁদোয়ার তলাকার লোকটার কাছে অগ্রসর হল। স্পষ্টতই তারা পরস্পরের পরিচিত। মহল্লায় মহল্লায় এবং রাজনীতিজ্ঞদের নিজেদের ভেতরে বাস্তবিক এ-এক অদ্ভুত গণতন্ত্র। এ-একটা স্বতন্ত্র জগৎ।

'আজ রাতে,' সিসেরো গ্রাকাসকে বলতে শুনল।

চাঁদোয়ার নিচে মানুষটা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

'সেক্সটাস,' গ্রাকাস চিৎকার করে উঠল। 'আমি কী দেব বলে দিয়েছি। সেক্সটাসের জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। হয় যা বলেছি তাই করবে। নয়ত, যতদিন আমি বেঁচে থাকি কিংবা তুমি বেঁচে থাকো, তোমার মুখদর্শন করব না। ওই পচা লাশটার তলায় বসে বেশীদিন যে বাঁচতে হবে না, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'গ্রাকাস, আমি দুঃখিত।'

'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। যা বলি তাই করবে।'

এই বলে গ্রাকাস গটগট করে এসে তার শিবিকায় চেপে বসল। এইমাত্র যা ঘটে গেল সিসেরো সে-সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করল না তাকে। তারা যখন নগর তোরণের কাছাকাছি এসে গেছে তখন সে গ্রাকাসকে মনে করিয়ে দিল সকালের দিকে সে যে-গল্পটা বলেছিল তার কথা—সেই মা যে তার সন্তানকে অত্যন্ত ভালবাসত।

'গল্পটা বেশ মজার ছিল। কিন্তু তার সূত্রটা কোথায় যেন হারিয়ে ফেললেন।'

'ফেলেছি নাকি? সিসেরো, কখনো কি আপনি ভালবেসেছেন?'

'কবিরা যেভাবে ভালবাসার স্তুতিগান করে সে-ভাবে নয়। কিন্তু আপনার গল্পটা—'

'কি বলছেন, গল্পটা? দেখেছেন, এখন একেবারে মনে করতে পারছি না, কেন বলেছিলাম। নিশ্চয় কোনো একটা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখন একদম ভুলে গেছি।'

নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর তাদের দুজনার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। গ্রাকাস তার গৃহাভিমুখে রওনা হল। গৃহে যখন পৌঁছোল প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রদীপের আলোয় তাকে স্নান সারতে হল। তারপর তার গৃহ-পরিচারিকাকে ডেকে বলল, একটু পরে রাতের আহারে বসবে কারণ একজন অতিথির আগমন প্রত্যাশা করছে। পরিচারিকা আদেশ গ্রহণ করে চলে যেতে গ্রাকাস শয়নকক্ষে গিয়ে শয্যাগ্রহণ করল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অন্ধকারে অন্ধের মত তাকিয়ে সে শুয়ে রইল। শায়িত অবস্থায় সে অনুভব করল মৃত্যুর সান্নিধ্য। অন্ধকার সম্পর্কে একটা প্রাচীন ল্যাটিন প্রবাদ আছে। 'মৃত্যুর জন্যে জায়গা ছাড়ো'। প্রেয়সীকে সঙ্গে নিয়ে শয়ন না করা মানেই জায়গা ছাড়া। কিন্তু গ্রাকাস কখনই প্রেয়সীকে নিয়ে শয়ন করেনি। প্রেয়সী তার শয্যাসঙ্গিনী কখনো হয়নি। সে বাজার থেকে মেয়ে কিনে আনে। বুড়ো গ্রাকাস মেয়ে কেনে! লম্পট বুড়ো গ্রাকাস মেয়ে কেনে। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কবে কোন মেয়ে গ্রাকাসের কাছে এসেছে? বাজার থেকে কিনে-আনা উপপত্নীদের সে নিজের বলে ভাবতে চেষ্টা করেছে, ভাবতে চেষ্টা করেছে তাদের সঙ্গে সে অভিন্নহৃদয়, কিন্তু সে-চেষ্টা আকাশকুসুমে পরিণত হয়েছে।

তার মনে ভেসে ওঠে ওডিসি মহাকাব্যের সেই অংশ যেখানে ওডিসিউস উপপতিদের হত্যা করে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। শিশুকালে গ্রীক-শিক্ষকের শিক্ষাধীনে থাকার সুযোগ গ্রাকাস পায়নি। গ্রীক মহাকাব্যগুলি পাতার পর পাতা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়, এমন কেউ ছিল না। সে নিজে নিজেই তা পাঠ করেছে এবং নিজের চেষ্টায় মানুষ এইসব গ্রন্থ যে-ভাবে পাঠ করে, সেইভাবে সে পাঠ করেছে। তাই ওডিসিউস তার বাঁদীদের, উপপতিদের প্রতি যে-হিংস্র ও প্রায় অমানুষিক ঘৃণা প্রদর্শন করেছিল, গ্রাকাসের কাছে তা বরাবরই হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে। তার এখন মনে পড়ল, ওডিসিউস কীভাবে তার বারোটা বাঁদীকে বাধ্য করেছিল তাদের উপপতিদের মৃতদেহ প্রাঙ্গণে বহন করে আনতে আর ভোজনকক্ষের ময়লা মেঝে থেকে তাদের রক্ত কুরে কুরে তুলতে। তারপর তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল এবং পুত্রকে ভার দিল সেই দণ্ড কার্যকরী করতে! পুত্র পিতাকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা দড়িতে পর পর বারোটা ফাঁস তৈরি করা টেলিমেকাসের মৌলিক বুদ্ধির পরিচায়ক। মরা মুরগির বাচ্চার মত বাঁদীদের সার বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

গ্রাকাস ভেবে পায় না এত বিদ্বেষ কিসের জন্য? কেন এত ভীষণ হিংস্র বিদ্বেষ? এর একমাত্র কারণ হতে পারে, এই বাঁদীদের প্রত্যেকটি ছিল ওডিসিউসের শয্যাসঙ্গিনী।

এই সম্ভাবনার কথা গ্রাকাসের প্রায়ই মনে হত। ওডিসিউসের গৃহস্থালীতে মোট পঞ্চাশটা বাঁদী ছিল, অতএব ইথাকার ধার্মিকশ্রেষ্ঠকে পঞ্চাশটি উপপত্নী সেবা করত। এবং এরই জন্যে ধৈর্যশীলা দেনিলোপিয়ার কী দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

আর সে, গ্রাকাস নিজেও তাই করে,—অনেক বেশী সভ্য বলেই পরপুরাষাসঙ্গ দোষে সম্ভবতঃ তাদের হত্যা করে না, কিংবা হয়ত সে-বিষয়ে সে নিরুৎসুক, কিন্তু বাঁদীদের সঙ্গে তার সম্পর্কে কোনো প্রভেদ নেই। তার এই দীর্ঘ জীবনে নারীর সত্তা সম্পর্কে কোনোদিনই সে গভীরভাবে মাথা ঘামায়নি। সিসেরোকে সে বড়াই করে বলেছিল, কোনো বিষয়ে আসল সত্য স্বীকার করতে সে ভয় পায় না—কিন্তু যে-জগতে সে বাস করছে সেই জগতের নারীকুলের সত্যরূপটা দেখতেও তার সাহসে কুলোয়নি। এখন এতদিন পরে —বাস্তবিক চমৎকার এ-রসিকতা, —সে পেয়েছে এমন এক নারীকে যে অন্তত মানবেতর নয়। মুশকিল হচ্ছে এখনো সে-নারীকে খুঁজে বার করা বাকি আছে।

একজন দাসী দরজায় টকটক করে শব্দ করল এবং গ্রাকাসের সাড়া পেয়ে বলল নিমন্ত্রিত অতিথি এসেছেন।

'আমি এখনই আসছি। লোকটির আরামের ব্যবস্থা কর। নোংরা অপরিচ্ছন্ন বলে ওকে দেখে কেউ নাক সিটকোলে তাকে আমি চাবকিয়ে আস্ত রাখব না। ওর হাতমুখ ধোবার জন্যে গরম জল দিবি। তারপর পরবার জন্যে একটা পাতলা আলখাল্লা দিবি। ওর নাম ফ্লাভিয়াস মারকাস। ওর নাম ধরে সসম্মানে ডাকবি।'

হুকুমমত সবই করা হয়েছিল, কারণ গ্রাকাস যখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ করল, প্রথম ক্রুশের কাছে চাঁদোয়ার নিচেকার সেই মোটা লোকটা তখন একটা কৌচে আরাম করে বসে রয়েছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছাড়া তাকে বেশ পরিষ্কার ও ভদ্র বলই মনে হচ্ছিল। গ্রাকাস প্রবেশ করতেই দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, 'এসবের সঙ্গে যদি দাড়িটা কামানোর ব্যবস্থা করে দিতে—'

'ফ্লাভিয়াস, আমার ক্ষিধে পেয়েছে। আর দেরী না করে এবারে বোধহয় খেতে বসা উচিত। রাতটা তুমি এখানেই থেকে যেতে পারো। কাল সকালে আমার নাপিত তোমার দাড়ি কামিয়ে দেবে। সারারাত ভালোভাবে বিশ্রাম কর, তারপর স্নান সেরে দাড়ি কামিও, —তাতে ভালোই লাগবে। একটা পরিস্কার মেরজাই ও ভালো দেখে একজোড়া জুতো দিয়ে দেব। আমাদের দুজনের মাপ প্রায় একই রকম, আমার জামাকাপড় তোমার মানানসই হবে।'

তারা একই রকম স্থূলকায়, অনেকটা একরকম দেখতে, সহোদর ভাই বলে ভুল হবার মতো।

'এ সবই পাবে—তবে সেক্সটাসের দেওয়া ওই তখ্তটা ছেড়ে দিতে হবে এবং সেক্সটাসের বকুনির পরোয়া না করে আমার তাঁবেতে আসতে হবে।'

'হ্যাঁ, তোমার বলতে আর কি?' ফ্লাভিয়াস বলল। তার গলায় একটু অভিমানের সুর। 'তোমার বরাত বরাবরই ভালো। যশ, অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা, সম্মান—সবই তুমি পেয়েছ। জীবন তো তোমার কাছে মধুভাণ্ড, কিন্তু জানো তো, আমার জীবন তা নয়। একটা পচা লাশের নিচে বসে বসে বানানো মিথ্যের টোপ ফেলে পথিকদের কাছ থেকে

দু'চার পয়সা আদায় করতে খুব একটা ভালোও লাগে না, গর্বও বোধ হয় না। ভিখারী হওয়ার মতো জঘন্য নোংরা আর কিছু নেই। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমার চরম দুরবস্থায় সেক্সটাসের কাছ থেকেই যা হোক কিছু পেয়েছি। এখন তার কাছে যদি আবার যাই, স্বভাবতঃই সে বলবে—ও, এখন আমার আর কী দরকার। তোমার পরম বন্ধু ও রক্ষাকর্তা গ্রাকাসের কাছে যাও। সে ঠিক এই কথাই বলবে। তোমায় সে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আমাকেও দেখতে পারবে না।'

'না দেখলে তো বয়ে গেল,' গ্রাকাস বলল। 'সেক্সটাস একটা পাঁদাড়ের কোলাব্যাঙ, আঁস্তাকুড়ের পোকা, মহল্লার একটা ফচকে ফড়ে। ও যদি দেখতে না পারে, কিছু এসে যাবে না। আমি যা বলছি তাই করো। তোমাকে আমি শহরের মধ্যে কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে দেব, একটা কেরানীগিরি বা চৌকিদারি বা যা হোক একটা কিছু যাতে তুমি দু'পয়সা জমিয়ে ভদ্র জীবন যাপন করতে পারো। তোমাকে আর সেক্সটাসের কাছে ধরনা দিতে যেতে হবে না।'

'যখন আমাকে দিয়ে উপকার পাওয়া যেত তখন আমার বন্ধুর অভাব ছিল না। এখন আমার এমন হাল, নর্দমায় মুখ থুবড়িয়ে মরতে হবে—'

'কেন, আমার উপকারে তো লাগছ,' গ্রাকাস বাধা দিয়ে বলল। 'ওইভাবেই ভাবা যাক তাহলে। এবার নাকিকান্না থামিয়ে খেতে বসো। আমি তো দেখছি তোমার সৌভাগ্য মুখিয়ে রয়েছে। শুধু তুমিই তাকে সাদরে ডেকে আনতে ভয় পাচ্ছ। কিসের যে এত ভয় আমি ভেবেই পাচ্ছি না।'

খাদ্য ও সুরার প্রভাবে ফ্লাভিয়াসের মনটা একটু নরম হল। গ্রাকাসের পাকশালায় একটা মিশরীয় পাচিকা ছিল। পাখির মাংস রান্নায় তার ছিল বিশেষত্ব। হাড়গোড় বের করে ফেলে পাখির খোলটায় মিহি যব আর বাদামের পুর দিয়ে সে যা তৈরি করত তার তুলনা হয় না। অল্প আঁচে তা আস্তে আস্তে সেঁকা হত, তারপর মদ আর ডুমুরের নির্যাস দিয়ে তা ভাজা হত। এর সঙ্গে পরিবেশন করা হত টাবা লেবুর টুকরোর সঙ্গে ধোঁয়ায় সেঁকা কুচি কুচি করে কাটা মেষজিহ্বার কাবাব। তাকে বলা হত 'ফোলো' এবং তার খ্যাতি ছিল শহরময় পরিব্যাপ্ত। তরমুজ দিয়ে ভোজনপর্ব শুরু হল, তারপর এল এই দুইপ্রকারের খাদ্য। তারপর রসুনের অল্প ফোড়ন দেওয়া, কুচি কুচি করে কাটা গলদা চিংড়ির মাখামাখা ঝোল; তারপর এল খেজুর ও আঙুর দিয়ে তৈরি এক মিষ্টান্ন, সঙ্গে পাতলা করে কাটা ধোয়ানি শূকরমাংস। তারপর ব্যাঙের ছাতা দিয়ে মাছভাজা এবং শেষকালে মিষ্টিমুখ করার জন্য একপাত্র বাদামের ও তিলের মিষ্টান্ন। এর সঙ্গে সমান তালে চলল সাদা ময়দার গরম রুটি এবং সুন্দর লাল মদ। আহারপর্ব সমাধা হলে ফ্লাভিয়াস হাসিমুখে আরাম করে হেলান দিয়ে বসল, তার বিপুল উদরটা ওঠানামা করতে লাগল। ফ্লাভিয়াস বলল, 'গ্রাকাস, গত পাঁচ বছরের মধ্যে এমন খাওয়া খাইনি! ভালো খাদ্যের মত তৃপ্তিকর জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই। হা ভগবান! কী খাবার! রোজ রাত্রে তুমি এই রকম খাও! নাঃ গ্রাকাস, তুমি একটা করিৎকর্মা লোক, আর আমি একটা বুড়ো হাবড়া গাড়ল। সত্যি, তুমি এর যোগ্য, এর জন্যে আমার কিছু মনে করার অধিকার নেই। এখন বল, তুমি আমাকে দিয়ে কী করাতে চাও। কিছু লোকজন, মানে, কিছু

গুণ্ডা, কিছু ঠগ, কুটনী, কিছু তথাকথিত মহিলা এখনো আমার জানা আছে। আমার জানা নেই এমন কী কাজ থাকতে পারে যা আমি পারি অথচ তুমি পারো না, অথবা আর কাউকে দিয়ে আরো ভালোভাবে করিয়ে নিতে পারো না। সে যাই হোক, আমি রাজী।'

'মদ খেতে খেতে কথা বলা যাক,' গ্রাকাস বলল এবং দুজনে দুপাত্র মদ ঢেলে নিল। 'ফ্লাভিয়াস, আমার মনে হয় তোমার অনেক গুণ আছে। মানুষের দেহমন দুঃখকষ্ট নিয়ে কারবার করে রোমের এইরকম প্রতিটি লোককে চেনে এমন ব্যক্তি আমার সন্ধানে ছিল। কিন্তু আমার কাছে যারা স্বার্থের ধান্ধায় আসে তাদের আমি এ-ব্যাপারে জড়াতে চাই না। গোপনে ও চুপিসাড়ে আমি কাজটা সারতে চাই।

ফ্লাভিয়াস বলল, 'আমি মুখ বন্ধ রাখতে জানি।'

'আমি জানি তুমি তা পারো। সেইজন্যে তোমাকেই এ-কাজ করতে বলছি। তোমাকে একটা মেয়েকে খুঁজে বার করতে হবে। একটা বাঁদী। তাকে খুঁজে বার করলেই হবে না, যত দামই লাগুক না কেন, তাকে কিনতে হবে। এবং তাকে খোঁজার জন্যে যত খরচ লাগে পাবে।'

'কিন্তু কী রকম বাঁদী? হা ভগবান, বাজারে এখন কি মেয়ের অভাব? দাসবিদ্রোহ খতম হবার পর বাজার তো বাঁদীতে ছেয়ে গেছে। খুব একটা অসাধারণ গোছের না হলে কেউ তো তেমন দামেই বিকোয় না। আমার তো মনে হয়, যে কোনো ধরণের বাঁদী তুমি চাও, আমি যোগাড় করতে পারব,—তা সে সাদা হোক কালো হোক, হলদে বা বাদামী হোক, কুমারী বা কুটনী, বুড়ি কি ছুঁড়ী, সুন্দরী কি কুৎসিত, তার মাথার চুল কালো বা সোনালী—যা চাও। কী রকম চাই তোমার?'

'কোনো রকম চাই না।' গ্রাকাস ধীরে ধীরে বলল। 'আমি চাই এক বিশেষ নারীকে।'

'সে কী বাঁদী?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে?'

'তার নাম ভেরিনিয়া, সে ছিল স্পার্টাকাসের স্ত্রী।'

'ও—,' সন্ধানী দৃষ্টিতে ফ্লাভিয়াস গ্রাকাসের মুখের দিকে চাইল। তারপর এক চুমুক মদ পান করল। আবার গ্রাকাসের দিকে চেয়ে মৃদুভাবে বলল, 'কোথায় আছে সে?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু তুমি চেন তো?'

'চিনি, আবার চিনিও না। আমি কখনো তাকে দেখিনি।'

'ও—'

'গুরুঠাকুরের মতো ওরকম 'ও' 'ও' করা বন্ধ করো।'

'আমি মানানসই কিছু একটা বলার চেষ্টা করছি।'

'তোমাকে আমি দালালি করার কাজ দিয়েছি, ভাঁড়ামি করার নয়,' গ্রাকাস ধমক দিয়ে বলল। 'এবারে জেনেছ তোমাকে দিয়ে আমি কী করাতে চাই?'

'তুমি আমাকে একটা মেয়ে খুঁজে বার করতে বলছ, অথচ তুমি জানো না কোথায়

সে আছে। আর তাকে কখনো চোখেই দেখনি। তাকে দেখতে কিরকম জানো কি?'

'জানি। বেশ লম্বা, মজবুত অথচ ছিপছিপে চেহারা। বুকের গড়ন যাকে বলে পীনোন্নত পয়োধর। মেয়েটি জার্মান। জার্মান মেয়েদের যেমন থাকে তেমনি তার চুলের রঙ খড়ের মতো, চোখদুটো গাঢ় নীল। কানদুটো ছোট ছোট, কপাল প্রশস্ত, নাকটা সুষম অথচ ছোট নয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, হাঁ-মুখটা ভরাট, নিচের ঠোঁটটা সম্ভবতঃ একটু ভারি। ল্যাটিন তেমন জানে বলে মনে হয় না, খুব সম্ভব ভান করবে জানে না। থ্রেশিয়ানদের মত গ্রীক বরঞ্চ ভালোভাবে বলতে পারে। মাস দুয়েকের মধ্যে তার একটা বাচ্চা হয়েছে, সম্ভবতঃ বাচ্চাটা মারা গেছে। বাচ্চাটা মারা গেলেও এখনো তার বুকের দুধ শুকিয়ে যায়নি, থাকারই তো কথা, তাই না?'

'থাকবেই যে এমন কোনো কথা নেই। তার বয়স কত?'

'তা আমি নিশ্চিত জানি না। কমপক্ষে তেইশ, খুব বেশী হলেও সাতাশ। ঠিক কত বলতে পারব না।'

'এমনও তো হতে পারে, সে মরে গেছে।'

'সে-সম্ভাবনা নেই যে তা নয়। যদি তাই হয়, তাও তোমাকে বার করতে হবে। সে যে মারা গেছে তার প্রমাণ এনে আমায় দেখাবে। তবে আমার মনে হয় না সে মারা গেছে। সে এমন মেয়ে নয় যে আত্মহত্যা করবে এবং এই ধরনের মেয়েকে চট করে কেউ হত্যাও করে না।'

'কী করে তুমি জানলে সে আত্মহত্যা করবে না।'

'আমি জানি। বলে বোঝাতে পারব না কিন্তু আমি জানি।'

'স্পার্টাকাস যখন হেরে গেল,' ফ্লাভিয়াস বলল, 'তখন কি দশহাজার মেয়ে ও শিশুসমেত তার ঘাঁটিটা দখল করে নেওয়া হয়নি?'

'মেয়ে ও শিশু মিলে মোট ছিল বাইশ হাজার। বারো হাজার বিলিয়ে দেওয়া হয় সৈন্যদের মধ্যে। এত বড় একটা কেলেঙ্কারি আমি কখনো শুনিনি, কিন্তু এর পেছনে ছিল ক্রাসাস স্বয়ং। এ নিয়ে যাতে কোনো গোলমাল না হয় সেইজন্যে সে নিজের অংশটা সাধারণ কোষাগারে দিয়ে দেয়। তার দিক থেকে এ এমন একটা বদান্যতা নয়। কারণ তার অংশের মূল্য ছিল সামান্যই। নিজে কোনো বাঁদী না নিয়ে খুব একটা বদান্যতা দেখাল। সে জানত বাজারের হাল কী দাঁড়াবে।'

'এই মেয়েদের মধ্যে ভেরিনিয়াও ছিল কি?'

'হয়ত ছিল। হয়ত ছিলও না। সে ছিল তাদের দলপতির স্ত্রী। তাকে রক্ষা করার জন্যে তারা হয়ত কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।'

'আমি তো তেমন কিছু জানি না। গোলামেরা তো সাম্য সাম্য করে চেঁচামেচি করত।'

গ্রাকাস তার পাত্রটা নিঃশেষ করে তার মোটা আঙুলটা সঙ্গীর দিকে উঁচিয়ে তাকে বলল, 'তুমি এ-কাজ করতে চাও না চাও না? ফ্লাভিয়াস, এনিয়ে বকবক করলে কোনো সুরাহা হবে না। ভার নিলে দারুণ খাটতে হবে।'

'খাটতে যে হবে, আমি জানি। তুমি আমায় কতদিন সময় দিচ্ছ?'

'তিন সপ্তাহ।'

'এ্যাঁ, এখন থেকে—কী বলছ,' ফ্লাভিয়াস অসহায়ের মত হাতদুটো ছড়িয়ে দিল। 'তিন সপ্তাহ তো সময়ই না। হয়ত সে রোমেই নেই। আমাকে কাপুয়ায়, সাইরাকুসে, সিসিলিতে লোক পাঠাতে হবে। এমন কি স্পেনে ও আফ্রিকাতেও পাঠাতে হতে পারে। ন্যায্য কথা বলো।'

'যতটা ন্যায্য হতে চাই ঠিক ততটাই হয়েছি। না পারো তো চুলোয় যাও, সেক্সটাসের কাছে গিয়ে ভিক্ষে করগে।'

'আচ্ছা, তাই ভালো। অত চটাচটির দরকার নেই। কিন্তু, ধরো, যদি আমায় কতকগুলো জার্মান মেয়ে কিনতে হয়? তোমার বর্ণনার সঙ্গে কত জার্মান মেয়ে খাপ খেতে পারে, জানো তো?'

'অনেক, তা আমি জানি। আমার বর্ণনার সঙ্গে শুধু খাপ খেলেই চলবে না। আমি চাই ভেরিনিয়াকে।'

'যদি তাকে পাই, তার জন্যে কত দাম দেওয়া যেতে পারে?'

'যে দাম চাওয়া হবে, আমি তাই দেব।'

'বেশ, গ্রাকাস, আমি রাজী। আমাকে আরো একপাত্র ওই চমৎকার মদ দেবে কি? দাও না, ভাই।' পাত্রে মদ ঢালা হল। ফ্লাভিয়াস কৌচে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে তার অধুনা মনিবকে অনুধাবন করতে করতে তাতে একটু একটু চুমুক দিতে লাগল। 'আমার কিছু কিছু দক্ষতা আছে। তাই না, গ্রাকাস?'

'নিশ্চয়।'

'তা সত্ত্বেও আমি গরীবই রয়ে গেলাম। আমার কিছুই হল না। গ্রাকাস, এখান থেকে চলে যাবার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? ইচ্ছে না থাকলে উত্তর দিও না। কিন্তু রাগ করবে না।'

'কী কথা।'

'গ্রাকাস, কেন তুমি এই মেয়েটাকে চাইছ?'

'আমি চটিনি। তবে আমার মনে হয় আমাদের দুজনারই এবার শোবার সময় হয়েছে। তুমিও আর তরুণ নও, আমিও নই।'

৩

কিন্তু সে-যুগে পৃথিবীটা একালের মত বড়ও ছিল না, জটিলও ছিল না। তাই নির্ধারিত তিনসপ্তাহের আগেই ফ্লাভিয়াস গ্রাকাসের বাড়িতে এসে হাজির হল এবং তাকে জানিয়ে দিল সে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে। লোকে বলে টাকার ওপরটা নরম এবং যারা তাই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তাদেরও তা মসৃণ করে তোলে। ফ্লাভিয়াস আর সে ফ্লাভিয়াস নেই। সে এখন সুসজ্জিত, তার দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, আত্মগর্বে গর্বিত যেহেতু একটা কঠিন কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছে। সে গ্রাকাসের সঙ্গে একসাথে মদ নিয়ে বসে রয়ে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চলেছে আর গ্রাকাস তার অধৈর্য চেপে রাখার

চেষ্টা করছে।

ফ্লাভিয়াস বলে চলেছে, 'আমি শুরু করলাম সেইসব সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে যারা বাঁদীদের ভাগে পেয়েছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা একটা দুরূহ ব্যাপার। ভেবে দেখলাম ভেরিনিয়া যদি দেখতে সুন্দর হয় আর তার দেহের গঠন মজবুত হয়, তবে প্রথম দলেই তাকে বাছাই করা হয়েছিল। জানো তো, বাঁদীদের আত্মসাৎ করার ব্যাপারটাই বেআইনী। অতএব এ-ব্যাপারে যে পাঁচ ছশ সামরিক কর্মচারী লিপ্ত ছিল তাদের মধ্যে কম লোকই যে মুখ খুলতে চাইবে তা তো স্বাভাবিক। এহেন অবস্থায়, বুঝতেই পারছ, কাজটা সহজ ছিল না। যাক, আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল। লোকেরা ভোলে নি। গোলামেরা হেরে গেছে, এ খবরটা যখন পৌছয়, ভেরিনিয়ার তখন প্রসব বেদনা উঠেছে। লোকেদের মনে আছে এই মেয়েটাকে তার সদ্যোজাত সন্তানের কাছছাড়া করা যায় নি। তারা জানত না। সেই স্পার্টাকাসের স্ত্রী, কিংবা তার নাম ভেরিনিয়া। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, যুদ্ধের পরে পরেই ক্রাসাস একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠিয়েছিল গোলামদের সেই শহরে বা শিবিরে বা গ্রামে—যা বলো। তাদের পিছনে ছিল পদাতিক বাহিনী। বাঁদীরা ও ছেলেমেয়েরা —তেরো চৌদ্দ বছরের কিছু ছেলেও ছিল—তেমন জোর লড়াই করে নি। তারা ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। সবেমাত্র তারা শুনেছে গোলামবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের পর সৈন্যদের মেজাজ কিরকম থাকে তা জানো আর গোলামদের সঙ্গে যুদ্ধটা নিশ্চয় একটা হালকা ব্যাপার ছিল না। তারা—'

'সৈন্যদের কিরকম মেজাজ ছিল তা আমার জানার দরকার নেই,' গ্রাকাস বলল। 'আসল ঘটনাগুলো জানতে পারি কি?'

'পরিস্থিতিটা আমি বোঝাতে চাইছি। আমি বলতে চাই, আমাদের সৈন্যদের মেজাজ খুব গরম থাকায় প্রথম ধাক্কায় এলোপাথাড়ি হত্যা চালায়। ভেরিনিয়া ঠিক তখনই প্রসব করেছে। আজকালকার দিনে একটা গোলামের বাচ্চা সোনার ওজনে বিকোয় না। তবু, ওই বাচ্চা সম্পর্কে এক সৈনিকের কাহিনী মেয়েটাকে খুঁজে বার করার হদিস দিয়েছে। একটা সৈনিক নাকি বাচ্চাটাকে এক ঠ্যাঙে তুলে ধরে এমনভাবে ঘোরাতে আরম্ভ করে যার ফলে তাঁবুর থামে লেগে তার মাথাটা অনিবার্য থেঁতলে যেত। ক্রাসাস নিজে এসে তাকে থামায়। বাচ্চাটাকে ক্রাসাস বাঁচায় তো বটেই, সৈনিকটাকে নিজের হাতে মারতে মারতে আধমরা করে ছাড়ে। ক্রাসাসের কাছ থেকে এ-ধরনের ব্যবহার অভাবিত, তাই নয়?'

'ক্রাসাসের কোন ব্যবহার ভাবিত কোনটাই বা অভাবিত জানতে আমি উৎসুক নই! ফ্লাভিয়াস, তোমার বকবকানির কি শেষ নেই? জবাব দাও, ভেরিনিয়াকে পেয়েছ? সে আমার আয়ত্তে? তাকে কিনে নিয়েছ?'

'না, তাকে কিনতে পারি নি।'

'কেন?' গ্রাকাস হঠাৎ গর্জন করে দাঁড়িয়ে উঠল। রাগে সে ফেটে পড়ছে। এ-রাগ যেমন ভীতিপ্রদ তেমনি আকস্মিক। সে যত ফ্লাভিয়াসের দিকে অগ্রসর হতে লাগল, ফ্লাভিয়াস তার আসনে সঙ্কুচিত হতে থাকে। গ্রাকাস তার জামার গলাটা একহাতে ধরে পাক দিতে দিতে আবার গর্জে উঠল, 'কেন? অপদার্থ গাড়ল কোথাকার? কেন? সে

কি মরে গেছে? এ-ব্যাপারে যদি আনাড়ির মত কাজ করে থাকো, আমি বলে দিচ্ছি আবার সেই নর্দমায় ফিরে যেতে হবে, সারা জন্ম সেখানে পড়ে পচতে হবে।'

'সে মরে নি—'

'যাক, কিন্তু এত বাজে বক কেন? কাজের কথা না কয়ে অনর্গল আগডোম বাগডোম। তাকে কেননি কেন?' ফ্লাভিয়াসকে সে ছেড়ে দিল, কিন্তু তার কাছ থেকে সরে এল না।

'আগে মাথা ঠাণ্ডা করো।' ফ্লাভিয়াস হঠাৎ বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল। 'আমাকে কোনো একটা কাজ করতে বলেছিল, আমি তা করেছি। হতে পারে, আমি তোমার মত বড়লোক নই। হতে পারে, নর্দমায়ই আমার ঠাঁই। কিন্তু তাই বলে তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা কইতে পারো না। আমি তোমার কেনা গোলাম নই। আমার মত মানুষের অবস্থা এমনিতেই যথেষ্ট দুর্বিষহ। তা আরো দুর্বিষহ নাই বা করলে।'

'আমি দুঃখিত।'

'আমি তাকে কিনি নি কারণ সে বিক্রির নয়। মোদ্দা কথা এই।'

'দামের জন্যে বলছ?'

'দাম নয়। দামের কোনো প্রশ্নই নেই। সে এখন ক্রাসাসের অধিকারে, তার বাড়িতেই থাকে। সে তাই বিক্রির নয়। তুমি কি মনে কর আমি চেষ্টা করি নি? ক্রাসাস এখন কাপুয়ায়। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার দালালদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলাম। কিন্তু না--কোনো ফলই হল না। তারা এ-বিষয়ে আলোচনা পর্যন্ত করতে রাজি নয়। কথাপ্রসঙ্গে এই বাঁদীটার কথা উঠতেই তাদের মুখ কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে বন্ধ করে দিল। এই ধরনের বাঁদীর কথা তারা যেন জানেই না। দামের কথা তুললই না। এমনকি অনুমানে কত হতে পারে তাও বলতে রাজি নয়। তাদের হাত করার জন্যে ঘুষ দিলাম, তা সত্ত্বেও অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হল না। যদি নাপিতটাকে, পাচিকাকে বা প্রধান পরিচারিকাকে চাইতাম, তার ব্যবস্থা করা যেত। এমন কি গতবছর ক্রাসাস সে-সুন্দরী সিরীয় মেয়েটাকে কিনেছিল, সেটা সম্পর্কেও তারা আমার সঙ্গে দরদস্তুর করতে রাজি ছিল, চাই কি, যাতে আমার হস্তগত হয়, তার ব্যবস্থাও করত। আমার জন্য তারা এতদূর পর্যন্ত করতে রাজি ছিল। কিন্তু ভেরিনিয়া সম্পর্কে একেবারে চুপচাপ।'

'তাহলে তুমি কেমন করে জানলে সে-ই ভেরিনিয়া, কেমন করে জানলে সে-ই সেখানে আছে?'

তোষাখানার এক গোলামের কাছ থেকে খবরটা আমি কিনেছি। ভেবো না, ক্রাসাসের সংসার খুব সুখের। তার একমাত্র ছেলে, বাপের ওপর হাড়ে চটা, আর স্ত্রী—সে তো কাছেই থাকে না, সুবিধে পেলে স্বামীর গলা কাটতেও পেছপা নয়। তার বাড়িটা একটা চক্রান্তের ঘাঁটি। সবদিক থেকে একেবারে সোনায় সোহাগা। খবরটা অবধি আমি কিনতে পারলাম, কিন্তু ভেরিনিয়াকে কিনতে পারলাম না।'

'খোঁজ নিয়েছ, কেন ক্রাসাস তাকে কিনেছে? কেনই বা তাকে বাড়িতে রেখেছে?'

ফ্লাভিয়াস মুখ টিপে হাসল। 'নিয়েছি বৈকি। ক্রাসাস তার প্রেমে পড়েছে।'

'কী।'

'হ্যাঁ, মহামহিম ক্রাসাস প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন।'

তারপর গ্রাকাস ধীরে ধীরে ও সুচিন্তিতভাবে বলল, 'ফ্লাভিয়াস শোনো, এই ব্যাপার নিয়ে যদি কানাঘুষা করো, যদি এ-কথা রাষ্ট্র হয়; যদি কোথাও এ-সম্পর্কে কোনো কথা শুনি, তাহলে সাবধান, তোমাকে যাতে ক্রুশে লটকানো হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।'

'এ কী কথা বলার ধরন? গ্রাকাস, তুমি নিশ্চয় দেবতা নও।'

'না, তা নই। এমন কি দেবতাদের কারোও সঙ্গে দূরতম কোনো সম্পর্ক পর্যন্ত আমার নেই, যা আছে বলে আমাদের অভিজাত গবেটদের মধ্যে কেউ কেউ বড়াই করে থাকে। আমার সঙ্গে তাঁদের কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু রোমের রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার প্রভাব দেবতারই সামিল। সেখানে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে দেবতাদের সঙ্গে আমার এত মিল যে তোমাকে কোনো এক ব্যাপারে জড়িয়ে ক্রুশে লটকিয়ে দিতে আমাকে বেগ পেতে হবে না। জেনে রেখো, ফ্লাভিয়াস, এ-ব্যাপারে কিছু যদি প্রকাশ পায়, আমি তা করবই।'

৪

পরের দিন বিকেলে গ্রাকাস স্নানাগারের দিকে রওনা হল। রাজনীতির দিক থেকে এর প্রয়োজন ছিল এবং এর সুফলও পাওয়া যেত। দিনে দিনে সাধারণ স্নানাগারগুলো রাজনীতিক ও সামাজিক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হচ্ছিল; এখানে লক্ষ লক্ষ সেস্টারসিস নিয়ত হাতবদল হত; সেনেটর ও নগরপালদের উত্থানপতন এখানেই সূচিত হত, স্নানাগারগুলো একাধারে ফাটকাবাজার ও রাজনীতিক সংঘ; অন্ততপক্ষে কিছুদিন পরপর এখানে হাজিরা দেওয়া প্রত্যেকের প্রায় অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তিনটে বড় বড় ও সুসজ্জিত স্নানাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিল গ্রাকাস। তার মধ্যে একটি 'ক্লোটু', এটা খুব বেশিদিনকার নয়। আর দুটি আরো পুরনো, তবে বেশ রুচিসম্মত। এগুলোয় প্রবেশ অবারিত না হলেও, প্রবেশমূল্য ছিল নামমাত্র, এতই সামান্য যে যারা গরীব তাদের কাছেও তা প্রবেশের অন্তরায় হত না। কিন্তু বিশেষ এক সামাজিক স্তরের লোকেরা এখানে আসত বলে, এই জায়গাগুলো থেকে সাধারণ লোকেরা দূরে থাকত।

আবহাওয়া ভাল থাকলে, সারা রোম বিকেল হলেই বাইরে বেরিয়ে পড়ত। এমন কি রোমের মজুর বলতে সামান্য সংখ্যক যারা ছিল তারাও দুপুরের পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাজকর্ম চুকিয়ে ফেলত; দীর্ঘ অবসর কাজ করার উদ্যমটা লাঘব করার পক্ষে এবং তার ফলে খয়রাতিতে জীবনধারণের পক্ষে খুবই উপযোগী। বিকেলটা ছিল রোমের সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে; গোলামেরা খেটে মরত; রোমের নাগরিকেরা আরাম করত।

খেলাধূলায় গ্রাকাসের উৎসাহ ছিল সামান্যই এবং ঘৌড়াদৌড়ের মাঠে যদিও বা যেত, তাও কদাচিৎ। তার সহকর্মীদের থেকে সে ছিল কিছুটা অন্যধরনের, অন্য ধরনের এইজন্যে যে দুটো উলঙ্গ লোক হাতে এক-একটা ছুরি নিয়ে পরস্পরকে কাটতে থাকবে এবং শেষপর্যন্ত কাটা মাংস ও ঝরা রক্তের বীভৎসতায় পরিণত হবে, এর মধ্যে কোথায় যে নাট্যরস,

সে বুঝতেই পারত না। অথবা একটা মাছধরার জালে একটা জীবন্ত মানুষ আটকা পড়বে আর লম্বা একটা মাছধরা বর্শার খোঁচায় তার পেট ফুটো করে দেওয়া হবে বা চোখ উপড়ে ফেলা হবে, এর মধ্যেও আনন্দের অংশ ঠিক কোনখানটায় তাও তার নজরে পড়ত না। ক্বচিৎ কখনো ঘোড়দৌড় দেখে তার বিকেলটা কাটত ভালই কিন্তু রথের দৌড় তার কাছে মনে হত বিরক্তিকর। রথের দৌড় ইদানীং প্রতিদ্বন্দ্বী সারথীদের প্রায় দৈহিক প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং দর্শকরাও এমন হয়ে উঠেছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না একজনের মাথা ভাঙছে বা শরীর চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে তারাও তৃপ্তি পেত না। এর থেকে যদি কেউ ধারণা করে, গ্রাকাস অপরের চেয়ে কোমলহৃদয় সে ভুল করবে। সোজা কথা হচ্ছে, মূঢ়তা সে ঘৃণা করত এবং তার কাছে এইসব কার্যকলাপ চরম মূঢ়তার পরিচায়ক। রঙ্গালয়ের অভিনয় সে বুঝতই না, কোনো নাটকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় তার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন বিবেচিত হলেই সে রঙ্গালয়ে যেত।

বিকেলের দিকে সে সবচেয়ে আনন্দ পেত তার প্রিয় নগরীর অসংখ্য নোংরা অলিগলি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে স্নানাগারে গিয়ে হাজির হতে। রোমকে সে বারবার ভালবেসে এসেছে; রোম তার জননী। নিজের সম্পর্কে সে বলত, তার মা গণিকা এবং মাতৃগর্ভ থেকে সে স্থান পেয়েছে রাস্তার আবর্জনায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার এই মা-কে সে ভালবেসে এসেছে এবং এই মা-ও তাকে ভালবেসেছে। কী ভেবে সে পুরাকাহিনীটা পুনরাবৃত্তি করেছিল, সিসেরোকে সে তা কেমন করে বোঝাবে? সিসেরোকে তাহলে সর্বপ্রথম রোমকে ভালবাসতে হবে এবং সে-ভালবাসায় এ বোধও মিশে থাকবে, রোম কত কদর্য, কত কুশ্রী।

এই কদর্যতা, এত কুশ্রীতা গ্রাকাস বোঝে। একবার সে তার এক সুধী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'রঙ্গালয়ে আমি যাবো কেন? আমি শহরের অলিতে গলিতে নিয়ত যা দেখি মঞ্চে কি তাই দেখাতে পারবে?'

ঠিকই, তা দেখার মত জিনিস। আজ সে তাই প্রায় আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠার সঙ্গে তার দৈনন্দিন পরিক্রমায় বেরিয়েছে। যেন নিজেকে সে প্রশ্ন করছে, 'কতবার আমি এ তীর্থ দর্শন করব, চিরকাল কি?'

সে প্রথমে গেল হাটে, সেখানকার দোকানপাটগুলো আরো ঘণ্টাখানেক খোলা থাকবে, তারপরে ঝাঁপ পড়ে যাবে। এপথে যেতে গেলে চিৎকাররত মেয়েদের ভিড় ঠেলে যেতে হয়। কিন্তু গ্রাকাস এরই মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে চলল। প্রকাণ্ড তার সাদা টোগায় তাকে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট যুদ্ধজাহাজ মৃদু বাতাসে চালিত হয়ে চলেছে। এখানে রয়েছে রোমের খাদ্যসম্ভার। নানারকমের পনীর, কোনোটা তাল করা, কোনোটা গোলাকার বা চতুষ্কোণ, কোনোটা কালো বা লাল বা সাদা। কোথাও বা ঝুলছে ধোঁয়ায়-সেঁকা মাছ বা রাজহাঁস, জবাই-করা শূকর, গরুর পাঁজরা, কচি ভেড়া, পিপেয়-ভরা নোনা বাইন ও হেরিং মাছ; কোথাও বা পিপে-ভর্তি চাটনি, তার উগ্র ও উপাদেয় গন্ধে বাতাস ভরপুর। এখানে রয়েছে সেবাইন পাহাড় ও পিকেনুম থেকে আনা কলসী কলসী তেল, গলদেশীয় চমৎকার শূকরমাংস, সর্বত্র আলম্বিত ভোজ্যবস্তুর পাকস্থলীর অংশ, এবং ক্ষুদ্রান্ত্র বোঝাই বড় বড় কাঠের পাত্র।

সবজির সারির সামনে সে একটু অপেক্ষা করল। এমন দিন ছিল এবং সেদিনের কথা

এখনো তার মনে আছে যখন আশেপাশে কুড়িমাইল অঞ্চলে প্রতিটি চাষি নিজের নিজের সবজির বাগান থেকে হরেক রকমের সবজি বাজারে আনত আর সারা রোম তাই খেয়ে বাঁচত। কিন্তু এখন বাগিচাপ্রথার ফলে কেবলমাত্র সেই ফসলের চাষ হয় নগদমূল্যে যা বিক্রয় সম্ভব, তা সে যাই হোক, গমই হোক। তার ফলে সবজির দাম এত চড়ে গেছে যে শাসক-সম্প্রদায় ছাড়া তা আর সবার নাগালের বাইরে। তা সত্ত্বেও স্তূপাকার করা রয়েছে মূলা, শালগম, চার-পাঁচ রকমের শাক, মুগ কলাই, কপি, স্কোয়াশ, ফুটি, তরমুজ, বরবটি, রকমারি ব্যাঙের ছাতা ও আরো অজস্র রকমের সবজি। এইসঙ্গেই রয়েছে নানারকমের ফল, স্তূপাকার-করা আফ্রিকার লেবু, রসে ভরপুর হলদে ও লালরঙের ডালিম, বেদানা, আপেল, নেসপাতি, ডুমুর, আরবের খেজুর, মিশরের আঙুর ও তরমুজ।

'শুধু তাকিয়ে দেখতেই কী ভাল লাগে!' গ্রাকাস ভাবে।

শহরের ইহুদি পল্লির ধার ঘেঁষে সে হাঁটতে হাঁটতে চলল। রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তাকে মাঝে মাঝে ইহুদিদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। কী অদ্ভুত জাত এই ইহুদিরা —এতদিন রোমে রয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিজেদের ভাষা ছাড়ে নি। এখনো নিজেদের দেবতার পুজো করে, এখনো দাড়ি রাখে, এবং কি শীত কি গ্রীষ্ম নিজেদের ডোরাকাটা ওই লম্বা আলখাল্লাগুলো সর্বদা ওদের পরনে। কেউ তাদের খেলার জায়গায় বা ঘোড়দৌড়ের মাঠে কখনো দেখে নি; আদালতেও কেউ তাদের দেখে না। নিজেদের মহল্লায় ছাড়া তাদের দেখা পাওয়াই ভার। বিনয়ী, আত্মস্বতন্ত্র ও গর্বিত—ওদের দেখে গ্রাকাসের প্রায় মনে হত, 'যথাসময়ে ওরা রোম থেকে এত রক্ত শুষে নেবে যে কারথেজও তা পারে নি।'

হাঁটতে হাঁটতে সে একটা বড় সড়কে এসে পড়ল এবং ঠিক সেই সময়ে একদল নগরকোহর্ট সামরিক কায়দায় তুরীভেরি বাজিয়ে চলেছে। রাস্তার পাশে সে একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যথারীতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে। সে রাস্তার এধার ওধার একবার চোখ বুলিয়ে নিল, একজন সিরীয়, একজন আরবী ও একজন সাবাবাসী সামরিক দলটাকে লক্ষ্য করছে।

আবার সে চলল। ক্রমে আকাশছোঁওয়া বস্তিবাড়িগুলোর জায়গায় দেখা দিল বাগান, মর্মর পাথরে তৈরি ছোট ছোট মণ্ডপ, ছায়াশীতল তোরণপথ এবং বিস্তৃত তরুবীথিকা। ফোরামে জুয়াড়ীরা এর মধ্যেই পাশা খেলায় ব্যস্ত। জুয়াখেলা রোমের একটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে, আর পাশা খেলা সেই ব্যাধির সবচেয়ে মারাত্মক পর্যায়। প্রতি অপরাহ্নে ফোরামের সর্বত্র ছোট ছোট জুয়াড়ীর দল ছেয়ে থাকে, কেউ পাশার চাল দিচ্ছে, কেউ চাল দেবার আগে পাশাটাকে অনুরোধ উপরোধ করছে, কেউ বা পাশার সঙ্গে কথা কইছে। তাদের ভাষাও নিজস্ব। ভবঘুরে ও নিষ্কর্মা সৈনিক ছাড়াও ফোরামে ভিড় করে চোদ্দ-পনেরো বছরের কতকগুলো মেয়ে। নগরীর সর্বত্র এই মেয়েগুলোকে দেখা যায়। এরা কিছুই করে না, নোংরা অপরিসর ঘরে এদের বাস, এদের পেট চলে এদের বাপ-মার মত খয়রাতিতে, আর যৎসামান্য যা উপার্জন করে তা আসে অনিয়মিত গণিকাবৃত্তি থেকে। অনেকেই একপাত্র মদ ও সর্বনিম্নমূল্যের রোমান মুদ্রা একটা কোয়াড্রেনস'এর বিনিময়ে যে কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে দ্বিধা করে না। এমন একদিন ছিল যখন সে এবং তার মত আরো অনেকেই এই অবস্থার কথা ভেবে আতঙ্কিত হত কিন্তু ইদানীং যখন

বিবাহিত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির শয়ন-পরিচর্যায় বারোটা বাঁদী নিরত থাকলেও লজ্জাকর বিবেচিত হয় না, তখন এ-ব্যাপারে মাথাব্যথা বৃথা এবং এটা আলোচনা করার মতও কিছু নয়।

গ্রাকাস ভাবল, 'ধীরে ধীরে একটা পুরো জগৎ শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও থেমে সে-কথা ভেবে অবাক হই না। আর তা হবেই বা কেন? এত ধীরে ধীরে তা ঘটছে যে তার তুলনায় মানুষের আয়ুষ্কাল নিতান্তই স্বল্প।'

এখানে সেখানে একটু থেমে সে পাশা খেলা দেখে। তার মনে পড়ে সে যখন বালক ছিল সে-ও পাশা খেলত। তখন কেবল খয়রাতির ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকা যেত না। তাছাড়া দাম্ভিক প্রকৃতির ব্যক্তির কাছে কতকগুলো নীতিগত প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। যার ফলে উপবাস অবধারিত জেনেও খয়রাতি সে গ্রহণ করে না।

এবারে সে চলল স্নানাগারের দিকে। অনেক ভেবেচিন্তে সে একটা মতলব ফেঁদেছে। ক্রাসাসের আজ স্নানাগারে থাকার কথা এবং এখনই তার আসার সময়। বাস্তবিক, গ্রাকাস যখন স্নানাগার-সংলগ্ন তোষাখানায় প্রবেশ করল, দেখল, ক্রাসাস আগে থেকেই উপস্থিত। তার অঙ্গে কোনো পরিধেয় নেই এবং সামনের আয়নায় তার দীর্ঘ প্রতিবিম্বটা সে মুগ্ধচোখে দেখছে। ঘরগুলো ক্রমশ ভর্তি হয়ে আসছে। নাগরিক জীবনের এক বিচিত্র অংশের এখানে জমায়েত হয়েছে, এ এক রাজনীতিক সমন্বয় ক্ষেত্র। এখানে অকর্মণ্য ধনীর দুলালরাও যেমন আছে, তেমনি আছে সারা শহরের ভিতশুদ্ধ পালটে দিতে পারে এমন রাজনীতিক শক্তিধরেরা, যেমন, কোটিপতি মহাজন, প্রতিপত্তিসম্পন্ন বণিক, মহল্লার মাতব্বর, দাসব্যাপারী, ভোট-সংগ্রহক, বেশ কিছুসংখ্যক গুণ্ডাদলের সর্দার, সেনেটর নির্বাচকমণ্ডলীর একটা ভারি অংশ, দু'একজন আখড়াদার, তিনজন প্রাক্তন কনসাল, একজন নগরপাল, দু-একজন অভিনেতা, এবং জনা বারো প্রভাবশালী সামরিক পুরুষ। এদের সঙ্গে মিশে আছে সাধারণ পর্যায়ভুক্ত অসংখ্য লোক। এরা আছে সাধারণ স্নানাগারগুলোর সাধারণত্ব প্রমাণ করার জন্যে—যা সাধারণতন্ত্রী রোমের গর্বের বস্তু। পূর্বদেশের রাজারাজড়ারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, যারা রোমের শাসক —তার মানে দুনিয়ার শাসক—তারা নগরীর জনসাধারণের সঙ্গে কী করে এমন সহজে মিশে যেতে পারে এবং নগরীর রাজপথেই বা কী করে এমন নির্বিকারভাবে চলে ফিরে বেড়ায়।

ক্রাসাসের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রাকাস একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। একটা গোলাম তার পা থেকে জুতো খুলতে লেগে গেল। ইতিমধ্যে কারো সংবর্ধনার উত্তরে সে একটু মাথা নাড়ছে, কারো দিকে চেয়ে একটু হাসছে অথবা এখানে ওখানে এক আধটা কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে। কোনো বিষয়ে হয়ত কেউ উপদেশ চাইছে, সংক্ষিপ্ত ও নিশ্চিতভাবে সে উপদেশ দিচ্ছে। তেমনি উপস্থিত ব্যক্তিদের কৌতূহল নিবারণ করতে বিভিন্ন রাজনীতিক সমস্যা সম্পর্কে সে তার মতামত জ্ঞাপন করে চলেছে। সমস্যা অনেক—যেমন, স্পেনের গোলযোগের পরিণতি কী, আফ্রিকার অবস্থা কী দাঁড়াবে, মিশরের নিরপেক্ষতা কতখানি প্রয়োজন—মিশরের এই নিরপেক্ষতা নিয়ে শহরে আলোচনার অন্ত নেই, —তাছাড়া ইহুদিরা প্যালেস্টাইনকে যে অবিরাম উত্যক্ত করছে তার নিষ্পত্তি কিভাবে করা যায়। ব্যাপারীরা এসে অভিযোগ করছে, গোলামদের দাম যদি এভাবে পড়তে থাকে তাহলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে ; গ্রাকাস তাদের আশ্বস্ত করে। দারুণ গুজব—'গল'-এ অবস্থিত

সেনাবাহিনী নাকি বিদ্রোহের চক্রান্ত করছে; গ্রাকাস তা ভিত্তিহীন বলে নস্যাৎ করে দেয়। কিন্তু এত কথার মধ্যেও বরাবর তার লক্ষ্য ক্রাসাসের দিকে। কোটিপতি ক্রাসাস শেষপর্যন্ত ঘুরে বসল। তখনো সে নগ্ন, তার ঋজু বলিষ্ঠ দেহ সাধারণের দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত। সে ঘুরে বসে গ্রাকাসকে অভিবাদন করল। গ্রাকাস বিবস্ত্র হবার সময় সে উপস্থিত থাকলে জনসাধারণ যে উভয়ের দেহগঠন তুলনা করবে, তা জেনে সে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার লোভ সামলাতে পারল না। রাজনীতিজ্ঞের টোগাটা গোলামেরা সরিয়ে নিতে বিরাটকায় মানুষটা বেরিয়ে এল, কিন্তু সেই বিপুলতা বিশেষত্ববর্জিত নয়। গায়ের জামাটা যখন খুলে ফেলা হল, মস্ত মোটা লোকটার দুর্দশা নগ্নতাজনিত লজ্জা থেকেও সঙ্গীন হয়ে উঠল। আশ্চর্য, গ্রাকাস এর আগে কখনো তার দেহের জন্যে লজ্জা বোধ করে নি।

তারা দুজনে পাশাপাশি চলল স্নানাগার সংলগ্ন 'টেপিডেরিয়াম'-এ। এটা একাধারে বিশ্রামকক্ষ ও সভাকক্ষ। এখানে সারি সারি বেঞ্চি ও মাদুর পাতা রয়েছে, ইচ্ছামত সেখানে হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া চলে। সাধারণ প্রথা কিন্তু অবগাহনের মাঝে মাঝে এখানে এসে গড়িয়ে নেওয়া। সুন্দর কারুকার্য করা স্ফটিকপাথরে মণ্ডিত মর্মরমূর্তি শোভিত এই প্রশস্ত কক্ষ থেকে বিভিন্ন জলাধারে যাবার পথ, যথা, —বাইরের শীতল জলাধার, ঈষদোষ্ণ জলাধার, তপ্ত স্নানাগার, বাষ্পাগার। এবং এর প্রত্যেকটির সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের সংবাহন ও ব্যায়ামকক্ষ যুক্ত। সিক্ত আবরণে সারা অঙ্গ ঢেকে উদ্যানপথে বিচরণ করার অথবা গ্রন্থাগারে পাঠ করার প্রশস্ত ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগার অবশ্য স্নানাগারের অপরিহার্য অংশ। কেউ বা ওই অবস্থায় বসার ঘরে গিয়ে বসে অথবা সূর্যঘড়ি দেখে। এইসব ক্রিয়াকলাপ তাদেরই জন্যে যাদের স্নানাগারে কয়েকঘণ্টা অতিবাহনের সময় আছে। এইসব গ্রাকাস সাধারণত শীতল জলে একটা ডুব দিয়ে বাষ্পাগারে আধঘণ্টা থাকে; তারপর একবার অঙ্গমার্জনা করিয়েই ক্ষান্ত হয়।

এখন কিন্তু ক্রাসাসের কাছে সে যথাসম্ভব অমায়িকভাব বজায় রাখছে। রূঢ় কথা ও রূঢ় ভাব বিন্দুমাত্রও নেই। উলঙ্গ মেদবহুল গ্রাকাস সেনাপতির পাশে পাশে চলেছে অমায়িক ও উৎকর্ণ হয়ে,—এরকম ভোল পালটাতে তার মত বিশারদ কমই আছে।

যারা তাদের দেখল তারা মন্তব্য করল, 'সেতু তৈরি হচ্ছে,' অবাক হয়ে ভাবল, কে জানে কোনো নতুন রাজনীতিক জোট তৈরির চেষ্টা চলেছে। কারণ ক্রাসাস ও গ্রাকাসের মধ্যে এই ধরনের সখ্য অবিদিত। ক্রাসাস কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে, মনে মনে বলে, 'যাই মতলব থাক না, ভাঙতেই হবে।' সামান্য অপমানিত বোধে রাজনীতিজ্ঞকে সে প্রশ্ন করে, 'কবে থেকে আপনি মিশর ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হলেন?'

'ও, একটু আগে যা বললাম আপনি তার কথা বলছেন? সাধারণ কতকগুলো কথা বলে পাদপূরণ করা ছাড়া ও কিছু নয়। বোঝেন তো, খ্যাতি প্রতিপত্তির এ একটা দায়!' বাস্তবিক এক নতুন গ্রাকাস।

'খ্যাতি প্রতিপত্তি কি সবকিছু জানার জন্যে?'

গ্রাকাস হাসল। 'আপনি তো মিশরে গিয়েছিলেন? তাই না?'

'না। আর গিয়েছিলাম বলে ভানও করি না।'

'আচ্ছা, থাক ও-কথা। আচ্ছা ক্রাসাস, আমি ঠিক বুঝি না, আমাদের দুজনের দেখা

হলেই কেন মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। আমরা তো বন্ধুও হতে পারি। বন্ধু হিসেবে আমরা দুজনেই কাম্য।'

'আমারও তাই মনে হয়। আমি কিন্তু সরল বিশ্বাসী নই। বন্ধুত্বের মূল্য আমি স্বীকার করি।'

'তাই নাকি?'

'সত্যিই তাই। আমার কী এমন আছে যার জন্যে আমার বন্ধুত্ব এত মূল্যবান? অর্থ? কিন্তু আপনার তো প্রায় সমানই আছে।'

'আমি অর্থের তোয়াক্কা করি না।'

'আমি করি। তবে কী?'

'আমি আপনার কাছ থেকে একটা গোলাম কিনতে চাই,' গ্রাকাস বলে ফেলল। যা বলার বলা হয়ে গেল। এখন নিশ্চিন্ত।

'নিশ্চয় আমার পাচক। আপনার মাথায় যদি চুল থাকত তা হলে বলতাম আমার নাপিতটাকে চান। একদল শিবিকাবাহককে চান না তো? কিংবা কোনো মেয়েকে? শুনেছি আপনার বাড়িতে মেয়ে ছাড়া কিছু রাখেন না।'

'চুলোর যাক বাজে কথা, আপনি ভালমতই জানেন আমি কাকে চাই!' গ্রাকাস প্রায় চিৎকার করে বলল। 'আমি ভেরিনিয়াকে চাই!'

'কাকে?'

'ভেরিনিয়াকে। লুকোচুরি করে লাভ নেই?'

'প্রিয় গ্রাকাস, আপনিই তাই করছেন। কে আপনাকে এই বাজে খবর দিয়েছে?'

'আমি খবর রাখি।' মোটা গ্রাকাস দাঁড়িয়ে পড়ল, তাপর ক্রাসাসের মুখোমুখি তাকিয়ে বলল। 'তাকান—তাকান আমার দিকে, ক্রাসাস। আসল কথাটা এড়িয়ে যাবেন না। কোনো দরকষাকষির কোনো বাকবিতণ্ডার দরকার নেই। আমি আপনাকে সোজাসুজি বলছি। একটা গোলামের জন্যে এই রোমে অদ্যাবধি যে-অর্থ কেউ দেয় নি, আমি আপনাকে তাই দেব। দশ লক্ষ সেস্টারসিস আমি আপনাকে দিচ্ছি। এই অর্থ দেব স্বর্ণমুদ্রায় এবং এখনই আপনার হাতে পুরোপুরি তুলে দিচ্ছি, যদি আপনি ভেরিনিয়াকে দেন।'

ক্রাসাস হাতে হাত রেখে আস্তে শিস দিল। 'হ্যাঁ, এ একটা দামের মত দাম। মূল্যটা সত্যিই লোভনীয়। এই মূল্যের ওপর কবিতা লেখা চলে। আজকাল যখন যে কোনো লোক হাজার সেস্টারসিস দিলে বাজার থেকে গোলগাল ভরাট গোছের বেশ খাপসুরত বাঁদী কিনে আনতে পারে, তখন আপনি একটা চামড়াসার জার্মান মেয়ের জন্যে তার হাজার গুণ দাম দিতে চাইছেন। সত্যিই এ একটা দামের মত দাম। কিন্তু কী করে আমি এই অর্থ নিই বলুন? লোকে বলবে কী? তারা বলবে ক্রাসাস একটা ঠগ, জোচ্চোর।'

'আমার সঙ্গে চালাকি থামাবেন কি?'

'চালাকি, আপনার সঙ্গে? প্রিয় গ্রাকাস, আপনিই আমার সঙ্গে চালাকি করছেন। আপনি কিনতে পারেন এমন কিছুই আমার নেই।'

'হালকাভাবে আমি প্রস্তাব করি নি।'

'আমিও হালকাভাবে উত্তর দিচ্ছি না।'

'যা দাম বলেছি তার দ্বিগুণ দিচ্ছি!' গ্রাকাস রেগে বলল। 'বিশ লক্ষ!'

'রাজনীতিতে যে এত অর্থ থাকতে পারে জানা ছিল না।'

'বিশ লক্ষ। নেবেন তো নিন, নইলে যান।'

'আপনি বিরক্তিকর,' এই বলে ক্রাসাস বেরিয়ে চলে গেল।

৫

'ভেরিনিয়া, ভেরিনিয়া, আর দেরি কোরো না, এইবার সাজগোজ করে নাও। এবার ভেরিনিয়া, তোমাকে সাজাতে শুরু করি, মনিব এখনি বাড়ি ফিরবে। তোমাকে তার সঙ্গে একসাথে বসে খেতে হবে। ভেরিনিয়া, আমাদের কাজগুলো কেন এত কঠিন করে তোল?'

'আমি চাই না তোমাদের কাজ কঠিন করে তুলতে।'

'কিন্তু তাই তো করো। দেখ, তোমার জন্যে আমাদের কাজ কত কঠিন হয়ে উঠেছে। তুমি বলো, তুমি একজন বাঁদী। তুমি চাও না চারটে বাঁদী তোমার সেবায় রাতদিন লেগে থাকুক। চাও না, কারণ তুমি আমাদের মতই বাঁদী। তুমি বলো, তোমার কী পোড়াকপাল। বাঁদী হওয়ার কী জ্বালা তাও তোমার জানা আছে। কিংবা স্পার্টাকাস যখন দুনিয়া জয় করেছিল তখন তুমি তার সঙ্গে থেকে হয়ত ভুলেই গিয়েছিল বাঁদী হওয়ার কী দায়। তখন তো তুমি রানী ছিলে, তাই না ভেরিনিয়া? তাই তো—'

'অমন কথা আর বলবে না। কেন তোমরা অমন করো? কখনো আমি তোমাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছি?'

'তোমার তা দরকার হয় না, ভেরিনিয়া। মনিবই তোমাকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখে। আমরা তার বিছানায় জায়গা পাই তখনই যখন তার মন বিরক্তিতে ভরে থাকে। আমরা এক, দুই, তিন, তার কাছে শুধু সংখ্যা। কিন্তু ভেরিনিয়া, তোমাকে সে ভালবাসে। এইজন্যেই আমাদের কাজ তুমি কঠিন করে তোল। তুমি ঠিকমত সাজগোজ না করলে আমাদের পিঠে চাবুক পড়ে। তোমাকে চাবুক খেতে হয় না। আমাদের হয়।'

'আমাকেও সে চাবুক মারুক-না।'

'মারুক, তোমাকে চাবুক মারুক। সে তোমাকে চাবুক মারবে, আমরা তাই দেখার অপেক্ষায় রইলাম।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' ভেরিনিয়া তাদের বলে। 'এখন ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছি। আমার দুধ খাওয়ানো হয়ে যাক। তারপর সাজপোশাক পরব। তোমরা যেমন চাও তেমনি আমায় সাজিও। আমি একটুও আপত্তি করব না। কেবল ছেলেটার দুধ খাওয়া আগে শেষ হোক।'

'কত দেরি হবে?'

'এর খেতে তো বেশি সময় লাগে না। দেখো না, এরই মধ্যে টান আলগা হয়ে আসছে। আধঘণ্টার মধ্যে আমি তৈরি হয়ে নিতে পারব। তার মধ্যেই ও ঘুমিয়ে পড়বে। আমি কথা দিচ্ছি তোমরা যা বলবে আমি তাই করব। আমাকে যা পরতে বলবে, তাই পরব।'

কিছুক্ষণের জন্যে তারা তাকে ছেড়ে গেল। তাদের মধ্যে তিনজন স্পেনীয় মেয়ে। চতুর্থজন সেবাইন রমণী। তার সবচেয়ে দুঃখ, দেনার দায়ে তার মা তাকে বেচেছে। এ-দুঃখ ভেরিনিয়া বোঝে। নিজের আত্মীয়পরিজন কর্তৃক বিক্রীত হওয়ার মত নির্মম আর কিছু নেই, এর ফলে নিজের মনপ্রাণ বিষিয়ে ওঠে। হিংসা, দ্বেষ ও অসূয়ায় সারা বাড়ির আবহাওয়া কলুষিত। সমস্ত বাড়িটা বিষাক্ত।

ভেরিনিয়া সন্তানকে স্তন দিতে দিতে ধীরে ধীরে গাইছে ঃ

'খোকা ঘুমায়, সোনা আমার, খোকা সোনা ঘুমায়,
খোকার বাবা বনে গেছে, খোকা আমার ঘুমায়,
খোকার বাবা বর্শা দিয়ে ভোঁদড় মেরে আনে,
খোকার বাবা বনের থেকে ছাগলছানা আনে।
রাতের বুড়ী ঝুলি ভরে ঘুম নিয়ে আয়,
খোকা ঘুমায়, সোনা আমার, খোকা সোনা ঘুমায়।
হাড়কাঁপানো শীতের হাওয়া থরথরিয়ে আসে,
খোকা ঘুমায়, শীতের হাওয়া যায় না খোকার পাশে,
খোকা যদি ঘুমায় তবে লাগবে না শীত গায়,
খোকা ঘুমায়, সোনা আমার, খোকা সোনা ঘুমায়...'

স্তন্যপান বন্ধ হয়ে এল। ভেরিনিয়া বোধ করল, স্তনাগ্রে চাপ শিথিল হয়ে আসছে। ক্ষিধের মুখে শিশু যখন জোরে জোরে টানতে থাকে, তার সমস্ত শরীরের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ প্রবাহ বয়ে যায়। তারপর ক্রমে ক্রমে শিশুর উদরপূর্তির সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতিও কমে আসে। শিশুর স্তন্যপান কি অদ্ভুত জিনিস!

ভেরিনিয়া অপর স্তনটি শিশুর মুখে তুলে দেয়, যদি সে আরো দুধ খেতে চায়। তার গালটা নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখে স্তন ধরে কিনা। কিন্তু সে আর খাবে না। ঘুমে তার চোখ বুজে গেছে। শিশুদের উদরপূর্ণ হলে যে-বিরাট ঔদাসীন্য তাদের পেয়ে বসে, তার ঔদাসীন্যও তেমনি। কিছুক্ষণ ভেরিনিয়া তাকে তার নিরাবরণ গরম বুকে তুলে নিয়ে আদর করে। তারপরে তাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজের গায়ের জামাটা ঠিক করে পরে নেয়।

সন্তানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভেরিনিয়া ভাবে, ছেলেটা কী সুন্দর। মোটাসোটা, গোলগাল, মজবুত—কী সুন্দর শিশু। কালো পশমের মত মাথায় চুল, চোখদুটো ঘননীল। পরে এই চোখদুটো আরো গভীর হবে। ওর বাবার মতো, কিন্তু চুলগুলো কেমন হবে বলা যায় না। জন্মকালীন এই চুল ঝরে গেলে কোঁকড়ানো কালো কিংবা সোনালী চুল হতে পারে কিংবা তা সমান সরলও হতে পারে।

অনায়াসে ও অবিলম্বে সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার জগৎ যথাযথ, যা হওয়া উচিত তাই-ই। সে-জগৎ প্রাণময়, প্রাণের সহজ সাধারণ ধর্ম সে-জগৎকে চালিত করে। কোনো বাধা, কোনো জটিলতা সেই প্রাণধর্মকে ব্যাহত করে না। তার জগৎ সব জগতের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজীবী...

এবারে ভেরিনিয়া ছেলেকে ছেড়ে চলল যেখানে দাসীরা তাকে সাজাবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। চারজন দাসী তাকে সাজিয়ে দেবে, সাজিয়ে দেবে যাতে সে তার মনিবের সঙ্গে

ভোজাসনে বসতে পারে। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে বাঁদীরা তার পরিহিত পরিচ্ছদ খুলে ফেলে তার নগ্নদেহ মার্জনা করতে লাগল। দেহসৌষ্ঠব এখনো তার রমণীয়, দীর্ঘাঙ্গী, তাকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে দুগ্ধভারাবনত স্তনযুগলের জন্যে। তারা একটা চাদর দিয়ে তাকে জড়িয়ে দিল। সে কৌচে শুয়ে পড়ল যাতে প্রসাধিকা তার বাহু ও মুখমণ্ডল সুরঞ্জিত করতে পারে।

প্রথমে হাতে ও কপালে সূক্ষ্ম শ্বেতচূর্ণ প্রলিপ্ত করা হল, তার কপোলে সেই চূর্ণ মিলিয়ে দেওয়া হল। তারপর গণ্ডদেশে দেওয়া হল গোলাপী রেণু, ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করা হল গভীর লাল প্রলেপে। তারপর ভ্রূ-যুগল কালো কাজল রেখায় স্পষ্টতর করা হল।

এই পর্ব শেষ হতে ভেরিনিয়া উঠে বসল, যাতে তারা স্বচ্ছন্দে কেশ প্রসাধন করতে পারে। রেশমের মত নরম তার কেশদাম সযত্ন প্রয়াসে কুঞ্চিত স্তবকে পরিণত করা হল এবং ছোট ছোট বেণীবন্ধনী ও কেশালেপ সহযোগে তা স্বস্থানে সংরক্ষিত হল।

তারপর এল রত্নাভরণ। নগ্ন অবস্থায় বিনা প্রতিবাদে জড়বৎ সে দাঁড়িয়ে রইল, চাদরের আবরণটাও অঙ্গচ্যুত। ওরা তখন তার কেশপাশে মুকুটটা সংবদ্ধ করে দিল। তারপর কানে পরিয়ে দিল স্বর্ণকুণ্ডল, কণ্ঠে নীলকান্তমণি খচিত সোনার কণ্ঠহার, যার নাম 'মনিলে'। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মণিবন্ধে পরিয়ে দিল বলয়, পদযুগে মঞ্জীর এবং দুই হাতের কনিষ্ঠাতে হীরকাঙ্গুরীয়, চমৎকারভাবে এবং ঘটা করে তাকে সাজানো হচ্ছে, রোমের শ্রেষ্ঠ ধনী তার প্রেয়সীকে যেমন করে সাজায় তেমনি করে। কোনো বাঁদীকে কেউ এমন করে সাজায় না। তার প্রসাধনে নিরত এই হতভাগ্য দাসীরা যে তার দুঃখ বুঝতে অপারগ, বিচিত্র নয়। চেয়ে দেখো, কেবলমাত্র রত্নাভরণে ও একটা সাম্রাজ্যের সম্পদ পরিধান করে রয়েছে। কেমন করে ওর জন্যে করুণা জাগবে?

সেই সময়ে রোমের সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ রেশম নয়, ভারতে প্রস্তুত অদ্ভুত সূক্ষ্ম একপ্রকারের কার্পাস বস্ত্র, কোনো রেশম বস্ত্র তার সেই লূতাতন্তু চিক্কণতা আনতে পারত না। এবার একটা সুতীর 'স্টোলা' মাথা দিয়ে গলিয়ে দেওয়া হল। এ হচ্ছে সাদাসিধে লম্বা এক প্রকারের পরিচ্ছদ, কটিদেশে তা কুঞ্চিত করে 'জোনা' নামক কটিবন্ধ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। এই পোশাকের একমাত্র কারুকার্য তার প্রান্তভাগে, সেখানটা সোনার সূতো দিয়ে বিনুনি করা। বাস্তবিক আর কোনো কারুকাজ এতে দরকারও হয় না, এত সুন্দর ও সাবলীল এর বুননের রেখাগুলি। কিন্তু ভেরিনিয়া কিছুতেই ভুলতে পারছে না তার দেহের প্রতিটি রেখা এর ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে; এই নগ্নতার অপমান তার কাছে অসহ্য বোধ হচ্ছে। স্তনক্ষরিত দুগ্ধধারায় এই পরিচ্ছদের সম্মুখভাগ যখন সিক্ত হল এবং তার ফলে তার শোভা হ্রাস পেল, সে খুশীই হল, সে তাই চাইছিল।

সবকিছু ঢেকে দেওয়া হল ফিকে হলুদ রঙের মস্ত এক রেশমের অঙ্গাবরণে; ভেরিনিয়া তাই দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রাখে। তার সাজসজ্জাও তাই দিয়ে ঢেকে রাখে। প্রতিবার সে ভোজন-কক্ষে আসে, প্রতিবার ক্রাসাস বলে, 'প্রিয়তমে, কেন তুমি তোমার অনিন্দ্যসুন্দর দেহ অমন করে ঢেকে রাখো? খসে পড়ুক না তোমার অঙ্গাবরণ। নিচের সাজটার দাম কত জানো? দশ হাজার সেস্টারসিস। আর কারো না থাক, অন্তত আমায় সেটা দেখার অধিকার দেওয়া উচিত।' আজ আবার ভেরিনিয়া যখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ করল, ক্রাসাস

আবার তাই বলল এবং আজ রাতেও ভেরিনিয়া আবার তার অঙ্গাবরণটা খসে পড়ে যেতে দিল।

'তুমি আমায় বিভ্রান্ত করছ,' ক্রসাস বলল। 'ভেরিনিয়া, সত্যি, তুমি আমার কাছে একটা হেঁয়ালী। আমার মনে হয় তোমাকে একবার বলেছি। সিসেলপাইন গল'এ আমার শিবিরে সেই বিকট আখড়াদার বাটিয়েটাসের সঙ্গে এক সন্ধ্যে কাটাবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। সে তোমার বর্ণনা দিয়েছিল, বুনো বেড়াল বলে। যে-মেয়েকে পোষ মানানো যায় না তার সম্পর্কে যথাযথ বর্ণনা বটে। কিন্তু আমি সেরকম কোনো চিহ্নই দেখছি না। তুমি অস্বাভাবিক রকম বাধ্য ও নম্র।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আমি ভেবে পাই না কী তোমার ভেতরে এই পরিবর্তন ঘটাল। নিশ্চয় তুমি আমাকে তা বলতে চাও না।'

'আমি জানি না। আমি বলতে পারি না।'

'আমার বোধ হয় তুমি জানো, কিন্তু যাক সে-কথা। আজ তোমায় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রসাধন, সাজ—সব বেশ সুন্দর হয়েছে, —কিন্তু ভেরিনিয়া, কতদিন এইভাবে চলবে? আমার ব্যবহারে কখনো কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি পেয়েছ? বলো? শোকতাপ আছে জানি, কিন্তু এ-অবস্থার সঙ্গে লবণখনি তুলনা করে দেখো। আমি তোমার ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে তিনশ' সেস্টারসিসে বাজারে বেচে আসতে পারতাম, তারপরে তোমাকেও খনিতে চালান দিতে পারতাম। তোমার কি তা ভালো লাগত?'

'না, লাগত না।'

'এভাবে কথা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি,' ক্রাসাস বলল।

'ঠিক আছে। যেভাবে ইচ্ছে আপনি কথা বলতে পারেন। আমি আপনার অধিকারে।'

'ভেরিনিয়া, আমি চাই না তোমাকে আমার অধিকারে রাখতে। সত্যি কী চাই জানো? আমি চাই তুমি আমাকে পুরোপুরি অধিকার কর। একজন পুরুষ যেমন করে একজন নারীকে পেতে চায়, আমি তোমায় তেমনি পেতে চাই।'

'এ-বাড়ির অন্য কোনো বাঁদী যেমন আপনাকে ঠেকাতে পারে না, আমারও তা সাধ্যে নেই।'

'এ কী কথা বলছ।'

'কেন এ-কথা এত অদ্ভুত শোনাচ্ছে? রোমের কেউ কি এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না?'

'ভেরিনিয়া, আমি তোমাকে ধর্ষণ করতে চাই না। একটা বাঁদীকে যেভাবে পাই তোমাকে সেভাবে পেতে চাই না। হ্যাঁ, সত্যি। বাঁদীদের আমি ভোগ করেছি। আমার মনে নেই কতগুলো মেয়ের সঙ্গে আমি শুয়েছি। কী মেয়ে কী পুরুষ কারো সংখ্যা আমার মনে নেই। তোমার কাছে কিছুই গোপন রাখতে চাই না। আমি চাই আমি যা, তাই তুমি জানো। কারণ, যদি তুমি আমায় ভালোবাসো, আমার নবজন্ম হবে। নতুন সুন্দর এক জীবন। হা ভগবান, জানো কি, সবাই বলে আমি নাকি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী? হয়ত তা সত্যি নয়, কিন্তু তুমি যদি আমার পাশে থাকো, আমরা দুজনে বিশ্বজগতের আধিপত্য

করতে পারি।'

'আমি জগতের আধিপত্য করতে চাই না।' ভেরিনিয়ার কণ্ঠস্বর আবেগহীন, অকম্পিত, মনে হয় মৃতের কণ্ঠস্বর। যখনই সে ক্রাসাসের সঙ্গে কথা কইত, তার কণ্ঠস্বর এমনই হয়ে যেত।

'তুমি কি বিশ্বাস কর না, তোমার ভালবাসা পেলে আমার পরিবর্তন ঘটবে?'

'আমি জানি না। জানতে চাই না।'

'কিন্তু চাইতে, যদি তোমার বাচ্চার বিষয় হত। দুধ খাওয়ানোর জন্যে একটা ধাত্রী রাখো না কেন? ওইখানে বসে রয়েছ আর বুক থেকে দুধ গড়াচ্ছে—'

'কেন আপনি কথায় কথায় ছেলের ভয় দেখান? ছেলেও আপনার দখলে, আমিও আপনার দখলে। আপনি কি মনে করেন আমার ছেলেকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করবেন?'

'আমি তোমার ছেলেকে মারবার ভয় দেখাইনি।'

'আপনি—'

'ভেরিনিয়া, আমি দুঃখিত। আমরা কথা বলতে গেলেই ঘুরে ফিরে একই প্রসঙ্গ ফিরে আসে। লক্ষ্মীটি, এবারে খাও। আমার সাধ্যমত আমি করে যাচ্ছি। তোমার খাবার এই ব্যবস্থা করেছি। বোলো না, এতে তেমার কিছু এসে যায় না। এইসব আহার্যের যা দাম তাতে একটা বাড়ি তুলে ফেলা যায়। আর কিছু না কর, অন্তত খাও। একটু মুখে দিয়ে দেখো। ভালো কথা,—আজ এক মজার ঘটনা ঘটেছে, বলছি শোনো, কিছু না হোক, শুনে তোমার মজা লাগবে। খাও, একটু খাও।'

'আমার যতটুকু খাওয়া দরকার ততটুকু খাই,' ভেরিনিয়া বলল।

একটা গোলাম প্রবেশ করল এবং রান্না-করা একটা হাঁস রূপোর পাত্রে রেখে গেল। আরেকটা গোলাম সেটাকে কেটে দিল। ক্রাসাসের টেবিলটা চক্রাকার। চক্রাকার টেবিল তখন সবে চালু হয়েছে। টেবিলটার দুই-তৃতীয়াংশ ঘিরে একটি বৃত্তাসন। ভোজনার্থীরা খেতে বসার সময় তাদের পাগুলো গুটিয়ে রেশমের পুরু উপাধানের উপর রাখে।

'এই যে হাঁসটা। এটা ধোঁয়ায় সেঁকা, এর ভেতরটা ছত্রকের পুর দিয়ে ঠাসা। উগ্র মদের আরকে রাখা পিচ দিয়ে এটা রান্না হয়েছে।'

'বেশ ভালো,' ভেরিনিয়া বলল।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আজ একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। স্নানাগারে আজ গ্রাকাস এসে হাজির। সে আমায় এমন দারুণ ঘৃণা করে, যে তা চাপতে পারে না। আশ্চর্য, আমি কিন্তু তাকে ঘৃণা করি না। ও, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি তাকে চেন না। সে একজন সেনেটর এবং রোমের একজন প্রবলপ্রতাপ রাজনীতিজ্ঞ,—বরং এককালে প্রতাপ ছিল বলাই ভালো। এখন তার প্রতাপ যাওয়ার মুখে। হীনাবস্থা থেকে উঠে এর টুপি ওর মাথায় চাপিয়ে আর ভোটের কারবার করে' চালচুলো নেই এমন একদল লোক বরাত ফিরিয়ে নিয়েছে। এই লোকটাও সেই দলের। শুয়োরের মত থপথপে মোটা। তার চেহারাও নেই—মর্যাদাবোধও নেই, সচরাচর এমনই হয়। সূক্ষ্ম অনুভূতিরও বালাই নেই। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না গলাধাক্কা খাচ্ছে সে তার আসন ছেড়ে নড়বে না। আমি তাকে দেখেই বুঝতে

পেরেছিলাম আমার কাছ থেকে কিছু একটা আদায়ের মতলব ভাঁজছে। তার বিরাট লাশটা নিয়ে আমার সঙ্গে বিশ্রামকক্ষে অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করল। তারপর আসল কথাটা পাড়ল। তোমাকে সে কিনতে চায়। এর জন্যে যা দাম দিতে চাইল, তা সত্যিই গালভরা। যেই তাকে ভাগিয়ে দিলাম অমনি দাম দ্বিগুণ করে দিল। সে তোমাকে নেবেই। গালাগাল দিলাম, অপমান করলাম, কিন্তু তার গণ্ডারের চামড়া, কিছুতেই বেঁধে না।'

'কেন আপনি আমায় বেচলেন না?' ভেরিনিয়া প্রশ্ন করল।

'ওই লোকটার কাছে? একবার যদি তাকে দেখতে,—থপথপ করে তার উলঙ্গ দেহটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিংবা তাতেও তোমার কিছু এসে যায় না?'

'কিছুই এসে যায় না,' ভেরিনিয়া বলল।

ক্রাসাস তার খাবারের পাত্রটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভেরিনিয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। মদের পাত্রটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলে আবার তা পূর্ণ করল। তারপর হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে গেলাসটাকে ঘরের অপরদিকে ছুঁড়ে দিল। কোনোক্রমে আত্মসংবরণ করে এবারে সে কথা কইল।

'কেন আমায় এত ঘৃণা কর?'

'আপনাকে কি ভালোবাসব, ক্রাসাস?'

'হ্যাঁ, বাসবে। তার কারণ স্পার্টাকাস তোমাকে যা কিছু দিয়েছে তার থেকে আমি অনেক বেশী দিয়েছি।'

'আপনি দেননি,' ভেরিনিয়া বলল।

'কেন? কেন দিইনি? সে কী? সে কি দেবতা ছিল?'

'না, সে দেবতা ছিল না,' ভেরিনিয়া বলল। 'সে ছিল সাধারণ মানুষ। সহজ সাধারণ মানুষ। সে ছিল গোলাম। আপনি কি জানেন না, গোলাম হওয়ার কী মানে? সারাজীবন তো গোলামদের মধ্যে কাটিয়েছেন।'

'তা হলে গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে কোনো এক চাষীর হাতে যদি তোমাকে সঁপে দিতাম তুমি পারতে তার সঙ্গে বাস করতে, তাকে ভালোবাসতে?'

'শুধু স্পার্টাকাসকেই আমি ভালোবাসতে পারি। অন্য কোনো পুরুষকে কখনো আমি ভালোবাসিনি। কখনো বাসবও না। কিন্তু ক্ষেত-গোলামের সঙ্গে আমি থাকতে পারতাম। স্পার্টাকাসের সঙ্গে তার কিছুটা মিল থাকত, যদিও স্পার্টাকাস ক্ষেত-গোলাম ছিল না, সে ছিল খনির গোলাম,—সে শুধু তাই ছিল। আপনি ভাবেন আমি বড় সরল, সাদাসিধে; সত্যিই আমি তাই। আমি বোকাও। সময় সময় আমি বুঝতেই পারি না, আপনি কী বলেন। কিন্তু স্পার্টাকাস ছিল আমার থেকেও সরল। আপনার কাছে সে তো শিশু। সে ছিল নিষ্পাপ।'

'নিষ্পাপ? মানে তুমি কী বলতে চাও?' ক্রাসাস নিজেকে সংযত করে জিজ্ঞাসা করে। 'তোমার কাছ থেকে এমনি অনেক আবোল-তাবোল কথা শুনেছি। স্পার্টাকাস কী ছিল জানো! সে ছিল সমাজের শত্রু। বিধিবিধানের শাসন সে মানত না। আগে ছিল পেশাদার কসাই। পরে হল খুনী ডাকাত। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু রুচিসম্মত, যা কিছু ভালো রোম গড়ে তুলেছে, সে সবকিছু নস্যাৎ করতে চেয়েছে। রোম সারা পৃথিবীতে শান্তি এনেছে,

সভ্যতা এনেছে, আর এই গোলামের বাচ্চা জেনেছে শুধু ধ্বংস করতে, জ্বালিয়ে দিতে। গোলামেরা জানত না, বুঝত না সভ্যতা কী, আর তার ফলে কত বাড়ি কত ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তারা কী করেছে? যে-চার বছর ধরে তারা রোমের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে তার মধ্যে তারা কী গড়ে তুলতে পেরেছে? গোলামেরা বিদ্রোহ করেছিল বলে কত হাজার লোক মারা পড়ল? এই গোলামের বাচ্চা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল,—সে-স্বাধীনতা ধ্বংস করার স্বাধীনতা। তার ফলে কত দুঃখ কত কষ্ট পৃথিবীতে আমদানি হল।'

ভেরিনিয়া নীরবে বসে রইল, তার মাথা আনত, তার দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ।

'আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'আমি জানি না কী করে জবাব দেব,' শান্তভাবে সে বলল। 'আমি কি জানি আপনার প্রশ্নগুলোর অর্থ কী?'

'আমি তোমার কাছে যা শুনেছি দুনিয়ার আর কারো কাছ থেকে তা শোনার ধৈর্য আমার থাকত না। কেন আমার জবাব দিচ্ছ না? কী অর্থে তুমি বলেছিলে স্পার্টাকাস নিষ্পাপ? আমি কি কম নিষ্পাপ?'

'আমি আপনাকে জানি না,' ভেরিনিয়া বলল। 'আপনাকে আমি বুঝি না। রোমানদের আমি বুঝি না। আমি শুধু স্পার্টাকাসকে বুঝি।'

'কেন, কেন সে নিষ্পাপ ছিল?'

'আমি জানি না। আপনি কি ভাবেন আমি নিজেকে তা জিজ্ঞেস করিনি? হয়ত, সে গোলাম ছিল বলে। হয়ত, সে অত কষ্ট সয়েছিল বলে। আপনি কী করে বুঝবেন একজন গোলামকে কী কষ্ট সইতে হয়? আপনি তো কখনো গোলামি করেননি।'

'কিন্তু নিষ্পাপ। তুমি যে বললে, নিষ্পাপ।'

'আমার কাছে সে ছিল নিষ্পাপ। সে কোনো খারাপ কাজ করতে পারত না।'

'তাহলে তুমি কি মনে কর গোলামদের ক্ষেপিয়ে তোলা খুব ভালো কাজ, অর্ধেক দুনিয়াটাকে জ্বালিয়ে দেওয়াও ভালো কাজ?'

'আমরা তো দুনিয়ায় আগুন জ্বালাইনি। নিজেদের মুক্তি ছাড়া আমরা আর কিছুই চাইনি। আমরা শুধু চেয়েছিলাম শান্তিতে বাস করতে। আমি জানি না, কীভাবে আপনার মত করে কথা কইতে হয়। আমি তো লেখাপড়া জানি না। এমনকি আপনাদের ভাষাও আমি ভালোভাবে বলতে পারি না। আপনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলেন, আমার সব গুলিয়ে যায়। স্পার্টাকাসের সঙ্গে যখন ছিলাম আমার কিছুই গোলমাল হত না। আমরা কী চাই, আমি জানতাম। আমরা চেয়েছি মুক্ত হতে।'

'কিন্তু তোমরা তো গোলাম ছিলে।'

'ছিলাম। কিন্তু কিসের জন্যে কতক লোক গোলাম আর কতক লোক স্বাধীন থাকবে?'

ক্রাসাস অনেক শান্তভাবে বলল, 'ভেরিনিয়া, এখন তুমি রোমে রয়েছ। তোমাকে আমার শিবিকায় করে শহরের নানা জায়গা দেখিয়ে এনেছি। তুমি দেখেছ, রোমের কী শক্তি, কী সীমাহীন অনন্ত শক্তির উৎস এই রোম। রোমের মহাপথ সারা পৃথিবীতে ছেয়ে রয়েছে। সভ্যতার সীমান্ত রক্ষা করছে রোমের অভিযাত্রী বাহিনী, সেখান থেকে তারা প্রতিরোধ করছে অজ্ঞতা ও অন্ধতার শক্তিকে। সেনেটের প্রতিভূ-দণ্ড দেখামাত্র দুনিয়ার সব জাতি

কাঁপতে থাকে। যেখানেই সমুদ্র সেখানেই রোমের নৌবাহিনীর অব্যাহত গতি। তুমি দেখেছ আমাদের কতগুলো বাহিনীকে গোলামেরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কিন্তু তাদের জন্যে এখানে, এই শহরে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি। সবদিকে বিবেচনা করে তুমি কি ভাবতে পারো, কয়েকটা উদ্ধত গোলামে মিলে অখণ্ড-প্রতাপ, মহাশক্তিশালী রোমকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম ? —মনে রেখো, এত ক্ষমতা এত প্রতাপ অতীতের কোনো সাম্রাজ্য আয়ত্তে আনতে পারে নি। তুমি কি বুঝতে পারো না ? রোম অমর। মানব জাতির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার রোমীয় জীবনধারা আর, জেনে রেখো, তার বিনাশ নেই। আমি চাই তুমি এইটুকু বোঝ। স্পার্টাকাসের জন্যে মিথ্যে আর কেঁদো না। ইতিহাস তার বিচার করেছে। তোমার কাছে তোমার নিজের জীবন রয়েছে।'

'আমি তো স্পার্টাকাসের জন্যে কাঁদি না। স্পার্টাকাসের জন্যে কখনো কেউ কাঁদবে না। তবে কখনো তারা তাকে ভুলবেও না।'

'আঃ ভেরিনিয়া, ভেরিনিয়া, তুমি কী নির্বোধ ! দেখছ না—এরই মধ্যে স্পার্টাকাস শুধু স্মৃতি, একটা প্রেতচ্ছায়া, কাল সে-ছায়াও মিলিয়ে যাবে। আজ থেকে দশবছর পরে কেউ তার নাম পর্যন্ত মনে রাখবে না। মনে রাখবেই বা কেন ? দাসবিদ্রোহের কি কোনো ইতিহাস রইল ? স্পার্টাকাস কিছু গড়েনি, সে শুধু ধ্বংস করে গেছে। দুনিয়া তাদেরই শুধু মনে রাখে, যারা কিছু গড়ে।'

'সে গড়েছিল—আশা !'

'ভেরিনিয়া, তুমি ছোট্ট মেয়ের মত বারে বারে একই কথা বল। সে আশা গড়েছিল। কিন্তু কার জন্যে আশা ? আর আজ কোথায় গেল সেই সব আশা ? শূন্যে মিলিয়ে গেছে, ছাইয়ের মত, ধুলোর মত। দেখছ না, দুনিয়াতে এক নীতি চিরস্থায়ী—সবল দুর্বলকে শাসন করবে,—এছাড়া আর কোনো নীতি নেইও, হবেও না। ভেরিনিয়া, তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি দাসী বলে নয়, দাসী হওয়া সত্ত্বেও।'

'বেশ—'

'কিন্তু স্পার্টাকাস ছিল নিষ্পাপ, তাই না ?' তিক্তকণ্ঠে ক্রাসাস বলল।

'হ্যাঁ, স্পার্টাকাস ছিল নিষ্পাপ।'

'বল, আমায় বলতে হবে। কীভাবে সে নিষ্পাপ ছিল।'

'আপনাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না। আপনি যা বোঝেন না আপনাকে তা বলতে পারব না।'

'আমি তাকে বুঝতে চাই। আমি তার সঙ্গে লড়তে চাই। জীবিতাবস্থায় আমি তার সঙ্গে লড়েছি, এখন সে মরে গেছে। এখনো তার সঙ্গে আমার লড়াই চলবে।'

ভেরিনিয়া মাথা নেড়ে বলল, 'কেন আপনি এমন করে আমার পেছনে লেগে রয়েছেন ? কেন আমায় বেচে দিচ্ছেন না ? কেন আমাকে নিয়ে যা করতে চান তাই করছেন না ? কেন আমায় একা থাকতে দিচ্ছেন না ?'

ভেরিনিয়া, আমাকে একটা সোজা কথা বলবে ? স্পার্টাকাস বলে সত্যিই কি কেউ ছিল ? কেন তাহলে তার সম্বন্ধে আমাকে কেউ কিছু বলতে পারে না ?'

'আমি আপনাকে বলেছি—' ভেরিনিয়া থেমে গেল। ক্রাসাস ধীর শান্তভাবে বলল,

'বলে যাও, ভেরিনিয়া, বলে যাও। আমাকে তোমার বন্ধু হতে দাও। আমি চাই না আমার সামনে কথা কইতে তুমি ভয় পাও।'

'আমি ভয় পাচ্ছি না। স্পার্টাকাসকে জানার পর থেকে ভয় বলে কিছু আমার নেই। কিন্তু তার সম্বন্ধে কথা কওয়া সহজ নয়। আপনি তাকে কসাই, খুনী, কত কী বললেন। কিন্তু তার মতো অত মহৎ, অত ভাল লোক আজও জন্মায়নি।'

'বেশ, তবে বল কী ভাবে সে মহৎ, কী ভাবে সে ভালো। কীভাবে তোমায় বলতে হবে। আমি বুঝতে চাই সে কী করেছে যাতে তোমার ধারণা হয়েছে সে মহৎ, সে ভালো। এমনও তো হতে পারে, আমি যদি বুঝতে পারি আমি স্পার্টাকাসের মত হতে পারি।' আহার্য স্পর্শ না করে ক্রাসাস মদ্যপান করে চলেছে। তার কথায় এখন আর শ্লেষ নেই। 'এমনও তো হতে পারে, আমিও স্পার্টাকাসের মত হতে পারি।'

'আপনি আমায় এ-বিষয়ে বলতে বলছেন। কিন্তু আমি কী করে আপনাকে বোঝাব? আপনাদের ভেতর মেয়ে পুরুষ যেমন ; গোলামদের ভেতর তেমন নয়। গোলামদের ভেতর মেয়ে পুরুষ সমান। আমরা একই কাজ করি, একই চাবুক খাই, একই মাটির নিচে আমাদের দেহ মিশে যায়, কোনো নাম থাকে না, কোনো চিহ্ন থাকে না। শুরুতে আমরা তলোয়ার বর্শা হাতে তুলে নিয়েছি, পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি। স্পার্টাকাস ছিল আমার সাথী। আমরা দুজনে ছিলাম এক। দুজনে এক হয়ে মিশেছিলাম। তার কোথাও কেটে গেলে, সেখানটা আমি একটু স্পর্শ করলেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও ব্যথা লাগত, তারপর সেটা আমারই ক্ষত হয়ে যেত। সবসময় আমরা ছিলাম সমান। যখন তার প্রাণের বন্ধু ক্রিকসাস মারা গেল, সে আমার কোলে মুখ রেখে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমার প্রথম বাচ্চা ছ'মাসে যখন নষ্ট হয়ে গেল, আমিও ঠিক অমনিভাবে কেঁদেছিলাম, তখন সে আমায় আগলে রেখেছিল। তার জীবনে আমি ছাড়া আর কোনো মেয়ে ছিল না। আমারও, যাই ঘটুক না, সে ছাড়া আর কোনো পুরুষ নেই। প্রথম যখন তার হাতে মাথা রেখে শুই, আমার ভয় হয়েছিল। তারপর আমার মনে অদ্ভুত এক ভাব এল। আমার মনে হল আমি কখনো মরব না। আমার ভালোবাসা অমর। কিছুই আর আমাকে আঘাত করতে পারবে না। আমি তার মতো হয়ে গেলাম, আমার মনে হয়, সেও কিছুটা আমার মতো হয়ে গেল। আমাদের দুজনের মধ্যে কিছুই গোপন ছিল না। প্রথম প্রথম আমার ভয় হত, আমার দেহের কলঙ্ক চিহ্নগুলো পাছে সে দেখে ফেলে। তারপর আমি বুঝলাম, চিহ্ন গায়ের চামড়ার মতই পবিত্র। সে আমাকে এত ভালোবাসত। কিন্তু তার বিষয়ে আপনাকে কীই বা বলতে পারি? সবাই তাকে অসাধারণ করে তুলতে চায়, কিন্তু সে মোটেই তা ছিল না। সে ছিল সাধারণ মানুষ। সে ছিল শান্ত ভালো মানুষ, সবার জন্যে ছিল তার ভালোবাসা। সে ভালোবাসত তার সঙ্গীসাথীদের। দেখা হলে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরত, মুখে মুখ দিয়ে চুমু খেত। আপনাদের রোমানদের মধ্যে আমি কখনো দেখিনি পুরুষ পুরুষকে জড়িয়ে ধরেছে বা চুমু খাচ্ছে, যদিও এখানে পুরুষেরা মেয়েদের নিয়ে যেমন শোয় তেমনি সহজে পুরুষদের নিয়েও শোয়। যখনই স্পার্টাকাস আমায় কিছু বলত তার অর্থ আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতাম। কিন্তু আপনি কী বলতে চান, আমি বুঝি না। আমি জানি না রোমানরা যখন কথা কয়, তারা কী

বোঝাতে চায়। গোলামেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করলে, স্পার্টাকাস সবাইকে একসঙ্গে ডাকত, তারা এসে একসঙ্গে কথা কইতে থাকত, তারপরে সে কথা কইলে তারা মন দিয়ে শুনত। তারা খারাপ কাজও করত, কিন্তু সব সময় ভালো হতে চাইত। তারা কেউই একা ছিল না। তারা সকলে কিছু একটার অংশ ছিল ; তারা একে আরেকের অংশ ছিল। প্রথম প্রথম সাধারণ ভাঁড়ার থেকে তারা চুরি করত। স্পার্টাকাস আমাকে বুঝিয়েছিল, কেন তারা চুরির লোভ সামলাতে পারে না ; তারা যেসব জায়গা থেকে এসেছে সেসব জায়গায় তারা দেখেছে চুরি করতে। কিন্তু সাধারণ ভাঁড়ারে কখনো চাবি দেওয়া থাকত না, কিংবা সেখানে কেউ পাহারাও দিত না। যখন তারা দেখল চুরি না করেও তাদের যা কিছু দরকার সবই তারা পেতে পারে, আর চুরি করা জিনিস ব্যবহার করার কোনো উপায় নেই, তারা চুরি করা ছেড়ে দিল। গরীব হয়ে ক্ষিধের জ্বালায় জ্বলে মরার ভয় তাদের আর রইল না। স্পার্টাকাস আমায় শিখিয়েছিল মানুষ যা কিছু খারাপ কাজ করে, তারা ভয় পায় বলেই করে। সে আমাকে বুঝিয়েছিল মানুষ কীভাবে বদলে যেতে পারে, কেমন সুস্থ ও সুন্দর হতে পারে, কেবল যদি তারা ভাই-ভাই হয়ে থাকে, আর নিজেদের সবকিছু সবাই মিলে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। একথা যে সত্যি, আমি দেখেছি। এর ভেতর দিয়ে আমি বেঁচেছি। কী জানি কেন, আমার ওই আপনজন সবসময় ওই একই রকম ছিল। সেইজন্যে সে আর সবাইকে চালিয়ে নিতে পারত। এই জন্যেই সবাই তার কথা মন দিয়ে শুনত। তারা শুধু খুনী আর কসাই-ই ছিল না। তাদের মত লোক দুনিয়ায় এর আগে জন্মায়নি। মানুষ কী হতে পারে তারা তার নিশানা। সেইজন্যেই আপনি পারবেন না আমায় আঘাত করতে। সেইজন্যে আপনাকে আমি ভালোবাসতে পারি না।'

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে,' ক্রাসাস বলে ওঠে। 'দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে! জাহান্নমে যাও!'

৬

গ্রাকাস আবার ফ্লাভিয়াসকে ডেকে পাঠাল। দুজনে একই ভাগ্যতরীর যাত্রী। মেদবহুল এই দুই বয়স্ক ব্যক্তিকে এখন যেন আরো বেশী সহোদর ভাই বলে মনে হচ্ছে। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে। চাহনি দেখে বোঝা যায় একের কাছে অপরের কিছুই অবিদিত নেই। ফ্লাভিয়াসের দুঃখময় জীবনের কথা গ্রাকাস জানে। জীবনযুদ্ধে যারা জয়ী হয়েছে ফ্লাভিয়াস সর্বদা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কখনো সার্থক হয়নি। তাদের অঙ্গভাঙ্গি পর্যন্ত হুবহু সে তুলে নিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই সে হতে পারেনি। ছলনাও নয়, ছলনার অনুকরণ মাত্র। ফ্লাভিয়াস গ্রাকাসের দিকে তাকিয়ে দেখল আগেকার গ্রাকাস আর নেই, চিরতরে লুপ্ত হয়েছে, আর তার ফিরে আসার পথ নেই। সে শুধু অনুমান করতে পারছে গ্রাকাস কী দুর্বিপাকে পড়েছে। তবে, অনুমানই যথেষ্ট। এই ব্যক্তিকে সে পেয়েছিল তার রক্ষাকর্তা হিসেবে, এখন তার রক্ষাকর্তা নিজেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। গ্রাকাসের কপালে এও ছিল—থাকে যদি থাক!

'তুমি কী চাও ?' ফ্লাভিয়াস জিজ্ঞাসা করল। 'আবার আমায় বকতে লেগো না। ভেরিনিয়াকে তো ? জানতে চাও তো শোনো, খবরটা পাকাপাকি আমি জেনে এসেছি। স্পার্টাকাসের স্ত্রী ওখানেই আছে। এবারে আমাকে কী করতে বল ?'

'তুমি কিসের ভয় করছ ?' গ্রাকাস জানতে চায়। 'যাদের কাছ থেকে উপকার পাই তাদের সঙ্গে কথার খেলাপ করিনা। তবে তোমার ভয় কিসের ?'

'ভয় তোমাকে,' ফ্লাভিয়াস বিষণ্ণভাবে বলে। 'তুমি আমাকে যা করতে বলবে তাই ভেবে ভয় পাচ্ছি। ইচ্ছে করলেই তুমি নগরকোহর্টদের তলব করতে পারতে। তাছাড়া গুন্ডা আর ফোড়ের দল তোমার হাতে যথেষ্ট রয়েছে ; চাই কি, পাড়া কে পাড়া ঝেঁটিয়ে তোমার কাজের জন্যে তুমি লোক জড়ো করতে পার। তাই কর না ? আমার মত একটা বুড়ো হাবড়াকে কেন যে এ-কাজে লাগাচ্ছ, বুঝি না। তাই বা বলি কী করে। সস্তার ফোড়ে ছাড়া কখনই তো আমার ভাগ্যে আর কিছু হওয়া হয়ে উঠল না। কেন তোমার বন্ধুদের কাছে যাচ্ছ না ?'

'যেতে পারি না,' গ্রাকাস বলল। 'এ-ব্যাপারে তা পারি না।'

'কেন ?'

'তুমি কি জানো না, কেন ? আমি মেয়েটাকে চাই। ভেরিনিয়াকে আমি চাই। আমি চেষ্টা করেছিলাম তাকে কিনতে। ক্রাসাসকে আমি দশ লক্ষ সেস্টারসিস দিতে চেয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত বিশ লক্ষ দিতেও রাজি ছিলাম। ক্রাসাস আমায় অপমান করে আমার প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিল।'

'বিশ লক্ষ ! —না না, এ কখনো হতে পারে না। —বিশ লক্ষ।' ফ্লাভিয়াস ভাবতেই শিউরে ওঠে। ভারি ভারি ঠোঁটদুটো চাটতে থাকে, বার বার হাতদুটো মুঠো করে। 'বিশ লক্ষ ! দুনিয়া কিনে ফেলা যায় যে ! ছোট্ট একটা থলেতে বিলকুল একটা দুনিয়া। থলেটা নিয়ে যেখানে যাবে, সারা দুনিয়া তোমার সঙ্গে যাবে। আর এই কি না একটা মেয়েমানুষের জন্যে দিতে চেয়েছিলে ? হায়, হায়, হায়। গ্রাকাস, দোহাই বলো—কেন তাকে চাও ? মনে করো না, তোমার গোপন কথা জানার জন্যেই আমি জানতে চাইছি। তুমি আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নিতে চাও, কিন্তু যদি না বলো, আমি এখনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কেন তুমি তাকে চাও আমাকে জানতেই হবে।'

'আমি তাকে ভালোবাসি,' গ্রাকাস বিরস বদনে বলল।

'কী বললে ?'

গ্রাকাস মাথা নাড়ল। মানসম্ভ্রম এখন কিছুই তার অবশিষ্ট নেই। সে মাথা নাড়তে লাগল, তার চোখদুটো লাল হয়ে ছলছল করে উঠল।

'আমি বুঝি না। ভালোবাসা ? কী সে পদার্থ ? তুমি কখনো বিয়ে করনে না। কখনো কোনো মেয়ে যে তোমার মনে আঁচড় দিতে পেরেছে, তাও নয়, অথচ এখন তুমি বলছ, একটা বাঁদীকে ভালোবাস, আর সেই ভালোবাসার জন্য বিশ লক্ষ সেস্টারসিস খরচ করতে রাজী। এ আমার মগজে ঢুকছে না।'

'তোমাকে কি তা বুঝতেই হবে ?'. রাজনীতিকপ্রবর গর্জে উঠল। 'তুমি বুঝতে পারবে না। তোমরা আমাকে দ্যাখো—একটা বুড়ো থপথপে মোটা লোক, ভাবো, আমি একটা

খাসী। শোনো তবে, শুনে তোমার যা খুশী তাই করো। মানুষ বলে মনে করতে পারি এমন কোনো মেয়ে কখনো আমার চোখে পড়েনি ; আমাদের মেয়েদের মধ্যে মানুষ পদবাচ্য কটাই বা আছে! আমি তাদের ভয় করেছি, ঘৃণা করেছি। হতে পারে, আমাদেরই জন্যে তারা ওইরকম তৈরি হয়েছে—কে জানে? এখন এই নারীর কাছে নতজানু হয়ে আমি নিজেকে দিতে চাই। মাত্র একবার সে আমার দিকে তাকাক, একবার বলুক তার কাছে আমার কিছু মূল্য আছে। জানি না আমি, ক্রাসাসকে সে কী চোখে দেখে—কিন্তু ক্রাসাসের কাছে সে কী তা আন্দাজ করতে পারি। ক্রাসাসের দিকটা আমি ঠিকই বুঝতে পারি। কিন্তু তার কাছে ক্রাসাস কী? এই ক্রাসাস তার স্বামীকে বধ করেছে—শুধু তাই নয়। স্পার্টাকাসকে নিশ্চিহ্ন করেছে। এমন লোককে সে কেমন করে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা না করে থাকতে পারে?'

'মেয়েরা পারে,' ফ্লাভিয়াস মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। 'ক্রাসাস অনেক অনেক গুণ দাম চড়িয়ে দিতে পারে। শুনলে হয়ত তোমার তাক লেগে যাবে!'

'একদম ভুল, অসম্ভব। তুমি একটা গাড়ল, নিরেট মোটা একটা গর্দভ!'

'আবার আরম্ভ করেছ, গ্রাকাস।'

'তাহলে বোকার মত কথা কয়ো না। সেই নারীকে আমি চাই। এর মূল্য কী তুমি জান।'

'তুমি বলতে চাও তুমি আমাকে—'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এর ফল কী, তুমি জানো?' ফ্লাভিয়াস সাবধানে বলে। 'আমার আর কি। আমি যদি বের করতে আনতে পারি, টাকাটা নিয়ে কেটে পড়ব মিশরমুখো, আলেকজেন্দ্রিয়ায় একটা বাড়ি ও কিছু বাঁদী কিনে বাকি জীবনটা রাজার হালে কাটিয়ে দেব। আমার পক্ষে তা সম্ভব ; কিন্তু গ্রাকাস, তুমি তা পারবে না। তুমি গ্রাকাস ; তুমি একজন সেনেটর ; আজকের দিনে তোমার মত ক্ষমতাবান লোক রোমে আর কেউ নেই। তুমি তো পালাতে পারবে না। তাহলে মেয়েটাকে নিয়ে তুমি করবে কী?'

'এখন সে-কথা ভাববার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'না? তুমি ভালোমতই জানো ক্রাসাস কী করবে। ক্রাসাস কারো কাছে হার স্বীকার করেনি। ক্রাসাসের কাছ থেকে কখনো কেউ কিছু আদায় করতে পারেনি। তুমি পারবে ক্রাসাসের সঙ্গে লড়াই করে? তার অর্থসম্পদের সঙ্গে লড়তে পারবে? গ্রাকাস, সে তোমাকে শেষ করে ফেলবে। খতম না করে রেহাই দেবে না। আগে তোমায় সর্বস্বান্ত করবে, তারপরে খুন করবে।'

'তোমার কি মনে হয় তার এত শক্তি?' গ্রাকাস মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'সত্যি কথা শুনবে? বিশ লক্ষ আমার স্বপ্নের অতীত, তবু সত্যি কথা বলতে হলে, হ্যাঁ তাই। সে পারে, আর করবেও।'

'কপাল ঠুকে দেখা যাক,' গ্রাকাস বলল।

'কিন্তু কপাল ঠুকে দেখার পর তোমার বরাতে কী জুটবে? বিশ লক্ষ বেশ মোটা টাকা। তাকে বাড়ি থেকে বের করে এনে তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সব খরচ

এতে স্বচ্ছন্দে হয়ে যাবে। তার জন্যে আমায় বেগ পেতে হবে না। কিন্তু কী করে জানলে মেয়েটা এসে তোমার মুখে থুথু ফেলবে না ? ফেলবে না-ই বা কেন ? ক্রাসাস স্পার্টাকাসকে নিশ্চিহ্ন করেছে, ঠিক। কিন্তু ক্রাসাসকে কে এ-কাজে লাগিয়েছিল ? কে তাকে কৌশল করে ওই অবস্থায় তুলেছিল ? কে তাকে এই কাজ করার জন্যে সেনাবাহিনী যুগিয়েছিল ?'

'আমিই।' গ্রাকাস স্বীকার করে।

'ঠিক তাই। সেইজন্যে তুমিই বা কী পেতে পার ?'

'আমি পেতে পারি তাকে—

'তাকে তুমি কী দিতে পার ? বল, কী পার ? একটিমাত্র জিনিস আছে যা গোলাম মাত্রই চায়। পারবে তাকে তা দিতে ?'

'কী তা ?'

'তুমি ভালোমতই জানো তা কী ?' ফ্লাভিয়াস বলল। 'প্রশ্নটা এড়াতে চাইছ কেন ?'

গ্রাকাস শান্তভাবে বলল, 'তুমি বলতে চাও, তার মুক্তি ?'

'হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে নয়। তোমাকে বাদ দিয়ে তার মুক্তি। তার মানে রোমের বাইরে তার অবাধ মুক্তি। তার মানে ক্রাসাসের নাগালের বাইরে তার মুক্তি।'

'তোমার কি মনে হয় তার মুক্তির বিনিময়ে সে আমাকে দেবে একটিমাত্র রাত্রি ?'

'কিসের এক রাত্রি ?'

'ভালবাসার,—না, না, ভালবাসার নয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবার। না-না, তাও নয়। কৃতজ্ঞতাই বলতে দাও। এক রাত্রি কৃতজ্ঞতা।'

'তুমি কী বেকুব !' ফ্লাভিয়াস বলল।

'তার চেয়েও বেশী, তার কারণ এখানে বসে তোমার মুখ থেকে একথা শুনছি,' গ্রাকাস মাথা নেড়ে বলল। 'হয়ত আমি তাই—হয়ত নয়ও। ক্রাসাসের সঙ্গে আমার ভাগ্য পরীক্ষা হবে। মেয়েটিকে তোমায় বোঝাতে হবে আমি কখনো কথার খেলাপ করি না। কথার জোরে আমি বেঁচে আছি। সারা রোম তার সাক্ষী, কিন্তু পারবে কি তাকে ভালোভাবে বোঝাতে ?'

ফ্লাভিয়াস ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

'পরে যাতে সে রোমের বাইরে চলে যেতে পারে তার সব ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে। তাও পারবে ?'

ফ্লাভিয়াস আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'কোথায় পাঠাবে ?'

'অন্তত পক্ষে সিসেলপাইন গল'এ। সেখানে সে নিরাপদে থাকবে। বন্দরগুলো ও দক্ষিণের রাস্তাগুলো নিশ্চয় লক্ষ্য রাখা হবে। তার চেয়ে উত্তরে যদি গল'এ যায়, আমার মনে হয়, নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে। মেয়েটি তো জার্মান। যদি ইচ্ছে করে, তাহলে সেখান থেকে জার্মানীতেও চলে যেতে পারবে।'

'কিন্তু ক্রাসাসের বাড়ি থেকে তাকে কী করে বের করে আনবে ?'

'সেটা একটা সমস্যা নয়। ক্রাসাস সপ্তাহে তিনদিন গ্রামাঞ্চলে যায়। একটু বুদ্ধি খরচ করে কিছু অর্থ ছাড়লেই তা সম্ভব।'

'তা সম্ভব যদি সে আসতে চায়।'

'তা তো বটেই,' ফ্লাভিয়াস মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'মনে হয় সে তার ছেলেকেও আনতে চাইবে। ভালোই হবে। এখানে ছেলেটা যাতে আরামে থাকে তার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।'

'বেশ।'

'বিশ লক্ষ সেস্টারসিস তুমি অগ্রিম চাও, তাই না?'

'কী করব বল, আমাকে বাধ্য হয়ে নিতে হচ্ছে,' ফ্লাভিয়াস বিষণ্ণভাবে বলল।

'বেশ তো, এখনই নিতে পার। টাকা এখানেই রয়েছে। নগদও নিতে পার। কিংবা আলেকজান্দ্রিয়ায় আমার মহাজনদের কাছে হুণ্ডীও নিতে পার।'

'আমি নগদই নেব,' ফ্লাভিয়াস বলল।

'তাই ভালো—মনে হয় ঠিকই করলে। কিন্তু ফ্লাভিয়াস, আমার ওপর টেক্কা দিতে যেও না। যদি পালাও, খুঁজে আমি বার করবই।'

'মরুক গে যাক। গ্রাকাস, আমার কথার দাম তোমার চেয়ে কম নয়।'

'খুব ভালো।'

'কেবল আমি জানতে পারলাম না, কেন তুমি এ-কাজ করছ? বাস্তবিক যত দেবতা আছে সবার নামে দিব্যি গেলে বলছি, কেন যে তুমি এ-কাজে করছ আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। যদি ভেবে থাকো ক্রাসাস মাথা পেতে মেনে নেবে, তাহলে তাকে চেননি।'

'ক্রাসাসকে আমি চিনি।'

'তাহলে, কী আর বলব গ্রাকাস, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। অন্য রকম ভাবতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু, কী করব, আমার ওই মনে আসছে।'

৭

ভেরিনিয়া স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে মহামহিম সেনেট তার বিচার করছে। সেখানে বসে রয়েছে সেনেটররা, পৃথিবীর যারা একচ্ছত্র শাসক। তাদের জমকালো আসনে তারা উপবিষ্ট, সাদা টোগা তাদের অঙ্গে, এবং তাদের প্রত্যেকের মুখ অবিকল ক্রাসাসের মত, তেমনি দীর্ঘ, সুন্দর ও দৃঢ়বদ্ধ। তাদের সবকিছু, তাদের বসে থাকার ধরন, গালে হাত দিয়ে সামনের দিকে নুয়ে বসা, তাদের মুখের ওই গাম্ভীর্য, ওই আসন্ন সংকটের আভাস, তাদের আত্মবিশ্বাস, তাদের দৃঢ় প্রত্যয়,—তাদের সবকিছু শক্তিসাফল্য বৃদ্ধি করছে। তারা মূর্তিমান শক্তি ও প্রতাপ, পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে। খিলান করা প্রকাণ্ড সেনেটকক্ষে তারা বসে আছে তাদের শ্বেতমর্মর আসনে, তাদের দেখলেই ভয়ে রক্ত জল হয়ে আসে।

ভেরিনিয়া স্বপ্ন দেখে সে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্পার্টাকাসের বিরুদ্ধে তাকে সাক্ষী দিতে হবে। সাধারণ একটা সুতির পোশাক পরে সে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে,

তার বুকের দুধে পোশাকটা ভিজে যাচ্ছে, এর ফলে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। তারা তাকে প্রশ্ন করতে থাকে।

'স্পার্টাকাস কে ছিল?'

সে উত্তর দিতে গেল কিন্তু আরম্ভ করার আগেই পরবর্তী প্রশ্ন এল।

'কেন সে রোম ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল?'

আবার সে উত্তর দেবার চেষ্টা করতেই, পুনরায় প্রশ্ন।

'কেন সে যাদের পেয়েছে তাদের বধ করেছে? সে কি জানত না আমাদের আইনে হত্যা নিষিদ্ধ?'

এ অভিযোগও সে খণ্ডন করতে চেষ্টা করল, কিন্তু দুটো কথা বলেছে কি না বলেছে অমনি আরেকটা প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হল।

'কেন সে যা কিছু ভালো তাই ঘৃণা করত আর যা কিছু খারাপ তাই ভালোবাসত?'

আবার সে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু সেনেটরদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে তার বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কী?'

'দুধ।'

এই শুনে প্রত্যেকের মুখ ক্রোধে জ্বলে উঠল, ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড সে-ক্রোধ। ভেরিনিয়া আগেকার থেকে অনেক বেশী ভীত হয়ে পড়ল। তারপর কেন—সে স্বপ্নের মধ্যে কারণটা বুঝতে পারল না, তার ভয় একেবারে উবে গেল। স্বপ্নের মধ্যেই সে নিজেকে বলল, 'কেবলমাত্র স্পার্টাকাস আমার সঙ্গে থাকলেই এরকম সম্ভব হতে পারে।'

তখন সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সত্যি তার পাশে স্পার্টাকাস দাঁড়িয়ে। যুদ্ধের অধিকাংশ সময় যেভাবে সে সজ্জিত থাকত, তেমনি তার সাজ। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু চামড়ার জুতো তার পায়ে। ছাই রঙের সাদাসিধে একটা মেরজাই তার গায়ে এবং নেমদার তৈরি ছোট একটা টুপি তার কালো কোঁকড়া-চুলের মাঝখানে চেপে বসানো। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই, কারণ যুদ্ধের সময় ছাড়া কাছে কোনো অস্ত্র না রাখাই তার রীতি ছিল। অঙ্গুরী, বলয় বা রত্নাভরণ কিছুই তার অঙ্গে নেই। তার মুখমণ্ডল পরিস্কার ক্ষৌরী করা এবং তার কোঁকড়ানো চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা।

তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কী সচ্ছন্দ ও অবিচল! বরাবরই তা এমনই—স্বপ্নের মধ্যেও ভেরিনিয়ার তা মনে পড়ে। একদল লোকের মধ্যে স্পার্টাকাস উপস্থিত হলেই এই সাচ্ছন্দ্য সবাইকে সংক্রামিত করত। কিন্তু ভেরিনিয়ার নিজের মধ্যে জাগত অন্য ভাব। যখনই—যতবারই—সে স্পার্টাকাসকে দেখেছে আনন্দে তার মনপ্রাণ ভরে গেছে। সে যেন বিযুক্ত এক বলয়। স্পার্টাকাস যখনই আসত, বলয়ের মুখটা আপনি বন্ধ হয়ে যেত, বলয়টা পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠত। একবার তার পটমণ্ডপে ভেরিনিয়া গিয়েছিল। সেখানে অন্তত পঞ্চাশজন লোক স্পার্টাকাসের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। শেষকালে স্পার্টাকাস আসতে সে একপাশে সরে দাঁড়ালো যাতে স্পার্টাকাস প্রতীক্ষারত ব্যক্তিদের সঙ্গে আগে কথা সেরে নিতে পারে। সেই সময় সে স্পার্টাকাসকে লক্ষ্য করছিল, শুধু তারই ফলে তার আনন্দ সে যেন ধরে রাখতে পারে না। তার মুখের প্রতিটি কথা, তার অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গি সেই আনন্দ প্রবাহে এক একটি তরঙ্গ। ক্রমশ তার এমন অবস্থা হল যখন আর নিজেকে

সে ধরে রাখতে পারল না, পটমণ্ডপ ছেড়ে অকে চলে যেতে হল, চলে যেতে হল এমন জায়গায় যেখানে সে একেবারে একা।

এখন স্বপ্নেও সে অনেকটা সেইরকম বোধ করল।

'ভেরিনিয়া, এখানে কী করছ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'ওরা আমায় কী সব জিজ্ঞেস করছে।'

'কারা?'

'ওই ওরা।' মহামহিম সেনটরদের সে আঙুল দিয়ে দেখাল। 'ওদের দেখে আমার ভয় হচ্ছে।' এখন ভেরিনিয়ার নজরে পড়ল সেনেটররা একেবারে নিশ্চল, জমে যেন পাথর হয়ে গেছে।

'কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না, ওরা বেশী ভয় পেয়েছে,' স্পার্টাকাস বলল। এ ঠিক তারই মতো কথা। যা তার নজরে পড়ত সহজ ভাষায় সোজাসুজি সে বলে দিত। তখন ভেরিনিয়া ভেবে অবাক হত তারো কেন তা নজরে পড়েনি। সত্যিই তো, ওরা ভয় পেয়েছে।

'ভেরিনিয়া, চলো।' স্পার্টাকাস মৃদু মৃদু হাসছে। একটা হাত দিয়ে ভেরিনিয়ার কোমরটা সে জড়িয়ে ধরল। ভেরিনিয়াও তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল। তারা দুজনে সেনেটকক্ষ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রোমের রাস্তায় এসে পড়ল। তারা দুই প্রেমিক-প্রেমিকা, রোমের রাজপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে চলে গেল, কেউ তাদের লক্ষ্যও করল না, বাধাও দিল না।

ভেরিনিয়ার স্বপ্নে স্পার্টাকাস বলছে, 'প্রতিবার আমি তোমার কাছে আসি, প্রতিবার আমার একই মনে হয়। তোমার কাছে এলেই তোমাকে পেতে ইচ্ছে করে। উঃ, তোমাকে আমি কত বেশী করে পেতে চাই।'

'যখনই চাইবে তখনই আমায় নিতে পার।'

'আমি তা জানি, তা জানি। কিন্তু তা মনে রাখা যে বড় কঠিন। সাধারণত লোকে যা পেতে পারে তাতে আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু তোমাতে আমার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। যত পাই তত চাই। তুমিও কি আমায় অমন করে চাও?'

'অমনই চাই।'

'যখনই আমায় দেখ?'

'যখনই দেখি।'

'আমারও তাই হয়। যখনই তোমায় দেখি।' তারা আরো কিছুক্ষণ একসাথে চলল, তারপর স্পার্টাকাস বলল, 'আমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে। চলো, আমরা দুজনেই অন্য কোথাও গিয়ে একসাথে শুই।'

'আমি একট জায়গা জানি,' ভেরিনিয়া তার স্বপ্নে বলল।

'কোথায়?'

'ক্রাসাস নামে একটা লোকের বাড়িতে, আমি সেখানে থাকি।' স্পার্টাকাস দাঁড়িয়ে পড়ে তার হাতটা সরিয়ে নিল। ভেরিনিয়ার মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তার চোখদুটো দেখতে লাগল। তারপর, তার নজরে পড়ল ভেরিনিয়ার পোশাকে

দুধের দাগ।

'ওটা কী?' সে জিজ্ঞাসা করল। স্পষ্টতই সে ভুলে গেছে ক্রাসাস সম্পর্কে ভেরিনিয়া কী বলেছিল।

'আমার ছেলেকে যে দুধ খাওয়াই, তাই।'

'আমার তো ছেলে নেই,' স্পার্টাকাস বলল। হঠাৎ সে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল এবং ভেরিনিয়ার কাছ থেকে পিছু হটতে হটতে দূরে সরে গেল। তারপর স্বপ্নও শেষ হল। ভেরিনিয়ার ঘুম ভেঙে গেল, দেখল, চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই।

৮

পরদিন ক্রাসাস তার পল্লিনিবাসে চলে গেল। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাভিয়াস ভেরিনিয়াকে গ্রাকাসের কাছে নিয়ে এল। যেমন কথা, তেমনি কাজ। তারা যখন এল গ্রাকাস তখন সান্ধ্যভোজে একা বসে। একজন বাঁদী গ্রাকাসকে খবর দিল বাইরে দু'জন অপেক্ষা করছে—ফ্লাভিয়াস ও এক নারী, নারীটির কোলে একটি শিশু রয়েছে।

গ্রাকাস বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। শিশুটির জন্যে জায়গা ঠিক করাই আছে। ওদের নিয়ে আয়।' পরমুহূর্তেই বলল, 'থাক, থাক, আমি নিজেই যাচ্ছি।' খাবারঘর থেকে বাইরের দরজায় সে প্রায় ছুটে গেল। নিজে তাদের ভেতরে নিয়ে এল। অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িকভাবে তাদের সে অভ্যর্থনা জানাল, যেন তারা সম্মানিত অতিথি।

রমণীর সর্বাঙ্গ একটি দীর্ঘ আবরণে আবৃত, ছায়ান্ধকার প্রবেশপথে তার মুখাবয়ব গ্রাকাস স্পষ্ট দেখতে পেল না। কিন্তু এখন তার তাড়া নেই, পরে দেখার জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারে। তাদের সে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেল এবং রমণীকে বলল ইচ্ছে করলে সন্তানটি তার হতে দিয়ে দিতে পারে কিংবা নিজেই তাকে তার নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে যেতে পারে। শিশুটি ছিল রমণীর কোলে; গ্রাকাসের দ্বিধা হচ্ছিল এমন কিছু সে বলে কিংবা করে না ফেলে যাতে রমণী তার সন্তানের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তিত হয়।

'ওর জন্যে পুরোপুরি একটা লালন-আগার তৈরি করিয়েছি,' গ্রাকাস বলল। 'ওর শোবার জন্যে ছোট একটা খাট, আরো যা যা দরকার, সবই আছে। ওর কোনো কষ্ট হবে না, কোনো ভয় নেই, কোনোরকম অসুবিধা ওর হবে না।'

'ওর দরকারও তেমন কিছু হয় না,' ভেরিনিয়া উত্তরে বলল। এই প্রথম গ্রাকাস তার কণ্ঠস্বর শুনল। কোমল অথচ গভীর ও ভারি সে-কণ্ঠস্বর, বেশ মধুর। ভেরিনিয়া এবার মাথার ঘোমটা খুলে ফেলল, গ্রাকাস তাকে দেখল। তার দীর্ঘ সোনালী কেশগুচ্ছ ঘাড়ের ওপর গোছা-করে বাঁধা। মুখে রঙের কোনো প্রলেপ নেই—, আশ্চর্য, তার ফলে তার মুখের সুডোল রেখা ও মসৃণ ত্বক বেশী করে নজরে পড়ছে ও আরো যেন সুন্দর দেখাচ্ছে।

গ্রাকাস যখন তাকে দেখছে, ফ্লাভিয়াস গ্রাকাসকে লক্ষ্য করছিল। নির্বাক বিমূঢ় ফ্লাভিয়াস তার কৌতূহল নিয়ে একপাশে ছিল দাঁড়িয়ে। সেখানে সে অস্বস্তি বোধ করছিল, তাই

কথা বলার একটু অবকাশ পেতেই বলল, 'গ্রাকাস, আমাকে এখন অন্য সব ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। কাল ভোরে আমি ফিরে আসব। আশা করি আমার জন্যে তখন তৈরি থাকবে।'

'থাকব।' গ্রাকাস ঘাড় নেড়ে জানাল।

ফ্লাভিয়াস অতঃপর চলে গেল। গ্রাকাস ভেরিনিয়াকে তার পুত্রের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটাতে নিয়ে গেল। সেখানে একজন বাঁদী বসেছিল। গ্রাকাস তাকে দেখিয়ে যা ব্যবস্থা করেছে সব বুঝিয়ে বলল।

'সারারাত এখানে ও বসে থাকবে। বাচ্চার ওপর সবসময় নজর রাখবে। বাচ্চার জন্যে তাই তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। ছেলে যদি কাঁদে, ও তোমায় সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবে। কোনো ভাবনা কোরো না।'

'ছেলে এখন ঘুমোবে,' ভেরিনিয়া বলল। 'আপনি খুব ভালো। কিন্তু ছেলের জন্য ভাবনা নেই, ও এখন ঘুমোবে।'

'কিন্তু ছেলের কান্না শোনার জন্যে তোমাকে কান পেতে থাকতে হবে না। কাঁদলেই ও তোমায় ডাকবে। তোমার কি ক্ষিদে পেয়েছে? কিছু কি খেয়েছ?'

'খাইনি, তবে ক্ষিধেও নেই,' ভেরিনিয়া ছেলেকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে জবাব দিল। 'আমি এত উত্তেজিত যে ক্ষিধে তেষ্টার বোধই নেই। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। প্রথমে ওই অপর লোকটাকে বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছিল, কিন্তু এখন তাকে বিশ্বাস হচ্ছে। আমি জানি না, কেন আমার জন্যে এ-কাজ করলেন। আমার ভয় হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখছি, যে কোনো মুহূর্তে হয়ত জেগে উঠব।'

'তুমি কিন্তু আমার কাছে বসে থাকবে, ততক্ষণ আমি খাওয়াটা সেরে নিই। বোধহয় তুমিও সামান্য কিছু মুখে দেবে।'

'হ্যাঁ, দেব।'

তারা ভোজনকক্ষে ফিরে এল। গ্রাকাস যেখানে বসল তার সমকোণে আরেকটি আসনে ভেরিনিয়া বসল। গ্রাকাস হেলান দিল না। সে বসে রইল প্রায় নিশ্চল হয়ে, ভেরিনিয়ার থেকে তার চোখ সে সরাতে পারছে না। অভাবিত আকস্মিকতায় তার মনে হল, কোনো রকম আশঙ্কা বা অস্বস্তি তাকে পীড়িত করছে না, উপরন্তু, অভূতপূর্ব এক আনন্দে তার প্রাণমন ভরে উঠেছে। পূর্ণ পরিতৃপ্তির এ অপূর্ব আস্বাদ। তার অতীত জীবনে কখনো সে এই পরিতৃপ্তি পায়নি। তার মনে হল জগতে কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই। যা কিছু বেদনা, যা কিছু অসঙ্গতি সব লুপ্ত হয়ে গেল। তার প্রিয় নগরীর কোলে, তার নাগরিক নিকেতনে সে বসে রয়েছে এক প্রীতিসভায়, আর তার সামনে এই নারীর প্রতি তার উৎসারিত ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। যে-জটিল কার্যকরণ সম্বন্ধসূত্রের ধারা বেয়ে তার সারা জীবনের প্রথম ও একক এই প্রেমের অর্ঘ্য স্পার্টাকাসের স্ত্রীর উদ্দেশে নিবেদিত হল, তা অনুসরণ করার প্রয়াস থেকে সে ক্ষান্ত রইল। তার মনে হল, কারণটা সে বোঝে কিন্তু অন্তর্লোক সন্ধান করে তা নির্দিষ্ট করার প্রবৃত্তি তার নেই।

সে কথা কইতে শুরু করে খাদ্য সম্পর্কে। 'ক্রাসাসের বাড়িতে খাওয়ার যে-ঘটা দেখে এসেছে, ভয় হচ্ছে, তার তুলনায় এখানকারটা খুব সাদাসিধে লাগবে। আমার যা খাদ্য,

সচরাচর তা একটু মাছ মাংস আর কিছু ফল, কখনোসখনো হয়ত নতুন কিছু হল। আজ রাতে চিংড়ি মাছের মালাই হয়েছে, বেশ ভালো জিনিস। এর সঙ্গে আছে ভালো একটু সাদা মদ, তাও আমার চলে, জল মিশিয়ে—'

তার কথায় ভেরিনিয়ার মন নেই, গ্রাকাসের অতি সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ল। তাই সে প্রশ্ন করল। 'আমরা রোমানরা যখন খাদ্য নিয়ে আলোচনা করি, তুমি কিছুই বুঝতে পার না, তাই না?'

'না, আমি বুঝি না,' ভেরিনিয়া মেনে নেয়।

'আমি বুঝতে পারি কেন। আমাদের জীবন যে কত শূন্যগর্ভ সে-সম্পর্কে আমরা একট কথাও বলি না। বলি না তার কারণ জীবনটা পূরণ করতেই আমরা সদাসর্বদা ব্যস্ত। অসভ্য বর্বরদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলোকে, যেমন খাওয়া, হাসা, পান করা, ভালোবাসা, —এগুলো আমরা ঠিক পূজাপার্বণের মত মেনে চলি। আমরা ক্ষুধার্ত হই না। ক্ষুধার কথা বলি বটে, কিন্তু ক্ষুধা কী তা জানি না। তৃষ্ণার কথা বলি কিন্তু কখনো তৃষ্ণার্ত হই না। ভালোবাসার কথা বলি অথচ ভালোবাসি না এবং বিকৃত ও অভিনব অসংখ্য উপায় বের করে বিকল্প কিছু একটা করার চেষ্টা করি। আমাদের জীবনে আনন্দের জায়গা দখল করে আছে আমোদ-প্রমোদ, এবং প্রতিটি আমোদ যেই ফিকে হয়ে আসে, আরো মজাদার আরো উত্তেজক কিছু একটা বের করতে হয়,—এই আরো, আরো, আরো'র শেষ নেই। পশুস্তরে নামতে নামতে আমরা এমন জায়গায় নেমে এসেছি যেখানে আমাদের আচরণ জড়পিণ্ডের মতো, আর এই জড়ত্ব ক্রমশই বাড়ছে। যা বলছি বুঝতে পারছ?'

'কিছু কিছু পারছি,' ভেরিনিয়া উত্তর করল।

'ভেরিনিয়া, তোমাকে আমায় বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, কেন তুমি এটাকে স্বপ্ন বলে ভয় করছ। ক্রাসাসের কাছে তোমার কিছুই তো অভাব ছিল না। আমার মনে হয় যদি তুমি সত্যিই চাইতে, সে তোমাকে বিয়ে পর্যন্ত করত। ক্রাসাস একটা বিরাট লোক। রোমে অত বড়লোক কেউ আর নেই বললেই হয়। তার প্রভাব প্রতিপত্তি অবিশ্বাস্য। মিশরের ফারাও কী জানো তো?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'তবে শোনো, ঠিক এই মুহূর্তে ক্রাসাসের ক্ষমতা মিশরের ফারাওদের চেয়েও বেশী। তাহলে তুমি মিশরের রানীদের চেয়েও বড় হতে পারতে। এততেও তুমি কি কিছুটা অন্তত সুখী হতে পারতে না?'

'স্পার্টাকাসকে যে মেরেছে তার সঙ্গে থেকে সুখী?'

'তা বটে—কিন্তু ভেবে দেখো। সে তো ব্যক্তিগত কোনো কারণে তা করেনি। সে স্পার্টাকাসকে চিনতই না, তার প্রতি ব্যক্তিগত কোনো বিদ্বেষও ছিল না। সে যদি দোষী হয়, আমিও দোষী। স্পার্টাকাসকে যদি কেউ মেরে থাকে তা হচ্ছে রোম। কিন্তু স্পার্টাকাস মরে গেছে, তুমি বেঁচে আছ। ক্রাসাস তোমাকে যা দিতে পারে তুমি কি তা চাও না।'

'না, আমি চাই না,' ভেরিনিয়া জবাব দিল।

'তবে বলো, ভেরিনিয়া, তুমি কী চাও?'

'আমি চাই মুক্তি,' ভেরিনিয়া বলল। 'আমি চলে যেতে চাই রোম থেকে দূরে, বাকি

জীবনে রোমকে যেন আর দেখতে না হয়। আমি চাই আমার ছেলে স্বাধীনভাবে বড় হোক।'

'মুক্ত হওয়া এমন জিনিস?' গ্রাকাস জিজ্ঞাসা করে। সত্যিই সে বিমূঢ় হয়ে গেছে। 'মুক্তি, কিন্তু কিসের জন্যে? অনাহারে মরার জন্যে, অপরের বাধ্য হবার জন্যে, ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্যে,—খেতখামারে চাষীরা যেমন কাজ করে তেমনি কাজ করার জন্যে?'

'আমি এ-বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না,' ভেরিনিয়া বলল। 'ক্রাসাসকে বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কীভাবে যে বলতে হয় জানি না। আপনাকে কেমন করে বলব, জানি না।'

'যে-রোমকে তুমি ঘৃণা কর, ভেরিনিয়া, সেই রোমকে আমি ভালবাসি। রোম আমার রক্ত, রোম আমার জীবন, রোম আমার মাতা, রোম আমার পিতা। জানি, রোম পতিতা, গণিকা, তবু রোম ছেড়ে যেতে হলে আমি মরে যাব। এখন আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তুমি আমার সামনে বসে আছ বলেই আমার প্রিয়নগরীর সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে আমি মিশে গেছি। কিন্তু এই রোমকে তুমি ঘৃণা করো। ভেবে অবাক হচ্ছি, কেন এই ঘৃণা? স্পার্টাকাস কি রোমকে ঘৃণা করত?'

'আপনি তো জানেন, সে রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, রোমও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।'

'কিন্তু রোমকে ধুলিসাৎ করার পর রোমের বদলে কী সে গড়ে তুলত?'

'সে চেয়েছিল এমন এক জগৎ যেখানে গোলাম নেই, মনিব নেই, যেখানে সব মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করবে। সে বলত রোমের যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, তাই আমরা নেব। আমরা নগর তৈরি করব কিন্তু তা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকবে না, সব মানুষ সেখানে সুখেশান্তিতে বাস করতে পারবে। তখন আর যুদ্ধ হানাহানি থাকবে না। দুঃখকষ্টও থাকবে না।'

গ্রাকাস এবার অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ভেরিনিয়া কৌতূহলভরে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে, তার আর ভয় বলে কিছু নেই। বাহ্যিক কুশ্রীতা সত্ত্বেও মেদবহুল জরদ্গবের মতো ওই লোকটার মধ্যে যে-মানুষটা আছে ভেরিনিয়ার মনে হল সে বিশ্বাসের পাত্র। অদ্যাবধি ভেরিনিয়া যাদের দেখে এসেছে এ তাদের চেয়ে পৃথক। অন্তর্মুখী অদ্ভুত একটা সততা লোকটাকে ঘিরে আছে। লোকটার মধ্যে কী যেন আছে যা স্পার্টাকাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। তা যে কী, ভেরিনিয়া ঠিক করতে পারে না। বাইরের কিছুই নয়—এমন কি ভঙ্গিও নয়! ওর চিন্তার ধরনের মধ্যে খানিকটা মিল আছে; কোনো কোনো সময়ে, ক্বচিৎ কখনো—তার কথা বলার ধরনটা ঠিক স্পার্টাকাসের মতন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর গ্রাকাস আবার কথা কইল, ভেরিনিয়ার আগের কথার সূত্র ধরে সে এমনভাবে মন্তব্য করল যেন এর মধ্য একমুহূর্তও ফাঁক পড়েনি, যেন কথার পিঠে কথা কইছে।

'তাহলে এই ছিল স্পার্টাকাসের স্বপ্ন,' সে বলল, 'এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করা যেখানে চাবুক থাকবে না, চাবুক খাবারও কেউ থাকবে না, যেখানে রাজপ্রাসাদাও থাকবে না, কুঁড়েঘরও থাকবে না। কে বলতে পারে, কী হবে। ভেরিনিয়া, তোমার ছেলের নাম কী

রেখেছ?'

'স্পার্টাকাস। তাছাড়া আর কী নাম দিতে পারি?'

'ঠিকই করেছ, স্পার্টাকাস। সত্যিই তো—স্পার্টাকাস ছাড়া আর কী হবে। কীরকম শক্তসমর্থ লম্বা চেহারা হবে ওর যখন ও বড় হয়ে উঠবে। কারো কাছে মাথা নোয়াবে না। তখন তুমি ওকে ওর বাবার কথা বলবে?'

'হ্যাঁ বলব।'

'কেমন করে বলবে? কেমন করে বোঝাবে? যে-জগতে সে বড় হয়ে উঠবে সেখানে স্পার্টাকাসের মত আর কেউ তো থাকবে না। কেমন করে তুমি তাকে বোঝাবে কী তার বাবাকে শান্ত ও নিস্পাপ করে তুলেছিল?'

'আপনি কী করে জানালেন স্পার্টাকাস শান্ত ও নিস্পাপ ছিল?' ভেরিনিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করল।

'জানা কি খুব কঠিন?' গ্রাকাস অবাক হল।

'কোনো কোনো লোকের পক্ষে জানা কঠিনই। জানেন, আমার ছেলেকে আমি কী বলব? মনে হয় আপনি আমাকে বুঝবেন। আমি তাকে বলব একটি সহজ কথা। তাকে বোঝাব, স্পার্টাকাস শান্ত ও নিস্পাপ ছিল কারণ অন্যায়কে সে সইত না, অন্যায়কে মানত না, অন্যায়ের সঙ্গে ছিল তার লড়াই এবং জীবনে কখনো সে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে নি।'

'এরই ফলে সে কি নিস্পাপ হয়েছিল?'

'আমার বিদ্যেবুদ্ধি নেই। তবে আমার মনে হয়, যে কোনো লোক এভাবে চললে নিস্পাপ হয়ে উঠতে পারে।'

'স্পার্টাকাস কেমন করে বুঝত কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়?' গ্রাকাস জিজ্ঞাসা করল।

'তার লোকজনের পক্ষে যা-ভাল, তাই ন্যায়। যা তাদের আঘাত করত, তাই-ই অন্যায়।'

'বুঝলাম,' গ্রাকাস মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। 'এই ছিল স্পার্টাকাসের স্বপ্ন, এই ছিল তার জীবনধারা। ভেরিনিয়া, আমার বয়স অনেক হয়ে গেছে, এখন আর স্বপ্ন দেখা চলে না। তা না হলে, যে-একমাত্র জীবনের অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মায়, তা নিয়ে আমি কী করেছি, কী করে কাটিয়েছি, তারই চিন্তা হয়ত বড় বেশী আমায় আচ্ছন্ন করে রাখত। একটা মাত্র জীবন, মনে হয় কত ক্ষণস্থায়ী, কী নিরর্থক, কী লক্ষ্যহারা! যেন একটা নিমেষ! মানুষ জন্মায়, মানুষ মরে, কোনো অর্থ হয় না, কোনো মানে হয় না। আর এখানে আমি বসে রয়েছি আমার এই কুৎসিত মোটা কদর্য দেহটা নিয়ে—এরই বা অর্থ কী? স্পার্টাকাস কি খুব সুপুরুষ ছিল?'

এই গৃহে ঢোকার পর ভেরিনিয়া এই প্রথম হাসল। মৃদুহাসি থেকে ক্রমে তা অট্টহাসিতে পরিণত হল, হাসতে হাসতে দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর টেবিলে মুখ রেখে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'ভেরিনিয়া, কী বলেছি আমি, কী হল?'

'না, কিছু না—' ভেরিনিয়া উঠে বসে কাপড় দিয়ে ভাল করে মুখ মুছে নিল। 'আপনার বলার জন্যে কিছু হয়নি। স্পার্টাকাসকে আমি কত যে ভালোবাসতাম! সে আপনাদের

মতো ছিল না। আমার জাতের লোকদের সঙ্গেও তার মিল নেই। সে জাতিতে থ্রেশিয়ান, মুখটা ছিল চওড়া, চ্যাপটা গোছের। একবার এক ঠিকাদার তাকে মারে, মারের চোটে তার নাকটা ভেঙে যায়। লোকে বলত এর জন্যে তাকে মেষের মত দেখাত, কিন্তু আমার কাছে সে ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিই ছিল। এই আর কি।'

তাদের মধ্যে সব সংকোচ ও ব্যবধান অপসারিত হচ্ছে। গ্রাকাস হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত তুলে নিল। জীবনে সে কখনো কোনো নারীর এত অন্তরঙ্গ বোধ করে নি, কোনো নারীকে এত আপনার বলে ভাবতে পারেনি। সে বলল, 'জানো গো ভেরিনিয়া, নিজেকে আমি কী বলেছিলাম ? প্রথমে বলেছিলাম, তোমার কাছ থেকে এক রাত্রির ভালবাসা চাই। তারপর নিজেই তা নামঞ্জুর করে চাইলাম এক রাত্রির শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাও মনোমত হল না। তখন শেষ চাওয়া চাইলাম একটু কৃতজ্ঞতা। কিন্তু কৃতজ্ঞতার চেয়েও বেশী কিছু পেয়েছি, তাই না, ভেরিনিয়া ?'

'হ্যাঁ, তারও বেশী,' ভেরিনিয়া অকপটভাবে বলল। তখনই গ্রাকাস বুঝতে পারল এই নারীর মধ্যে ছলাকলা কপটতা বলে কিছু নেই। যা তার মনে থাকে তাই বলে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় তার জানা নেই। গ্রাকাস তার হাতখানা তুলে নিয়ে চুম্বন করল, ভেরিনিয়া বাধা দিল না।

'আমি শুধু এইটুকু চাই,' গ্রাকাস বলল। 'ভোর পর্যন্ত সময় আমার হাতে আছে। এই সময়টুকু তুমি কি আমার কাছে বসে গল্প করবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে অল্প একটু সুরাপান করবে, আমার খাদ্যের সামান্য কিছু ভাগ নেবে ? তোমাকে আমার এত কথা বলার আছে ! তোমার কাছ থেকেও কত কথা শোনার আছে। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আমার কাছে কি বসবে,—তারপর ফ্লাভিয়াস যখন আসবে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে, তার সঙ্গে রোম ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের জন্যে ? আমার এই অনুরোধটুকু রাখবে, ভেরিনিয়া ?'

'নিজের জন্যেও আমি তাই চাই,' ভেরিনিয়া বলল।

'আমি চেষ্টা করব না তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে, কারণ কীভাবে তোমাকে ধন্যবাদ জানানো যায় আমার জানা নেই।'

'আমাকে ধন্যবাদ জানানোর মত কিছুই আমি করিনি,' ভেরিনিয়া বলল। 'আমি ভাবতেও পারিনি আবার আমি সুখী হব। আপনি আমায় এত সুখী করেছেন যে তা আমার ভাবনার অতীত। স্পার্টাকাস মারা যাবার পর ভেবেছিলাম আর আমি হাসতে পারব না। ভেবেছিলাম জীবনটা বুঝি মরুভূমির মত খাঁখাঁ করবে। যদিও সে আমায় বলত, জেনো, জীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই, সে কী ভেবে বলত এখন যত বুঝছি আগে তা বুঝিনি। আমার এখন প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করছে। কেন আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার হাসতে ইচ্ছে করছে।'

৯

ফ্লাভিয়াস যখন ফিরে এল রাত তখন শেষ প্রহর। ধূসর নিঃসঙ্গ এই আলো আঁধারের

সন্ধিক্ষণে জীবনপ্রবাহ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে এবং সৃষ্টি জগতের গতিধারা শ্লথ হতে হতে এমন এক প্রান্তসীমায় পৌঁছয় যেখান থেকে সবকিছু আবার আহ্নিকযাত্রা শুরু করে। কিছু না বলে পরিচারিকা তাকে গ্রাকাস ও ভেরিনিয়ার কাছে নিয়ে গেল। গ্রাকাস তার আসনে ক্লান্তিতে এলায়িত হয়ে বসেছিল, তার মুখটা বিবর্ণ কিন্তু নিরানন্দ নয়। ভেরিনিয়া একটি কৌচে বসে তার সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছে। সেও ক্লান্ত, কিন্তু তার ওই রক্তাভ নধর শিশুটিকে কোলে নিয়ে সে যখন স্তন্যপান করাচ্ছিল, তাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। গ্রাকাস ফ্লাভিয়াসকে দেখতে পেয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তাকে ইসারা করল। ফ্লাভিয়াস নীরবে অপেক্ষা করল। রমণীর রূপের আকর্ষণ থেকে সে নিজেকে ছাড়াতে পারে না। প্রদীপের মৃদু আলোকে স্তন্যদানরত এই জননীকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন রোমের কোনো সুদূর স্মৃতিলোক থেকে এখানে অবতীর্ণ হয়ে এসেছে।

স্তন্যদান শেষ হলে পর ভেরিনিয়া তার বক্ষাবরণ ঠিক করে নিয়ে নিদ্রিত সন্তানকে একটি কম্বলে জড়িয়ে নিল। গ্রাকাস দাঁড়িয়ে উঠে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ভেরিনিয়া তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

'শকটই ঠিক করলাম,' ফ্লাভিয়াস তাদের উদ্দেশে বলল। 'ওতেই আমরা সময়ের সবচেয়ে সদ্ব্যবহার করতে পারব। ঠিকমত পৌঁছতে পারি বা না পারি, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কত মাইল পেছনে ফেলে আসতে পারলাম। বালিশ কম্বল এইসব দিয়ে একটা শকট বোঝাই করে রেখেছি। কোনো কিছু অসুবিধা হবে না। তবে আমাদের এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। এমনিতেই আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প, অত্যন্ত অল্প।'

মনে হল না তার কথা ওদের কানে গেল। তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে রয়েছে, স্পার্টাকাসের সুন্দরী স্ত্রী আর স্থূলকায় বয়স্ক রোমান রাজনীতিজ্ঞ গ্রাকাস। অতঃপর ভেরিনিয়া পরিচারিকার দিকে ফিরে বলল, 'ছেলেটাকে একটু ধরবে?'

পরিচারিকার হাতে ছেলেটিকে দিয়ে ভেরিনিয়া গ্রাকাসের কাছে এগিয়ে এল। সাদরে তার হাত দুখানা ভেরিনিয়া নিজের হাতে তুলে নিল, তারপর হাত দিয়ে তার মুখখানা স্পর্শ করল। গ্রাকাস আনত হতে ভেরিনিয়া তাকে চুম্বন করল।

'এখন তোমাকে বলছি,' ভেরিনিয়া তাকে বলল, 'তুমি আমার কত উপকার করলে, তুমি কী ভাল, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। যদি তুমি আমার সঙ্গে আসো আমিও তোমার কাছে ভালো হতে চেষ্টা করব—যে কোনো পুরুষের জন্যে যত ভালো হওয়া সম্ভব, তোমার জন্য আমি তাই হব।'

'ধন্যবাদ, ভেরিনিয়া।'

'গ্রাকাস, তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

'আমায় আর বলো না, আমার অশেষ ধন্যবাদ নাও, আমার আশীর্বাদ নিয়ে যাও। তোমাকে আমি খুবই ভালোবাসি। কিন্তু রোম ছেড়ে গেলে আমি একটা অপদার্থ হয়ে যাব। রোম আমার মা। জানি আমার মা গণিকা, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যদি আমার ভালোবাসা পেয়ে থাকে, সে আমার এই গণিকা মা। আমি বেইমান নই। তাছাড়া আমি একটা বুড়ো জরদ্গব। ফ্লাভিয়াসকে সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন একটা শকট তল্লাস করতে। আমার কথা থাক, তুমি যাও

ভেরিনিয়া।'

'আমি আগেই বলেছি আমাদের হাতে সময় খুব অল্প।' ফ্লাভিয়াস অধৈর্য হয়ে উঠেছে। 'এর মধ্যে পঞ্চাশজন এ ব্যাপার জেনেছে। তুমি কি মনে কর তাদের মধ্যে কেউ এ নিয়ে কানাঘুষা করবে না?'

'ওর দিকে ভালোভাবে নজর রেখো,' গ্রাকাস ফ্লাভিয়াসকে বলল।'ফ্লাভিয়াস, এবার তো তোমার অবস্থা ফিরে গেল। এবার থেকে তো আরামে থাকবে। আমার এই শেষ কাজটা কোরো। ওর এবং ওর ছেলের দিকে ভালোমত নজর রেখো। আল্‌পস্‌-এর পাহাড়তলীতে না পৌঁছনো অবধি ওদের নিয়ে সোজা উত্তরমুখো যেতে থাকবে। ওখানকার ছোট উপত্যকায় গল'এর যে-চাষীরা থাকে তারা ভালো লোক, যেমন সরল তেমনি কর্মঠ। তাদের মধ্যে ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্‌পস্‌ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, আকাশপটে স্পষ্টভাবে যতক্ষণ না তা বুঝতে পারছ, ততক্ষণ ওদের সঙ্গে থেকো। সময় নষ্ট কোরো না। ঘোড়াগুলোকে সমানে চাবুকের ওপর রাখবে। দরকার হলে মেরে ফেলবে, আবার নতুন ঘোড়া কিনে নেবে। কিন্তু কখনো থামবে না। ফ্লাভিয়াস, আমার জন্যে এইটুকু কি করবে?'

'এখনো পর্যন্ত তোমার কাছে আমি কথার খেলাপ করিনি।'

'না, তা কর নি। বিদায়।'

ওদের সঙ্গে সে দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত গেল। ভেরিনিয়া ছেলেকে কোলে তুলে নিল। গ্রাকাস দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে রইল। তখন ভোরের ধূসরতা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। ওখানে দাঁড়িয়েই তাদের সে শকটে আরোহণ করতে দেখল। ঘোড়াগুলো সজাগ ও সচকিত, পাথরের রাস্তায় পা ঠুকছে আর মুখের জাব চিবোচ্ছে।

'বিদায়, ভেরিনিয়া।' ভেরিনিয়াকে সে ডেকে বলল।

ভেরিনিয়া হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানাল। তারপর জনহীন সংকীর্ণ রাজপথ মুখরিত করে শকটগুলো অন্তর্হিত হয়ে গেল। ঘোড়ার খুরের শব্দ ও শকটের ঘর্ঘরধ্বনি সমস্ত পল্লীটাকে সচকিত করে তুলল।.....

গ্রাকাস এবার দপ্তরখানায় ফিরে গিয়ে তার প্রকাণ্ড চেয়ারটায় বসল। অত্যন্ত ক্লান্ত সে। কিছুক্ষণের জন্যে সে চোখ বুজে রইল, কিন্তু ঘুমোল না। তার পরিতৃপ্তির রেশ এখনো কাটে নি। সে চোখ বন্ধ করে তার ভাবনাগুলোকে যথেচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিল। অনেক কিছুই তার মনে এল। মনে এল তার পিতার কথা। তার পিতা ছিল দরিদ্র চর্মকার। তার পিতার যুগ গত হয়েছে, স্পষ্টতই সে-কাল চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। রোমানরা তখন পরিশ্রম করত এবং পরিশ্রম করে গর্ববোধ করত। মনে পড়ল, রোমের অলিতেগলিতে তার রাজনীতিক জীবনের হাতেখড়ি, সেই সব দাঙ্গাবাজির দিন, ভোট কেনাবেচায় হাত পাকানো, জনতাকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার উচ্চাসনে তার আরোহণ-পটুতা। অর্থ ও ক্ষমতার সঙ্গে নিরাসক্তি আসেনি, এসেছে আরো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সেকালে রোমানদের মধ্যে তখনো কিছু সৎ লোক ছিল প্রজাতন্ত্রে জনসাধারণের অধিকার রক্ষায় লড়াই করতে তারা পিছপাও হত না, তারাই ফোরামে দাঁড়িয়ে গোলামি-বাগিচা পত্তনের অনাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ জানিয়েছিল, দেখিয়েছিল বাগিচাপত্তনের ফলে কৃষকসমাজ সর্বস্বান্ত

হবে। তারা সাবধান করত, রাগে গর্জে উঠত। অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে তারা ছিল জাগ্রত প্রহরী। গ্রাকাস তাদের বুঝত। এইটেই গ্রাকাসের অসাধারণ গুণ,—তাদের সে বুঝতে পারত, স্বীকার করত তাদের আদর্শের ন্যায্যতা। কিন্তু সে এও জানত তাদের আদর্শ গতায়ু। ইতিহাসের গতি পশ্চাৎগামী হয় না, তার যাত্রা সম্মুখপানে। তাই সে হাত মেলাল তাদের সঙ্গে যারা সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বপ্ন দেখছিল। তাই, পুরাকালীন স্বাধীনতার কথা যারা বলত তাদের বিলুপ্ত করতে সে পাঠাল তার অনুগত দুর্বৃত্তদল। যারা ন্যায়নীতির পক্ষপাতী তাদের সে হত্যা করল।

এখন সে সেই কথা ভাবছে। অনুতাপে বা দুঃখে নয় বুঝতে চায় বলে ভাবছে। তারা, তার সেই প্রথম জীবনের শত্রুরা, সংগ্রাম করেছিল পুরাকালীন স্বাধীনতার জন্যে। কিন্তু সে স্বাধীনতার কিছু কি ছিল? এই মাত্র এ-বাড়ি ছেড়ে এ নারী বেরিয়ে গেল, স্বাধীনতার আগুন তার অন্তরে অনির্বাণ জ্বলছে। সে তার ছেলের নাম রেখেছে স্পার্টাকাস, সে-ছেলেও তার ছেলের নাম রাখবে স্পার্টাকাস,—এমন কোনোদিন কি আসবে যখন গোলামেরা গোলামি করে খুশী থাকবে? এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর সে পায় না, কোনো সমাধান দিয়ে সে নিজেকে বোঝাতে পারে না, এর জন্যে তার দুঃখও নেই। পরিপূর্ণ জীবন সে যাপন করেছে, এর জন্যেও তার পরিতাপ নেই। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সে নিজেকে দেখতে পেল, দেখল সর্বগ্রাসী কালপ্রবাহে সে একটা নিমেষমাত্র—এতেও সে সান্ত্বনা পেল। তার প্রিয়নগরী থাকবে, অনন্তকাল ধরে থাকবে। স্পার্টাকাস যদি কখনো ফিরে আসত, যদি কখনো এর প্রাচীর ধূলিসাৎ করে এখানে মানুষের নির্ভীক জীবনসৌধ গড়ে তুলতে পারত তারা বুঝত গ্রাকাসের মত লোকও এককালে ছিল, গ্রাকাসের মত যারা এই শহরের সমস্ত কদর্যতাকে স্বীকার করেই তাকে ভালবেসেছে।

এবারে তার মনে এল স্পার্টাকাসের স্বপ্নের কথা। এ-স্বপ্ন কি বেঁচে থাকবে? এ-স্বপ্ন কি টিকবে? ভেরিনিয়া যে-অদ্ভুত কথাটা বলে গেল তা কি সত্যি? সত্যিই কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ নিঃস্বার্থ ও পবিত্র হয়ে ওঠে? এমন লোক তার বুদ্ধির অতীত; তবে স্পার্টাকাসও তার বুদ্ধির অতীত। তবু সে তো ভেরিনিয়াকে জেনেছে। এখন স্পার্টাকাসও নেই, ভেরিনিয়াও নেই। সব এখন স্বপ্ন। ভেরিনিয়ার অদ্ভুত আদর্শের প্রান্তটুকু সে-শুধু স্পর্শ করতে পেরেছে। কিন্তু তার কাছে সে আদর্শের অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না।

তার প্রধান পরিচারিকা প্রবেশ করল। তার দিকে সে অদ্ভুতভাবে তাকাল। শান্তকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাও, বল?'

'হুজুর, আপনার স্নানের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমি তো আজ স্নান করব না।' গ্রাকাস তাকে বুঝিয়ে বলল। তার বিস্ময় ও বিহ্বলতা গ্রাকাসকে অবাক করল। 'আজ সব কিছুই অন্যরকম হবে। শোন,' সে বলে চলল, 'এইখানে এই টেবিলের ওপর এক সার থলে সাজানো আছে। প্রতিটি থলেতে আমার দাসীদের প্রত্যেকের নামে একটা করে মুক্তিপত্র রাখা আছে। সেই সঙ্গে প্রতি থলেতে আছে কুড়ি হাজার সেস্টারসিস। আমার ইচ্ছে থলেগুলো তুমি দাসীদের হাতে পৌঁছিয়ে দাও, আর বলে দাও তারা যেন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমি চাই যা বললাম এখনই

কর।'

'আমি আপনাকে বুঝতে পারছি না,' দাসীটি বলল।

'পারছ না? কিন্তু কেন পারছ না? যা বললাম তা তো অত্যন্ত পরিষ্কার। আমি চাই তোমরা সবাই চলে যাও। তোমরা মুক্ত, কিছু অর্থসঙ্গতিও তোমাদের রইল। কখনো কি আমার হুকুম অমান্য করা আমি বরদাস্ত করেছি?'

'কিন্তু কে আপনার রান্না করে দেবে? কে-ই বা দেখাশোনা করবে?'

'ওসব আর জিজ্ঞেস করো না। যা বলছি তাই কর।'

গ্রাকাসের মনে হল, তাদের বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে যেন অনন্তকাল লাগল। তারা চলে যেতে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা, সদ্যোজাত এক নিস্তব্ধতা বাড়িটাকে আচ্ছন্ন করল। সকাল হয়েছে, সূর্য উঠেছে। বিচিত্র কলরোলে রাস্তাঘাট জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু গ্রাকাসের বাড়িতে সাড়াশব্দ নেই।

আবার তার দফতরখানায় সে ফিরে এল, একটা দেরাজের কাছে গিয়ে চাবি দিয়ে সেটা খুলল। ভিতর থেকে বের করে আনল একটা তলোয়ার। তলোয়ারটা স্পেনদেশীয়, খর্বাকার, সৈনিকদের কোমরবন্ধে যেমন থাকে। সযত্নে তৈরি তলোয়ারটা রয়েছে সুন্দর কারুকার্য-করা খাপের মধ্যে। অনেক অনেক বছর আগে কোন এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এটা সে উপহার পেয়েছিল, কিন্তু উপলক্ষটা কিসের হাজার চেষ্টা করেও সে মনে করতে পারল না। কী আশ্চর্য, অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি তার কি নিদারুণ বিদ্বেষ! কিন্তু যখন সে ভাবে একটিমাত্র অস্ত্রের উপর সে বরাবর নির্ভর করে এসেছে এবং সে-অস্ত্র তার বুদ্ধি, তার খুব আশ্চর্য লাগে না।

খাপের থেকে তলোয়ারটা বের করে আর পার্শ্ব ও অগ্রভাগ পরখ করে দেখল। যথেষ্ট ধার কাছে। তারপর তার আসনে ফিরে গিয়ে তার বিরাট বপুর কথা চিন্তা করতে লাগল। আত্মহত্যার চিন্তায় তার হাসি পেল। এতে কোনো গৌরব নেই। নিতান্তই হাস্যকর। বাস্তবিক তার সন্দেহ হল, চিরাচরিত রোমান পন্থায় তলোয়ারের ফলাটা ভেতরে চালিয়ে দেবার মত যথেষ্ট শক্তি তার আছে কি না। কে বলতে পারে, হয়ত চর্বিটুকু কোনোক্রমে ভেদ করতে পারবে, তারপরে তার আর সাহস কুলোবে না, রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে দিতে বিকটভাবে কাঁদতে কাঁদতে সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে থাকবে। হত্যাকাণ্ড শুরু করার পক্ষে জীবনের এ উপযুক্ত সময় বটে! সারা জীবনে সে কখনো কিছু বধ করেনি—একটা মুরগির ছানাও না।

তারপর সে বুঝল, ব্যাপারটার সঙ্গে সাহসের কোনো সম্পর্ক নেই। মৃত্যুভয় সে ক্বচিৎ পেয়েছে। দেবতাদের অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনে শিশুকাল থেকে সে হেসেছে। বয়স বাড়তে তার স্ব-শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতবাদ সে সহজেই মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে ঈশ্বর নেই এবং মৃত্যুর পর জীবনেরও অস্তিত্ব নেই। সে যা করতে চায় তাতে সে মনস্থির করে ফেলেছে; একমাত্র ভয় আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তা সম্পন্ন করতে পারবে কিনা।

তার মনে যখন এইসব চিন্তা পাক খাচ্ছিল, নিশ্চয় তখন একটু ঝিমুনিভাব এসেছিল। বাইরের দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে সে জেগে উঠল।

'উঃ কী মেজাজ!' সে ভাবল। 'ক্রাসাস, কী মেজাজ তোমার। যুক্তিসঙ্গত ঘৃণা! তাই

না? এই বুড়ো হাবড়া গাড়লটা কিনা তোমাকে পুতুলের মত নাচিয়ে যুদ্ধে জেতা অমন দামী জিনিসটা বাগিয়ে নিল! কিন্তু ক্রাসাস, তুমি তাকে ভালবাসতে না। তুমি চেয়েছিল স্পার্টাকাসকে ক্রুশে গাঁথতে, যখন' তাকে পেলে না, ভেরিনিয়াকে চাইলে। তুমি চেয়েছিলে ভেরিনিয়া তোমাকে ভালবাসুক, তোমার কাছে নতজানু হয়ে থাকুক। হায় ক্রাসাস, তুমি এত বোকা, এত নির্বোধ, এতবড় গাড়ল। অথচ তোমার মত লোকেরাই এ-যুগের যথার্থ প্রতিনিধি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

তলোয়ারটা খুঁজল, কিন্তু পেল না। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে তার আসনের তলায় সেটাকে আবিষ্কার করল। তলোয়ারটা হাতে নিয়ে সে নতজানু হয়ে বসল, তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের মধ্যে সেটা বিঁধিয়ে দিল। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সে কিন্তু তলোয়ারটা তখন ভেদ করে গেছে। তারপর তলোয়ারটার ওপর সে উবুড় হয়ে পড়ল, ফলে তার বাকি অংশটাও প্রবিষ্ট হয়ে গেল।

ক্রাসাস যখন দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করল, তখন তাকে দেখল ঠিক এই অবস্থায়। তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে সেনাপতির সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হল। চিৎকার করার পর সে দেখতে পেল রাজনীতিজ্ঞের মুখখানা যন্ত্রণার বিকৃতিতে স্থির হয়ে রয়েছে।.....

অতঃপর রাগে ও ঘৃণায় জ্বলতে জ্বলতে ক্রাসাস স্বগৃহে ফিরে এল। মৃত গ্রাকাসের প্রতি তার ঘৃণার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন ঘৃণা কোনো বস্তুকে বা কোনো ব্যক্তিকে সে জীবনে কখনো করেনি। কিন্তু গ্রাকাস এখন মৃত এবং ক্রাসাস যে এ নিয়ে কিছু একটা করবে তার উপায় নেই।

ক্রাসাস বাড়িতে প্রবেশ করেই খবর পেল তার একজন অতিথি এসেছে। তরুণ কেইয়াস তার জন্যে অপেক্ষা করছে। যা ঘটেছে সে-সম্পর্কে কেইয়াস কিছুই জানত না। দেখা হতেই সে বলল, কাপুয়ার ছুটি শেষ করে সবেমাত্র সে ফিরেছে, ফিরেই সে তার প্রিয় ক্রাসাসের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছে। সে ক্রাসাসের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার বুকে ধীরে ধীরে করাঘাত করতে থাকে। ক্রাসাস এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দেয়।

ক্রাসাস ছুটে পাশের ঘর থেকে একটা চাবুক নিয়ে বেরিয়ে এল। কেইয়াস তখন মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, তার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে, তার আহত মুখে বিস্ময় ও ঘৃণা। ক্রাসাস এসেই তার ওপর চাবুক চালাতে শুরু করল।

কেইয়াস অর্তনাদ করে উঠল। বার বার আর্ত চিৎকারেও ক্রাসাসের চাবুক থামল না। শেষ পর্যন্ত ক্রাসাসের গোলামেরা এসে তাকে ঠেকাল এবং কেইয়াস ছোট ছেলের মত চাবুক খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে টলতে টলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

অষ্টম খণ্ড

ভেরিনিয়ার মুক্তিলাভের কাহিনী।

’’’

গ্রাকাসের সঙ্গে যে-চুক্তি হয়েছিল ফ্লাভিয়াস তা পালন করল। গ্রাকাসের নিজের হাতে সই করা সেরা পরিচয়পত্র নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে তারা শকটে চেপে প্রথমে উত্তর দিকে পরে পূর্বদিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল। পথযাত্রার কথা ভেরিনিয়ার বিশেষ কিছু মনে ছিল না। প্রথম দিন অধিকাংশ সময় ছেলেকে বুকে নিয়ে সে ঘুমিয়েছে। যে-পথ দিয়ে তারা চলেছিল তার নাম কাসিয়া মহাপথ। সুন্দর সমতল বাঁধানো রাস্তা, শকটগুলোও চলল অবাধে ও স্বচ্ছন্দে। দিনের প্রথমাংশে চালক ঘোড়গুলোকে নির্দয়ভাবে চালাল, দুপুর হতে নতুন ঘোড়া জোতা হল। দিনের বাকি অংশটা সমান দ্রুতগতিতে তারা ধেয়ে চলল। রাত্রি সমাগমে তারা রোমের উত্তরে একশ মাইলেরও বেশী অতিক্রম করে এসেছে। অন্ধকারেই আবার তারা বাহন বদল করল এবং চাঁদের আলোয় সারারাত ধরে শকটগুলো মাইলের পর মাইল সমানে তীরবেগে ছুটে চলল।

কয়েকবার সামরিক টহলদারেরা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিন্তু ফ্লাভিয়াসের কাছে গ্রাকাস সেনেটের যে-সনদ দিয়ে দিয়েছিল, সে-বাধা অতিক্রম করার পক্ষে তা যথেষ্ট। দোদুল্যমান শকটে ভেরিনিয়া সে রাত্রে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে, তার পায়ের কাছে কম্বল ও বালিসের মধ্যে শায়িত ছিল তার সুষুপ্ত সন্তান। সে দেখেছে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত জনপদ দুধারে ছুটে চলেছে। অপূর্ব রোমান সেতুগুলো পার হয়ে যাবার সময় সে দেখেছে উদ্দাম জলস্রোত নীচে বয়ে চলেছে। বিশ্বজগৎ তখন নিদ্রামগ্ন, তারাই শুধু উধাও ধেয়ে চলেছে।

ভোর হওয়ার কয়েকঘন্টা আগে চাঁদ অস্ত গেল। তারা তখন সড়কের ধারে একটা খোলা জায়গায় এসে ঘোড়াগুলোর সাজ খুলে দিল ; যাতে পালাতে না পারে তাই তাদের পিছনের পা দুটো বেঁধে দিল। তারপর কোনোক্রমে কিছু রুটি ও সুরা গলাধঃকরণ করে তারা কম্বল বিছিয়ে বিশ্রাম করতে শুয়ে পড়ল। ভেরিনিয়ার সহজে ঘুম এল না, কিন্তু পরিশ্রান্ত চালকেরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। ভেরিনিয়ার মনে হল সবেমাত্র সে চোখ বুজেছে, অমনি ফ্লাভিয়াস তাকে ঠেলে তুলল। ঘোড়াগুলোকে যখন সাজ পরানো হচ্ছিল, সেই অবসরে ভেরিনিয়া তার সন্তানকে স্তন্যদান করে নিল। ভালোমতো শ্রান্তি দূর না হওয়ার জন্যে লোকগুলো স্বভাবতঃই কাজ করছিল ধীরে ধীরে ও বিরক্তির সঙ্গে। তারপর ভোরের আবছা আলোয় তারা আবার প্রধান সড়ক ধরে উত্তরমুখে ধাবিত হল। সূর্যোদয়ের

পর এক বিশ্রামস্থলে এসে, একটু জিরিয়ে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে বদলে নিল। কিছুক্ষণ পরে প্রাচীরবেষ্টিত এক শহর পাশে রেখে তারা এগিয়ে গেল। সারা সকালটা চালকেরা ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে প্রচণ্ডবেগে চালিত করল। এতক্ষণে শকটগুলোর অবিরাম গতি ভেরিনিয়াকে কাহিল করতে আরম্ভ করেছে। কয়েকবার সে বমি করল। তার ভয় হতে লাগল তার স্তন্য বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। সন্ধ্যে নাগাদ ফ্লাভিয়াস কিছু টাটকা দুধ ও ছাগলের দুধের পনীর নিয়ে এল। ভেরিনিয়া তা খেতে পারল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুণ সে-রাতটা তারা বিশ্রাম করে কাটাল।

আবার ভোর না হতেই তারা বেরিয়ে পড়ল এবং দুপুর নাগাদ তারা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে আরেকটা মহাপথ তাদের পথটার সঙ্গে আড়াআড়িভাবে মিলিত হয়েছে। এবারে তাদের যাত্রার মোড় ঘুরল উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর। সূর্যাস্তের সময় ভেরিনিয়া প্রথম দেখল দূরস্থিত আল্‌পস্‌ পর্বতের তুষারাবৃত শৈলচূড়া। চাঁদনী রাত ছিল বলে ঘোড়াগুলোকে বেশি তাড়া না দিয়ে তারা ধীরে সুস্থে চলল। রাতে তারা একবার থামল শেষবারের মত ঘোড়া বদলাতে, তারপর ভোরের আগেই প্রধান সড়ক ছেড়ে পুবমুখো একটা কাঁচা রাস্তা ধরল। রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে একটা উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে। সূর্য উঠতে ভেরিনিয়া দূরে দেখতে পেল কুয়াসাচ্ছন্ন সমস্ত উপত্যকাটা, উপত্যকার মাঝবরাবর একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে আর দুপাশে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে।

এখন তাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল, কারণ শকটগুলো কাঁচারাস্তার খাদের মধ্যে পড়ে ক্রমাগত টাল খেতে লাগল। ভেরিনিয়া বালিশগুলোর মধ্যে তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে রইল। একটা কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে তারা নদীটা পার হল। তারা আস্তে আস্তে টেনে টেনে উপরে উঠতে লাগল। সারাদিন ধরে ঘোড়াগুলো পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে টেনে টেনে উঠল। গল দেশীয় চাষীরা তাদের দেখতে পেয়ে কাজ থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারা দেখল দুটো প্রকাণ্ড শকট আর তা টেনে নিয়ে চলেছে সুন্দর সুন্দর তেজীয়ান ঘোড়া। পিছু নেওয়ার মত ছেলেছোকরার দল সর্বত্রই থাকে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার জন্যে চারদিক থেকে তারা দৌড়তে দৌড়তে এসে রাস্তার ধারে অবাক চোখে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যের দিকে রাস্তা বলতে দুটো চাকার রেখা ছাড়া আর কোনো চিহ্নই নেই। চাকার রেখা ধরে তারা পাহাড়ের ওপরে পৌঁছিয়ে দেখতে পেল তাদের সামনে সুন্দর প্রকাণ্ড এক উপত্যকাভূমি। এই প্রশস্ত উপত্যকার এখানে ওখানে ভেরিনিয়া দেখতে পেল একটা ক্ষুদ্র শহর ছড়িয়ে রয়েছে, একদিকে ঘেঁষাঘেঁষি কতকগুলো বাড়ি, অন্যদিকে পর পর কতকগুলো চাষীর কুঁড়ে। তার নজরে পড়ল বিস্তৃত এক বনভূমি, অনেকগুলি ছোট ছোট নদী এবং অস্পষ্ট প্রাচীরবেষ্টিত একটা বিরাট নগরীর আভাস। নগরীর অবস্থান উপত্যকার পশ্চিম দিকে। তারা তাদের নিজস্ব পথ ধরে উত্তর মুখে আল্‌পস্‌ পর্বতের দিকে নেমে গেল। তখনো মনে হচ্ছিল আল্‌পস্‌ কত দূরে।

ওপরে ওঠার মতই নিচে নামা কষ্টকর, কারণ ঘোড়াগুলোকে সবসময়ে রাশ টেনে রাখতে হয়, তার ওপর পথটাও সর্পিল। যখন তারা পাহাড়তলীতে এসে পৌঁছল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। চাঁদ ওঠার প্রতীক্ষায় তারা সেখানে থামল, কিছুক্ষণ বিশ্রামও

নিয়ে নিল। সে-রাতটা চাঁদের আলোয় তারা কিছুক্ষণ চলল, আবার থেমে পরেরদিন ভোরবেলা রওনা হল। এখানকার সব রাস্তার অবস্থাই সঙ্গীন। যেতে যেতে শেষপর্যন্ত তারা পৌঁছল আল্‌পস্‌-এর তরাইয়ে। ছোট ছোট পর্বতমালায় গঠিত এই তরাই।

এইখানে ফ্লাভিয়াস ভেরিনিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিল। একদিন প্রত্যুষে ফ্লাভিয়াস চলে গেল, ভেরিনিয়াকে রেখে গেল এক রাস্তায়, যার দুপাশে মাঠ আর বন ছাড়া কিছু নেই।

যাবার আগে তাকে বলে গেল, 'ভরিনিয়া, বিদায়। গ্রাকাসের কাছে যা কথা দিয়েছিলাম, তা আমি পালন করেছি, মনে হয় যে-অর্থ সে আমায় দিয়েছে তার কিছুটা যথার্থই আমার প্রাপ্য। আশা করি আমাকে বা তোমাকে আর রোমের মুখদর্শন করতে হবে না, কারণ এখন থেকে আমাদের দুজনের পক্ষেই সে শহরটা তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। তোমার আর তোমার ওই ছোট ছেলেটির সুখ ও সৌভাগ্য কামনা করি। এই পথ বেয়ে মাইলটাক ওপরে উঠলে চাষীদের ছোট একটা গ্রাম দেখতে পাবে। শকটে করে এসেছ তাদের না দেখাই ভালো। এই থলিটায় একহাজার সেস্টারসিস রইল, যদি দরকার হয় এর জোরে তুমি এ-অঞ্চলে এক বছরের খোরাক ও আশ্রয় জোটাতে পারবে। এখানকার চাষীরা সরল সাদাসিধে লোক। পাহাড় ডিঙিয়ে যদি তুমি নিজের দেশে যেতে চাও, তারা খুশী হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু আমার মত যদি নাও, তা কোরো না। পাহাড় অঞ্চলে বন্যপ্রকৃতির সব লোকেরা বাস করে। নবাগতদের ওপর তাদের কোনো দরদ নেই। তাছাড়া, ভেরিনিয়া, যদি যাও-ও আপনার লোকদের আর দেখতে পাবে না। জার্মান উপজাতির লোকেরা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে অনবরত তাদের ডেরা বদলায়। কেউ বলতে পারে না একবছর পরে কোথায় তারা ডেরা তুলে যাবে। তাছাড়া শুনেছি, আল্‌পস্‌-এর ওই বন্য অঞ্চল ভীষণ জলা ও অস্বাস্থ্যকর, বাচ্চাকে লালন করার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। আমিও ভাবছি, ভেরিনিয়া, কাছাকাছি কোথাও নিজের থাকার ব্যবস্থা করব। বলতে বাধা নেই আমার কাছে তা মোটেই মতঃপূত নয়, কিন্তু তুমি চাও আমি তোমার কাছাকাছি থাকি, তাই না?'

'সত্যিই আমি তাই চাইছিলাম,' ভেরিনিয়া সায় দিয়ে বলে। 'ফ্লাভিয়াস, আপনার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

তারপর তারা শকটগুলো ঘুরিয়ে নিল, ভেরিনিয়া তার ছেলেকে কোলে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ধুলোর ঝড় তুলে শকটগুলো চলে যাচ্ছে, কাছ থেকে দূরে, শেষকালে একখণ্ড জমির আড়ালে তারা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

পথের ধারে বসে ছেলেকে খাইয়ে নিয়ে ভেরিনিয়া পথ ধরে চলল। গ্রীষ্মের সকাল, সুন্দর একটা ঠাণ্ডার আমেজ রয়েছে। স্বচ্ছনীল আকাশে সূর্য উঠে আসছে, পাখির কূজন শুরু হয়েছে, মৌমাছিরা মধুপান করে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে আর গুঞ্জনধ্বনিতে বাতাস মুখরিত করছে।

ভেরিনিয়া সুখী হল। যে-সুখ সে স্পার্টাকাসের সঙ্গে পেয়ে এসেছে, এ তা নয়। স্পার্টাকাস তাকে একটা জিনিস দিয়ে গিয়েছে, বলিষ্ঠ জীবনবোধ, বেঁচে থাকার চরম সার্থকতা। আজ সে মুক্ত ও জীবিত ; তাই তার এই বিচিত্র সুখানুভূতি, তাই তার ভবিষ্যৎ আশায় ও সম্ভাবনায় পূর্ণ।

ভেরিনিয়া কথার শেষ অধ্যায় এইরকম। কোনো নারী একা থাকতে পারে না। যে-গ্রামে সে এসে হাজির হল, তার অধিবাসীরা গলদেশীয় সরল চাষী। তাদের মধ্যে এক চাষী ছিল, সন্তান প্রসবের সময় তার স্ত্রী মারা যায়। তার ঘরে ভেরিনিয়া আশ্রয় পেল। হয়ত ওখানকার লোকেরা জেনেছিল, সে একটা বাঁদী, পালিয়ে এসেছে। তাতে কিছু এসে যায় নি। তার স্তন্যপান করে তাদের এক শিশু জীবন লাভ করল। সবার সে উপকার করত, তার শক্তি ও সহজ সারল্যের জন্য সবাই তাকে ভালবাসল।

যে-লোকটির গৃহে সে স্থান পেল, সে এক সাধারণ কৃষক, লেখাপড়া সে শেখেনি, শিখেছে শুধু পরিশ্রম করতে। সে স্পার্টাকাসের মতো নয়, তবে স্পার্টাকাসের থেকে খুব বেশী প্রভেদও তার ছিল না। জীবন সম্পর্কে তারো ছিল সেই তিতিক্ষা। ধীর শান্ত ছিল তার স্বভাব, উগ্র ভাব ছিল না বললেই হয়। সে তার সন্তানদের গভীরভাবে ভালবাসত। ভেরিনিয়া যেটি এনেছিল সেও তার ভালবাসায় বঞ্চিত হয়নি।

ভেরিনিয়াকে সে শ্রদ্ধা করত—কারণ ভেরিনিয়া বাইরে থেকে এসেছে এবং সঙ্গে এনেছে জীবন। যথাসময়ে ভেরিনিয়াও তাকে বুঝতে শিখল এবং তার মনের ভাবে নিজের মনটাও কিছুটা রাঙিয়ে তুলল। সহজেই তাদের ভাষা সে আয়ত্ত করল, মূলত তা ল্যাটিন ভাষাই, তার সঙ্গে কিছু কিছু গল কথা মেশানো। সে জেনে নিল তাদের জীবনযাত্রার ধরণধারণ, তার স্বজাতির জীবনযাত্রা থেকে তার খুব বেশী প্রভেদ নেই। তারা জমি চাষ করে একটি ফসল উৎপন্ন করে। ফসলের কিছুটা তারা গ্রাম্য দেবতাদের পূজা দেয়, আরেক অংশ দেয় খাজনা আদায়কারী পেয়াদাকে ও রোমকে। তাদের জীবনমৃত্যু একতালে বাঁধা। হাসিকান্না আনন্দের মধ্যে তাদের ছোট ছোট সংসার গড়ে তোলে, নিয়মিত ঋতু আবর্তনের সঙ্গে তাদের জীবনধারা আবর্তিত হতে থাকে।

পৃথিবী জুড়ে চলেছিল বিরাট বিরাট পরিবর্তন, কিন্তু তার প্রভাব তাদের ওপর পড়ছিল এত ধীরে যে ছককাটা তাদের জীবনধারায় তখনো কোনো ফাটল ধরেনি।

ভেরিনিয়া বন্ধ্যা ছিল না। তার প্রজননশক্তি লোপ পাবার আগে যে-ব্যক্তিকে সে বিবাহ করেছিল তাকে বছরে বছরে একটি করে সাতটি সন্তান সে উপহার দিল। শিশু স্পার্টাকাস তাদেরই সঙ্গে বড় হতে লাগল, বলিষ্ঠ ঋজু হল তার দেহের গঠন। যখন তার বয়স সাত বছর, ভেরিনিয়া প্রথম তাকে তার পিতৃপরিচয় দিল এবং তার পিতার কীর্তিকাহিনী শোনাল। সে চমৎকার বুঝতে পারল দেখে ভেরিনিয়া বিস্মিত হল। এ-গ্রামের কেউ কখনো স্পার্টাকাসের নাম শোনেনি। এর চেয়ে আরো বিপর্যয়কারী ঘটনা দুনিয়াকে নাড়া দিয়ে গেছে কিন্তু এ-গ্রামকে স্পর্শ করেনি। অপর সন্তানগুলি—পাঁচটি ছেলে ও দুটি মেয়ে—বড় হয়ে উঠতে ভেরিনিয়া তাদেরও বার বার স্পার্টাকাসের কাহিনী শোনাল,—বলল, কেমন করে একজন সাধারণ গোলাম অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, কীভাবে সে চারবছর ধরে প্রবল প্রতাপ রোমের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল; যে-ভয়ংকর খনিতে স্পার্টাকাসকে খাটতে হয়েছে তার বর্ণনা সে দিল, রোমান এরেনায় ছুরি হাতে কেমন করে তাকে লড়তে হয়েছে, তাও সে বলল। সে আরো বলল, কী নম্র কী সরল কী

উদার ছিল স্পার্টাকাস। যে-সাদাসিধে মানুষগুলোর সঙ্গে ভেরিনিয়ার জীবন কাটছে, ভেরিনিয়ার মনে হয় তারা স্পার্টাকাসের স্বগোত্র। বাস্তবিক স্পার্টাকাসের সঙ্গীদের বিষয় বলতে গিয়ে সে গ্রামের কোনো না কোনো লোককে উদাহরণস্বরূপ বেছে নিত। আর, যখন সে এইসব কাহিনী বলত, তার স্বামী তা মন দিয়ে শুনত, শুনে তার বিস্ময় ও ঈর্ষা হত।

ভেরিনিয়ার জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ ছিল না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে পরিশ্রম করতে হত। কখনো আগাছা সাফ করে নিড়ান দিচ্ছে, কখনো ঘরদোর পরিষ্কার করছে, কখনো সুতো কাটতে কখনো বা কাপড় বুনতে ব্যস্ত। তার সুন্দর ত্বক্ রোদে পুড়ে ঝলসে গেল, সৌন্দর্যের কিছুই অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি কোনোকালেই তার খুব আসক্তি ছিল না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে অতীতের দিকে তাকাবার সুযোগ পেয়েছে তখনই জীবনের কাছ থেকে যা পেয়েছে তার জন্যে সে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। স্পার্টাকাসের জন্যে তার আর দুঃখ নেই। তার জীবনের যে-অংশটুকু স্পার্টাকাসের সঙ্গে কেটেছে, আজ তার কাছে তা মনে হয় স্বপ্ন।

যখন তার প্রথম পুত্রের বয়স কুড়ি সে জ্বরে পড়ল এবং তিন দিনের রোগ ভোগের পর মারা গেল। তার মৃত্যু বিলম্বিত হয়নি এবং তেমন যন্ত্রণাও তাকে পেতে হয়নি। তার স্বামী ও পুত্রকন্যারা তার শোকে কাঁদল, তারপর একটা বস্ত্র আচ্ছাদন করে তাকে সমাধিস্থ করল।

এ-গ্রামের পরিবর্তন ঘটল তার মৃত্যুর পর। খাজনার হার বেড়েই চলল, মনে হল তার শেষ নেই। এরপর এক গ্রীষ্মের পর এল দারুণ খরা ; বেশীর ভাগ ফসলই শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। তারপর এল রোমান সেনাদল। যেসব পরিবার খাজনা দিতে পারল না তাদের ভিটেমাটি থেকে তাড়িয়ে বের করে আনা হল, তারপর কাঁধে কাঁধে তাদের শেকল দিয়ে বেঁধে খাজনার দায়ে বিক্রির জন্যে রোমে চালান করা হল।

কিন্তু ফসল যাদের নষ্ট হয়েছে, তাদের সবাই এই নির্যাতন মুখ বুজে সইল না। স্পার্টাকাস, তার ভাই ও বোনেরা এবং তাদের সঙ্গে গ্রামের আরো কতক লোক তাদের গাঁয়ের উত্তরদিকের জঙ্গলে পালিয়ে গেল। এ-জঙ্গল আল্‌পস্ পর্বতের শিখর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে তারা ফলমূল ও ছোটখাটো যা শিকার পেত তাই দিয়ে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করে রইল ; কিন্তু যখনই তাদের নজরে পড়ত তাদের এককালীন ভিটের ওপর বিরাট বাড়ি উঠছে, তারা নেমে এসে বাড়িঘর পুড়িয়ে ছারখার করে যথাসর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত।

তারপর সেনাদল জঙ্গলে হানা দিল। তখন চাষীরা পাহাড়ের লোকদের সঙ্গে হাত মেলাল সেনাদলকে রুখতে। পলাতক গোলামেরা তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। এইভাবে চলল সর্বহারাদের সংগ্রাম বৎসরের পর বৎসর। কোনো কোনো সময়ে সেনাবাহিনীর আক্রমণে তারা বিপর্যস্ত হয়ে যেত, কখনো কখনো বিদ্রোহীরা এত শক্তিশালী হয়ে উঠত যে তারা নিচে নেমে এসে সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়ে লুটপাট করে চলে যেত।

স্পার্টাকাসের ছেলে এমনিভাবে তার জীবন যাপন করল, তার মৃত্যুও হল এমনি ধারা—তারা পিতার মত মরণপণ সংগ্রামের মধ্যে। তার সন্তানদের কাছে সে যেসব কাহিনী বলে গেল তা কম স্পষ্ট, কম তথ্যসমৃদ্ধ। কাহিনী হল পুরাণ, পুরাণ হল রূপকথা, কিন্তু

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সংগ্রাম কখনো ক্ষান্ত হল না। এ যেন এক অগ্নিশিখা, অনির্বাণ জ্বলছে, কখনো উজ্জ্বল বা ম্লান, কিন্তু কখনোই নিভছে না—সেই সঙ্গে স্পার্টাকাসের নামও, তাও মুছে গেল না। বংশধারা বেয়ে নামের ধারা যেমন বজায় থাকে, তেমনভাবে নয়, সে-নাম টিকে রইল সাধারণ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়।

একদিন আসবে যখন রোম ধূলিসাৎ হবে। সেই ধ্বংসযজ্ঞে শুধু গোলামেরাই অংশগ্রহণ করবে না, গোলামদের সঙ্গে থাকবে ভূমিদাস, চাষী-কিষান ও সভ্যসমাজ বহির্ভূত উপজাতির লোকেরা।

যতদিন মানুষ পরিশ্রম করবে এবং যারা পরিশ্রম করবে তাদের শ্রমের ফল অপরেরা আদায় করে আত্মসাৎ করবে, ততদিন স্পার্টাকাসের নাম সবাই স্মরণে রাখবে, কখনো সে-নাম উচ্চারিত হবে মৃদুভাবে, কখনো বা উচ্চস্বরে, কখনো বা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায়।

নিউইয়র্ক সিটি
জুন ১৯৫১